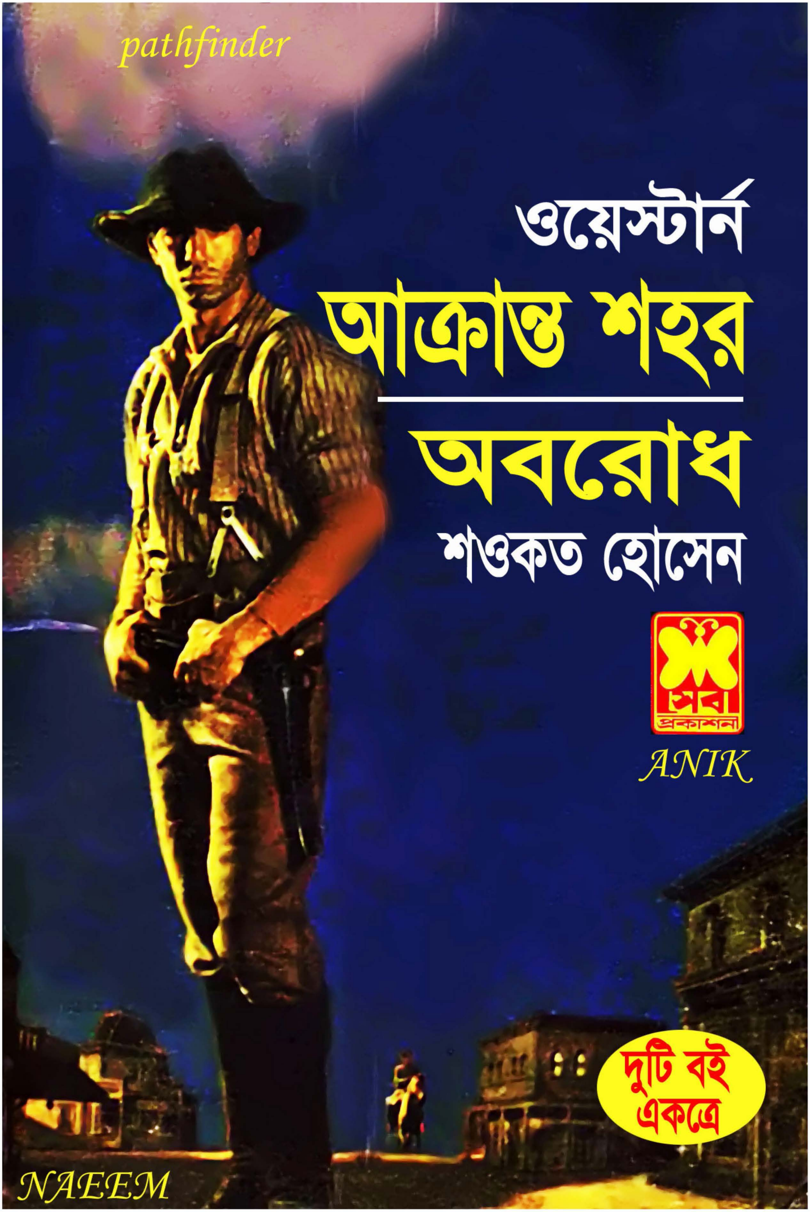

pathfinder
ওয়েস্টার্ন
আক্রান্ত শহর
অবরোধ
শওকত হোসেন
সেবা
প্রকাশনী
ANIK
দুটি বই
একত্রে
NAEEM

সেবা প্রকাশনীর
আরও ক'টি ওয়েস্টার্ন

কাজি মাহবুব হোসেনঃ আলেয়ার পিছে+আর কতদূর, পাতকী+জ্বলন্ত পাহাড়, রক্তাক্ত খামার+সেই এরফান, মানুষ শিকার+বাঁধন, ভাগ্যচক্র-১+২, রাইডার+অপমৃত্যু, এপিঠ-ওপিঠ+লুটতরাজ, আবার এরফান+ডেথ সিটি, রূপান্তর, ল্যাসোর ফাঁস+বুনো পশ্চিম, কাউবয়, গানফাইট, দাবানল-১+২, বেপরোয়া পশ্চিম, চক্রান্ত, কিং কোল্ট, মৃত্যুর মুখে এরফান+অ্যারিজোনায় এরফান, নিঠুর পশ্চিম, রক্তরাঙা ট্রেইল+ভয়াল শটগান, রুদ্র সীমান্ত, পাহাড়ী স্লোন, খুনে মার্শাল, নিঃসঙ্গ অশ্বারোহী, ক্ষ্যাপা তিনজন, কালো দালান, ক্ষিপ্ত ঘাতক, আক্রোশ, ধোঁকাবাজ, লুটপাট, অ্যাপাচি চীফ, অন্বেষা, হার্ডি স্লোন, ভূমিদস্যু। **খোন্দকার আলী আশরাফঃ** কাঁটাতারের বেড়া, লড়াই, ডাইনী। **রওশন জামিলঃ** ওয়ানটেড, জলদস্যু, নীলগিরি, বসতি, স্বর্ণতৃষা, কুহকিনী, রক্তের ডাক, টোপ, রত্নগিরি, প্রত্যয়+অতন্দ্র প্রহরী, বাথান-১+২, নিষ্পত্তি, ছায়া উপত্যকা, মার্সেনারী, সন্ধান+ছায়াশত্রু, ভয়, বিধাতা, পাড়ি, আতঙ্ক, বিদ্বেষ, ক্রোধ, স্বপ্ননগরী, দেনা+রক্তবসনা, প্রতারক, সুবিচার+খুনে নগরী, অশান্ত মরু। **শওকত হোসেনঃ** প্রতিপক্ষ+দখল, প্রহরী+সংঘাত, ঘেরাও+নীল নকশা, অস্থির সীমান্ত+উত্তপ্ত জনপদ, আক্রান্ত শহর+অবরোধ, বৈরী বলয়+অপসারণ, বিপদ, শত্রুশিবির, দুশমন, ত্রাহি, দুষ্টচক্র, দমন, রুদ্ররোষ, জালিয়াত, নিষিদ্ধ প্রান্তর, রক্তঋণ, হানাদার, মোকাবেলা, যাত্রা অনিশ্চিত, ফয়সালা। **প্রিম রিজভী তৌহিদঃ** শেষ মার। **আলীমুজ্জামানঃ** মরুসৈনিক, ভূমিদস্যু। **রকিব হাসানঃ** তৃণভূমি, নির্জনবাস। **হিফজুর রহমানঃ** শিকারী। **জাহিদ হাসানঃ** স্বর্ণবিবর, সোনালী মৃত্যু। **আসাদুজ্জামানঃ** দুর্বৃত্ত। **আলীম আজিজঃ** সহযাত্রী, স্বপ্ন মরীচিকা, চিরশত্রু, শত্রুশহর। **বজলুর রহমানঃ** বাজি। **খসরু চৌধুরীঃ** ভুল। **আদনান শরীফঃ** পশ্চিম যাত্রা। **এ.টি.এম. শামসুদ্দীনঃ** শেষ প্রতিপক্ষ। **তাহের শামসুদ্দীনঃ** স্যান্ডার্সের রক্ত চাই, গ্রীনফিল্ডের আউট-ল, ঈগলের বাসা, আগন্তুক, শ্যেনদৃষ্টি। **কাজী শাহনূর হোসেন ও আলীম আজিজঃ** মুক্তপুরুষ। **কাজী শাহনূর হোসেনঃ** প্রতিযোগী, স্বর্ণসন্ধানী, বদলা, কারসাজি, শয়তানের চক্র, লোভের ফাঁদে, মৃত্যুপ্রতীক্ষা, শপথ, নির্জন প্রান্তর, জাতশত্রু। **কাজী মায়মুর হোসেনঃ** সেই পিস্তল, উৎখাত, লুটেরা, প্রত্যাবর্তন, শায়েস্তা, অদৃশ্য ঘাতক, ধাওয়া, দুর্গম যাত্রা, প্রহসন, দূরের পথ, দুর্বিপাক, বধ্যভূমি, দক্ষিণে বেনন, স্বর্ণঈগল, প্রবঞ্চক, দুর্জয় পশ্চিম, দস্যু বেনন+সীমান্তে সাবধান, সীমানা, দোষী, বিরান প্রান্তর, প্রতিজ্ঞা, কূটচাল, ক্যালিবার .৪৫, স্বপ্নের খামার, শেষ জংশন, শয়তানের আখড়া, বারুদ, তস্কর, সীমান্তে বিরোধ, নিঠুর আলাস্কা, কয়েদী, সমন-১, সমন-২, খুনে ক্যানিয়ন, মৃত্যু উপত্যকা, বন্দুকবাজ, লুণ্ঠন, উত্তপ্ত কারাগার, খলনায়ক, পরবাসী, অধিকার। **ইফতেখার আমিনঃ** প্রতিরোধ, প্রায়শ্চিত্ত, নিশি যাত্রা, দখলদার। **গোলাম মাওলা নঈমঃ** রোধ, দুঃসাহস, শোধ, মীমাংসা, সেয়ানে সেয়ানে, দুর্ভোগ, ত্রাস, পেছনে শত্রু, সামনে বিপদ, মাশুল, লালসা, হরণ, পতন, শর্ত, অপঘাত, উত্তরসুরি, খুনে শহর, তালাশ, মুখোশ, চালবাজ, দম্ভ, ঘাতক, ঘায়েল, আসামী, অহঙ্কার, দূরের পাহাড়-১, দূরের পাহাড়-২, নরকে, শকুন, দাপট, বিপত্তি। **টিপু কিবরিয়াঃ** অশুভ চক্র, হুমকি। **মোহাম্মদ সাইফুল্লাহঃ** ভবঘুরে, আউট-ল, রক্তপিশাচ, প্রতিঘাত, খুনের দায়, যমদূত। **শেখ আবদুল হাকিমঃ** ভাড়াটে খুনী, পিস্তলবাজ। **মাসুদ আনোয়ারঃ** আশ্রয়, জ্বালা, জেলঘুঘু, স্বর্ণলালসা, সংঘর্ষ, লিপ্সা, অপমান। **আবু মাহদীঃ** পাঞ্চার, গানম্যান, অভিসন্ধি, শো-ডাউন, ঠিকানা, ট্রেইল বস্। **সুস্ময় আচার্যঃ** অপবাদ। **সায়েম সোলায়মানঃ** সঙ্কট, অবরুদ্ধ শহর।

আক্রান্ত শহর

প্রথম প্রকাশঃ ১৯৮৭

এক

ঝিম মেরে আছে মাস্ট্যাং। তিন দিন হলো পিস্তলবাজি নেই, খুনোখুনি নেই, শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি। এ-শহরে আসল রূপ সবার চেনা, তাই আবার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসার অপেক্ষায় রয়েছে। হরদম খুন-খারাবী শুরু হলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবে সবাই। বন্দুকবাজি ছাড়া ক'টা দিন পেরিয়ে যাওয়ার পর এখন উত্তেজনা তুঙ্গে পৌঁছেছে। সবার মনে জিজ্ঞাসা: কার কপালে মরণ লেখা আছে এরপর?

এদিকে ক্লে অ্যালিসন, যার হাতে তিরিশজন মানুষ প্রাণ হারিয়েছে, মরমন হাউসে জমিয়ে পোকার খেলছে; ফাঁসির আসামী ব্ল্যাক জ্যাক কেচাম মদ খেয়ে বেসামাল অবস্থায় ফিরে গেছে সেইন্ট জেমস-এর নিজের কামরায়। যে কোনও মুহূর্তে মহা গোলমাল শুরু হয়ে যেতে পারে!

সেইন্ট জেমস্ হোটেলের ছায়া ঢাকা প্রশস্ত বারান্দা, শহরে নতুন এসেছে ক্যাপ্টেন পল কেড্রিক, একটা ঝকঝকে নতুন চেয়ারে বসে কৌতূহলী চোখে রাস্তা জরিপ করছে।

দীর্ঘদেহী একহারা গড়নের যুবক পল কেড্রিক, স্বল্পভাষী, এক মাথা লালচে বাদামি চুল, তামাটে চেহারা, সবুজ একজোড়া চোখ। সব মিলিয়ে সুদর্শন।

বাক বোর্ড ফ্রেইট ওয়্যাগনে গিজ গিজ করছে শহরের রাস্তা; এই মাত্র একটা স্টেজ কোচ পৌঁছেছে, একটু বাদেই রওনা হতে যাচ্ছে আরেকটা। হিচরেইলগুলোয় নানান ব্র্যান্ডের অসংখ্য ঘোড়া দাঁড়িয়ে ঝিমুচ্ছে।

পাশে এক তরুণ এসে দাঁড়িয়েছে হঠাৎ টের পেল কেড্রিক, চোখ তুলে তাকাল। অল্পবয়সী ছোকরা, ধূসর চোখে তাকিয়ে ওর দিকে। লম্বা চুল কাঁধ অবধি নেমে এসেছে তার।

'ক্যাপ'ন কেড্রিক?' জিজ্ঞেস করল নবাগত তরুণ। 'আমি ডরনি শ'। জন গুন্টারের কাছ থেকে আসছি।'

'ও, তাই?' উঠে দাঁড়াল কেড্রিক, করমর্দনের জন্যে হাত বাড়াল। 'তোমার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম। তুমি গুন্টারের লোক?'

বিদ্রূপ খেলে গেল যেন শ'র ধূসর চোখে। 'গুন্টারের সঙ্গী,' শুধরে দিল সে। 'আমি কারও চাকরি করি না!'

'আচ্ছা, বুঝেছি।'

আসলে বোঝে নি কেড্রিক। ধৈর্য ধরবে, স্থির করল ও, ব্যাপারটা কী জানতে হবে। ছেলেটার হাবভাবে কোথায় যেন একটা অস্বাভাবিকতা রয়েছে; সতর্ক করে তুলছে ওকে।

'গুন্টার কোথায়?'

'আসছে। তুমি এসেছ কিনা দেখতে বলল আমাকে। হোটেলের কাছাকাছি অপেক্ষা করতে বলেছে তোমায়।'

'ঠিক আছে। তুমি দাঁড়িয়ে কেন, বসো?'

সার বাঁধা চেয়ারগুলোর দিকে এক নজর তাকাল ডরনি শ'। 'না, আমি হাতলঅলা চেয়ারে বসি না, অসুবিধে হয়।'

'অসুবিধে?' চোখ তুলে তাকাল কেড্রিক. শ'র কোমরে ঝোলানো পিস্তলজোড়ার দিকে নজর গেল। 'বুঝেছি।' পিস্তলের বাঁট দুটো বাইরের দিকে ছড়ানো। ওগুলোর দিকে ইঙ্গিত করল কেড্রিক। 'টাউন মার্শাল আপত্তি করে না?'

কেড্রিকের দিকে তাকাল ডরনি শ', ধীরে ধীরে এক চিলতে হাসি দেখা দিল ঠোঁটে। 'না, করলে খারাপ হয়ে যাবে না!'

'আসলে,' একটু থেমে আবার বলল সে. 'মাস্ট্যাংয়ে কাউকেই কিছু বলার সাহস নেই তার। শহর ভর্তি গুণ্ডা-পাণ্ডা। এখানে কোনও মার্শাল বেশিদিন টেকে না। তেমন লোক কোথায়?'

হাসল কেড্রিক। 'হিকক? ইয়্যার্প? ম্যাস্টারসন?'

'ওরা হয়তো টিকতে পারে,' ডরনি শ'য়ের কণ্ঠে স্পষ্ট সন্দেহ, 'তবু আমার সন্দেহ আছে। অ্যালিসন এখন এখানে, জ্যাক কেচামও, বিলি দ্য কিড দলবল নিয়ে আশপাশে ঘুরঘুর করছে। এই রকম শহরের মার্শালকে ক্ষিপ্র পিস্তলবাজ হতে হয়, প্রতিদিন নিজের দক্ষতার প্রমাণ দিতে হবে তাকে।'

'ঠিক বলেছ,' আড়চোখে ডরনি শ'কে মাপল কেড্রিক। কী আছে ছেলেটার মাঝে, যা অস্বস্তি জাগিয়ে দিচ্ছে? পিস্তলজোড়া নয়; দুই পিস্তল ঝোলায় এমন লোক অনেক দেখেছে ও; সত্যি বলতে ওদের মাঝেই বেড়ে উঠেছে। নাহ্, অন্য কিছু, এর প্রতিটি ভঙ্গিতেই কেমন যেন অশুভ ইঙ্গিত আছে, সাপের চোখের দিকে তাকালে যেমন হয়–ভীতিকর অনুভূতি জাগে মনে।

'লোকজন যোগাড় হয়ে গেছে,' খানিক পর বলল ডরনি শ'। 'লরেডো শ্যাডকে আমার কাজের লোক বলেই মনে হয়েছে। কঠিন, ক্ষিপ্র পিস্তলবাজ। ফেসেনডেন, পয়েন্সেট, গফ–এরাও যোগ দিয়েছে আমাদের সঙ্গে।'

ডরনি শ'য়ের বলার ভঙ্গিতে মনে হচ্ছে নামগুলো অর্থবহ। কিন্তু কেড্রিকের কোনও প্রতিক্রিয়া হলো না। ফেসেনডেন নামটা চেনা চেনা লাগলেও, নিশ্চিত হতে পারল না ও। ঘাড় ফিরিয়ে রাস্তার দিকে তাকাল আবার, ভিড়ের ওপর চোখ বোলাল।

'ওরা সত্যি লড়বে?' রাস্তা থেকে চোখ না সরিয়েই জানতে চাইল ও। 'তেমন লোক আছে?'

'লড়বে মানে?' শুষ্ক কণ্ঠে বলল ডরনি শ', 'জানপ্রাণ দিয়ে লড়বে! কঠিন লোকের অভাব নেই ওখানে। ইন্ডিয়ানদের বিরুদ্ধে লড়াই করা ছাড়াও আরও বিপদের মোকাবিলা করেছে। কাউকে পরোয়া করে না ওরা।' জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে কেড্রিকের দিকে তাকাল সে। 'গুন্টার বলছিল, তুমি লড়াকু লোক।'

শ'য়ের কণ্ঠে কি সন্দেহ প্রকাশ পেল?

মুচকি হেসে কাঁধ ঝাঁকাল কেড্রিক।

'আগে পশ্চিমে এসেছ?'

'নিশ্চয়ই! গোল্ড রাশের কিছুদিন আগে ক্যালিফোর্নিয়াতে আমার জন্ম; যুদ্ধের সময় বয়স ছিল ষোল, নেভাদার একটা দলের সঙ্গে তখনই যুদ্ধে যোগ দিই। যুদ্ধ শেষ হবার পরেও দু'বছর পশ্চিমে কাটিয়েছি। অ্যাপাচিদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছি।'

মাথা দোলাল ডরনি, যেন সন্তুষ্ট হয়েছে। 'গুন্টার তোমাকে খুব পছন্দ করে। তবে সে একজন সাধারণ পার্টনার ছাড়া আর কিছু নয়।'

খর্বাকৃতি স্থূলদেহী এক লোক ভিড় ঠেলে এদিকে এগিয়ে আসছে। থুতনিতে চৌকো ছাঁটের দাড়ি; ঠোঁটে একটা কালো সিগার ঝুলছে।

তার পাশে কেড্রিকের মতো লম্বা আরেকজন লোক। তীক্ষ্ণ চেহারা, চোখজোড়ায় শীতল দৃষ্টি; আদেশ করার জন্যেই যেন তার জন্ম। প্রয়োজনে এই লোক চরম নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিতে দ্বিধা করবে না। এ-ই বোধ হয় কর্নেল লরেন কীথ। অর্থাৎ আর একজনের সঙ্গে পরিচয়ের পালা বাকি রইল—বারউইক। তিন অংশীদারের মধ্যে শুধু বারউইকই নাকি স্থানীয় লোক।

কাছে আসতেই হাসল গুন্টার, ঝকঝকে শাদা দু'পাটি দাঁত বেরিয়ে পড়ল। হাত বাড়িয়ে দিল করমর্দনের জন্যে। 'এই যে, কেড্রিক, শেষ পর্যন্ত এলে! কর্নেল, এর কথাই তোমাদের বলেছি। কেউ যদি পারে একমাত্র ও-ই পারবে কাজটা। প্যাটারসনের গরু নিয়ে গিয়েছিল ও। চোর-ডাকাত আর কোম্যাঞ্চেদের নাকের ডগা দিয়ে গরু নিয়ে গেছে, একটা বাছুর পর্যন্ত খোয়া যায় নি!'

মাথা ঝাঁকাল কীথ। ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে চট করে মেপে নিল কেড্রিককে।

'ক্যাপ্টেন—আর্মিতে ছিলে নাকি?'

'হ্যাঁ, গৃহযুদ্ধের সময়।'

'হুম্। অ্যাপাচি ওঅরে পল কেড্রিক বলে একজন সার্জেন্টের নাম শুনেছিলাম...'

'আমিই। সেনাবাহিনী ভেঙে দেয়ার সময় সবার র‍্যাংক কয়েক ধাপ কমিয়ে দেয়া হয়েছে।'

'রণাঙ্গনে ছিলে কতদিন?' কেড্রিকের উপর থেকে চোখ সরাল না কর্নেল কীথ।

'চার বছর। দক্ষিণ-পশ্চিমে দু'বার পাঠানো হয়েছিল আমাদের।'

'মন্দ নয়। লড়াইয়ের অভিজ্ঞতা আছে দেখা যাচ্ছে,' বিদ্রূপ-ভরা দৃষ্টিতে কেড্রিকের দিকে তাকাল লরেন কীথ। 'আমি অবশ্য বার বছর আর্মিতে ছিলাম, নিয়মিত সদস্য হিশেবে।'

কীথের আচরণ বিরক্তির উদ্রেক করছে কেড্রিকের। তবু ঠিক করল উপেক্ষা করবে ব্যাপারটা। চুপ করে রইল ও।

'শুধু আমেরিকান সেনাবাহিনীতে চাকরি দিয়ে ওর অভিজ্ঞতার বিচার

করো না, কর্নেল,' বলল গুন্টার। লোক নির্বাচনে তার ভুল হয় নি প্রমাণ করতে চাইছে। 'ও ফ্র্যাংকো-প্রুশিয়ান ওঅরে মেয প্রতিরক্ষায় অংশ নিয়েছে। ম্যাকমোহ্যানের সঙ্গে সেডানের যুদ্ধেও ছিল।'

তীক্ষ্ণ হলো কীথের দৃষ্টি, পরস্পরের সঙ্গে চেপে বসল ঠোঁটজোড়া। লোকটা ওকে পছন্দ করছে না, কেড্রিক বুঝতে পারছে, গুন্টারকে না থামালে শুরু থেকেই এ লোক ওর প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠবে, কাজ করতে দেবে না সুষ্ঠুভাবে। কিন্তু তার-সুযোগ পেল না ও।

'আফ্রিকায় সেকেন্ড অ্যাশ্যানতি ওঅরে ওয়ালসেলির সহকারী ছিল আমাদের পল,' গুন্টারের গলায় আত্মপ্রসাদ। 'তার পর উত্তর তাই শানের তুঙ গ্যানসেদের বিপক্ষে দু'বছর ব্যাপী লড়াইতেও অংশ নিয়েছে-ওই যুদ্ধে জেনারেল ছিল।'

'খাঁটি মার্সেনারী!'

এবার আর সহ্য হলো না কেড্রিকের। এত লোকের সামনে কেউ তাকে হেয় প্রতিপন্ন করতে চাইবে এটা সে মেনে নিতে পারে না। ঠিক করল কর্নেলের অহঙ্কারে একটু খোঁচা দেবে, লোকটা বেশি বাড়াবাড়ি করছে। 'নিজের লড়াই ভাড়াটে লোকদের দিয়ে করানোর রেওয়াজ পৃথিবীর সব দেশেই আছে, কী বলো?'

প্রথমে লাল পরক্ষণে রক্ত সরে শাদা হয়ে গেল কর্নেল কীথের মুখ। কিন্তু সে কিছু বলার আগেই দশাসই চেহারার এক লোক ভিড় ঠেলে সামনে এসে দাঁড়াল।

'তুমি গুন্টার?' চড়া গলায় জিজ্ঞেস করল লোকটা। 'তুমি কেন এখানে এসেছ আমরা জানি। কিন্তু শুনে রাখো, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে বহু কষ্টে ওখানে সংসার গড়ে তুলেছি আমরা। অত সহজে আমাদের জমি কেড়ে নিতে পারবে না। আমরা লড়ব!'

কেউ জবাব দেয়ার আগেই কীথ আর গুন্টারের পেছন থেকে লোকটার সামনে চলে এল ডরনি শ'। 'গোলমাল করার খায়েশ হয়েছে অ্যাঁ? এখনই পিস্তল বের করতে চাও?'

ডরনি শ' নিচু, প্রায় অস্পষ্টভাবে কথাগুলো বললেও আতঙ্কে যেন কুঁকড়ে গেল লোকটা। আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে দু'হাত তুলে এক কদম পিছিয়ে গেল। 'তোমাকে কিছু বলি নি আমি, ডরনি! আশপাশে তুমি আছ, জানতাম না!'

'তা হলে ভাগো!' খেঁকিয়ে উঠল ডরনি। শান্ত ভাব খসে পড়েছে চেহারা থেকে, হিংস্র দেখাচ্ছে। লোকটার দু'চোখে খুনের নেশা জেগে উঠতে দেখে হতবাক হয়ে গেল কেড্রিক।

'ভাগো!' আবার বলল ডরনি। 'বাঁচতে চাইলে আর কক্ষনো এ-মুখো হবে না!'

ঘুরে দাঁড়াতে গিয়ে হোঁচট খেল লোকটা। চট করে ভিড়ের মাঝে লুকিয়ে পড়ল। জনতার দিকে তাকাল পল কেড্রিক, ভাবলেশহীন চেহারায় তাকিয়ে আছে সবাই, কারও কারও দৃষ্টিতে ঘৃণা ঝরছে; কিন্তু শুভেচ্ছা বা বন্ধুত্বের

আভাস নেই কারও মাঝে। ভুরু কুঁচকে উঠল কেড্রিকের, ঘুরে দাঁড়াল।

বাহু আঁকড়ে ধরে ওকে থামাল গুন্টার। কীথের সঙ্গে ওর মন কষাকষি শুরু হয়েছে বুঝতে পেরেছে সে। এবার এই গোলমালের ফলে ওদের আলাপে বাধা পড়ার সুযোগে কীথের সঙ্গে ওর সম্পর্ক স্বাভাবিক করার চেষ্টা করল। 'বুঝতে পারছ, কাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে?' বলল গুন্টার। 'এই লোকটার নাম পিটার্স। ও অবশ্য তেমন বিপজ্জনক নয়। তবে ওদের মধ্যে কিছু ভয়ঙ্কর লোকও আছে, চালু বন্দুকবাজ। সবাই তো আর পিটার্সের মতো গবেট হতে পারে না! চল, বারউইকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই।'

গুন্টারের পাশাপাশি হাঁটতে শুরু করল কেড্রিক, অন্যপাশে এগোচ্ছে কীথ। মুহূর্তের জন্য একবার পেছনে তাকাল কেড্রিক, ডরিন শ'কে দেখা গেল না কোথাও। স্পষ্ট বুঝতে পারছে কেড্রিক, ওর সহকারী ডরিন শ' জাত খুনী। এই ধরনের লোকদের চিনতে ভুল হবার কথা নয় ওর।

অস্বস্তি বোধ করছে ও। পিটার্সের হুমকির কথা মনে পড়ছে। নির্বোধ হতে পারে, কিন্তু চেহারা বলে লোকটা ভালোমানুষ। তবে ওদের মাঝে দু'একজন ভালোমানুষ থাকা খুবই স্বাভাবিক। পিটারর্স ঠিক নেতা গোছের লোক নয়, এই রকম লোকেরা খারাপ লোকের ফাঁদে পা দিয়ে অজান্তে বেআইনি কাজে জড়িয়ে পড়ে।

জমিটা সরকারী নির্দেশে গুন্টার, কীথ আর বারউইকের দখলে গিয়ে থাকলে, এর মধ্যে কোনও ঘোর প্যাঁচ না থাকারই কথা। সরকার ওদের কাছে জমি বিক্রি করলে স্কোয়াটার বা জবরদখলকারীদের ওখানে থাকার অধিকার নেই। তবে অধিকাংশ লোক যদি পিটার্সের মতো হয়ে থাকে, ও যেমন ভেবেছিল, মোটেই ততো কঠিন হবে না কাজটা।

রাস্তা থেকে খানিকটা দূরে একটা চৌকো পাথুরে বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল গুন্টার। 'আমাদের হেডকোয়ার্টার,' বলল সে, 'এসো, ভেতরে এসো!'

বাড়িটার চারপাশে প্রশস্ত বারান্দা। সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল ওরা। কেড্রিক দেখল কাছেই শাদা ব্লাউজ আর ধূসর স্কার্ট পরা এক মেয়ে চেয়ারে বসে বই পড়ছে। থমকে দাঁড়াল গুন্টার।

'ক্যাপ'ন কেড্রিক। এ আমার ভাগ্নী, সামান্থা ফক্স।'

দৃষ্টি বিনিময় হলো ওদের, নিঃশব্দে কেটে গেল একটি দীর্ঘ মুহূর্ত। কেড্রিকের পুরো শরীর যেন অসাড় হয়ে গেছে, নড়তে পাড়ছে না। বড় বড় চোখে ওর দিকে তাকিয়ে আছে মেয়েটা, দৃষ্টিতে বিস্ময়।

চট করে নিজেকে সামলে নিল কেড্রিক, ঈষৎ মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানাল।

'হাউডি, মিস ফক্স!'

'ক্যাপ্টেন কেড্রিক,' কোনওমতে উঠে দাঁড়াল মেয়েটা, কেড্রিকের দিকে এগিয়ে এল। 'আশা করি এখানে তোমার ভালো লাগবে!'

মেয়েটার ওপর থেকে চোখ সরায় নি কেড্রিক, ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে আসছে সামান্থা ফক্সের চেহারা।

'নিশ্চয়ই!' আস্তে করে বলল ও, 'ভালো লাগতেই হবে!'

'এতটা নিশ্চিত হওয়া ঠিক নয়,' শীতল কণ্ঠে বলল কর্নেল লরেন কীথ। 'ধ্যেৎ, দেরি হয়ে যাচ্ছে! চল তো! কিছু মনে করো না, সামান্থা, বারউইক অপেক্ষা করছে।'

দরজা দিয়ে পা বাড়াতে গিয়ে একবার পেছনে তাকাল কেড্রিক। এখনও দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটা।

স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, খেপে গেছে কীথ, কিন্তু গুন্টার ব্যাপারটা লক্ষ্য করে নি।

হঠাৎ কোত্থেকে এসে হাজির হলো ডরনি শ', পলকের জন্যে কেড্রিকের দিকে তাকাল, কিন্তু কিছু বলল না। অচঞ্চল হাতে একটা সিগারেট রোল করতে শুরু করল।

দুই

একটা টেবিলের উল্টোদিকে বসে আছে বারউইক, নোংরা স্থূলদেহী এক লোক। খোঁচা খোঁচা দাড়ির আড়ালে গাল আর থলথলে চিবুক ঢাকা পড়েছে। মাথার তুলনায় ছোট নাকটার দু'পাশে খুব কাছাকাছি ভুরুহীন কুঁতকুঁতে চোখ দিয়ে দেখছে কেড্রিককে, অস্থির দৃষ্টি। বুক অবধি শার্টের বোতাম খোলা, কলারের পেছনে ঘামের কালচে দাগ স্পষ্ট। ময়লায় ভরাট প্রতিটি আঙুলের নখ।

কর্নেল কীথ আর গুন্টারের দিকে একবার তাকিয়ে আবার কেড্রিকের দিকে চোখ ফেরাল সে। 'বসো!' বলল, 'এত দেরি হলো কেন? কাজের সময় দেরি করলে চলে!' বিশাল মাথা এবার গুন্টারের দিকে ফিরল। 'জন, এ লোকই আমাদের জমি থেকে হারামজাদাগুলোকে দূর করবে?'

'হ্যাঁ, ও-ই কেড্রিক,' হড়বড়িয়ে বলল গুন্টার। বারউইককে রীতিমত ভয় করে বলে মনে হচ্ছে। কামরায় পা রাখার পর মুখ খোলে নি কর্নেল কীথ। গুটিয়ে নিয়েছে নিজেকে, যেন এখানে সে উপস্থিত নেই।

'ও ছাড়া আর কেউ পারবে না!' আবার বলল গুন্টার।

এক মুহূর্ত পর কেড্রিকের দিকে তাকাল বারউইক। মাথা দুলিয়ে গুন্টারের কথায় সায় দিল যেন। 'তোমার কথা অনেক শুনেছি।' আন্তরিক কণ্ঠে বলল সে। 'ওদের প্রতি দরদ না দেখালে কাজটা তোমাকে দিয়ে হবে। আমাদের হাতে কিন্তু মোটেই সময় নেই! বুঝতে পারছ? আগেই ওদের একবার নোটিশ দেয়া হয়েছে। তুমি আরও একবার নোটিশ দাও, তার পরও যদি না যায়, ঝেঁটিয়ে বিদায় করো কিংবা কবর দিয়ে দাও। কোনটা করবে, তোমার ইচ্ছে; আমার কিছু বলার নেই। আমি কিছু জিজ্ঞেস করতে যাব না।' একটু থেমে আবার খেই ধরল সে। 'কেউ যাতে প্রশ্ন তুলতে না পারে সেদিকেও খেয়াল

রাখব; এখানে কী ঘটবে না ঘটবে, আমাদের ওপরই নির্ভর করছে।'

মন থেকে কেড্রিককে ঝেড়ে ফেলে এবার জন গুন্টারের দিকে মনোযোগ দিল বারউইক। 'জন, তোমাকে যে কাজ দিয়েছিলাম করেছ? পঞ্চাশজন লোকের দুমাসের মতো খাবারের ব্যবস্থা হচ্ছে? জায়গাটা খালি হওয়ামাত্রই আমি কাজে নামতে চাই। যত দ্রুত কাজ শুরু করা যায় ততই আমাদের লাভ। মুহূর্তের জন্যে কাজে বাধা পড়ুক চাই না আমি।'

ঝট করে ঘাড় ফিরিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কেড্রিকের দিকে তাকাল বারউইক। 'দশ দিন! দশ দিন সময় দিচ্ছি তোমাকে! কিন্তু পাঁচ দিনের বেশি লাগলে আমি কিন্তু দুঃখ পাব। তোমার পক্ষে যদি না কুলোয়, ডরনি শ'কে ছেড়ে দিয়ো, এক হাত দেখিয়ে দেবে ও!' আচমকা সশব্দে হেসে উঠল বারউইক। 'হ্যাঁ, ডরনি শ'ই দেখিয়ে দেবে!'

হাসি থামিয়ে ডেস্কের কাগজপত্রে মনোযোগ দিল ও, কেড্রিকের দিকে না তাকিয়েই বলল, 'তুমি এবার যেতে পারো, কেড্রিক। ডরনি, তুমিও!'

একটু ইতস্তত করে উঠে দাঁড়াল কেড্রিক। 'মোট কতজন লোক আছে ওখানে?' হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসল ও, 'ছেলে-মেয়ে আছে কারও?'

সন্ত্রস্ত চেহারায় ওর দিকে তাকাল গুন্টার। 'আমি তোমাকে সব কিছু খুলে বলব, পল! পরে তোমার সঙ্গে কথা বলব।'

কাঁধ ঝাঁকাল কেড্রিক, টুপি তুলে নিয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে এল। ইতিমধ্যে উধাও হয়েছে ডরনি শ'। বারান্দায় এসে কেড্রিক দেখল সামান্থা ফক্স তখনও বসে, বইয়ের ওপর দিয়ে ধূলি-ধূসর রাস্তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

টুপি হাতে থমকে দাঁড়াল কেড্রিক। 'মাস্ট্যাংয়ে এসেছ কদিন হলো, ম্যা'ম?'

চোখ তুলে তাকাল সামান্থা, অনেকক্ষণ ধরে জরিপ করল ওকে, তারপর বলল, 'এই তো কয়েকদিন। কিন্তু এরই মধ্যে কাকে পছন্দ করা উচিত আর কাকে ঘৃণা, শিখে ফেলেছি।' পর্বতমালার দিকে একনজর তাকিয়ে আবার কেড্রিকের দিকে ফিরল সামান্থা। 'এই দেশটাকে আমি পছন্দ করি, ক্যাপ্টেন, আমার কথা বুঝতে পারছ?

'আমি শহুরে মেয়ে, শহরেই জন্ম, বেড়ে ওঠা; কিন্তু এখানে আসার পর লাল পাহাড়, মেসা, মরুভূমি আর ইন্ডিয়ান পনি দেখে–বিশ্বাস করো, এ-দেশের প্রেমে পড়ে গেছি! এখন মনে হয় এটাই আমার দেশ। ইচ্ছে করছে চিরদিন এখানে থেকে যাই।'

অবাক দৃষ্টিতে আবার সামান্থাকে জরিপ করল কেড্রিক। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, সামান্থাকে ওর ভালো লেগেছে। 'মাঝে মাঝে আমারও এ-রকম ইচ্ছা করে। কিন্তু কী যেন ঘৃণা করার কথাও বলছিলে? এই-দেশকে পছন্দ করো, এবার বল, ঘৃণা করো কাকে?'

'যারা দেশটার ক্ষতি করছে। এদের কেউ এখানেই জন্ম নিয়েছে, কেউ ভিনদেশী, একসঙ্গে হাত মিলিয়ে, নিরপরাধ কিছু লোককে ঘরবাড়ি থেকে

উৎখাত করে তাদের জমিজমা কেড়ে নেয়ার চেষ্টা করছে অথচ ওরাই সত্যিকার মানুষ, ওদের মাঝে ঘোরপ্যাঁচ বা জটিলতা নেই।'

বিস্ময়ের মাত্রা ক্রমেই বাড়ছে কেড্রিকের, রেলিংয়ে ভর দিয়ে দাঁড়াল ও। 'তোমার কথা ঠিক বুঝতে পারলাম না, মিস ফক্স। আমি এখানে নতুন এসেছি বটে, কিন্তু এমন কারও দেখা তো পাই নি!'

আবার সহজ শান্ত দৃষ্টিতে কেড্রিকের দিকে তাকাল সামান্থা ফক্স। বই বন্ধ করে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল, তারপর পা বাড়াল দরজার দিকে। 'তাই নাকি, ক্যাপ্টেন?' ঠাণ্ডা কণ্ঠে বলল সে। 'ঠিক জানো? এই মুহূর্তে তোমাকেই তো তাদের একজন বলে মনে হচ্ছে আমার!' কথা শেষ করেই ঘরে ঢুকে পড়ল মেয়েটা।

সামান্থার গমনপথের দিকে তাকিয়ে এক মুহূর্ত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কেড্রিক। চোখে মুখে চিন্তার ছাপ পড়ল। অবশেষে সিঁড়ি বেয়ে বারান্দা থেকে নেমে এল ও। কী বোঝাতে চাইল মেয়েটা? ওকে সে কতখানি চেনে? কী করে ওর সম্পর্কে এরকম অদ্ভুত ধারণা জন্ম নিল তার মনে? অস্বস্তি, বিরক্তি বোধ করছে কেড্রিক। পিটার্সের ক্রুদ্ধ চেহারা মনে পড়তেই নতুন উপাদান যোগ হলো ওর ভাবনায়। জন গুন্টারের ভাগ্নী হওয়া সত্ত্বেও সামান্থা ফক্স পিটার্সের মতো কথা বলছে কেন? তবে ওদের মতামত যে ভিন্ন সূত্র থেকে জন্ম লাভ করেছে তাতে সন্দেহ নেই।

চিন্তিত মনে হাঁটতে হাঁটতে রাস্তায় উঠে এল কেড্রিক, থেমে এদিক-ওদিক তাকাল।

এখনও পশ্চিমা পোশাক পরে নি ও। ফ্ল্যাট-ক্রাউন, ফ্ল্যাট ব্রীমের টুপি রয়েছে মাথায়, পরনে নিখুঁত ছাঁটের ধূসর স্যুট, পায়ে কালো পশ্চিমা কেতার বুট। মোড়ে দাঁড়িয়ে ধীরে সুস্থে সিগারেট রোল করে ঠোঁটে ঝোলাল ও, দেশলাই জ্বেলে ধরাল। দু'চোখে সতর্ক দৃষ্টি।

রাস্তার প্রতিটি মানুষ, নারী-পুরুষ একাধিকবার দেখছে ওকে। ওর মিলিটারি-সুলভ ঋজুতা, চওড়া কাঁধ, প্রশান্ত চেহারা আলাদা বৈশিষ্ট্য দিয়েছে ওকে। হাতের কাজের কথা ভুলে গিয়ে কর্মব্যস্ত রাস্তার সীমাহীন উত্তেজনায় নিজেকে হারিয়ে ফেলল কেড্রিক। অসংখ্য নারী-পুরুষ যেন অজানা কারণে একই স্রোতে মিশে গেছে এখানে এসে।

আর কিছু না হোক, পশ্চিম যেন মানুষের অপরূপ এক মিলন ক্ষেত্র। সোনা, নতুন জমি আর রোমাঞ্চের অন্বেষায় অভিযাত্রীরা আসছে এখানে; আসছে জুয়াড়ী আর পৃথিবীর প্রাচীনতম পেশার নারী, চোর-ডাকাত, বন্দুকবাজ, গরু-চোর, ঘোড়াচোর, মাইনার, কাউহ্যান্ড, ফ্রেইটার আর ভবঘুরে। সব রকম মানুষের উপস্থিতি রয়েছে রাস্তায়।

সবাই প্রকাশ্যে কোমরে পিস্তল ঝুলিয়ে রেখেছে। প্রয়োজনে ওগুলো ব্যবহার করবে ওরা। খালিহাতে মারপিট করার মতো লোকও আছে এখানে, যদিও সংখ্যায় কম।

আচমকা দীর্ঘদেহী এক লোক জনস্রোত থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল।

কেড্রিক তাকাতেই চোখাচোখি হলো ওর সঙ্গে। নিঃসন্দেহে এতক্ষণ মদ গিলছিল লোকটা, এখন ঝামেলার খোঁজে বেরিয়েছে। বেছে নিয়েছে কেড্রিককে। হঠাৎ উত্তেজনার আঁচ পেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল পথিকেরা। দেখতে দেখতে ভিড় জমে উঠল।

'আচ্ছা?' দু'পা ফাঁক করে দাঁড়াল লোকটা। শার্টের হাতা গুটিয়ে কনুই অবধি তোলা, পেশীবহুল দুটি লোমশ হাত দেখা যাচ্ছে। 'তুমিও ওদের সঙ্গে যোগ দিয়েছ! আমাদের জমি দখল করতে চাও!' হঠাৎ সশব্দে হেসে উঠল লোকটা। 'কিন্তু এখন খুনীর বাচ্চাটা সঙ্গে নেই, তোমাকে পিটিয়ে লাশ করব আমি। কই, লাগো।'

মুখের ভেতরটা খটখটে লাগছে, কিন্তু কেড্রিকের দৃষ্টি স্থির। ডান হাতে সিগারেট ধরে ঠোঁটে ঝোলানোর ভঙ্গি করল ও। 'দুঃখিত আমার কাছে পিস্তল নেই, আর থাকলেও শুধু শুধু তোমাকে হত্যা করতাম না। জমির ব্যাপারে ভুল হচ্ছে তোমার। কোম্পানির দাবীই বৈধ।'

'তাই নাকি?' এক কদম সামনে বাড়ল লোকটা, পিস্তলের বাঁট স্পর্শ করল তার হাত। 'মাথার ঘাম পায়ে ফেলে আবাদী জমি গড়েছি আমরা, সেখান থেকে বৌ-বাচ্চাসহ আমাদের উৎখাত করে পথে বসানোকে বৈধ বলছ?'

মাতাল হলেও লোকটার চেহারায় স্পষ্ট ভীতি আর আতঙ্কের ছায়া দেখতে পাচ্ছে কেড্রিক। কিন্তু ওকে কিংবা ডরনিকে ভয় করছে না সে, ভীতু নয় লোকটা, আসলে পরিবারের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা ভেবেই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে। কথাটা মনে হতেই চমকে উঠল কেড্রিক, অস্বস্তি ভর করল ওর ওপর। কাজটা হাতে নিয়ে ভুল হলো না তো?

ভিড় থেকে অশ্রাব্য গালিগালাজ ভেসে এল। বোঝা যাচ্ছে, জনতা কেড্রিকের নয়, বিশালদেহী লোকটার পক্ষে।

হঠাৎ গুঞ্জনের মাত্রা বেড়ে গেল, আলোড়ন দেখা দিল ভিড়ে। তার পর আচমকা নীরবতা নামল। চাপা কণ্ঠে পাশ থেকে কে যেন বলে উঠল, 'সাবধান, বার্ট! ডরনি শ' আসছে!'

সহসা পাশে ডরনি শ'য়ের উপস্থিতি অনুভব করল কেড্রিক। 'আমার হাতে ওকে ছেড়ে দাও, ক্যাপ'ন,' নিচু কণ্ঠে বলল ডরনি, 'ব্যাটাকে শায়েস্তা করে দিচ্ছি।'

সহজ কণ্ঠে জবাব দিল কেড্রিক। 'না! তুমি সরে যাও, শ'। এটা আমার লড়াই, আমাকেই সামলাতে দাও!'

'কিন্তু তোমার কাছে পিস্তল নেই!' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রতিবাদ করল ডরনি শ'।

পিছিয়ে যাবার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না বার্টের মাঝে। ডরনি শ'য়ের উপস্থিতি তাকে থমকে দিলেও ভয় পায় নি। পিটার্সের মতো হার মানতে রাজি নয় ও। সতর্ক দৃষ্টিতে একবার ডরনি শ' আরেকবার কেড্রিকের দিকে তাকাচ্ছে বার্ট। সহজভাবে এক কদম সামনে বাড়ল কেড্রিক। হাত বাড়ালেই এখন ওকে ছুঁতে পারবে বার্ট।

'শ' এই লড়াইয়ের বাইরে, বার্ট,' শান্ত কণ্ঠে বলল পল কেড্রিক। 'তোমার

সঙ্গে আমার কোনওরকম শত্রুতা নেই, কিন্তু তোমাকে নিরাশ করব না। আমার সঙ্গে অস্ত্র ছিল না বলে লাগতে পারছ না—এ কথা মনে ঠাঁই দিয়ো না। অস্ত্র ছাড়াও লড়াই করা যায়। আমি মারপিট করতে চাই নি, তুমিই যখন সেধে লাগতে এসেছ—তা হলে আর দেরি কেন?'

বার্টের চোখে সন্দেহ ফুটে উঠেছে। এ ধরনের ধোপদুরস্ত পোশাক পরা লোকদের হাতে হাওয়া থেকে পিস্তল উঠে আসে, বহুবার দেখেছে সে। নিরস্ত্র অবস্থায় কেড্রিক ওকে মোকাবিলা করতে আসবে, ভাবে নি।

'তোমার কাছে নিশ্চয়ই লুকোনো পিস্তল আছে!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল বার্ট।

ঝট করে হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করল সে, সাথে সাথে নড়ে উঠল পল কেড্রিক। বাঁ হাতের প্রান্ত দিয়ে কোপ মারার ভঙ্গিতে আঘাত করল লোকটার পিস্তল ধরা কব্জিতে। আরও একটু সামনে এগোল, পরক্ষণে শরীরের সব শক্তি এক করে আধমণি এক ঘুসি ঝেড়ে দিল প্রতিপক্ষের চোয়ালে। চোখ ধাঁধানো মাপা ঘুসি, ঘোড়ার পিঠে সপাং করে চাবুকের বাড়ি পড়ল যেন। পিস্তলের সঙ্গে পটকান খেয়ে মাটিতে আছড়ে পড়ল বার্ট।

সহজ ভঙ্গিতে সামনে ঝুঁকে বার্টের পিস্তল তুলে নিল কেড্রিক, ১৮৫১ মডেলের নেভী রিভলবার। বার্টের সামনে দাঁড়িয়ে জনতার ওপর সন্ধানী দৃষ্টি বোলাল ও। নিরাবেগ, কঠিন চেহারায় ওকে দেখছে প্রতিটি লোক। আবার বার্টের দিকে চোখ ফেরাল কেড্রিক। আস্তে আস্তে উঠে বসেছে লোকটা, প্রবল বেগে মাথা নাড়ছে। ডানহাতে ভর দিয়ে উঠতে গিয়ে হঠাৎ যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠল। বিস্ফারিত চোখে একবার হাতের দিকে তাকিয়ে কেড্রিকের দিকে চোখ ফেরাল বার্ট। 'আমার হাত ভেঙে দিয়েছ তুমি!' বলল সে, 'গুঁড়িয়ে গেছে! এখন লাঙ্গল চালাব কী করে!'

'ওঠ,' আস্তে করে বলল কেড্রিক। 'আমার দোষ নেই, তুমিই গায়ে পড়ে লাগতে এসেছিলে।'

উঠে দাঁড়াল বার্ট। পিস্তলটা বাড়িয়ে ধরল কেড্রিক। সিক্স-শুটারের মায্‌লের ওপর দিয়ে কেড্রিকের দিকে তাকাল বার্ট। কেড্রিক মুচকি হাসল।

'ধরো, হোলস্টারে ঢোকাও। জানি, আমার ভয় পাবার কিছু নেই। আর যাই হও, অন্তত পেছন থেকে গুলি করার মতো খারাপ তুমি নও।'

ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াল কেড্রিক। হাঁটতে শুরু করল। সেইন্ট জেমস-এর সামনে এসে থামল। কাগজ তামাক বের করে সিগারেট রোল করতে শুরু করল, মৃদু কাঁপছে আঙুলগুলো।

'দারুণ!' ডরনি শ'য়ের নরম গলা। কৌতূহলী দৃষ্টিতে কেড্রিককে মাপছে সে। 'জীবনে এই প্রথম দেখলাম! এক থাপ্পড়ে কাজ সারা!'

কীথকে সঙ্গে নিয়ে জন গুন্টারও হাজির হয়েছে। দাঁত বের করে হাসল গুন্টার। 'আমরাও দেখেছি! এমন হলে আর কাউকে মারতে হবে না। টম স্মীথের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে আমার! ওল্ড বীয়ার ক্রিক টম ট্রেইলে খালিহাতে বহু গুণ্ডা পাণ্ডাদের মোকাবিলা করেছে! ও কখনও অস্ত্র ব্যবহার করত না।'

'লোকটা পিস্তল কেড়ে নিয়ে গুলি করত যদি?' জিজ্ঞেস করল কীথ।

কাঁধ ঝাঁকাল কেড্রিক, কথা বাড়াতে ইচ্ছে করছে না। 'সুযোগই পেত না,' শান্ত কণ্ঠে বলল ও, 'তবে তারও ওষুধ আছে।'

'রাতে ওরা তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে, পল,' জানাল জন গুন্টার। 'ডরনিকে দিয়ে শ্যাড, ফেসেনডেনসহ সবাইকে খবর দিয়েছি। কাল একবার ওখানে যাচ্ছ তোমরা। কাজটা শুরু করা আরকি। চার-পাঁচজন সঙ্গী নিয়ে একটা চক্কর মেরে আসবে। যাতে ওরা বুঝতে পারে, মিথ্যে হুমকি দেই নি আমরা।'

মাথা দোলাল কেড্রিক। আরও কিছু সময় গুন্টারের সঙ্গে আলাপ করে বিদায় নিয়ে হোটেলে নিজের কামরায় চলে এল ও। আসলে, ভাবল কেড্রিক, পশ্চিম এখনও আগের মতোই আছে; সব কিছু এখনও চোখের পলকে ঘটে যায় এখানে।

একে একে কোট, ওয়েইস্ট কোট, ভেস্ট, বুট খুলে ফেলল কেড্রিক। শুধু প্যান্ট পরে বিছানায় বসল। ব্যাগটা খুলল টেনে নিয়ে। একটু খুঁজতেই বেরিয়ে পড়ল চকচকে দু'টো হোলস্টার আর গানবেল্ট; দুই হোলস্টারে দু'টো পয়েন্ট ফোর-ফোর রাশান পিস্তল, রুশ সেনাবাহিনীর জন্যে বিশেষ ফরমাশে স্মীথ অ্যান্ড ওয়েসন তৈরি করেছিল এগুলো; এই মুহূর্তে বাজারের সেরা অস্ত্র।

যত্নের সঙ্গে পিস্তলজোড়া পরখ করে আবার হোলস্টারে ঢোকাল কেড্রিক, তার পর হোলস্টারে ভরে একপাশে সরিয়ে রাখল। এবার ব্যাগ থেকে গানবেল্ট আর হোলস্টারসহ আরও দু'টো পিস্তল বের করল। পয়েন্ট-থ্রি-সিক্স ক্যালিবারের ওয়েলশ টুয়েলভ্-শট-নেভী-পিস্তল। দেখতে হুবহু ফ্রন্টিয়ার কোল্ট কিংবা পয়েন্ট-ফোর-ফোর-রাশানের মতোই।

এই জিনিস পশ্চিমে তেমন চোখে পড়ে না, পছন্দ করে না কেউ; কিন্তু বেশ কয়েকবার এগুলো ব্যবহার করতে হয়েছে কেড্রিককে, চমৎকার কাজ দেয়। অতিরিক্ত গুলি থাকায় প্রায়ই বিশেষ সুবিধে লাভ করেছে ও। ভালো মার্কসম্যানের হাতে পড়লে পয়েন্ট-ফোর-ফোর-রাশানের মতোই নির্ভুল লক্ষ্য ভেদ করতে পারে।

তবে যে কোনও জিনিস ব্যবহারের উপযুক্ত সময় এবং স্থান আছে: এ দু'টো পিস্তল বিশেষ অবস্থার জন্যে তুলে রেখেছে ও। সাবধানে পিস্তল দু'টো আবার কাপড় জড়িয়ে ব্যাগের একেবারে তলায় লুকিয়ে রাখল কেড্রিক। কোমরে ঝোলাল পয়েন্ট ফোর-ফোর রাশানজোড়া। উইনচেস্টারটা বের করে সাফ করার পর গুলি ভরে নিল। তারপর বিছানায় বসে গানবেল্ট খুলে শোবার আয়োজন করবে, হঠাৎ মৃদু টোকা পড়ল দরজায়।

'এসো,' বলল কেড্রিক। 'শত্রু হলে তোমার চেহারাটা একবার দেখতে চাই।'

চোখের পলকে দরজাটা খুলেই আবার বন্ধ হয়ে গেল। দরজার সামনে কেড্রিকের মুখোমুখি দাঁড়াল আগন্তুক, লম্বায় পাঁচ ফুট ইঞ্চিচারেক হবে, চওড়াও বিশাল; মেদহীন পেশীবহুল শরীর; প্রশস্ত বাদামি মুখটা দেখে মনে হয়, গাছের গুঁড়ি কুঁদে বের করা হয়েছে; ছোট করে ছাঁটা কালো চুল সেঁটে

আছে খুলির সঙ্গে; মোটাসোটা গর্দান চওড়া কাঁধের সঙ্গে মিশে গেছে। কোমরের বাম দিকে একটা পিস্তল ঝোলানো, হাতে চিকন কিনারার টুপি ঘোরাচ্ছে।

এক লাফে উঠে দাঁড়াল কেড্রিক। 'ডাই!' প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটল যেন কামরায়। 'ডাই রীড! তুমি এখানে!'

'হাহ্? তা হলে তুমিই আমাদের এত বিপদের কারণ?'

'আমি?' ইঙ্গিতে ডাই রীডকে চেয়ারে বসতে বলল কেড্রিক। 'কীভাবে?'

ভালো করে ওকে জরিপ করল ওয়েলশম্যান ডাই রীড, তারপর চেয়ারে বসে হাঁটুর ওপর বিশাল থাবা রেখে সামনে ঝুঁকে এল। ঈষৎ বাঁকানো পেশীবহুল পা দু'টো এক নজর দেখল কেড্রিক।

'তুমি বারউইকের দলে যোগ দিতে আস নি? ঘর বাড়ি থেকে আমাদের উচ্ছেদ করার কাজ নাও নি? অনেক বদলে গেছ তুমি, পল, নষ্ট হয়ে গেছ!'

'তুমি ওদের একজন? বারউইকরা যে জমির মালিকানা দাবী করছে সেখানে থাকো?'

'হ্যাঁ। গায়ে খেটে সেখানে ফসল ফলিয়েছি। এখন শয়তানের বাচ্চারা দূর করে দিতে চাইছে। কিন্তু তার আগে লড়াইতে নামতে হবে ওদের—আর, পল, ওদের দলে থাকলে তুমিও রেহাই পাবে না, কথাটা মনে রেখো।'

চিন্তিত চেহারায় ডাই রীডের দিকে তাকাল কেড্রিক। চরমে পৌঁছেছে ওর সন্দেহ···এই লোক ওর পরিচিত। কেড্রিকের বাবা ওয়েলশ ছিলেন, মা ছিলেন আইরিশ—ডাই রীড ওদেরই বন্ধু। বাবার সঙ্গে দেশ ছেড়ে এখানে আসে ডাই রীড। মা আর বাবার যখন বিয়ে হয় বাবার সঙ্গেই কাজ করত ও। মাইকেল কেড্রিকের চেয়ে বয়েস ছোট হলেও তার বন্ধু হিসেবেই পশ্চিমে এসেছিল।

'ডাই,' আস্তে করে বলল কেড্রিক, 'স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি, আজ এমন কিছু ঘটনা ঘটেছে, পুরো ব্যাপারটা সম্পর্কে সংশয় জেগেছে আমার মনে। আসলে কি জানো, যুদ্ধের কিছুদিন পর গুন্টারের সঙ্গে আমার পরিচয়, ওর অনুরোধে ওরই এক বন্ধুর গরু নিয়ে গিয়েছিলাম আমি। সেই বছর খুব গোলমাল যাচ্ছিল, ইন্ডিয়ানরা প্রায় প্রতিটি গরুর পালে হামলা চালাত, যত ইচ্ছে গরু কেড়ে নিত; আর ছিনতাইবাজরা চেষ্টা করত পুরো পালটাই ছিনিয়ে নিতে। কেউ কেউ ওদের জমির ওপর দিয়ে গরু যাচ্ছে বলে মোটা অংকের টাকা দাবী করত। এমন একটা পরিস্থিতিতে আমি ইন্ডিয়ানদের, ওদের দাবী অনুযায়ী নয়, আমার ইচ্ছে মতো অল্প ক'টা গরু দিয়ে প্রায় বিনা লোকসানে গরুর পাল গন্তব্যে পৌঁছে দিয়েছিলাম।

'সে কথা গুন্টার ভোলে নি, তা ছাড়া যুদ্ধে আমার কিছু সাফল্যের কথাও তার জানা ছিল। তাই আমার কাছে আবার একটা কাজের প্রস্তাব নিয়ে যায়। নিউ অরলিন্সে সে আমাকে এ কাজের প্রস্তাব দেয়, আমার কাছে তখন মোটেই খারাপ কিছু মনে হয় নি। গুন্টার আমাকে কী বলেছে শোনো।

'ওর ফার্ম মানে, বারউইক গুন্টার অ্যান্ড কীথ, তিন হাজার সেকশন জমি জরিপের পর কেনার উদ্দেশ্যে সরকারের কাছে আবেদন করেছিল। ওরা

হলফনামায় বলেছে জায়গাটা জলাভূমি, প্রায়ই এখানে বন্যা দেখা দেয়। ওদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে জেনারেল ল্যান্ড অফিস ঘোষণা করেছে, ফসলের মৌসুমে যেহেতু জায়গাটা পানির নীচে থাকে এবং পরে জলসেচের প্রয়োজন হয়, তাই একে 'জলাভূমি' হিসেবে বিক্রি করে দেয়া যায়।

'গুন্টার আরও বলেছে, ওরা জমি কেনার কাজ শেষ করে এনেছিল, কিন্তু হঠাৎ একদল লোক ওখানে এসে জেঁকে বসেছে, কিছুতেই সরানো যাচ্ছে না, ওদের নানাভাবে বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু কাজ হয় নি। জায়গাটা ঝামেলামুক্ত করতে কিছু লোকের নেতৃত্ব দিতে হবে আমাকে। গুন্টার আমায় জানায়, স্কোয়ার্টারদের অধিকাংশ লোক গরু চোর, আউট-ল কিংবা দেশদ্রোহী। লড়াই ছাড়া ওদের উৎখাত করার অন্য কোনও উপায় নেই, সে-জন্যেই আমাকে দরকার।'

মাথা ঝাঁকাল ডাই রীড। 'ঠিকই বলেছে, লড়াই ছাড়া উপায় নেই: কিন্তু আমাদের মধ্যে চোর-ডাকাত পাবে না। না, ভুল হলো,' পাইপ বরাবর কেড্রিকের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল সে, 'পাবে, নেহাত হাতে গোনা এক আধ জন। সব ঝুড়িতেই পচা ডিম থাকে।' বলে চলল ডাই রীড। 'কিন্তু বাকি সবাই সৎ মানুষ, ঘর বানিয়েছি, ফসল ফলাচ্ছি।

'আচ্ছা, হলফনামায় যে জায়গাটা জনবসতিহীন বলে উল্লেখ করেছে ওরা, সেটা তোমাকে বলেছে গুন্টার?···বলে নি। তা হলে শোনো। ওখানে চুরানব্বই সেকসন জমির ওপর ঘরবাড়ি আছে, ভাঙা-চোরা হতে পারে, কিন্তু তবুও ঘর।

'ভেবে চিন্তে মাঠে নেমেছে ওরা, বুঝলে! খাস জমি কেনার ছ'মাস আগে নোটিশ জারি করার নিয়ম। ওরা নোটিশ জারি করিয়েছে ঠিকই, কিন্তু এমন জায়গায় আর এত ছোট ছোট হরফে যে, কারও চোখে পড়ার উপায় নেই। এবং সত্যি সত্যি তিনমাস যাবার আগে কারও চোখে পড়ে নি। পরে, নেহাত ঘটনাচক্রে, দেখতে পেয়েছে একজন। এখন গায়ের জোরে আমাদের তাড়ানোর চেষ্টা করছে ওরা, যাতে জায়গাটা বিনা বাধায় ওদের হাতে যায়। আর জলাভূমির কথা বললে, দেখলে বুঝবে, জায়গাটা আগাগোড়া মরুভূমি। দু'এক জায়গায় সামান্য পানি আছে, ওখানেই যা একটু ফসল ফলে।'

মাথা দোলাল ডাই রীড, ছোট ডাঁটঅলা পাইপটা থেকে ছাই ঝাড়ল। 'ওদের মোকাবিলা করব, সে টাকা আমাদের নেই। আমাদের সঙ্গে উকিলও নেই: কাজে লাগতে পারে তেমন মানুষ একজনই আছে, এক খবরকাগজঅলা, কিন্তু খালিহাতে তাকে ওয়াশিংটনে পাঠিয়ে ফায়দা কী?'

ভার হয়ে আছে ডাই রীডের চেহারা। 'ওদের সঙ্গে পেরে ওঠা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। শয়তানদের টাকার অভাব নেই, প্রচুর গুণ্ডা-পাণ্ডা ভাড়া করেছে। কিন্তু দেখো, ওদের অনেকের রক্তে আমাদের মাটি লাল হবে, রক্ত দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে ওদের। আমরা চেষ্টা করব যাতে শুধু ভাড়াটে গানহ্যান্ডরা নয়, দু'একটা রুই কাতলাও মারা পড়ে। ওদের সঙ্গে থাকলে তোমাকেও ছাড়া হবে না, বয়!'

ভাবছে কেড্রিক। 'তুমি একেবারে উল্টো কাহিনী শোনালে। আমাকে

একটু ভাবতে হবে। আর হ্যাঁ, কাল আমরা চেহারা দেখাতে যাচ্ছি ওখানে, এই সুযোগে জায়গাটা নিজের চোখে দেখব।'

ঝট করে তাকাল ডাই রীড। 'ওদের সঙ্গে যেয়ো না! ওখানে গেলে কাউকে জ্যান্ত ফিরতে দেব না, ঠিক করেছি আমরা!

'শোনো, ডাই!' সামনে ঝুঁকে এল কেড্রিক। 'আপাতত তোমাদের এই পরিকল্পনা স্থগিত রাখতে হবে। আমরা কেবল শক্তি দেখাতে যাব ওখানে, হুমকি দেব, ব্যস; কিন্তু, কথা দিচ্ছি, আমাদের তরফ থেকে একটা গুলিও ছোঁড়া হবে না। আমরা যাব, ঘুরে ফিরে চলে আসব। গোলাগুলি হলে সেজন্যে তোমার লোকেরাই দায়ী থাকবে। তুমি জলদি যাও, ওদের শান্ত করো। ওদের বল আমাকে একবার জায়গাটা দেখার সুযোগ দিতে।'

আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল ডাই রীড। 'বাব্বাহ্, এদ্দিন পর তোমাকে দেখে কী যে খুশি হয়েছি বোঝাতে পারব না। অবস্থা অন্যরকম হলে আগের মতো তোমাকে বাড়ি নিয়ে নিজের হাতে খাওয়াতাম, তাস খেলতাম। আমার বউকে দেখলে অবাক হয়ে যেতে তুমি!'

'তুমি বিয়ে করেছ? বলো কী!' কেড্রিকের কণ্ঠে অবিশ্বাস। 'আমার মোটেই বিশ্বাস হচ্ছে না!'

দাঁত বের করে হাসল ডাই রীড। 'বিয়ে করেছি এবং খুব সুখে আছি, পল,' হঠাৎ বিষণ্ন হয়ে গেল তার চেহারা। 'ঘর-দোর বাঁচাতে পারলে আরও অনেক দিন সুখে থাকতে পারতাম। তা বোধ হয় আর হলো না! তবে একটা কথা জেনে রাখো, খোদার কসম বলছি, আমাকে না মেরে কেউ আমার জমি কেড়ে নিতে পারবে না। আর একা মরব না আমি, কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে যাব!'

ডাই রীড বিদায় নেবার অনেকক্ষণ পরেও বিছানায় বসে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল কেড্রিক। সামান্থাও কি এরকম কিছু বলতে চেয়েছিল? কোন্ পক্ষে আছে মেয়েটা? সবার আগে বিবাদের জায়গায় গিয়ে নিজের চোখে দেখা দরকার সব কিছু, তারপর আবার গুন্টারের সঙ্গে আলাপ করতে হবে। মনে মনে লোকগুলোর চেহারা উল্টেপাল্টে দেখল ও।

কীথ···নেকড়ের মতো হিংস্র ঠাণ্ডা চেহারা।

বারউইক···থলথলে চেহারা, তাতে কঠোর সর্বগ্রাসী কর্তৃত্বের ছাপ।

গুন্টার···বন্ধুসুলভ অমায়িক চেহারা, কিন্তু পাশাপাশি প্রচ্ছন্ন ধূর্ততার ছাপ আছে না?

বাইরে থেকে টিনপ্যানি পিয়ানোর বাজনা ভেসে আসছে, মেয়েলি কণ্ঠের গান শোনা যাচ্ছে। জুয়ার টেবিলে চিপস পড়ার শব্দ হচ্ছে। কানে আসছে বুটের খটখট, স্পারের ঝুনঝুন–ক্রমাগত ঘুরে বেড়াচ্ছে লোকজন।

উঠে দাঁড়াল পল কেড্রিক। শার্ট গায়ে দিয়ে কোমরে গানবেল্ট বেঁধে নিল। তারপর দরজা খুলে বেরিয়ে এল। করিডর ধরে পা বাড়াল লবির উদ্দেশে।

পাশের কামরার দরজা খুলে গেছে। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওকে দেখছে এক লোক!

ডরনি শ'।

তিন

মরুভূমির অধিবাসীরাই কেবল এমন শান্ত সকালের সঙ্গে পরিচিত। চারদিক নিঝুম। থেকে থেকে সিক্যাডা ডাকছে শুধু। নরম রোদে আরামদায়ক উষ্ণতা। দূরে, আকাশের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে পাহাড় আর মেসা। এখানে সেখানে দলবদ্ধ মেঘের ছায়া।

ছ'জন অশ্বারোহী, রুক্ষ কঠিন ছয় জন মানুষ, স্যাডলে শব্দ তুলে ঘোড়া হাঁকিয়ে বিস্তৃত মরুভূমির প্রান্তে পৌছুল। প্রত্যেকেই যার যার ভাবনায় ডুবে আছে। ওরা সবাই পিস্তলবাজ, অতীতে মানুষ হত্যা করেছে, ভবিষ্যতেও একই উদ্দেশ্যে পিস্তল ব্যবহার করবে অনায়াসে। নিষ্ঠুর সময়ের কাছে মার খেয়ে ওদের অনেকেই দয়ামায়াহীন পাষণ্ডে পরিণত হয়েছে, অবশিষ্টদের ভাগ্যেও একই পরিণতি অপেক্ষা করছে। বন্দুকবাজদের এর হাত থেকে নিস্তার নেই।

অস্ত্রের ওপর নির্ভর করে যারা বেঁচে থাকে তারা নিঃসঙ্গ মানুষ, এরাও ব্যতিক্রম নয়। এদের কাছে মানুষ মানেই সম্ভাব্য শত্রু, প্রতিটি ছায়া বিপদ। সতর্কভাবে ঘোড়া নিয়ে এগোচ্ছে ওরা; আচরণে সংযত, চোখে সাবধানী দৃষ্টি।

চিঁ-হিঁ-হিঁ করে ডেকে উঠল একটা ঘোড়া; আলগা পাথরে ঘষা খেলো একটা খুর; নড়েচড়ে আরাম করে স্যাডলে বসল কেউ, লম্বা করে দম নিল। আর কোনও শব্দ নেই কোথাও।

একটা অ্যাপালুসা গেল্ডিং নিয়ে এগোচ্ছে ক্যাপ্টেন পল কেড্রিক। ঘোড়াটার সামনের দিকে লালচে-ধূসর, পেছনে ধবধবে শাদার ওপর বৃষ্টির ফোঁটা আকৃতির ছোপ; চারটে পা-ই শাদা। শক্তিশালী, ক্ষিপ্র গতিসম্পন্ন ঘোড়া, বুদ্ধিমান এবং সতর্ক।

রওনা হওয়ার জন্যে ওরা যখন একসঙ্গে মিলিত হচ্ছিল, অ্যাপালুসাকে দেখে থমকে দাঁড়িয়েছে লরেডো শ্যাড, ঘুরে ঘুরে সপ্রশংস দৃষ্টিতে খুঁটিয়ে দেখেছে ঘোড়াটাকে।

'ভাগ্যবান লোক তুমি, ফ্রেন্ড! দারুণ ঘোড়া! পেলে কোথায়?' অবশেষে জিজ্ঞেস করেছে।

'নাভাহো রেমুডা, নেয পার্শ ওঅর হর্স এটা—রিজারভেশন থেকে যোগাড় করেছি।'

আস্তে আস্তে জমায়েত হয়েছে সবাই। কেড্রিক লক্ষ্য করেছে, ওকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জরিপ করে নিয়েছে ওরা। ওর পশ্চিমা কায়দার পোশাক-আশাক বিশেষত নিচু করে কোমরে ঝোলানো, উরুর সঙ্গে বাঁধা পিস্তলজোড়া ওদের নজর কেড়েছে। গতকাল নিউ অরলিন্স-এ কেনা তৈরি পোশাকে ওকে দেখেছিল ওরা। কিন্তু আজ আপন দলের মানুষ হিসেবে ওকে যাচাই করার সুযোগ পেয়েছে।

দীর্ঘ ঋজু শরীর কেড্রিকের। গতকালের পোশাকের মধ্যে শুধু কালো টুপি আর জুতোজোড়া অবশিষ্ট রয়েছে আজ। একটা ধূসর উলের শার্ট পরেছে, কালো সিল্কের রুমাল গলায় পেঁচিয়েছে। পরনের জিন্সের প্যান্টটাও কালো। সহজভাবে কোমরে ঝুলছে পিস্তলজোড়া, প্রয়োজনের মুহূর্তে হাতে উঠে আসবে।

সবাই উপস্থিত হলে কেড্রিক বলেছে, 'ঠিকাছে, চল!'

স্যাডলে চেপে বসেছে ওরা, তারপর সবার ওপর একবার নজর বুলিয়েছে কেড্রিক। একহারা গড়নের ডরনি শ'; বিশালদেহী পাই ফেসেনডেন; ছিপছিপে রুক্ষ চেহারার পয়েন্সেট; লম্বা চওড়া সোনালি চুলো লী গফ আর কুৎসিত ক্লুসন; দলের সবচেয়ে বয়স্ক সদস্য শক্তপোক্ত টেক্সান, লরেডো শ্যাড। এগোতে শুরু করেছে ওরা। আরও একবার ওদের জরিপ করেছে কেড্রিক। আর কিছু না হোক, এরা লড়াকু লোক। বার কয়েক ওর পিস্তলের দিকে তাকিয়েছে ডরনি শ'।

'ওগুলো কোল্ট নয় বলে মনে হচ্ছে?'

'ঠিক ধরেছ। পয়েন্ট ফোর-ফোর রাশান। চমৎকার জিনিস, সহজে নিশানা ভেদ করা যায়।' মাথা দুলিয়ে সামনের ট্রেইলের দিকে ইঙ্গিত করে জানতে চেয়েছে কেড্রিক। 'এদিকে আগেও গেছ?'

'হ্যাঁ, বেশ কয়েকবার যেতে হয়েছে। নর্থ ফর্ক পেরিয়ে কিছুদূর গেলে একটা ঝর্না আছে, ওখানে দুপুরে বিশ্রাম নেব আমরা। তারপর অনেক ক'টা গভীর ক্যানিয়ন আর একটা বড়সড় পাহাড় পার হতে হবে। ইন্ডিয়ান আর স্প্যানিশরা পাহাড়টার নাম দিয়েছে দ্য অরফ্যান। পাহাড়ের পরেই শুরু বুনো এলাকার, নিজের চোখেই দেখতে পাবে।' ঝকঝকে শাদা দাঁত বের করে হাসল ডরনি শ'। 'যেদিকে তাকাও, দেখবে একই চেহারা।'

'ডরনি,' আচমকা জিজ্ঞেস করে বসেছে লী গফ, 'এবারও ম্যালপাই ক্যানিয়নের দিকে যাবে নাকি?'

হাসল ক্লুসন। 'যাবে না মানে! অন্য কেউ হলে অনেক আগেই হাল ছেড়ে দিত, কিন্তু আমাদের ডরনি হার মানার বান্দা নয়, তবে স্পষ্ট বোঝা যায় পশ্চিমা গানস্লিংগারের থোড়াই পরোয়া করে মেয়েটা, তার নজর আরও ওপরে!'

'মেয়েটা কিন্তু দারুণ!' গফের কণ্ঠে খোলামেলা প্রশংসা ঝরেছে। 'কিন্তু ডরনিকে তেমন পাত্তা দেয় না।'

'কে জানে স্বার্থ আছে বলেই এতদিন সম্পর্ক রেখেছে কি না,' বাঁকা কণ্ঠে বলেছে পয়েন্সেট। 'কীথের জন্যে খবরাখবর মেয়েটার কাছ থেকেই হয়তো যোগাড় করে ও। কোথায় কী ঘটছে কিছুই তো তার অজানা থাকে না।'

স্যাডলে ঘুরে বসেছে ডরনি শ', কঠোর হয়ে উঠেছে লম্বাটে তীক্ষ্ণ চেহারা। 'চোওপ!' শীতল কণ্ঠে বলেছে সে।

আড়ষ্ট হয়ে গেছে পয়েন্সেট, নিখাদ বিষ মেশানো দৃষ্টিতে ডরনির দিকে তাকিয়েছে, কিন্তু পাল্টা জবাব দেয় নি। লোকটা এত দ্রুত নিজেকে সামলে

নিয়েছে, না দেখলে কেড্রিকের বিশ্বাস হত না। দুর্ধর্ষ কঠিন লোক পয়েন্সেট, কারও তোয়াক্কা করে না। অথচ সেও সযত্নে এড়িয়ে গেছে ডরনি শ'কে। মনে রাখার মতো ব্যাপার।

বেলা গড়িয়ে চলল। দলের সদস্যদের ওপর নজর রাখছে পল কেড্রিক। ডরনি শ'র প্রতি আক্রমণাত্মক মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকছে সবাই, লক্ষ্য করল ও। এমনকী, বিশজন মানুষের হত্যাকারী ফেসেনডেনও এড়িয়ে চলছে তাকে।

দুপুরে নর্থ ফর্কের ঝর্নার ধারে ক্যাম্প করল ওরা। সাধারণত কাউ-ক্যাম্পগুলোয় যেমন খোশ গল্প চলে, এখানে তা হলো না। রূঢ় এবং মেজাজি লোক ওরা, গল্প গুজব করার মানসিকতা নেই। একমাত্র লরেডো শ্যাডকেই কিছুটা সহজ মনে হলো, স্বাভাবিক আচরণ করছে ও। সবার মৌন সম্মতি পেয়ে রান্নার দায়িত্ব নিল ক্লসন। কারণ বুঝতে দেরি হলো না কেড্রিকের, চমৎকার রাঁধে লোকটা।

খাওয়ার ফাঁকে খতিয়ে নিজের অবস্থান বিচার করল কেড্রিক। নিউ অরলিন্স-এ এই কাজের দায়িত্ব নিয়েছে ও; টাকা পয়সার খুব টানাটানি যাচ্ছিল তখন। ওকে এখানে আনার জন্যে জন গুন্টারই প্রয়োজনীয় টাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। এখন কাজ ছাড়তে গেলে টাকাগুলো ফিরিয়ে দিতে হবে। সেটা সম্ভব নয়। অথচ সঙ্গীদের দিকে তাকালেই মনে হচ্ছে এখান থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সরে পড়া উচিত।

অসংখ্য যুদ্ধে ভাড়াটে সৈন্য হিসেবে অংশ নিয়েছে কেড্রিক। লড়াই করাই ওর পেশা; ছেলেবেলা থেকে কুশলী যোদ্ধা হিসেবে বেড়ে উঠেছে। ওর বাবা সেনাবাহিনীতে কাজ করতেন, রণকৌশল নিয়ে প্রচুর গবেষণা করেছেন তিনি; বাবার দেখাদেখি পল কেড্রিকও সামরিক বিষয়ে ছোট বেলাতেই আগ্রহী হয়ে উঠে। বাবার কাছেই শিক্ষা লাভ করে ও, তা ছাড়া এক খবরকাগজের মালিকও ওকে অনেক কিছু শিখিয়েছে—কোনও এক শীতকালে ওদের বাড়িতে বেড়াতে এসেছিল সে।

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধের কৌশল সম্পর্কে কেড্রিকের আগ্রহ প্রবল হয়ে ওঠে। সেনাবাহিনীতে যোগ দেয় ও, গৃহযুদ্ধে অংশ নেয়। একাধিক লড়াইতে সফলতার মধ্য দিয়ে ওর বহুদিনের শিক্ষা আর চিন্তাভাবনা বাস্তব ভিত্তি লাভ করে তবে অসংখ্য যুদ্ধে অংশ নিয়ে প্রচুর মানুষ হত্যা করার পরও নিষ্ঠুর পাষণ্ড হয়ে যায় নি।

একটা জায়গা থেকে একদল আউট-লকে উচ্ছেদ করার কাজটা প্রথম প্রথম সাধারণ মনে হয়েছিল, উত্তেজনা আর রোমাঞ্চের গন্ধ পেয়েছিল ও। তখন মনে হয়েছে মনের মতো একটা কাজ পাওয়া গেছে। কিন্তু এই মুহূর্তে সন্দেহ জাগছে, কাজটা নেয়া আদৌ ঠিক হয়েছি কি না। ডাই রীডের কথা আর মাস্ট্যাংবাসীদের হাবভাবে মনে হচ্ছে প্রথমে যেমন ভেবেছিল, ব্যাপারটা আসলে তত সহজ-সরল নয়। যাই হোক, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে জায়গাটা নিজের চোখে দেখতে হবে, বুঝতে হবে, কোথায় কাদের বিরুদ্ধে

সংঘর্ষে নামতে যাচ্ছে। আরেকটা কথা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, অচিরেই, সঙ্গীদের জেরার মুখোমুখি হতে হবে ওকে। যাকে যাকে খুন করা দরকার খুন করে পাওনা টাকা বুঝে নিয়ে চলে যেতে চাইবে ওরা, দেরি সইবে না।

শুধু লরেডো শ্যাডই সম্ভবত ওর লাইনে চিন্তা ভাবনা করছে। সুযোগ পেলে আজ একবার টেক্সানের সঙ্গে আলাপ করতে হবে, ভাবল পল কেড্রিক, বুঝতে হবে সে কী জানে, কতটুকু বোঝে। গতকাল ডরনি বলছিল, লরেডো শ্যাড দলের মধ্যে সবচেয়ে ভালো লোক; কেড্রিকেরও তাই মনে হচ্ছে। আত্মবিশ্বাসী বলেই ওর আচরণে এরকম সহজ একটা ভাব এসেছে। নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকলেই কেবল এতটা আত্মবিশ্বাসী হতে পারে কেউ। কীভাবে বিপদের মোকাবিলা করতে হয় এই লোক সেটা জানে।

কফি শেষ করে উঠে দাঁড়াল কেড্রিক, ধীর পায়ে ঝর্নার ধারে এল, দু'ঢোক পানি খেয়ে দাঁড়াল সোজা হয়ে; এগিয়ে গেল ঘোড়ার কাছে। ক্যাম্পে পৌঁছে জিনের বাঁধন ঢিল করে দিয়েছিল, ধীরে সুস্থে বাঁধতে শুরু করল। চমৎকার হাওয়া বইছে। ওরা চাপা কণ্ঠে কথা বললেও প্রায় প্রতিটি শব্দই পরিষ্কার কানে আসছে ওর।

প্রথম প্রশ্নটা ধরতে পারল না ও, কিন্তু ফেসেনডেনের জবাব স্পষ্ট শোনা গেল।

'ওকে ঘাঁটাতে যেয়ো না, ডরনি। সাত ঘাটের পানি খাওয়া লোক। এখন আমার মনে পড়েছে, ওর সঙ্গে আমার আগেও একবার মোলাকাত হয়েছে।'

দাঁড়িয়ে আছে কেড্রিক, এতদূর থেকেও যেন ওদের উত্তেজনার আঁচ লাগছে।

'ইনজুন টেরিটোরিতে ওর কাছ থেকে প্যাটারসনের গরু ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করেছিলাম আমরা। পাত্তা পাই নি।'

'কী হয়েছিল?' জানতে চাইল লী গফ, 'লড়াই?'

'সামান্য। আমি তখন ল্যানো গানম্যান চাক গিবসের সঙ্গে থাকতাম। ওর স্বভাব ছিল গায়ে পড়ে ঝগড়া করা। আমার সঙ্গেও বেশ কয়েকবার গানফাইট হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। কিন্তু আমি ঝামেলা এড়িয়ে গেছি। ঝগড়া করে টাকা হারানোর ঝুঁকি নেই নি। কিন্তু চাক একটা খচ্চর, কেড্রিক যখন ওকে রুখে দাঁড়াল, গরু দিতে রাজি হলো না, ওকে চ্যালেঞ্জ করে বসল সে।'

কফিতে চুমুক দিল ফেসেনডেন। অধৈর্যভাবে অপেক্ষা করছে সবাই। অবশেষে তর সইতে না পেরে লী গফ জানতে চাইল, 'তারপর?'

কাঁধ ঝাঁকাল ফেসেনডেন। 'কেড্রিক বেঁচে আছে, দেখতেই পাচ্ছ।'

'মানে কীভাবে ঘটল ব্যাপারটা তাই জিজ্ঞেস করেছি।'

'খাপ থেকে পিস্তল বের করতে পারে নি গিবস। কেড্রিক কখন ড্র করেছে দেখতেই পাই নি আমরা; কিন্তু পরে দেখা গেল চাকের শার্টের বাঁ দিকের পকেটে একটা আধুলি দিয়ে ঢাকা যাবে, এত কাছাকাছি দু'টো ফুটো।'

এরপর আর কথা এগোল না। জিনের পেটি বাঁধার পেছনে আরও কিছু

সময় ব্যয় করল কেড্রিক। তারপর ঘোড়া ছেড়ে দূরে সরে গেল, ক্যাম্পের চারদিকে একবার চক্কর মারল, চোখ বোলাল এদিক-ওদিক। চেহারায় চিন্তার ছাপ।

অভিজ্ঞতা ওকে শিখিয়েছে, কর্মস্থল সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা রাখার গুরুত্ব কতখানি। মাস্ট্যাং থেকে টেরিটোরি লাইন পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল রণাঙ্গনে পরিণত হতে যাচ্ছে অচিরেই, গোটা এলাকা সম্পর্কে ভালো করে জানার ওপরই হয়ত বাঁচামরা নির্ভর করবে। যে কোনও এলাকা সম্পর্কে জানার সুযোগ সাধারণত হাতছাড়া করে না ও।

আগেও বহু কঠিন লোকের কাছ থেকে কাজ আদায় করেছে কেড্রিক, তাই এই দলটাকে নিয়ে ভাবছে না। যদিও জানে, এই দলের লোকগুলো বিপজ্জনক, কিন্তু একসঙ্গে ওদের সামলানো তেমন কঠিন হবে না, তবে আলাদা আলাদাভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হলে সমস্যা দেখা দেবে। কারণ, ওরা একা থাকতেই পছন্দ করে, দলের প্রতি বিশেষ দুর্বলতা থাকার কথা নয়। মাত্র দুটো জিনিসে বিশ্বাস করে এরা, সিক্সগানে দক্ষতা এবং টাকা। এ দুটোর ওপর ভরসা করে বেঁচে আছে; মারাও যাবে।

ফেসেনডেন মুখ খোলায় একদিক দিয়ে সুবিধে হয়েছে। ওর ব্যাপারে কারও মনে দ্বিধা থাকলে এখন তা দূর হয়ে যাবে। ও একজন পিস্তলবাজ জানার পর নির্দেশ মানতে আপত্তি করবে না; ভয়ে নয়, ওকে স্বগোত্রীয় একজন ভেবেই ওর কথা শুনবে। ও উড়ে এসে জুড়ে বসেছে এমনটি ভাববে না।

বিশ্রাম নিয়ে আস্তে ধীরে আবার যখন ওরা পথে নামল, আগুনের হলকা বইছে যেন চারদিকে, উত্তপ্ত হয়ে আছে মরুভূমি। দিগন্তে সামান্যতম আলোড়ন নেই, ধু-ধু চরাচর। দূরে একটা মেসার মাথার ওপর অবিরাম চক্কর দিচ্ছে একটা নিঃসঙ্গ শকুন–খাবার খুঁজছে। তীক্ষ্ণ নজরে চারদিক জরিপ করছে ক্যাপ্টেন পল কেড্রিক। তবু হঠাৎ হঠাৎ বারান্দায় দেখা মেয়েটার চেহারা মনে পড়ে যাচ্ছে। সামান্থা ফক্স সুন্দরী। জন গুন্টারের ভাগ্নী হলেও, বোঝা যায়, মামার সব কাজে তার অনুমোদন নেই।

মেয়েটা এখানে এসেছে কেন? কীথের সঙ্গে কী সম্পর্ক তার? ওর প্রতি কীথের বিদ্বেষ টের পেয়েছে কেড্রিক, অবাক হয় নি। এমনিতে ঠাণ্ডা স্বভাবের মানুষ ও, সহজে রাগে না, কিন্তু ওকে যদি কেউ খোঁচায়, বুকের মধ্যে ঘুমিয়ে থাকা এক বাঘ গা ঝাড়া দিয়ে জেগে ওঠে, ওলট-পালট করে দেয় সবকিছু। নিজের সুপ্ত ক্রোধের কথা জানে, তাই সতর্ক থাকে ও, মেপে কথা বলে; সংযত রাখে নিজেকে।

হঠাৎ লাগাম টেনে ঘোড়া থামাল ডরনি শ'। 'ওটা ল্যারগো ক্যানিয়ন,' সামনের সংকীর্ণ উপত্যকার দিকে ইঙ্গিত করল সে। 'ওই যে ডান দিকে দূরে পাহাড়টা দেখছ, ওটাই দ্য অরফ্যান। ইনজুনরা ওখানে শাদা মানুষদের উঠতে দেয় না; শোনা যায়, ওখানে নাকি চমৎকার মিঠে পানির একটা ঝর্না আছে, সারা বছর পানি পাওয়া যায়।

'এর পরই শুরু হয়েছে বারউইকদের এলাকা। একেবারে অ্যারিজোনার সীমান্ত ঘেঁষা জায়গাটুকু না পেলেও; বিশাল একটা এলাকা পেতে যাচ্ছে। স্কোয়াটারদের ঘাঁটি ইলো বাট নামে একটা শহর; গোটা বার ঘর-বাড়ি আছে ওখানে; দোকান, আস্তাবল, করাল, স্যালুন এমনকী ব্যাংকও পাবে।'

চিন্তিত চেহারায় মাথা ঝাঁকাল কেড্রিক। সামনে যদ্দূর চোখ যায়, ধু-ধু মরুভূমি; কিছুতেই একে জলাভূমি বলা যায় না। আশপাশে গাছপালা চোখে পড়ছে না, লতানো কিছু মেসকিট ঘাস কিংবা ব্ল্যাক গ্র্যামা রয়েছে, এ ছাড়া ক্যাকটাস, সোপউইড, ক্রিওসেট ঝোপ আর ক্যাট-ক্ল ইতস্তত ছড়িয়ে ছিটিয়ে জন্মেছে। কোনও কোনও ওঅশে অবশ্য গাঢ় সবুজ পিনন কিংবা জুনিপারও আছে।

আরও সামনে এগোল ওরা। ল্যারগো ক্যানিয়নে ঢুকল, তার পর বেরিয়ে এসে পশ্চিম দিকে চলল। সতর্ক কেড্রিক। মুহূর্তের জন্যে অনেক দূরে একজন অশ্বারোহীকে দেখতে পেল। কিছুক্ষণ পর একই ঘোড়সওয়ারকে আরও খানিকটা কাছাকাছি দেখে অনুমান করল ওদের ওপর নজর রাখা হচ্ছে। প্রার্থনা করল ও, কোনওরকম হামলা যেন না হয়।

'কোম্পানির জমির প্রায় মাঝখানে আস্তানা গেড়েছে স্কোয়াটাররা। ওদের নেতার নাম বব ম্যাকলেনন। ওর আবার দুই চ্যালা আছে। একজন পিটার সেগাল অন্যজনের নাম পিট লেইন। গতকাল জানতে চাইছিলে ওরা লড়বে কিনা। এই তিন শয়তানের বাচ্চা অন্তত লড়বে। সেগালের মোটামুটি বয়স হয়েছে; চল্লিশের কোঠায় রয়েছে ম্যাকলেনন, এক কালে একটা কাউটাউনের মার্শাল ছিল; আর লেইন, ব্যাটা বড় কঠিন চীজ, ঠিক বোঝা যায় না; কোমরে দুটো পিস্তল ঝুলিয়ে ঘোরে, অসম্ভব প্রভাব রাখে স্কোয়াটারদের ওপর। শুনেছি, ডুরাংগোতে নাকি একবার গানফাইটে জড়িয়ে পড়েছিল, একাই ঝামেলা সামাল দিয়ে বেরিয়ে আসে।'

কেড্রিকের পেছন থেকে কে যেন নিচু কণ্ঠে বলে উঠল, 'বোনটার মতোই দুর্বোধ্য চরিত্র!'

চেপে বসল ডরনি শ'য়ের ঠোঁটজোড়া, কিন্তু এ-ছাড়া আর কোনও প্রতিক্রিয়া হলো না। তবে কেড্রিকের তথ্যের ভাণ্ডার কিছুটা পূর্ণ হলো। নিঃসন্দেহে শত্রু-শিবিরে ডরনি শ'য়ের একজন বন্ধু আছে, তার কাছ থেকে সংগ্রহ করা তথ্যই কীথকে দেয় সে। আপন ভাই আর গোষ্ঠীর সঙ্গে বেইমানি করছে মেয়েটা? অসম্ভব নয়। ওদের চোখে ধরা না পড়ে কীভাবে মেয়েটার কাছে যাওয়া-আসা করে ডরনি?

ওয়েলশম্যান ডাই রীডের কথা বলে নি ডরনি। কিন্তু ছোটখাট শক্তিশালী মানুষটার একটা ভূমিকা না থেকেই পারে না। ওর কথা ভুললে চলবে না।

হঠাৎ গজ তিরিশেক দূরের একটা ক্যানিয়ন থেকে এক অশ্বারোহী বেরিয়ে এল, ঘোড়া নিয়ে এগোল ওদের দিকে। বিড়বিড় করে গাল বকে লাগাম টানল ডরনি শ'। একসঙ্গে থামল বাকিরাও।

অশ্বারোহী একটা মেয়ে। চমৎকার স্বাস্থ্য, ইন্ডিয়ানদের মতো বাদামি ত্বক,

এক মাথা কালো চুল, বড় বড় দু'চোখে অদ্ভুত দ্যুতি; হাত দুটো ছোট, পুতুলের মতো।

প্রথমে শ'য়ের দিকে তাকিয়ে তারপর অন্যদের ওপর চোখ বোলাল সে। অবশেষে পল কেড্রিকের ওপর স্থির হলো তার দৃষ্টি। প্রচুর সময় নিয়ে মাপল ওকে। 'তোমার নতুন বন্ধুটি কে, ডরনি?' জিজ্ঞেস করল, 'পরিচয় করিয়ে দাও?'

তীক্ষ্ণ কঠিন দৃষ্টিতে কেড্রিকের দিকে তাকাল ডরনি শ'। 'ক্যাপ'ন কেড্রিক, এসো, স্যু লেইনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই।'

'ক্যাপ্টেন?' নতুন দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল মেয়েটা। 'আর্মিতে ছিলে?'

'হ্যাঁ,' শান্ত কণ্ঠে জবাব দিল কেড্রিক। মেয়েটার পিনটো দেখে বোঝা যাচ্ছে, ওদের ওপর এ নজর রাখে নি। অর্থাৎ কাছেপিঠে আরও একজন ঘোড়সওয়ার আছে। কে?

'ঘর ছেড়ে একা এত দূর আসা কি ঠিক হয়েছে, স্যু?' বাধা দিয়ে প্রশ্ন করল ডরনি শ'।

'ঠিক-বেঠিক আমি ভালো বুঝি, ডরনি,' ঠাণ্ডা স্বরে জবাব দিল মেয়েটা। ডরনির চেহারা লাল হয়ে গেছে, লক্ষ্য করল কেড্রিক। 'যাক গে...তোমাকে, কিংবা ক্যাপ্টেন কেড্রিক যদি লিডার হয়, ওকে সাবধান করে দিতে এসেছি আমি। তোমাদের আর এগোনো ঠিক হবে না। সকালে আলোচনায় বসেছিল ওরা, ম্যাকলেননও ছিল। ওরা ঠিক করেছে, বাইরের ঘোড়সওয়ার কিংবা সারভেঅরদের দেখলেই গুলি করবে। এখন থেকে এটা তোমাদের জন্যে নিষিদ্ধ এলাকা। খবরটা জানাতে একজন লোককে মাস্ট্যাংয়ে পাঠানো হচ্ছে, আজ রাতে পৌঁছে যাবে সে।'

'বলে কী মেয়েটা!' শুষ্ক কণ্ঠে বলল লী গফ। 'ওরা দেখছি অনেক বেড়ে গেছে! তা আমরা সামনে বাড়লে কী হবে?'

গফের দিকে তাকাল স্যু লেইন। 'লড়াই,' শান্ত কণ্ঠে বলল সে।

'ধেত্তের,' অধৈর্য কণ্ঠে বলল পয়েন্সেট, 'অনর্থক কথা বলে সময় খরচ করার কী দরকার? লড়াই করতেই তো এসেছি আমরা, নাকি? চল, আগে বাড়ি, কেমন লড়াই জানে ব্যাটারা দেখি!'

চিন্তিত চেহারায় স্যু লেইনের আপাদমস্তক জরিপ করল পল কেড্রিক। মেয়েটা সুন্দরী, সন্দেহ নেই। সামান্থা ফক্সের মতো রূপসী হয়তো নয়, তবে সুন্দরী।

'পাহারা দেয়ার জন্যে লোক পাঠিয়ে দিয়েছে?' জিজ্ঞেস করল ও।

কেড্রিকের দিকে তাকাল স্যু লেইন। 'এখনও না পাঠালেও শিগগিরই পাঠাবে।' হাসল স্যু লেইন। 'পাহারা থাকলে তোমাদের সাবধান করার সুযোগ পেতাম?'

'তুমি কার পক্ষে, মিস লেইন?' জানতে চাইল কেড্রিক।

ঝট করে ঘাড় ফিরিয়ে অগ্নিদৃষ্টি হানল ডরনি শ'। কিন্তু সে কিছু বলার সুযোগ পেল না। স্যু লেইনই জবাব দিল। 'কারও না। বলতে পারো আমি

নিজের পক্ষেই আছি। আমি কী চাই না চাই সেটা আমিই ঠিক করি। ভাই কিংবা অন্য কারও তোয়াক্কা করি না। ওরা নির্বোধ, নইলে এই মরুভূমির জন্যে লড়াই করবে কেন?' বিরক্তির সঙ্গে হাত খেলিয়ে চারপাশ দেখাল ও। 'এখানে মানুষ বাঁচে? আমি চাই ওরা হারুক। তা হলে এখান থেকে অন্য কোথাও যেতে পারব!'

আচমকা ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল স্যু লেইন। 'যে কথা বলতে এসেছিলাম বলেছি, এবার চলি!'

'আমিও আসছি,' হঠাৎ বলল ডরনি শ'।

শ'য়ের দিকে তাকাল স্যু লেইন। 'না!' এবার কেড্রিকের দিকে দৃষ্টি দিল, আপাদমস্তক জরিপ করল ওকে। ক্ষীণ হাসি ফুটে উঠল ঠোঁটের কোণে। 'তবে ক্যাপ্টেন কেড্রিক চাইলে আসতে পারে। ওকে ওরা চেনে না!'

হেসে উঠল কে যেন। মরার মতো শাদা হলো ডরনির চেহারা, সাঁই করে ঘোড়া ঘোরাল। ঠোঁট ফাঁক হয়ে দাঁতের পাটি বেরিয়ে পড়েছে। ডান হাত পিস্তল বের করার জন্য তৈরি।

'কে হাসল?' জিজ্ঞেস করল ডরনি, গলাটা একটু যেন কেঁপে গেল তার। 'হাসল কে?'

'মিস লেইন,' শান্ত কণ্ঠে বলল কেড্রিক, 'ডরনি শ' গেলেই ভালো হত। এলাকাটা আমার চেয়ে বেশি চেনে ও।'

ঝলসে উঠল ডরনির চোখ। 'আমি জানতে চেয়েছি, কে হেসেছে?'

ঘাড় ফেরাল কেড্রিক। 'রাখো এসব, শ',' স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল ও, 'আমি যতক্ষণ কম্যান্ডে আছি কেউ মারামারি করতে পারবে না!'

মুহূর্তের জন্যে যেন পাথর হয়ে গেল ডরনি শ'। পরক্ষণে সাপের মতো ঠাণ্ডা চোখে কেড্রিকের দিকে তাকাল। 'আমাকে বলছ?' ওর কণ্ঠে একই সঙ্গে বিদ্রূপ আর অবিশ্বাস।

বিপদ চিনতে পল কেড্রিকের ভুল হয় না, কিন্তু উত্তেজিত হলো না ও, শুধু মাথা ঝাঁকাল। 'তোমাকে একা নয়, ডরনি, সবাইকে বলছি। বিশেষ একটা কাজ নিয়ে এখানে এসেছি আমরা। তোমাকেও আর সবার মতো টাকা দেয়া হচ্ছে। আমরা যদি নিজেরা মারপিট করে সময় নষ্ট করি, কাজ এগোবে কী করে? এখন আমাদের শক্তি হ্রাস পেলে মুশকিল হয়ে যাবে।

'তা ছাড়া নিজের লোকদের মধ্যে খুনোখুনি কীথ কিংবা বারউইক পছন্দ করবে না।'

কেড্রিকের চোখে চোখে তাকিয়ে রইল ডরনি শ'। অসহনীয় নীরবতা। ঝোপের মধ্যে একটা ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক নিস্তব্ধতাকে যেন বাড়িয়ে তুলছে। মাটিতে পা ঠুকে মাছি তাড়াল স্যু লেইনের ঘোড়া। সহসা পল কেড্রিক বুঝতে পারল, ডরনি শ' ওকে ঘৃণা করতে শুরু করেছে। সম্ভবত এই প্রথম কোনও কাজে বাধা দেয়া হয়েছে তাকে। খেপে গেছে সে।

আস্তে আস্তে পিস্তলের কাছ থেকে হাত সরিয়ে নিল ডরনি শ'। 'ঠিকই বলেছ, ক্যাপ'ন,' শুষ্ক কণ্ঠে বলল সে। 'এখনও গোলাগুলির সময় আসে নি।

তা ছাড়া, বারউইক আবার রাগী মানুষ।'

কেড্রিকের দিকে তাকাল স্যু লেইন, দৃষ্টিতে অবহেলা। 'আমি যাচ্ছি। তোমরা সাবধানে থেকো।'

কিন্তু স্যু লেইনের ঘোড়া পা বাড়ানোর আগেই কেড্রিক জানতে চাইল, 'মিস লেইন, বল তো তোমাদের দলে কার একটা লম্বা পাঅলা গ্রুলা আছে?'

ঝট করে ঘাড় ফেরাল স্যু লেইন, ফ্যাকাসে চেহারা। 'কী–গ্রুলা?'

'হ্যাঁ,' বলল কেড্রিক, 'সকাল থেকে ওটায় চেপে আমাদের ওপর নজর রাখছিল কে যেন। এই মুহূর্তে আধমাইলটাক দূরে আছে সে। এবং,' আবার বলল ও, 'একটা ফীল্ডগ্লাসও আছে তার কাছে!'

খিস্তি ঝেড়ে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ফেসেনডেন। চোখ কটমট করে ইতিউতি নজর বোলাল পয়েন্সেট। কেবল ডরনি শ'য়ের মুখেই কথা ফুটল। শুকনো অবিশ্বাস ভরা কণ্ঠে বলব, 'গ্রুলা? এখানে?'

ব্যস, আর কিছু বলল না সে। শ'য়ের মন্তব্যে বিভ্রান্তিতে পড়ল কেড্রিক, তীক্ষ্ণ চোখে জরিপ করল ওকে। গ্রুলা ঘোড়াটার কথা মনে হচ্ছে আগে থেকেই জানে ডরনি, কিন্তু এখানে দেখা যাবে ভাবে নি। স্যু লেইনের বেলায়ও একই কথা খাটে। স্পষ্টতই, ওর প্রশ্নে অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছে সে।

অনেকক্ষণ পর, নর্থ ফোর্কের ঝর্নার কাছে ফিরে আসার সময়ও ব্যাপারটা নিয়ে অনেক ভাবল ও। নতুন একটা তথ্য, হয়তো যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ–আবার অর্থহীনও হতে পারে।

ফিরতি পথে খুব একটা কথাবার্তা হলো না ওদের মাঝে। লড়াই করতে না পেরে হতাশ হয়েছে পয়েন্সেট, তবে কিছুটা সন্তুষ্ট ফের বিশ্রামের সুযোগ পেয়ে।

চার

নির্বাক হয়ে গেছে যেন ডরনি শ'। সাপার শেষে কেড্রিক যখন অ্যাপালুসার পিঠে জিন চাপাতে গেল, মুখ তুলে তাকাল সে।

'ডরনি, আমি ইলো বাট-এ যাচ্ছি। নিজের চোখে শহরটা একবার দেখে আসি,' বলল কেড্রিক। 'গোলমাল করার ইচ্ছে আমার নেই, চাইও না। কিন্তু কীসের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে যাচ্ছি সেটা জানা দরকার।'

অনড় দাঁড়িয়ে ওকে রওনা হতে দেখল ডরনি শ'। কিছু বলল না। পড়ন্ত বিকেলের শেষ আলোয় যতটা সম্ভব দূরত্ব কমিয়ে আনতে দ্রুত এগোল পল কেড্রিক। ইয়েলো বাট শহর এবং তার আশপাশের এলাকা জরিপ করা ছাড়াও আরেকটা উদ্দেশ্য আছে ওর। ওখানকার অধিবাসীদের আসল পরিচয় জানা: ওরা সংসারী মানুষ নাকি খুনে-ডাকাত? আউট-ল তত্ত্ব প্রমাণিত হওয়ার মতো তেমন কিছু এখনও দেখতে পায় নি ও।

একটা দীর্ঘ ডিম্বাকৃতি মেসার ঠিক পায়ের কাছে গড়ে উঠেছে ইয়েলো বাট শহর। মেসা থেকেই শহরের নামের উৎপত্তি। এখানে এক চিলতে সমতল ভূমিতে জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে আছে পাথর আর কাঠের বাড়িগুলো। ঘরগুলো পাহাড়ের দেয়ালের সামনে দীর্ঘ একটা অ্যারোয়ো অর্থাৎ গিরিখাদের দিকে মুখ করে বানানো। গিরিখাদের কিনারায় মাত্র তিনটে ঘর আর একটা করাল। একটা জিনিস স্পষ্ট বোঝা যায়: শহরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বলে কিছু নেই।

একজন কিংবা দুজন রাইফেলধারী মেসার চূড়ায় উঠতে পারলে ওখান থেকে অনায়াসে পুরো শহর নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। তা ছাড়া শহরের পেছনের পাহাড় কিংবা সামনের গিরিখাদের নিচু অংশে লুকিয়ে থেকে শহরের দিকে গুলি ছোঁড়া সম্ভব। ইয়েলো বাট মেসাটি প্রায় দেড়শো ফুট উঁচু, মুখ শহরের প্রশস্ত রাস্তার দিকে।

তবে, শহর প্রতিরক্ষার জন্যে ইদানীং কিছু পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। কয়েকটা বাড়ির সামনে স্তূপীকৃত মাটি দেখা যাচ্ছে—নতুন মাটি। স্তূপের দিকে তাকিয়ে, কোথায় কেন মাটি খোঁড়া হয়েছে বোঝার চেষ্টা করল পল কেড্রিক; খানিক পর হাল ছেড়ে দিয়ে আশপাশের এলাকায় নজর বোলাতে শুরু করল।

চিন্তিত চেহারায় ইয়েলো বাট মেসার দিকে তাকাল ক্যাপ্টেন কেড্রিক। শহরের লোকেরা ওটার চূড়ায় রাইফেলসহ কাউকে পাঠানোর কথা কি ভাবেনি? পাঠানোই তো স্বাভাবিক। কিন্তু যোগ্য সেনাপতিকেও রণাঙ্গনে অনেক সময় মামুলি ব্যাপার ভুলে বসতে দেখা যায়। এদের বেলায়ও তেমন ঘটতে পারে। অথচ মেসার মাথায় বসে কেবল ইয়েলো বাট শহর নয়, আশপাশের পুরো এলাকার ওপর কর্তৃত্ব ফলানো সম্ভব। কয়েক মাইলের ভেতর এটাই সর্বোচ্চ চূড়া।

ঘোড়া ঘুরিয়ে শহরের দিকে এগোল ক্যাপ্টেন পল কেড্রিক। ফাঁকা জায়গায় রয়েছে ও; কিন্তু কেউ দেখে থাকলেও কোন রকম বাধা দিল না। ওর সঙ্গে আরও লোক থাকলে কী হত?

'বাট স্যালুনে'র সামনে ঘোড়া থামিয়ে স্যাডল থেকে নামল কেড্রিক, হিচরেইলে বাঁধল ওটাকে। জানে, ঘোড়াটা ক্লান্ত, এই মুহূর্তে দূরে কোথাও যাবার ক্ষমতা নেই।

শহরের একমাত্র রাস্তা খাঁ খাঁ করছে। স্যালুনের বারান্দায় উঠল কেড্রিক, তারপর স্যুইং-ডোর ঠেলে আলোকিত কামরায় পা রাখল। একটা টেবিলে বসে সলিটেয়ার খেলছিল একজন, মুখ তুলে তাকাল, ভুরু কুঁচকে উঠল তার, কিছু যেন বলতে চাইল; কিন্তু পরমুহূর্তে মত পাল্টে আবার খেলায় মনোযোগ দিল। বারের দিকে এগিয়ে গেল পল কেড্রিক। 'রাই,' সহজ কণ্ঠে বারটেন্ডারকে বলল।

ওর দিকে না তাকিয়েই মাথা দোলাল বারটেন্ডার, একটা গ্লাসে মদ ঢেলে দিল। কেড্রিক বারের ওপর পয়সা ফেললে চোখ তুলে তাকাল সে সঙ্গে সঙ্গে কাঠিন্য ফুটে উঠল তার চেহারায়। 'কে তুমি?' জানতে চাইল সে। 'তোমাকে

তো আগে দেখি নি?'

দু'জন লোক দু'পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, বুঝতে পারছে কেড্রিক। অচেনা লোক। প্রথমজন মাঝবয়সী, তীক্ষ্ণ চেহারা; অপরজন লাল-চুলো এক উদ্ধত যুবক।

'এদের জন্যেও ঢাল,' বারটেন্ডারকে বলল পল। তারপর সাবধানে, আস্তে আস্তে, ওদের সন্দেহের উদ্রেক না করে বারের দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল। সতর্ক দৃষ্টিতে পুরো রুম জরিপ করল।

দশ বারজন লোক আছে স্যালুনে। একদৃষ্টিতে মাপছে ওকে। 'আমার পকেট থেকে পয়সা যাচ্ছে,' শান্ত কণ্ঠে বলল ও, 'তোমরাও যোগ দেবে নাকি?'

নড়ল না কেউ কাঁধ ঝাঁকাল কেড্রিক। আবার বারের দিকে ঘুরে দাঁড়াল। মদের গ্লাস হাওয়া হয়ে গেছে!

আস্তে আস্তে বারটেন্ডারের দিকে তাকাল কেড্রিক। 'আমার গ্লাসটা, কোথায়?' নম্র কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল।

কেড্রিকের দিকে তীব্র দৃষ্টি হানল বারটেন্ডার। 'কী জানি, বলতে পারব না!' কাঁধ ঝাঁকিয়ে পাল্টা জবাব দিল সে।

'পয়সা দিয়ে মদ কিনেছি, গ্লাসটা দাও।'

অখণ্ড নীরবতা।

ওকে প্রায় উপেক্ষা করে দু'পাশের দুজন লোক বারের সঙ্গে হেলান দিয়ে দাঁড়াল।

'আমাকে খেপিয়ো না,' আবার বলল কেড্রিক। 'মদের গ্লাসটা ফিরিয়ে দাও—জলদি!'

'মিস্টার,' বারের উপর দিয়ে সামনে ঝুঁকল বারটেন্ডার 'তোমার মতো লোকের কাছে আমরা মদ বিক্রি করি না। চ্যাঙদোলা করে বাইরে ফেলে দেয়ার আগেই মানে মানে কেটে পড়ো। ভাগো হিঁয়াসে!'

বারের কিনারে হাত রেখে দাঁড়িয়েছিল পল কেড্রিক, পরের ঘটনা এত দ্রুত ঘটে গেল যে, পাশের লোক দু'টো নড়াচড়া করারও ফুরসত পেল না।

বিদ্যুৎ চমকের মতো ছুটে গেল কেড্রিকের ডান হাত, জাপ্টে ধরল বারটেন্ডারের কলার, সাথে সাথে বারের দিকে পেছন ফিরে হ্যাঁচকা টান দিল। বাইন মাছের মতো পিছলে শূন্যে উঠে গেল লোকটা, উড়ে গিয়ে দড়াম করে মেঝেয় পড়ল। পরমুহূর্তে বাউলি কেটে দু'পাশের দু'জনের আওতার বাইরে সরে গেল কেড্রিক। চট করে খাপ থেকে পিস্তল বের করেই কাভার করে দাঁড়াল কামরার প্রতিটি লোককে।

উঠে দাঁড়িয়েছিল কয়েকজন, কেড্রিকের দিকে পা বাড়াতে গিয়ে পিস্তল দেখে জমে গেল। পয়েন্ট-ফোর-ফোর রাশানটা কখন বেরিয়ে এসেছে দেখতে পায় নি কেউ।

'দেখো,' স্যালুনের সবাইকে উদ্দেশ্য করে নরম কণ্ঠে বলল কেড্রিক। 'গোলমাল করার জন্যে এখানে আসি নি আমি। একটা কাজ করে দেয়ার জন্যে

আমাকে ভাড়া করা হয়েছে, তাই দেখতে এসেছি তোমাদের সম্পর্কে যা শুনেছি, সেসব সত্যি না মিথ্যা। তোমাদের বারটেন্ডার লোকটা হয় কালা কিংবা ভদ্রতা জানে না; আমি এক গ্লাস হুইস্কি দিতে বললাম, কথা না শুনে বাজে বকতে শুরু করে দিল। তাই একটু শিক্ষা দিয়ে দিলাম।

'এই যে, তুমি,' সলিটেয়ার খেলোয়াড়কে বলল কেড্রিক, 'তোমাকে দেখে তো ভালো লোক বলেই মনে হচ্ছে। এদিকে এসো, গ্লাসে মদ ঢেলে বারের কিনারে রাখো দেখি। তারপর,' দৃষ্টি সরাল না ও, 'এখানকার প্রত্যেককে এক গ্লাস করে হুইস্কি দাও।' বাঁ হাতে পকেট হাতড়ে একটা স্বর্ণ মুদ্রা বের করে বারের ওপর ছুঁড়ে ফেলল। 'এই যে, পয়সা মিটিয়ে দিলাম।'

এক কদম পিছিয়ে এল কেড্রিক, তারপর পিস্তল হোলস্টারে ঢুকিয়ে রাখল। নিষ্পলক চোখে ওকে দেখছে সবাই, নড়াচড়া করার সাহস করছে না। ব্যাপারটা সম্ভবত লালচুলো মেনে নিতে পারছে না, বাহাদুরী দেখাতে চাইছে সে, বুঝতে পারছে কেড্রিক।

'অ্যাই, তুমি!' আচমকা বলে উঠল ও, 'বিয়ে করেছ? ছেলেপুলে আছে?'

কটমট করে কেড্রিকের দিকে তাকাল লালচুলো, তারপর শুকনো গলায় জবাব দিল, 'হ্যাঁ, দুটো ছেলে। তাতে তোমার কী?'

'বললাম না,' সহজ কণ্ঠে জবাব দিল কেড্রিক, 'তোমাদের সম্পর্কে জানতে এসেছি এখানে?'

মদ ঢালতে ঢালতে মুখ তুলে তাকাল সলিটেয়ার খেলোয়াড়। 'কী জানতে চাও, আমাকে জিজ্ঞেস করো। আমি পিটার সেগাল।'

'তোমার কথা অনেক শুনেছি।'

মৃদু হাসি ফুটে উঠল সেগালের ঠোঁটে। 'হ্যাঁ,' বলল সে, 'তোমার কথাও শুনেছি আমরা।'

নিঃশব্দে সবাইকে মদ ঢেলে দিল পিটার সেগাল। চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে স্যালুনের প্রতিটি লোক। মদ বিতরণ শেষ করে সোজা হয়ে দাঁড়াল সেগাল।

'বন্ধুরা,' বলল সে, 'তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে খামোকা প্রাণনাশের ঝুঁকি নেয়া ঠিক হবে না। ও কী বলতে চায় আগে শোনা যাক। পছন্দ না হলে আমল না দিলেই হবে।'

'ধন্যবাদ, সেগাল,' স্যালুনের চারপাশে নজর বোলাল কেড্রিক। নিষ্করুণ চেহারায় ওর দিকে তাকিয়ে আছে দুজন, দৃষ্টিতে বিদ্বেষ; একজনের চোখে নিখাদ কৌতূহল; পেছনের দরজায় এক লোক দাঁড়িয়ে, রুক্ষ চেহারা, অস্থির দৃষ্টি, প্রাক্তন আউট-ল ক্রসনের মতোই রগচটা বলে মনে হচ্ছে লোকটাকে।

'আমি যেই কোম্পানির চাকরি করছি,' বলল কেড্রিক, 'সরকারের কাছ থেকে এদিককার সব জমি কিনে নিতে যাচ্ছে ওরা। কোম্পানির নাম 'কীথ গুন্টার অ্যান্ড বারউইক'। নিউ অরলিন্সে আমাকে কাজ দেয়ার সময় ওরা জানিয়েছিল, একদল আউট-ল, ছিঁচকে চোর আর ছিনতাইবাজ গায়ের জোরে জায়গাটা দখল করে রেখেছে। উচ্ছেদ করতে গেলে বাধা দেয়ার চেষ্টা করবে,

এখানে চোর-ডাকাতের আস্তানা বানাতে চায় ওরা। আমার দায়িত্ব এদের বিতাড়িত করে জায়গাটা কোম্পানির হাতে তুলে দেয়া। সেই কারণেই এখানে আসা।'

পেছনের সারি থেকে মৃদু গুঞ্জন ভেসে এল। সময় নিয়ে গ্লাস খালি করল পল কেড্রিক। তারপর সহজ ভঙ্গিতে সিগারেট বানাতে শুরু করল।

ডান দিকের দরজা ঠেলে দু'জন লোক স্যালুনে ঢুকল। প্রথমজন লম্বায় মোটামুটি কেড্রিকের সমান হবে, মাথায় আলকাতরার মতো কালো চুল, জুলফির কাছে পাক ধরেছে, ধূসর চোখে শীতল দৃষ্টি; চেহারায় দৃঢ়তার ছাপ। কামরার চারদিকে নজর বুলিয়ে কেড্রিকের দিকে তাকাল সে।

'বব, এ হচ্ছে ক্যাপ্টেন পল কেড্রিক,' নিচু গলায় বলল পিটার সেগাল। 'এতক্ষণ ওর কথাই শুনছিলাম। ওকে নাকি বলা হয়েছে, আমরা একদল খুনে ডাকাত, বদমাশ!'

'বারউইকের কাণ্ড নিশ্চয়ই,' বলল ম্যাকলেনন। 'বলে যাও, কেড্রিক।'

'বিশেষ কিছু বলার নেই আর। আসলে একজন যোদ্ধা হিসেবে নিজের চোখে জায়গাটা দেখতে চাইছিলাম আমি। মাস্ট্যাংয়ে আসার পর থেকেই এমন কিছু কথা কানে এসেছে, এমন কিছু ইঙ্গিত পেয়েছি, যাতে করে আমার ধারণা হয়েছে বারউইকরা হয়তো মিথ্যে বলে নি। তাই তোমাদের আসল পরিচয় জানতে নিজেই চলে এসেছি। দেখতে চাই, আমাকে যেমন বলা হয়েছে, সত্যি তোমরা তত খারাপ কি না। তা ছাড়া, তোমাদের মতামতও তো জানা দরকার।'

কুৎসিত হয়ে গেল লালচুলোর চেহারা। 'আমরা তোমার কাছে কৈফিয়ত দিতে বাধ্য নই, কেড্রিক!' কর্কশ কণ্ঠে বলল সে, 'বুঝতে পারছ কী বলছি? খুনীর দলকে নিয়ে একবার শুধু আসো এখানে, দেখে নেব কয়টা জ্যান্ত ফিরে যেতে পারে!'

'চুপ করো, রেড!' ধমকে উঠল সেগাল। 'বব কী বলে শোনা যাক!'

'আহা, কেন পাত্তা দিচ্ছ?' রুক্ষ কণ্ঠে বলল রেড। 'এই ব্যাটা ভয়ে এখনই কাবু হয়ে গেছে, নইলে এভাবে খোঁজখবর করতে আসত?'

ভুরু কুঁচকে রেডের চোখের দিকে তাকাল পল কেড্রিক, কণ্ঠকে শান্ত রেখে বলল, 'উঁহুঁ, ভয় পাই নি, রেড। আমি যদি মনে করি কোম্পানি ঠিক বলেছে, তোমাদের উচ্ছেদ করা দরকার, যে কোনও মূল্যে তা করব; কেউ ঠেকাতে পারবে না। প্রয়োজন হলে আরও লোক যোগাড় করব। আমি জানি কীভাবে লড়াই করতে হয়। সারা জীবন লড়াই করে আসছি, জেতার কৌশল আমার অজানা নেই। ভয় পেয়ে এখানে আসি নি, এসেছি নিজের কাছে পরিষ্কার থাকতে চাই বলে। এখানে তোমাদের দাবী বৈধ হলে, তোমাদের সম্পর্কে যেসব কথা বলা হয়েছে সেসব মিথ্যে হলে, নিজেকে সরিয়ে নেব আমি।

'অবশ্য,' আবার বলল ও, 'অন্যেরা কী করবে না করবে জানি না, তবে আমার সিদ্ধান্ত ওদের জানিয়ে দেব।'

'যুক্তিসঙ্গত কথা,' সায় দিল ম্যাকলেনন। 'বেশ, ঠিক আছে, আমাদের কথা বলছি এবার। এখানকার জমিজমার মালিক আসলে সরকার। তবে কিছু অংশ নাভাহো আর উতে ইন্ডিয়ানরা ওদের বলে দাবী করে। ওদের সঙ্গে আমাদের লড়াই করতে হয়েছে, তবেই এখানে থাকতে পেরেছি। চার-পাঁচজন আছে, দশবছরেরও বেশি হলো এখানে বসবাস করছে। বাকিরা কমপক্ষে তিনচার বছর ধরে আছে।

'এখানে ঘর-বাড়ি বানিয়েছি আমরা, ঝর্নাগুলো পরিষ্কার করেছি, কিছু কিছু জায়গা ঘিরে নিয়ে চাষাবাদ করেছি। এখানে আমাদের সংসার আছে, ছেলে-মেয়ে আছে। কিন্তু তোমাদের কোম্পানি এখন আমাদের ভিটেমাটি ছাড়া করার চেষ্টা করছে; আমাদেরকে বঞ্চিত করতে চাইছে।

'আইন অনুযায়ী ছয়মাস আগে নোটিস জারি করা উচিত ছিল। অর্থাৎ কারও কাছে খাস জমি বিক্রি করার অন্তত ছয়মাস আগে সরকারকে নোটিস জারি করতে হয়। সেই জমি, আমাদের জানা মতে, জনবসতিহীন হতে হবে। কিন্তু এ-জায়গাটা তা নয়। দেখতেই পাচ্ছ, আমরা এখানে বাস করছি। তার ওপর, মাত্র পাঁচমাস আগে নোটিস জারি করা হয়েছে; এমন জায়গায় সাঁটানো হয়েছে সেটা, যেখানে সচরাচর মানুষের চলাচল নেই! নোটিসটা এত ছোট ছোট হরফে ছাপা ম্যাগনিফাইং গ্লাস ছাড়া পড়ে কার সাধ্যি।

'যাই হোক, মাত্র মাসখানেক আগে কীভাবে যেন আমাদের একজনের চোখে পড়ে যায় ওটা, আইনের প্যাঁচাল কথাবার্তা থেকে অর্থ বের করতেই তার কয়েকদিন লেগে যায়, তারপরই হাউমাউ করে আমার কাছে ছুটে আসে সে। এখন সত্যি ঘটনা ব্যাখ্যা করার জন্যে সরকারের কাছে লোক পাঠাব, অত টাকা কোত্থেকে পাব, বল? সুতরাং রুখে দাঁড়িয়ে লড়াই করা ছাড়া উপায় নেই। সেদিকেই জোর দিচ্ছি আমরা। কোম্পানি আমাদের উৎখাত করতে চাইলে, যদিও তা পারবে বলে মনে হয় না, এখানকার প্রতিটি ধূলিকণা রক্ত দিয়ে কিনতে হবে!'

বিড়বিড় করে ম্যাকলেননের কথায় সায় দিল সবাই। ভুরু কুঁচকে আবার কামরার চারদিকে নজর বোলাল কেন্ড্রিক। ডরনি শ' ঠিকই বলেছে। প্রয়োজনে লড়াই করে মরবে এরা। ম্যাকলেনন আর সেগালের মতো লোক নেতৃত্ব দেয়ায় এদের সঙ্গে পেরে ওঠা মুশকিল হবে।

আইনের দিক থেকে কোম্পানি অবশ্য সুবিধাজনক অবস্থানে আছে। কোণঠাসা অবস্থায় পড়ে গেছে এরা। এখনই যদি কাউকে ওয়াশিংটনে পাঠানো হয়, গন্তব্যে পৌঁছুতে কমপক্ষে সপ্তাতিনেক সময় লাগবে তার। এর পর লালফিতার বাধা পেরিয়ে উপযুক্ত লোকের কাছে গিয়ে জমি বিক্রি ঠেকানো যাবে—তার আশাও ক্ষীণ।

'ফটকাবাজিতে নেমেছে বারউইকরা,' জানাল বব ম্যাকলেনন, 'গুজব রটেছে, এখানে নাকি শিগগিরই ইন্ডিয়ান রিজারভেশন প্রতিষ্ঠা করা হবে। কথাটা যদি সত্যি হয়, এখন জমি কিনতে পারলে পরে সরকারের কাছেই আবার চড়া দামে এই জমি বিক্রি করে অনেক টাকা মুনাফা লুটতে পারবে ওরা।'

'অথবা তোমরা,' বলল পল কেড্রিক। 'দুদিকের পাল্লাই ভারি দেখতে পাচ্ছি, ম্যাকলেনন। কোম্পানির পক্ষে একটা শক্ত যুক্তি আছে। ফেডারেল সরকার এখানে রিজারভেশন প্রতিষ্ঠা করলে তোমাদের এমনিতেই বিদায় নিতে হবে।'

'সেটা যখন হবে তখন দেখা যাবে,' বলল পিটার সেগাল। 'এই মুহূর্তে কোম্পানিকে ঠেকানোই আমাদের উদ্দেশ্য। আমরা ফটকা কারবারী নই। এবং পিস্তলবাজও নই।'

আরও একজন লোক ঢুকল স্যালুনে। সঙ্গে সঙ্গে তাকে চিনতে পারল পল কেড্রিক। বার্ট মাস্ট্যাংয়ের রাস্তায় একে পিটিয়েছিল ও। দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে কামরা জরিপ করল বার্ট।

'কেউ না?' আস্তে করে জিজ্ঞেস করল কেড্রিক। 'পিট লেইন সম্পর্কে কী যেন শুনছিলাম?'

'লেইন মোটেই খারাপ না!' তেতে উঠল রেড। 'ওর মতো ভালো মানুষ পাওয়া কঠিন!'

ম্যাকলেনন কিংবা সেগাল কিছুই বলল না। অস্বস্তির সঙ্গে নড়েচড়ে দাঁড়াল সেগাল। অর্থাৎ, একটা ব্যাপারে মতানৈক্য আছে এদের। লেইন সম্পর্কে খোঁজ নিতে হবে, ভাবল পল কেড্রিক।

'তো,' দৃঢ়কণ্ঠে বলল ও, 'ব্যাপারটা নিয়ে আমাকে একটু চিন্তাভাবনা করতে হবে। তার আগে গোলমাল করার দরকার নেই। তোমরা রাজি থাকলে বল, আমি আমার লোকদের শান্ত রাখার ব্যবস্থা করি।'

'আমরাও ঝামেলা চাই না,' বলল বব ম্যাকলেনন। 'আমরা যতক্ষণ শান্তিতে আছি, কোম্পানির লোকজন এখন থেকে দূরে থাকছে, আমাদের দিক থেকে গোলমাল হবে না।'

দরজার দিকে পা বাড়াল কেড্রিক, কিন্তু বারটেন্ডারের ডাকে থামতে হলো।

'পয়সা ফেলে যাচ্ছ, তুমি,' শুকনো গলায় বলল সে।

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল কেড্রিক, হাসল, তারপর খুচরো পয়সা নিয়ে পকেটে রাখল। 'আবার দেখা হবে,' বলে পা বাড়াল।

ঠিক এই সময় আচমকা দড়াম করে দরজা খুলে গেল, টলমল পায়ে ভেতরে ঢুকল এক লোক। অন্য একজন লোককে ধরে রেখেছিল, মেঝেয় ফেলল তাকে। 'রবার্টস!' বলল লোকটা। 'ওকে ওরা খুন করেছে!'

একসঙ্গে মেঝের লোকটার দিকে তাকাল কামরার সবাই। একাধিকবার গুলি করা হয়েছে বেচারাকে, তারপর ঘোড়ার পায়ের নীচে পিষ্ট করেছে; ছুটন্ত ঘোড়ার খুরের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে লাশ। পেটের ভেতরে প্যাক দিয়ে উঠল কেড্রিকের, বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইল, কথা বলার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে যেন।

অভিযোগ ভরা দৃষ্টিতে ওকে দেখছে সবাই। ম্যাকলেননের চেহারা আড়ষ্ট, তাতে অবিশ্বাসের ছাপ: সন্ত্রস্ত সেগাল। রেডসহ অবশিষ্টরা সামনে পা বাড়াল।

'এই লোকটা!' আঙুল তুলে কেড্রিকের দিকে ইঙ্গিত করল রেড; ক্রোধে থর থর করে কাঁপছে। 'এখানে দাঁড়িয়ে মিঠে মিঠে কথা বলেছে আর ওর চ্যালারা খুন করেছে আমাদের ববকে!'

'ধরো শালাকে!' চেঁচিয়ে উঠল একজন। 'ধরো! আমার কাছে দড়ি আছে!'

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে কেড্রিক, জানে, এখন এদের কিছু বোঝানো অসম্ভব। হয়তো পরে বুঝতে পারবে রবার্টসের হত্যায় ওর হাত ছিল না, ওর অজান্তে ঘটেছে ব্যাপারটা; কিন্তু এই মুহূর্তে কারও কথায় কান দেবে না। লোকটা চেঁচিয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে স্যাৎ করে স্যালুন থেকে বেরিয়ে এল কেড্রিক, হ্যাঁচকা টানে হিচরেইল থেকে ঘোড়ার বাঁধন খুলে লাফিয়ে স্যাডলে চেপে বসল। চমকে উঠে দালানকোঠার মাঝ দিয়ে ছুটতে শুরু করল অ্যাপালুসা।

পেছন থেকে চিৎকার আর খিস্তি ভেসে আসছে। গুলি করল কেউ, কানের পাশ দিয়ে উড়ে গেল একটা বুলেট। দুটো দালানের মাঝখানে ঘোড়া ঢোকাল পল কেড্রিক, পরক্ষণে বুঝতে পারল, পালাতে গিয়ে ফাঁদে পা দিয়ে ফেলেছে সামনে, বড়জোর দুশো গজ দূরে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে নিরেট পাথুরে দেয়াল। দেয়ালের নীচের দিকে ফাঁক-ফোকর আছে কি না বোঝার উপায় নেই। এখন গিরিখাদের দুটোমুখেই সশস্ত্র প্রহরী পাঠিয়ে দেবে ওরা, ওদিকে যাওয়া আর সম্ভব নয়। বাঁক নিয়ে অন্ধকারে সোজা ইয়েলো বাট-এর দিকে ঘোড়া ছোটাল কেড্রিক।

শহরে ঢোকার পথে মেসার গোড়ায় ইংরেজি হরফ 'ভি' আকৃতির একটা ফাঁক দেখেছিল ও। ওদিক দিয়ে বেরুনো গেলেই হয়! হয়তো বক্স ক্যানিয়নও হতে পারে ওটা। সেক্ষেত্রে ওখানে ঢোকার অর্থ হবে উত্তপ্ত কড়াই থেকে জ্বলন্ত উনুনে ঝাঁপ দেয়া।

গতি কমিয়ে আনল কেড্রিক। শব্দ করা চলবে না। শব্দ শুনলে সহজেই ওর অবস্থান আঁচ করে ফেলবে প্রতিপক্ষ। কোণঠাসা করে ধরে ফেলবে। সমভূমিটা ছোট, গিরিখাদ ছাড়া বেরুনোর পথ মাত্র দুটো এবং ওদিকে কড়া নজর রাখা হবে নিঃসন্দেহে।

অনেক কাছে চলে এসেছে মেসা। অতল গহ্বরের মতো কালো আঁধারে ধীর গতিতে এগোচ্ছে অ্যাপালুসা আর কয়েক মিনিট, তারপরই নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছুতে পারবে।

অ্যাপালুসা ক্লান্ত, সারাদিন পথ চলেছে। বন্ধুর পথে ওর মতো বিশালদেহী একজন লোককে এতদূর বয়ে এনেছে। তরতাজা ঘোড়া নিয়ে ধাওয়াকারীদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটতে পারবে না। প্রাণ বাঁচানোর এখন মাত্র একটা উপায় আছে: ওদের ধাঁধায় ফেলতে হবে, যাতে কিছুটা অতিরিক্ত সময় আদায় করা যায়। কিন্তু যেভাবেই হোক, ভোর হবার আগেই পালাতে হবে ওকে। দিনের আলোয় পুরো এলাকা চষে ফেলবে ওরা, ওর অবস্থান ফাঁস হয়ে যাবে।

সামনে হাঁ করে আছে ক্যানিয়নের মুখ। ক্যানিয়নের দু'পাশের দেয়াল উঁচু

না হলেও এত খাড়া যে ঘোড়া নিয়ে এই দেয়াল বেয়ে উঠে পালানো সম্ভব নয়।

এখন আর চিৎকারের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু কেড্রিক জানে, ওকে ধরার আপ্রাণ চেষ্টা করবে ওরা, গিরিখাদের দিকে যারা নজর রেখেছে, এতক্ষণে অন্যদের জানিয়ে দিয়েছে. ওদিকে যায়নি ও। এখনও আটকা পড়ে আছে। হতে পারে ওদিকে আদৌ কোনও পাহারা নেই, কিন্তু কাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে জানে পল; আসার সময় কাউকে পাহারা দিতে না দেখলেও এখন পাহারা থাকবে ধরে নেয়াই ভালো।

সংকীর্ণ ক্যানিয়ন। খুব সাবধানে এগোল কেড্রিক, কিন্তু খানিকটা এগোনোর পরই দেখল ক্যানিয়নের শেষপ্রান্তের দেয়াল আকাশ ছুঁয়েছে—কালো, নিরেট। মুখ গলা শুকিয়ে এল ওর, থমকে দাঁড়াল অ্যাপালুসা। ঝিম মেরে বসে রইল পল। ঘোড়াটা হাঁপাচ্ছে। একটা নিরেট দেয়ালের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে ও, ফাঁদে পড়েছে।

পেছনে একটা আলো জ্বলে উঠেই নিভে গেল। চিৎকার করে উঠল কেউ। দেশলাই জ্বালিয়ে ট্র্যাক খুঁজছিল ওরা, পেয়েছে। আর কিছুক্ষণ, তারপরেই এসে পড়বে! ধরা পড়ে যাবে ও।

কিছুই বুঝতে চাইবে না ওরা, মরণফাঁদে আটকা পড়েছে ক্যাপ্টেন পল কেড্রিক! নিরুপায়!

পাঁচ

অনড় হয়ে স্যাডলে বসে রইল কেড্রিক। কান খাড়া। নুড়ি পাথর গড়িয়ে পড়ার আওয়াজ ভেসে এল। বুঝে শুনে সিদ্ধান্ত নিতে হবে এখন, অনর্থক ঝুঁকি নেয়ার উপায় নেই। ফাঁদে আটকা পড়ে গেছে ও। কিন্তু ফাঁদ থেকে বেরুতে গিয়ে কাউকে হত্যা করতে চায় না, এবং মরারও ইচ্ছে নেই।

নিঃশব্দে স্যাডল থেকে নামল কেড্রিক। সতর্ক। এই মুহূর্তে তাড়াহুড়ো করে কিছু করতে গেলে বিপদ হবে। হয়তো কিছুই করার উপায় নেই, তবু অভিজ্ঞ মানুষ ও, অতীতে বহুবার এই ধরনের পরিস্থিতিতে পড়েছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঠিকই সব বিপদকে পেছনে ফেলে আসতে সক্ষম হয়েছে। ঠাণ্ডামাথায় ধীরে সুস্থে ভাবতে পারলে এবারও একটা না একটা উপায় বেরোবেই।

অ্যাপালুসার পাশে স্থির দাঁড়িয়ে চারপাশ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জরিপ করল ক্যাপ্টেন কেড্রিক। ইয়েলো বাটের বিশাল কাঠামোর নীচে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার এতক্ষণে চোখে সয়ে এসেছে। মাথা নামিয়ে পায়ের দিকে তাকাল ও। বালির ধূসর একটা রেখা দেখা যাচ্ছে, কাছেই বেশ বড় বড় বোল্ডার আর ছড়ানো ছিটানো ঝোপের মাঝে একটা ফাঁকের ভেতর হারিয়ে গেছে ওটা। ঘোড়া নিয়ে ফোকরটার দিকে পা বাড়াল কেড্রিক।

ফোকরটা এত সংকীর্ণ যে ঘোড়াটার এগোতে কষ্ট হচ্ছে। মোটামুটি ফুট বিশেক এগোনোর পর সামান্য চওড়া হলো। বোল্ডারগুলো এখানে কিছুটা ছোট, কোমর সমান উঁচু, আগাছা জন্মেছে ওগুলোর ওপর। অ্যাপালুসাও বিপদ টের পেয়েছে বোধ হয়, প্রায় নিঃশব্দে আলতো পায়ে এগোচ্ছে।

অন্ধকারে আক্ষরিক অর্থেই হাতড়ে হাতড়ে এগোচ্ছে পল কেড্রিক। ও নিশ্চিত, বালির-রেখাটি পানির স্রোতেই তৈরি হয়েছে, ক্যানিয়নে পানির উপস্থিতির প্রমাণ রয়েছে, ক্লিফের কিনারা দিয়ে উপচে কিংবা কোনও ফোকর গলে এসেছে পানি। ফাঁকটা বের করতে হবে। এগিয়ে চলল কেড্রিক, অসংখ্য বোল্ডারের জটলায় এসে পড়েছে ও, এঁকেবেঁকে বালি রেখা ধরে কোথায় যাচ্ছে জানে না।

দু'বার থামল পল, পেছনে গিয়ে টুপির সাহায্যে পায়ের ছাপ মুছে ফেলল। অন্ধকারে কাজ হলো কিনা বোঝার উপায় নেই; তবে ফাঁকটা সরু, ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা কম। দশ মিনিটের মতো চিপা গলি দিয়ে এগোনোর পর হঠাৎ আবার খাড়া দেয়ালের মুখোমুখি হলো ও। ঢাল বেয়ে, ঝোপঝাড় আর পাথরচাঁইয়ের ভেতর দিয়ে আরেকটা দেয়ালের সামনে এসে পড়েছে।

মাথার ওপর, নাগালের বাইরে ক্লিফের গায়ে একটা 'নচ' দেখতে পেল পল কেড্রিক। ওই ফোকরটা দিয়েই সম্ভবত বালির রেখাটা নেমে এসেছে। এবার সত্যি সত্যি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল কেড্রিক। অ্যাপালুসাকে রেখে ক্লিফের দেয়াল হাতড়ে ফাটল খুঁজতে শুরু করল।

বাঁ দিকে কিছুই পাওয়া গেল না। বার কয়েক দাঁড়িয়ে কান পেতে শোনার চেষ্টা করল। ক্যানিয়নের মুখ থেকে কোনওরকম শব্দ আসছে না। এটা বক্স ক্যানিয়ন হলে ইয়েলো বাটের লোকদের অজানা থাকার কথা নয়। সেক্ষেত্রে অন্ধকারে ভেতরে ঢোকার ঝুঁকি না নিয়ে ভোরের অপেক্ষা করবে ওরা। রাতের অন্ধকারে এখানে চমৎকার প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভব। তবু বলা যায় না, প্রতিহিংসার আগুনে জ্বলছে লোকগুলো, এই মুহূর্তেও ছুটে আসতে পারে।

ফিসফিস করে ঘোড়াকে সান্ত্বনা দিয়ে দেয়াল ঘেঁষে এবার ডানে এগোল কেড্রিক। খানিকটা এগোনোর পর হঠাৎ দেখল পায়ের নীচের মাটি ঝুপ করে নীচে নেমে গেছে। একটা গহ্বরে নেমে এল পল। ঠাণ্ডা, স্যাতসেঁতে একটা ভাব এখানে। কাছেপিঠে ঝর্না আছে হয়তো, যদিও পানি গড়ানোর শব্দ পেল না ও।

গহ্বরে দাঁড়িয়ে ঠাণ্ডার মধ্যেও দরদর করে ঘামছে ক্যাপ্টেন কেড্রিক। অনড় দাঁড়িয়ে কান খাড়া করল ও, ঘামে ভেজা মুখ মুছল। আচমকা বাতাসের মৃদু ছোঁয়া লাগল মুখে।

চমকে উঠল কেড্রিক। নতুন আশা জাগল বুকে। ঘুরে দাঁড়িয়ে অদম্য উৎসাহে পাহাড়ী-দেয়ালে সন্ধান চালাল, কিন্তু আকস্মিক হাওয়ার উৎস খুঁজে পাওয়া গেল না। এবার আরও সাবধানে এগোল ও, হঠাৎ বুঝতে পারল নীচের শক্ত মাটি সামান্য খাড়া হয়ে উপর দিকে উঠে গেছে। পায়ে পায়ে ক্লিফের চূড়ার দিকে এগোল পল কেড্রিক, হাতে রাইফেল ধরা।

ঢালের মাথায় এসে ঘাড় ফিরিয়ে পেছনে তাকাল কেড্রিক। ক্যানিয়নের মুখের কাছে ধূসর বালির রেখা এখান থেকে ফিকে দেখাচ্ছে। এখানে হঠাৎ ঈষৎ বাঁক নিয়েছে ক্যানিয়ন, তারপর কানাগলির মতো শেষ হয়ে গেছে। গলির শেষ মাথায়, ওপরে ক্লিফের কিনারায় একটা 'নচ'। খাড়া একটা ঢাল ক্লিফের চূড়া থেকে নেমে এসেছে। ওখানে রিমের ওপর বাতাসে কোনও কারণে আলোড়ন উঠেছিল হয়তো, সেজন্যেই ওর মুখে ছোঁয়া লেগেছে। কেড্রিক লক্ষ্য করল ঢালটা অসম্ভব খাড়া, ওটা বেয়ে উঠতে গেলে ধস নামবে, এবং তাতে প্রচণ্ড শব্দের সৃষ্টি হবে, ব্যর্থ হয়ে যাবে ওর পালানোর চেষ্টা। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা ঘেরাও করে ফেলবে ওকে। তা ছাড়া, এতক্ষণে হয়তো রিমের ওপর পাহারা বসানো হয়ে গেছে।

কেড্রিক ঘুরতেই হঠাৎ পা হড়কে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বাঁচার সহজাত প্রবৃত্তির বশেই একটা ঝোপের গোড়া আঁকড়ে ধরল। অতল খাদে পড়ে প্রাণ হারানোর হাত থেকে বেঁচে গেল এ-যাত্রা। হাঁচড়ে-পাঁচড়ে শক্ত জায়গায় উঠে দাঁড়াল ও, একটা নুড়ি পাথর ছুঁড়ে দিল নীচের দিকে। অনেকক্ষণ পর ওটার পতনের শব্দ কানে এল পনের থেকে বিশ ফুট গভীর হবে গর্তটা। দেয়ালের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে ঢালের গোড়ায় এসে দাঁড়াল কেড্রিক, নতুন একটা জিনিস ধরা পড়ল চোখে।

বৃষ্টির পানির তীব্র স্রোত মাটির ওপর প্রচণ্ড চাপের সৃষ্টি করেছে এখানে, ফলে চওড়া একটা ফাটলের সৃষ্টি হয়েছে: হয়তো গিরিখাদের দিকেই গেছে ওটা। এই খাদে আত্মগোপন করার মতো একটা জায়গা না থেকে পারে না। চট করে আবার অ্যাপালুসার কাছে ফিরে এল কেড্রিক।

ঢালটা খাড়াভাবে খাদের তলদেশে নেমে এসেছে। নীচে এসে ঘাড় কাত করে ওপরে তাকাল কেড্রিক। কমপক্ষে পনের ফুটের মতো নীচে দাঁড়িয়ে আছে ও মাথার ওপর খাদের সমান প্রশস্ত এক টুকরো তারা-জ্বলা-আকাশ দেখা যাচ্ছে। খাদের সংকীর্ণ তলদেশ ধরে অ্যাপালুসা নিয়ে আরও নীচে নামতে শুরু করল পল কেড্রিক। খানিক দূর এগোনোর পর দেখল, খাদের দু'পাশের দেয়ালের ওপর জন্মানো ঝোপঝাড় আর আগাছায় মাথার ওপরের ফাঁক ঢাকা পড়ে গেছে।

চারদিকে অপার্থিব নিস্তব্ধতা। শীত শীত করছে। আরও এগোল পল কেড্রিক। পানির তীব্র স্রোত বাঁক নিয়ে খাদের দেয়ালে একটা গুহা তৈরি করেছে, কাছে এসে ভেতরে ঢুকে পড়ল ও। গুহার শেষ প্রান্তে একটা ছোট গর্তে পানি জমে আছে। অ্যাপালুসাকে পানি খাওয়ার জন্যে ছেড়ে দিল পল। এক নিঃশ্বাসে সবটুকু পানি সাবাড় করল ঘোড়াটা।

ক্যান্টিন থেকে দু'ঢোক পানি খেলো কেড্রিক। তারপর অ্যাপালুসার পিঠ থেকে স্যাডল নামিয়ে একমুঠো ঘাস দিয়ে ওটার শরীর দলাইমলাই করে দিল। তারপর ঘোড়াকে বেঁধে রেখে কম্বল বিছিয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল। ভাবছে ও। সাধ্যমতো চেষ্টা করেছে, এরপরও যদি ধরা পড়তে হয়, গোলাগুলি করা ছাড়া উপায়ান্তর থাকবে না এবং তাতে প্রাণহানী ঘটবেই।

বিস্ময়করভাবে হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়ল কেড্রিক। যখন ঘুম ভাঙল, অ্যাপালুসার হাবভাবে সতর্ক হয়ে উঠল ও। চোখের পলকে সোজা হয়ে দাঁড়াল। অ্যাপালুসার ঘাড়ে হাত বুলিয়ে ফিসফিস করে কথা বলে ওকে শান্ত করল। সকাল হয়েছে। ওপরে, খানিকটা দূর থেকে মানুষের কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে।

গুহাটা চুনাপাথরের, প্রায় পনের ফুটের মতো উঁচু, তবে গুহামুখের দৈর্ঘ্য আট ফুটের বেশি হবে না। গুহার খোলা মুখে এসে দাঁড়াল কেড্রিক, যে-পথে এখানে এসেছে, কড়া নজরে সেদিকে তাকাল। যা ভেবেছিল, ক্লিফের মাথার কাছে ওই 'নচ' থেকে নামা পানির তোড়েই এই খাদের সৃষ্টি। বৃষ্টির সময়, সন্দেহ নেই, কানায় কানায় ভরে যায় এটা।

এখানে মাথার ওপরে ডালপালায় খাদের ফাঁক ঢাকা পড়ে গেছে, একটা চ্যাপ্টা পাথর খাদের ওপর সেতু বানিয়ে দিয়েছে। আবার খাদের মুখের দিকে তাকাল কেড্রিক, প্রায় সম্পূর্ণই ঝোপের আড়ালে রয়েছে খাদটা। বোধ হয় ওকে খুঁজে পাবে না ওরা, ক্ষীণ সম্ভাবনা—বেশি কিছু আশা করা ঠিক নয়।

সিগারেটের তেষ্টা পেয়েছে, কিন্তু ধরানোর সাহস হলো না। ধোঁয়ার গন্ধে ও কোথায় আছে বুঝে যাবে ওরা। কয়েকবার মানুষের গলার আওয়াজ পেল কেড্রিক। দু'একবার খুব কাছে এসেও ফিরে গেল ওরা। গুহার ভেতর চোখ ফেরাল পল। গেল্ডিংটা পানি খাচ্ছে। পরিমাণে সামান্য হলেও, সারারাত গর্তে আবার পানি জমেছে। কেড্রিকের ক্যান্টিন এখনও আধাআধি ভরা, এবং পানি কোনও সমস্যা নয়।

হাঁটুর ওপর রাইফেল ফেলে বসে আছে ক্যাপ্টেন পল কেড্রিক। মাঝে মাঝে খাদের গভীরে তাকাচ্ছে। বৃষ্টির পানি এখান থেকে কোথায় যায়? শহরের কাছে গিরিখাদে? তা যদি হয়, এই খাদের কথা শহরবাসীদের অজানা থাকার কথা নয়।

সময় গড়িয়ে চলল। হঠাৎ কখনও মানুষের গলার আওয়াজ পাওয়া গেলেও ওর ধারেকাছে এল না কেউ। খাদটার কথা বোধ হয় কেউ জানে না। কিছুক্ষণ পায়চারি করল কেড্রিক। একটা ঢিবির গা থেকে কয়েক গোছা ঘাস নিয়ে ফিরে এল। অ্যাপালুসাকে দিল ওগুলো। ঘাস খেতে পেয়ে খুশি হয়ে গেল ঘোড়াটা। ব্যাগ থেকে কয়েক টুকরো জার্কি বের করে চিবুতে লাগল কেড্রিক। এক কাপ কফি হলে দারুণ হত, ভাবল।

কিছুক্ষণ পর আবার খাদ ধরে সামনে এগিয়ে গেল কেড্রিক। একটু এগোতেই দেখল, হঠাৎ আরও গভীর হয়ে নীচের দিকে নেমে গেছে ওটা। এখন আর কথাবার্তার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে না। থামল না পল। এক জায়গায় এসে আবার ঈষৎ বাঁক নিয়েছে খাদ, পানির তোড়ে বড়সড় একটা গামলার মতো গুহা তৈরি হয়েছে, গুহার ভেতরে আবার বাঁক নিয়েছে স্রোতের পানি, ঢাল বেয়ে আরও গভীরে ছুটে গেছে।

এত দূরে আসার পর আর লোভ সামলাতে পারল না পল কেড্রিক, বড়

গুহাটার দিকে এগিয়ে গেল। বিশাল গুহা পাহাড়ের পেটের ভেতর ঢুকে গেছে। এখানে ওখানে পাথুরে তাক, কিন্তু ওগুলোর পানির নীচে কখনও ডুবেছে বলে মনে হলো না। গুহার তলায় একটা ছোট্ট পুকুর মতো রয়েছে, পুকুরের তলদেশে বিরাট বিরাট ফাটল, সমস্ত পানি ওই ফাটলগুলো দিয়েই বেরিয়ে যায়।

যদিও খুব একটা ভেতরে ঢোকে নি, কিন্তু বেরুনোর দ্বিতীয় কোনও রাস্তা নেই, এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে গেল কেড্রিক: বাতাস স্থির হয়ে আছে। তবু, এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে কেড্রিকের মনে হলো, সঙ্গে যথেষ্ট খাবার থাকলে অনায়াসে কয়েক সপ্তাহ এখানে লুকিয়ে থাকা সম্ভব। ঢালের গোড়ায় খাদের মুখ দেখতে না পেলে এটার কথা জানতে পারবে না কেউ।

ক্লিফের মাথা থেকে নেমে আসা পানি শহরের পাশে গিরিখাদের দিকে না গিয়ে এই গুহাতেই আসে।

মন্থর গতিতে বেলা গড়িয়ে চলল। সিগারেট খাওয়ার জন্যে দু'বার বড় গুহার কাছে চলে এল কেড্রিক। কয়েক ঘণ্টা পর পালানোর একটা চেষ্টা করবে ও। কিন্তু আঁধার নামার পরে খাদ থেকে বেরিয়ে ঢালের গোড়ায় দাঁড়িয়ে ক্যানিয়নের মুখের দিকে তাকাতেই একটা অগ্নিকুণ্ড চোখে পড়ল ওর। দুজন লোক বসে আছে আগুনের পাশে। ওদের কাছে রাইফেল আছে। ও এদিকে কোথাও আছে, অনুমান করে নিয়েছে ওরা, জানে খাবারের অভাব হলে আপসে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হবে।

এতক্ষণে ওর নিখোঁজ সংবাদ নিয়ে মাস্ট্যাংয়ে ফিরে গেছে ডরনি শ'। ইয়েলো বাটের রবার্টকে হত্যা করার কথাও বারউইককে জানাবে সে। ওর লোকজনই রবার্টসের মৃত্যুর জন্য দায়ী, এ ব্যাপারে কেড্রিক নিঃসন্দেহ। কিন্তু শহরের কাছাকাছি এরকম নগ্ন সন্ত্রাস গুন্টার কিংবা কীথ কি মেনে নেবে? বিপক্ষীয় কেউ দেখে থাকলে অপ্রস্তুত অবস্থায় পড়তে হবে ওদের।

ঘুরে চূড়ার দিকে উঠে-যাওয়া ঢালটা পরখ করল ক্যাপ্টেন কেড্রিক। ঘোড়ার পিঠে এটা বেয়ে ওঠা অসম্ভবই বলা যায়। অবশ্য সুস্থ সবল একজন লোকের পক্ষে এটা বেয়ে উঠে যাওয়া কঠিন নয়, অ্যাপালুসাটা তো পাহাড়ী ঘোড়াই…ঝুঁকি নিয়ে দেখা যেতে পারে…ঢালের শেষ মাথায় ওর অপেক্ষায় লোক বসে না থাকলে বেরিয়ে যেতে পারবে। হাতের কাছে একটা মাটির স্তূপ থেকে এক মুঠো ঘাস ছিঁড়ে নিয়ে অ্যাপালুসার কাছে ফিরে এল কেড্রিক। ঘোড়াকে ঘাস দিতেই মহানন্দে চিবুতে শুরু করল সে। তাকিয়ে রইল ও।

অস্বস্তিতে ভুগছে সামান্থা ফক্স।

মামার কাছে ইয়েলো বাটের সংবাদবাহককে আসতে দেখেছে ও, ফিরে যেতেও দেখেছে। বারউইক কী জবাব দিয়েছে জানে। লোকটা বিদায় নেয়ার পর দিন দুপুরে সদলে ফিরে এসেছে ডরনি শ'। কিন্তু ক্যাপ্টেন কেড্রিক ফেরে নি ওদের সঙ্গে।

কিন্তু কেড্রিক ফিরল না ফিরল তাতে ওর কী? ও ভাবছে কেন অযথা? এই 'কেন'র জবাব ও জানে না। কিন্তু ভেতরে ভেতরে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে ও। সেদিন বারান্দায় দেখা হওয়ার পর থেকে কেবলই ঘুরে ফিরে কেড্রিকের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। লোকটার ইস্পাত দৃঢ় চেহারা, চওড়া কাঁধ আর তাকানোর ভঙ্গি যেন এখনও চোখের সামনে ভাসছে। জন মামার সঙ্গে যাদের ওঠাবসা তাদের সঙ্গে বিরাট একটা পার্থক্য রয়েছে কেড্রিকের জীবনে প্রথম এমন কাউকে দেখেছে ও।

অজান্তেই কেড্রিকের প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষা করছিল সামান্থা, কিন্তু হঠাৎ কোথায় হারিয়ে গেল লোকটা?

বারান্দায় এসে দাঁড়াল জন গুন্টার। চিন্তিত চেহারা, সিগারের গোড়া চিবুচ্ছে।

'কী হয়েছে, বল তো?' জিজ্ঞেস করল সামান্থা। 'কোনও অঘটন ঘটল না তো? ক্যাপ্টেন কেড্রিক কোথায়?'

'জানি না!' উৎকণ্ঠায় তীক্ষ্ণ শোনাল গুন্টারের কণ্ঠস্বর। 'স্কোয়াটারদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল, তারপর আর ফেরে নি। ডরনির ওপর কীথের আস্থা থাকলেও ওকে আমি একটুও বিশ্বাস করি না। ডরনি একটা রক্তপিপাসু পিশাচ। আমরা বোধ হয় একটা ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে যাচ্ছি, সামা। এই সময় কেড্রিককে দরকার ছিল। লোকটার বিচার-বুদ্ধি আছে, মাথা খাটিয়ে কাজ করতে জানে।'

'ও হয়তো এসবে জড়াবে না বলে ঠিক করেছে। হয়তো বুঝতে পেরেছে, তোমরা যাদের চোর-ডাকাত, খুনী বলছ আসলে মোটেই সে-রকম কিছু নয় তারা।'

ঝট করে সামান্থা ফক্সের দিকে তাকাল জন গুন্টার। 'একথা কার কাছে শুনলে?' কৈফিয়ত চাইল সে।

'কারও কাছে না। শুনতে হবে কেন? আমার চোখ নেই? এখানে রাস্তায় ঘোরার সময় ওই চোর-ডাকাতের চেহারা নিজের চোখে দেখেছি: ওদের সংসার আছে, ছেলেমেয়ে আছে, রসদপত্র কেনার জন্যেই এখানে আসে ওরা। আমার কাছে ওদের ভদ্রলোক বলেই মনে হয়েছে। এসব আর আমার ভালো ঠেকছে না, মামা, আমার টাকায় এত কাণ্ড ঘটছে ভাবতে পারি না।'

'আহা! তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না, সামা। তুমি নিশ্চিত থাকো, তোমার যাতে লাভ হয় আমি আর লরেন সেদিকেই খেয়াল রাখব।'

'আমার লাভের কথা ভাবলে এ-কাজটা ছেড়ে দাও!' আবেদন ঝরল সামান্থা ফক্সের কণ্ঠে। 'এর তো কোনও প্রয়োজন দেখি না। আমার টাকা পয়সার অভাব নেই। টাকার জন্যে মানুষকে ভিটেমাটি ছাড়া করতে হবে এ কেমন কথা? ওরাও মানুষ, ওদের বেঁচে থাকার অধিকার আছে!'

'তা তো বটেই!' ধৈর্য-চ্যুতি ঘটল গুন্টারের। 'এ-নিয়ে আগেও বহুবার আলোচনা করেছি আমরা, সামা। ওখানে যারা থাকছে, তাদের বেশির ভাগই খারাপ লোক। তাছাড়া এমনিতেও ওদের জায়গাটা ছাড়তে হবে। যার দখলেই

থাক, ভবিষ্যতে সরকার পুরো জায়গাটা কিনে নেবে। যদি আমাদের দখলে থাকে, প্রচুর টাকা লাভ করতে পারব আমরা।'

'সরকারের কাছ থেকে? নিজের দেশের সরকারের কাছ থেকে?' ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে গুন্টারের দিকে তাকাল সামান্থা। 'সরকারকে যে ফাঁকি দেয় সে কেমন চরিত্রের মানুষ আমি বুঝি না। স্বীকার করি এ ধরনের লোক আছে, কিন্তু আমার মামাও সেই দলে, কোনওদিন ভাবতে পারি নি!'

'হাসিয়ো না আমাকে, সামা। ব্যবসার ব্যাপার তুমি কী বোঝ? এসব বুঝতে হলে বাস্তববাদী হতে হয়!'

'তা ঠিক। কিন্তু এই মুহূর্তে এমন কিছু জিনিসের কথা মনে পড়ছে যেগুলো অনেকের কাছেই অবাস্তব মনে হবে, অথচ লক্ষ টাকার বিনিময়েও ওসব পাওয়া যায় না। নাহ্,' উঠে দাঁড়াল সামান্থা ফক্স, 'আমি ভাবছি, তোমাদের ব্যবসা থেকে আমার টাকা উঠিয়ে নেব। এখানে কাছাকাছি কোথাও র‍্যাঞ্চ কিনব। আমি আর তোমাদের সঙ্গে নেই।'

'অসম্ভব!' অধৈর্যভাবে চেঁচিয়ে উঠল জন গুন্টার। 'সব টাকা ব্যবসায় খাটানো হয়ে গেছে। এখন কোনওমতেই টাকা দেয়া যাবে না। শোনো, সামা, লক্ষ্মী মেয়ের মতো আমার ওপর বিশ্বাস রাখো, যেমন এতদিন রেখেছ!'

'হ্যাঁ, এতদিন বিশ্বাস করেছি, কারণ তোমাকে দিয়ে খারাপ কাজ হতে পারে ভাবি নি।' সরাসরি গুন্টারের দিকে তাকাল সামান্থা। 'তুমি খুব ভালো করেই জানো, যা করতে যাচ্ছ, কাজটা ভালো নয়,' বলে চলল ও, 'মনে রেখো, লড়াই ছাড়া ওদের নড়ানো যাবে না। ভয় দেখালেই সুড় সুড় করে ইঁদুরের গর্তে পালাবে ওরা—এই তো ভেবেছিলে? তোমাদের ধারণা ভুল। বব ম্যাকলেননকে দেখেছি আমি। ভয়-ভীতিতে কাবু হওয়ার মতো লোক সে নয়। লরেনের ভাড়াটে খুনীদের দিয়ে কাজ হবে না।'

'কে বলেছে ওরা খুনী?' অস্বস্তির সঙ্গে প্রতিবাদ করল জন গুন্টার। সামান্থার চোখের দিকে তাকানোর সাহস হলো না তার। 'একটু বেপরোয়া এবং রগচটা হতে পারে, কিন্তু খুনী নয়।'

'তাহলে ডরনি শ'? এরই মধ্যে বারজন মানুষকে খুন করে নি সে? দেখতে সুন্দর আর অল্প বয়সী হলে কী হবে, লোকটা শেয়ালের চেয়েও ধূর্ত। ওকে দেখলে আতঙ্কে সিঁটিয়ে যায় সবাই। উঁহুঁ, এখন আর অস্বীকার করার উপায় নেই, মামা। এভাবে চালালে শিগগিরই নিরপরাধ মানুষ হত্যাও বিনা আপত্তিতে মেনে নিতে শুরু করবে তুমি।

'লরেন অবশ্য এসব নিয়ে ভাবে না। সে বরাবর ঠাণ্ডা স্বভাবের মানুষ। তুমি সেদিন জানতে চেয়েছিলে ওকে বিয়ে করতে আমার আপত্তি কোথায়। এই স্বভাবের জন্যেই ওকে আমার অপছন্দ। হিংস্র বাঘের মতো মেজাজ ওর। স্বার্থ উদ্ধারে বাধা হয়ে দাঁড়ালে আপনজনকে হত্যা করতেও দ্বিধা করবে না, প্রয়োজনে তোমাকেও ছাড়বে না সে।'

চমকে উঠল গুন্টার, অস্বস্তির সঙ্গে সামান্থার দিকে তাকাল। 'কী বাজে বকছ?'

'বাজে বকছি না, মামা। সত্যি কথা বলছি।' ওই সুদর্শন লোকটার আসল চেহারা আমি চিনি। ওর মতো স্বার্থপর লোক আর দুটি পাবে না। নাহ্, মানতেই হয়, চমৎকার সব সঙ্গীসাথী বেছে নিয়েছ তুমি।' ঘুরে দাঁড়াল সামান্থা। 'ক্যাপ্টেন পল কেড্রিকের খোঁজ পেলে আমাকে জানিয়ো, ঠিক আছে?'

ঘরে চলে গেল সামান্থা।

ঝিম মেরে দাঁড়িয়ে রইল গুন্টার। তিক্ত কণ্ঠে বিড়বিড় করে কী যেন বলল। একেবারে মায়ের স্বভাব পেয়েছে মেয়েটা। সত্যি কথাটা কীভাবে যেন জেনে ফেলে। এবারও ভুল হয় নি। পুরো ব্যাপারটা ধীরে ধীরে কুৎসিত চেহারা নিতে শুরু করেছে। কীথের চেয়ে বারউইকের ওপরই বেশি অসন্তুষ্ট গুন্টার। অদ্ভুত স্থূলদেহী ওই নোংরা লোকটা যেন মূর্তিমান পিশাচ, ওর হাবভাবে কোথায় যেন একটা অস্বাভাবিকতা রয়েছে, দেখলেই সাপের কথা মনে পড়ে।

পল কেড্রিকের আকস্মিক অন্তর্ধান শুধু সামন্থা ফক্সকেই চিন্তায় ফেলে দেয় নি।

শহর প্রতিরক্ষা দলের অঘোষিত নেতা বব ম্যাকলেনন ইয়েলো বাটের সীমান্তে জীর্ণ র‍্যাঞ্চ হাউসে পিটার সেগাল, বার্ট উলিয়ামস, ডাই রীড এবং পিটলেইনের সঙ্গে আলোচনায় বসেছে।

স্যু লেইনও আছে সভায়। একটু পেছনে বসেছে সে। কালো চোখে দেখছে সবাইকে, প্রতিটি শব্দ গিলছে।

'অবাক কাণ্ড!' বিরক্তির সঙ্গে বলল ম্যাকলেনন। 'লোকটা গেল কোথায়? কসম খোদার, নিজের চোখে ওকে বক্স ক্যানিয়নে ঢুকতে দেখেছি। ওদিক দিয়ে বেরোনোর কোনও রাস্তা নেই। আকাশে উড়ে গিয়ে না থাকলে ক্যানিয়নেই তাকে পাওয়া যাওয়ার কথা!'

'নিজেই তো দেখলে,' শুকনো গলায় বলল সেগাল 'নেই! স্রেফ হাওয়া হয়ে গেছে।'

'সেটা অসম্ভব নয়,' মন্তব্য করল ডাই রীড। 'পল কেড্রিক ক্ষিপ্র লোক, হাত মাথা দুটোই সমান চলে,' পাইপ বের করে আস্তে আস্তে তামাক ভরতে শুরু করল সে। ওর ওপর হামলা চালানো ঠিক হয় নি,' বলে চলল রীড, 'ওকে আমি চিনি, ভালো ছেলে। আমাদের সম্পর্কে জানতে এখানে এসেছে বলে থাকলে, মিথ্যে বলে নি। বাজি রেখে বলতে পারি রবার্টসের হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে ও কিছুই জানত না।'

'বিশ্বাস করতে পারলে ভালো হত,' বলল ম্যাকলেনন। 'ওকে আমার ভালো লেগেছে। শত্রুপক্ষে একজন ভালো লোক থাকলে আমাদেরই সুবিধে। অন্তত কিছুটা হলেও ঝামেলা কমত, এ-সবের অবসানও ঘটতে পারত।'

'কিন্তু এখন ডরনি শ'কে ঠেকানো অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। ব্যাটা আস্ত শয়তান,' বলল সেগাল, 'শেয়াল যেমন মুরগী মারে তেমনিভাবে মানুষ খুন করে ও।'

'কেড্রিক সেদিন ন্যায়সঙ্গতভাবেই লড়েছিল আমার সঙ্গে,' বলল বার্ট

উইলিয়ামস্। 'ওর ওপর আমার কোনও রাগ নেই।'

'বললাম তো, কেড্রিক ভালো ছেলে,' বলল ডাই রীড। 'ছেলেবেলা থেকে ওকে চিনি। আমার অন্তত ভুল হতে পারে না। ওর সঙ্গে কথা বলতে চাই আমি। যে ওর খোঁজ দিতে পারবে, পঞ্চাশ একর জমি দেব তাকে!'

ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে হামলা হলো। চোখের পলকে আক্রমণ চালাল ওরা। গিরিখাদের মুখ থেকে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে এল অশ্বারোহীদের দল, ইয়েলো বাটের ধূলি-ধূসর রাস্তায় পৌঁছেই এলোপাতাড়ি গুলি ছুঁড়তে শুরু করল। সেই সাথে ডিনামাইট বিস্ফোরণের প্রচণ্ড আওয়াজে কানে তালা লাগল। তারপর আচমকা, যেমনি এসেছিল, তেমনি চলে গেল ওরা। দেখা গেল দুজন লোক পড়ে আছে রাস্তায়।

মাস্ট্যাংয়ের রাস্তায় পিটার্সকে হুমকি দিয়েছিল ডরনি শ', সেই পিটার্স এদের একজন। তিনটে গুলি খেয়েছে বুকে, মাটিতে পড়ার আগেই মারা গেছে বেচারা। অপমানের প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিল পিটার্স। অশ্বারোহীদের মাঝে ডরনি শ'কে দেখেই অস্ত্র হাতে রাস্তায় নেমে এসেছিল, কিন্তু গুলি করার সুযোগ পায় নি।

অন্যজনের উরু আর বাহুতে গুলি লেগেছে, লোকটা সুইডিশ, মাত্র বছর দু'এক হলো এখানে এসেছে।

যত্নের সঙ্গে হামলার পরিকল্পনা নিয়েছিল ওরা। পাহারাদারের অজান্তে গিরিখাদের মুখে পৌঁছে গেছে। এ-রকম সময়ে আক্রমণ হতে পারে কারও মাথায় আসে নি। অঘোরে ঘুমোচ্ছিল প্রহরী। হঠাৎ ধড়মড় করে জেগে ওঠে সে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ছুটন্ত ঘোড়ার খুরের ঘায়ে জ্ঞান হারিয়েছে আবার। তবে ওর কপাল ভালো, গুরুতর কোনও আঘাত পায় নি।

দুটো ডিনামাইট বিস্ফোরিত হয়েছে ইয়েলো বাটে। একটা জেনারেল স্টোরে, দরজা আর বারান্দা উড়ে গেছে; অন্যটি ফেটেছে দুটো দালানের মাঝামাঝি জায়গায়, ক্ষয়ক্ষতি হয় নি।

প্রথম রাইফেলের আওয়াজ পেয়েই খাদ থেকে বেরিয়ে এল কেড্রিক। আগেই ঘোড়ার পিঠে জিন চাপিয়ে রেখেছিল। হঠাৎ পালানোর সুযোগ পেয়ে গেল। গোলাগুলির শব্দে ক্যানিয়নের মুখের পাহারাদাররা শহরের দিকে ছুটে গেছে। চট করে খাদ থেকে ঘোড়া বের করে ক্যানিয়নের মুখে চলে এল পল। শহরের ওদিকে বালির মেঘ দেখা যাচ্ছে। ক্যানিয়ন থেকে বেরিয়ে ডানে বাঁক নিল ও, এগোল মেসার গা ঘেঁষে।

আবার মুক্ত বাতাসের ছোঁয়া লাগল গায়ে।

ছয়

মাস্ট্যাংয়ে ফিরল না পল কেড্রিক। একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে এসেছে, সেটা সফল করতে হবে। উত্তর-পশ্চিমে বাঁক নিয়ে ইয়েলো বাট আর মাস্ট্যাংয়ের সঙ্গে দূরত্ব বাড়িয়ে চলল। এখানকার অধিবাসীদের সম্পর্কে এত কথা উঠেছে যখন, ওদের আবাসস্থল নিজের চোখে দেখতে চায় ও। জীবন-যাপনের কায়দা দেখলে ওদের আসল পরিচয় স্পষ্ট হয়ে যাবে। সকালের কাঁচা রোদে আরামদায়ক উষ্ণতা। এগিয়ে চলল পল কেড্রিক। কিছুক্ষণ পর গতি কমিয়ে আনল ও, হাঁটিয়ে নিয়ে চলল অ্যাপালুসাকে। চারদিকে সতর্ক নজর বোলাচ্ছে।

এটা আর যাই হোক জলাভূমি নয়। অন্তত এই একটা ক্ষেত্রে কোম্পানি মিথ্যে তথ্য সরবরাহ করেছে। জায়গাটা জনবসতিহীন, এটাও সত্যের অপলাপমাত্র। অবশ্য স্কোয়াটাররা আদতেই বাজে লোক হলে, ওকে কাজ চালিয়ে যেতে হবে। পুরো ব্যাপারটা ইতিমধ্যে বিরক্তি ধরিয়ে দিয়েছে; কিন্তু কোম্পানির কাছে ঠেকে আছে ও, কাজ ছাড়তে গেলে সব টাকা ফিরিয়ে দিতে হবে—এই মুহূর্তে এতগুলো টাকা জোগাড় করা রীতিমত অসম্ভব। তা ছাড়া, চিন্তাটা হঠাৎ মাথা চাড়া দিয়ে উঠল, এখানে সামান্থা ফক্স আছে...

কর্মময় জীবনে অসংখ্য মেয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ পেয়েছে পল কেড্রিক, কিন্তু নির্দিষ্ট কারও প্রতি কখনও তেমন দুর্বলতা বোধ করে নি, অবশ্য তাদের মধ্যে সামান্থার মতো দীর্ঘাঙ্গী, প্রিয়দর্শিনী ছিল না কেউ। কোম্পানির জন্যে নয়, সামান্থাকে আরেকবার দেখবে বলেই মাস্ট্যাংয়ে ফিরে যাবে ও আরেকটা কারণ আছে, ওর নির্দেশ উপেক্ষা করেছে ডরনি শ', রবার্টসকে খুন করা হয়েছে, হামলা চালানো হয়েছে ইয়েলো বাট শহরে; ওরা হয়তো ধরে নিয়েছে পল কেড্রিক বেঁচে নেই; ওদের ভুল ভেঙে দিতে হবে।

উত্তরে ঘোড়া ঘোরাল কেড্রিক, সেজঝোপ আর ক্যাট-ক্ল গাছের মাঝে পথ করে আকাশ-ছোঁয়া জোড়া নীল-পাহাড়ের দিকে এগিয়ে চলল। উত্তরে এই এলাকাটিকে দেয়ালের মতো ঘিরে রেখেছে 'রিম'—দেয়ালের এপাশে ওগুলো ছাড়া আর কোন পাহাড় নেই। বাঁ দিকে এবড়োখেবড়ো প্রান্তর, একটা গভীর ক্যানিয়নও আছে। অ্যাপালুসাকে ঘুরিয়ে ক্যানিয়নের দিকে এগোল কেড্রিক। আচমকা লাগাম টেনে ধরল, দাঁড়িয়ে পড়ল ঘোড়াটা।

সামনে মাটিতে একটা ছুটন্ত ঘোড়ার ট্র্যাক দেখা যাচ্ছে। এই ছাপ কেড্রিকের চেনা।

ইয়েলো বাটে যাবার সময় পথে একজন অজ্ঞাত ঘোড়সওয়ার ওদের ওপর নজর রাখছিল। এটা তারই গ্রুলা মাস্ট্যাংয়ের ট্র্যাক। ঘোড়াটা এদিকে গেছে বেশিক্ষণ হয়নি।

এবার আরও ধীর গতিতে এগোল কেড্রিক। ক্যানিয়নে ঢুকে অন্য দিকে বেরিয়ে এল। সামনে, ঘাসে ছাওয়া বিরাট মাঠ, ক্ষুদে একটা ঝর্না বয়ে যাচ্ছে মাঠের বুক চিরে। দূরে এক কোণে একটা পাথুরে কুটির। এ-তল্লাটের অন্যান্য ঘর-বাড়ির তুলনায় সুন্দর এবং আকর্ষণীয়। সামনে ট্রেইল দেখে সময় নষ্ট করল না কেড্রিক, ঘোড়া নিয়ে মাঠের ওপর দিয়ে কুটিরের দিকে এগিয়ে গেল।

স্যান্ডস্টোন ব্লকের দেয়াল আর শনের ছাউনি দেয়া কুটিরটা দেখলে মুগ্ধ হতে হয়। উঠোনে ছায়া বিলোচ্ছে শেড গাছ। ছ-সাতটা মুরগী আপন মনে ঘুরে বেড়াচ্ছে, খাবার খুঁটে খাচ্ছে। করালে কয়েকটা ঘোড়া আছে। জিন চাপানো গ্রুলাটা চোখে পড়তেই ধক করে উঠল বুকটা। কারও জন্যে যেন অপেক্ষা করছে ওটা

কুটিরের দরজার সামনে রাশ টেনে ঘোড়া থামাল পল কেড্রিক, স্যাডল থেকে নামল, লাগামটা জড়িয়ে দিল পমেলের সঙ্গে। এই সময় হঠাৎ দরজা খুলে কড়াই হাতে একটা মেয়ে বেরিয়ে এল। কেড্রিককে দেখে চমকে উঠল সে। মুহূর্তে তাকে চিনতে পারল পল। স্যু লেইন, এর সাথেই ট্রেইলে দেখা হয়েছিল। ডরনি শ' নাকি এই মেয়েটার প্রতি দুর্বল।

'তুমি!' কেড্রিকের দিকে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে ঢোক গিলল স্যু লেইন! 'তুমি না মারা গেছ?'

কাঁধ ঝাঁকাল কেড্রিক। 'মারা যাই নি, খিদেয় কাহিল। খাওয়ার কিছু আছে?'

ঝাড়া এক মিনিট ওর দিকে চেয়ে রইল স্যু লেইন, তারপর মাথা দোলাল। 'এসো, ভেতরে এসো। ঘোড়াটা বেঁধে রাখো, নইলে সোজা মাঠে চলে যাবে। তোমার আবার,' শুকনো শোনাল ওর কণ্ঠস্বর, 'যে কোনও মুহূর্তে ওটার দরকার হতে পারে। জায়গাটা তোমার জন্যে নিরাপদ নয়।'

মাস্ট্যাংয়ের পাশেই অ্যাপালুসাকে বাঁধল কেড্রিক, তারপর স্যু লেইনের পিছু পিছু ঘরে ঢুকল। 'তাই নাকি?' বলল ও, 'আমার তো ধারণা ছিল কোম্পানির সঙ্গে তোমার ঠিক বিরোধ নেই।'

'এসব কথা বলো না!' ধমকে উঠল স্যু লেইন। 'কক্ষনো না!' গলা নামাল সে, তারপর আবার বলল, 'এখানে অন্তত নয়। ভাইয়ের কানে গেলে...!'

তার মানে বোনের সঙ্গে পিট লেইনের বনিবনা নেই? কৌতূহলের বিষয়। হাতে মুখে পানি ছিটিয়ে চুল আঁচড়ে নিল কেড্রিক।

বিরক্তির সঙ্গে খোঁচা খোঁচা দাড়ি ভরা গাল চুলকাল ও। 'তোমার ভাইয়ের ক্ষুর আছে? এভাবে থাকতে আর ভালো লাগছে না।'

জবাব না দিয়ে ক্ষুর এনে দিল স্যু লেইন। শেভ করে হাত মুখ ধুয়ে আবার ঘরে ঢুকল কেড্রিক। পরিপাটি করে সাজানো কামরা; একটা সাইড টেবিলের ওপর কয়েকটা বই সাজিয়ে রাখা, নকশা তোলা পর্দা ঝুলছে জানালায়, গোটাকতক তামার বাসন দেয়ালে ঝুলিয়ে ঘরের সৌন্দর্য বাড়ানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ল পল কেড্রিক। প্লেটে খাবার বেড়ে দিল স্যু লেইন। গরুর মাংস, ডিম, রুটি আর মধু।

'গরু খোঁজা খুঁজছে তোমাকে সবাই,' বলল স্যু লেইন, 'আচ্ছা, ছিলে কোথায়?'

স্যু লেইনের বক্তব্যের প্রথম অংশ বিশ্বাস করল কেড্রিক, প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল।

'রবার্টস খুন হওয়ার পর ইয়েলো বাট থেকে পালানো ছাড়া উপায় ছিল না। লুকিয়ে ছিলাম। পরের ঘটনা কী?'

'শেষবারের মতো নোটিস দিয়েছে কর্নেল কীথ। ভালোয় ভালোয় আমরা সরে না গেলে শক্তি প্রয়োগ করা হবে। কীথের কথা মানতে অস্বীকার করেছে বব ম্যাকলেনন।'

'ঠিক করেছে।'

ঝট করে কেড্রিকের দিকে তাকাল স্যু লেইন, দৃষ্টিতে জিজ্ঞাসা। 'তুমি একথা বলছ? তুমি না কোম্পানির লোক?'

খাবার থেকে মুখ তুলে স্যু লেইনের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল ক্যাপ্টেন কেড্রিক। 'কোম্পানির লোক হই আর যা হই খুন-খারাবীতে আমার মত নেই। মানুষকে তার ঘরবাড়ি থেকে উচ্ছেদ করারও পক্ষপাতি নই আমি।'

'এমনিতেই তো ওখানে থাকতে পারবে না ওরা। জায়গাটাকে সরকার ইন্ডিয়ান রিজারভেশন ঘোষণা করলে সবাইকে জোর করে সরিয়ে দেয়া হবে। খামোকা বোকার মতো লড়ছে।'

'কিন্তু তখন সরকার জমির বিনিময়ে টাকা দেবে, পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করবে। সে যা হোক, কোম্পানি অনেক তথ্য গোপন করেছে–মিথ্যে বলেছে: আমাদের কাছে, সরকারের কাছে তো বটেই।'

কেড্রিকের সামনে এসে বসল স্যু লেইন। 'তাতে কী? শেষ পর্যন্ত ওরাই জিতবে। টাকা, প্রভাব, ক্ষমতা–কী নেই ওদের? আর সেটলারদের কী আছে? ঘোড়ার ডিম!' তিক্ত চেহারায় কামরার চারদিকে চোখ বোলাল মেয়েটা। 'হয়তো ভাবছ, আপন লোকদের বিরোধিতা করছি আমি; তা ঠিক নয়। আসলে এদের সঙ্গে আমাদের কোনও সম্পর্ক নেই। আমরা দু'ভাই-বোন এখানকার মানুষ নই, হওয়ার কথাও নয়। কিন্তু পিট সেটা বোঝে না! আচ্ছা, তুমিই বলো, এই কাঠখোট্টা একটা জায়গায় সারা জীবন খেটে মরতে হবে, এটা সম্ভব?'

কেড্রিকের দিকে ঝুঁকে এল স্যু লেইন। 'শোনো, ক্যাপ্টেন কেড্রিক। তুমি আসলে কীথদেরই একজন। ডরনি শ'য়ের মতো নগণ্য ভাড়াটে গানম্যান নও। আশপাশের লোকদের বশ করার মতো ক্ষমতা তোমার আছে। কীথকে সামলানোও তোমার জন্যে কঠিন হবে না। দেখো, ইচ্ছে করলেই কিন্তু বিরাট কিছু হতে পারো তুমি।

'বোকামি করছ কেন তা হলে? কী লাভ ওসব কথা ভেবে? এইসব রাখাল আর চাষার দলের কাছে তোমাকে দেয়ার মতো কিছু নেই। নিজেরাই দুবেলা

খেতে পায় না, তোমাকে দেবে কোথেকে? তার চেয়ে কোম্পানির সঙ্গে থাকো, শেষ পর্যন্ত কোম্পানিই জিতবে; তোমার ভাগেও লাভের অংশ পড়বে। বোকামি করো না, ক্যাপ্টেন—কোম্পানিতে থেকে ওদের হয়ে কাজ করে যাও।'

'টাকাই সব নয়,' বলল পল কেড্রিক, 'আত্মসম্মান বলে একটা কথা আছে।'

চোখ বড় করে ওর দিকে তাকাল স্যু লেইন। 'এসব কথা মন থেকে বিশ্বাস কর না নিশ্চয়ই? তোমার ওই আত্মসম্মান নামক বস্তুটি দিয়ে দোকানে গিয়ে একবার খাবার কেনার চেষ্টা করো। এক দানা গমও পাবে না। কিন্তু কথা তা নয়। তুমি কী করবে সেটা তোমার ইচ্ছে। কিন্তু আমি এমন একজন পুরুষকে চাই যার আমাকে এখান থেকে উদ্ধার করার ক্ষমতা আছে।' চট করে উঠে দাঁড়াল স্যু লেইন, টেবিল ঘুরে কেড্রিকের কাছে এল। 'ক্যাপ্টেন, তুমি পারো না? ইচ্ছে করলেই তো এখানে বিরাট কিছু হতে পারো, তাই না?'

স্যু লেইনের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল পল কেড্রিক। 'তোমার নজর অনেক ওপরে মনে হচ্ছে?'

'হবে না কেন? একটা সাধারণ র‍্যাঞ্চারের বউ হয়ে জীবন যাপন করতে চাই না আমি। এখান থেকে দূরে কোথাও যেতে চাই, উপভোগ করতে চাই জীবনকে।' কেড্রিকের দিকে তীক্ষ্ণ নজরে তাকাল স্যু লেইন। 'একটু বুদ্ধি খাটালেই গুন্টার বা কীথ এমনকি বারউইককেও পথ থেকে সরিয়ে দিতে পারবে। অবশ্য বারউইকের সঙ্গে পেরে ওঠা একটু কঠিন হবে; কিন্তু অসুবিধে নেই, আমি উপায় বাতলে দেব।'

'তুমি?' মাথা তুলে তাকাল কেড্রিক। ওর একেবারে গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটা, তাকিয়ে তাকিয়ে হাসছে। স্যু লেইন, অস্বীকার করার জো নেই, সুন্দরী এবং আকর্ষণীয়া। রীতিমত অস্বস্তিতে পড়ে গেল কেড্রিক। ওর অবস্থা বুঝতে অসুবিধে হলো না স্যু লেইনের। 'তা শুনি, কীভাবে?'

মাথা নাড়ল স্যু লেইন। 'উঁহুঁ, আগে বলো তুমি আমার দলে, তারপর বলব। তবে মনে রেখো, জন গুন্টার একটা নিরেট গর্দভ। টাকার দরকার ছিল বারউইকদের, গুন্টার সামান্থার টাকা পয়সার হিসেব রাখে, তাই দলে টেনে নিয়েছে। কীথ বিপজ্জনক লোক, অনেক বড় হওয়ার ইচ্ছে তার, অন্তরে দয়া মায়ার বালাই নেই। কিন্তু আসল চীজ হলো বারউইক, ঝামেলা মিটে যাবার পর সবার ওপর মাথা তুলে দাঁড়াবে সে, নিশ্চিত থাকতে পারো। ভেবে-চিন্তে, হিসেব করে কাজ করে।'

'অনেক খবর রাখো দেখছি।'

'হ্যাঁ! লোকেরা আমায় পছন্দ করে, আমাকে খুশি করার জন্যে নানান কথা শোনায় তারা, আমিও প্যাঁচ কষে অনেক কথা বের করে নিই—ওরা বুঝতে পারে না। এবং কিছুই আমি ভুলি না।'

'আমাকে সব বলে দিচ্ছ যে?'

'কারণ তুমি ছাড়া আর কাউকে দিয়ে কাজ হবে না। ওদের সবকটাকে লাইনে রাখা একমাত্র তোমার পক্ষেই সম্ভব। ডরনি শ'ও তোমার নির্দেশ

মানতে বাধ্য হবে—যদিও ও তোমাকে বিশ্বাস করে না।'

'বিশ্বাস করে না? কেন?'

'ডাই রীডকে তোমার কামরা থেকে বের হতে দেখেছে ডরনি. তোমার ওপর নজর রাখছিল সে।'

আচ্ছা, এই ব্যাপার?

কিন্তু ওর ওপর নজর রাখতে গেল কেন ডরনি? কী ভাবছে লোকটা? ডাই রীডের সঙ্গে ওর সাক্ষাতের কথা কীথকে জানিয়েছে?

খাওয়া শেষ করে সিগারেট ধরাল ক্যাপ্টেন কেড্রিক। ট্রেইলে প্রথম দেখার পর থেকেই এই মেয়েটা ওকে ভাবনায় ফেলে দিয়েছে। এ-রকম একটা মেয়ে এমন হীন স্বার্থপর বিশ্বাসঘাতক হতে পারে বিশ্বাসই হতে চায় না। হালকা পাতলা সুনয়না কিশোরীর মতো মেয়েটিকে দেখলে কে বলবে পেটে পেটে এত প্যাঁচ তার!

বোঝা যাচ্ছে স্বার্থ উদ্ধারের হাতিয়ার হিশেবে ওকে বেছে নিয়েছে মেয়েটা। আরও কতজনকে এইভাবে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করেছে কে জানে?

'আচ্ছা, তোমার ভাইটিকে দেখছি না যে? বাড়ি নেই?' জিজ্ঞেস করল পল কেড্রিক।

সতর্ক দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল স্যু লেইন। 'ওর সঙ্গে দেখা করার কিংবা কথা বলার দরকার নেই তোমার। তুমি এবার যাও।'

'কিন্তু, আমি সত্যিই পিটের সঙ্গে আলাপ করতে চাই, স্যু। ছেলেটার কথা অনেক শুনেছি, পরিচিত হতে ইচ্ছে করছে।'

'তুমি যাও,' সতর্ক করে দিল স্যু লেইন। 'একটু পরেই পিট ফিরে আসবে, ইয়েলো বাটের লোকজনও থাকবে ওর সঙ্গে!'

'তার মানে ও নেই? তা হলে বাইরে ঘোড়াটা কার? ওই গ্রুলা মাস্ট্যাংটার কথা বলছি।'

চোখের পলকে বদলে গেল স্যু লেইনের চেহারা, মাথা নাড়ল। 'আমাকে মিথ্যেবাদী ভাবতে পারো, কিন্তু সত্যি বলছি, জানি না। ওটার আরোহীকে আমি কখনও দেখি নি।'

স্যু লেইনের চোখের দিকে তাকাল পল কেড্রিক। মেয়েটা বোধ হয় সত্যি কথাই বলছে। দৃষ্টি দেখে মনে হচ্ছে একটু যেন ভয় পেয়েছে সে। 'ঘোড়াটা একজন বেঁধে রেখে গেল আর তাকে দেখলে না?'

'ঠিক। পিট বেরিয়ে যাবার খানিক পর জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখি ঠিক ওইখানে দাঁড়িয়ে আছে ঘোড়াটা। এবারই কিন্তু প্রথম নয়। আগেও দু'বার এখানে এসেছে ওটা। কোনওবারই পিট ঘরে ছিল না। এখানে আরও অনেকে দেখেছে ওই ঘোড়া। ঘরে পুরুষ মানুষ না থাকলেই কেবল ওকে দেখা যায়। মিসেস বার্ট উইলিয়ামস বলেছে একদিন প্রায় তিন ঘণ্টা ওদের করালে ছিল গ্রুলাটা।'

'ঘোড়াটা ফেরত নেবার সময়ও কেউ দেখে নি মালিককে? তা কী করে হয়?'

'অথচ তা-ই হচ্ছে। এখন যেমন দাঁড়িয়ে আছে, তেমনি দাঁড়িয়ে–ইয়াল্লা, ওটা চলে গেছে!'

চমকে উঠে দাঁড়াল পল কেড্রিক, দরজা দিয়ে বাইরে তাকাল। স্যু লেইনের কথা সত্যি প্রমাণ করে বাতাসে মিলিয়ে গেছে ইঁদুর-রঙা ঘোড়াটা। ওর অ্যাপালুসা আগের মতোই ঠায় দাঁড়িয়ে আছে, গ্রুলাটা নেই।

উঠোনে এসে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারদিকে তাকাল ক্যাপ্টেন পল কেড্রিক। কিন্তু সমভূমি বা পাহাড়ের গায়ে কোনওরকম নড়াচড়া চোখে পড়ল না। সত্যি মিলিয়ে গেছে ঘোড়াটা। স্যুর দিকে ফিরল ও, হতভম্ব চেহারায় দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটা। অ্যাপালুসার দিকে পা বাড়াল পল। স্যাডলের সঙ্গে পিন দিয়ে একটা কাগজ সাঁটা রয়েছে। খুলে নিয়ে পড়ল ও। কাছে এসে দাঁড়াল স্যু লেইন, কাগজটা তার হাতে তুলে দিল।

'দূরে থাকো!'

কাঁধ ঝাঁকাল কেড্রিক। 'তোমার ভাইয়ের কাজ?'

'না! ঘোড়ার কথা আমার কাছেই শুনেছে ও, আমার চেয়ে বেশি কিছু জানে না। তা ছাড়া, এটা ওর লেখা নয়, পিট লেখাপড়া জানে না, লিখবে কীভাবে?'

ম্যালপাই ক্যানিয়ন থেকে বেরিয়ে আসার পরেও অনেকক্ষণ অদ্ভুত ঘোড়াটা নিয়ে মাথা ঘামাল পল কেড্রিক। কেউ একজন পরিকল্পিতভাবে স্কোয়াটারদের বিভ্রান্তিতে ফেলে আতঙ্কিত করে তোলার চেষ্টা করছে। কোম্পানির এমন কিছু করার কথা নয়; এমন কেউ করছে কাজটা যার হাতে অপচয় করার মতো অঢেল সময় আছে।

উত্তরে ব্লু হিলের উদ্দেশে ঘোড়া ঘুরিয়ে এগোল কেড্রিক, তারপর পুবে বাঁক নিয়ে ওল্ড মরমন ট্রেইল পেছনে ফেলে রিম ঘেঁষে এগিয়ে চলল।

চারদিকে ঘাসে ছাওয়া ময়দান। যেদিকে তাকাও, ঘাস আর ঘাস! এরকম জায়গায় নির্ঝঞ্ঝাটে বড়সড় একটা গরুর পাল চরানো সম্ভব–সবুজ সতেজ ঘাস খেয়ে অল্পদিনেই তাগড়া হয়ে উঠবে ওগুলো। রিম আছে বলে গরু সামলানোর কাজ অনেক সহজ হয়ে যাবে। রিমই প্রাকৃতিক বেড়ার কাজ করবে, গরু-বাছুর হারিয়ে যাবার আশঙ্কা থাকবে না।

সল্ট ক্রিক লেকে পৌঁছে ক্রিক ধরে নদীর এদিকে এগোল কেড্রিক, কিছুক্ষণ পর আবার পুবে বাঁক নিল, চিমনি রকে এসে ওটাকে পেছনে ফেলে দক্ষিণ-পুবে হগব্যাক ট্রেইল পর্যন্ত একনাগাড়ে ঘোড়া হাঁকিয়ে চলল; তারপর রিজ পেরিয়ে মাস্ট্যাংয়ের উদ্দেশে পুব দিকে পূর্ণ গতিতে ছুটল।

বরাবরের মতো সতর্ক সজাগ দৃষ্টি ওর। কখনও কখনও হয়তো নিষ্ঠুর, কঠিন, তবু এদেশকে ভালোবাসে ও। এখানকার নীল-আকাশ আর পাহাড়-পর্বত, দূরান্তের কুয়াশা; এদেশের সকাল-সন্ধ্যার মায়াবী পরিবেশ, সবুজ ঝোপঝাড় আর রক্তের মতো লাল চুনাপাথরের টিলা–সবই ওর ভালোবাসার সম্পদ।

কিছুতেই মনস্থির করতে পারছে না পল কেড্রিক। গুন্টারের কাছে ওর

দেনা সিন্দাবাদের বুড়োর মতো ঘাড়ে চেপে আছে; তা ছাড়া আরও কিছু ব্যাপার রয়েছে। ঝামেলায় জড়াতে চায় না ও, কিন্তু এখন কাজ ছাড়তে গেলে ঝামেলা হবে এবং তারপর এখানে থাকলে আরও মুশকিল; অথচ সেরকমই ওর ইচ্ছে। কোম্পানির সঙ্গে আলোচনা করে চাকরিটা ছেড়ে দেয়ার চেষ্টা করা যায়, কিন্তু তাতে লাভ হবে না, জানা কথা।

কিন্তু এখানে সামান্থা ফক্সের ভূমিকা কী? ও যা ভাবছে, তার চেয়েও গভীরভাবে জড়িয়ে আছে? নাকি ব্যাপারটা খুবই সাধারণ: শুধু ওর টাকাটা মামা ব্যবসায় খাটিয়েছে? তেমন হলে এই অবস্থায় সুযোগ পেলেও সরে দাঁড়ানো অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে।

বারউইক এখনও দুর্বোধ্য রয়ে গেছে ওর কাছে। লোকটার নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা অসীম। কিন্তু ওই ক্ষমতার উৎস কোথায় বোঝার উপায় নেই। দেখলে একেবারে সাধারণ মনে হলেও এটা তার আসল চেহারা নয়। পরিষ্কার বোঝা যায়, কীথ বা গুন্টার তাকে সমীহ করে চলে।

স্যু লেইনের সঙ্গে কথা বলার সময় ইয়েলো বাট মেসার কাছে ওর আত্মগোপনের জায়গার কথা এড়িয়ে গেছে কেড্রিক। মেয়েটা এমনিতেই এমন কিছু কথা জেনে গেছে, যা বিপদ ডেকে আনতে পারে; তা ছাড়া, জায়গাটা যে কোনও সময় আবার কাজে লাগতে পারে। সুতরাং ওটার কথা গোপন রাখাই ভালো।

কেড্রিক যখন মাস্ট্যাংয়ে পৌঁছুল, পুরো শহর ঘুমে বিভোর। সোজা আস্তাবলের দিকে এগিয়ে গেল ও। ঘোড়াকে একটা স্টলে রেখে জিন-লাগাম খুলে ভালো করে দলাইমলাই করল, ছোলা আর খড় খেতে দিল। তারপর আস্তাবল থেকে বেরিয়ে নিঃসাড়ে সেইন্ট জেমস-এর উদ্দেশে এগোল। হোটেলের কাছে আসতেই বারান্দার চেয়ারে বসা লম্বা একহারা গড়নের এক লোক উঠে দাঁড়াল। সেদিন এই চেয়ারেই বসেছিল কেড্রিক। শারীরিক গঠন, মাথার চওড়া ব্রীমের টুপি আর পিস্তল ঝোলানোর কায়দা দেখে লরেডো শ্যাডকে চিনতে পারল কেড্রিক।

'ক্যাপ'ন?' চাপা কণ্ঠস্বর। 'ভালো আছ?'

'হ্যাঁ। তুমি?'

হাসল শ্যাড। 'আমার কথা ভাবতে হবে না। আমি সুস্থ!' ইঙ্গিতে একটা চেয়ার দেখিয়ে দিল লরেডো শ্যাড। 'বসো। তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম। জানতাম ফিরে আসবে।'

'অন্যরা কী বলছে? কী ভাবছে ওরা, আমি পটল তুলেছি নাকি পালিয়েছি?'

'কেউ এটা, কেউ ওটা। এদিকে কীথের তো পাগল হওয়ার দশা। তুমি ফেরামাত্র দেখা করতে বলে দিয়েছে—রাত দুপুরে হলেও।'

'এখন পারব না। অসম্ভব ক্লান্ত।'

মাথা দোলাল শ্যাড, তারপর নিভে-যাওয়া সিগারেটটা ধরাল। 'বুঝলে ক্যাপ'ন, ব্যাপারস্যাপার এখন আর সুবিধের মনে হচ্ছে না আমার কাছে।'

মাথা ঝাঁকাল কেড্রিক। 'বুঝতে পারছি কী বলছ। মানুষকে ঘর বাড়ি থেকে উৎখাত করার মতো পিশাচ আমিও নই।'

'কাজ ছেড়ে দিচ্ছ?'

'এত তাড়াতাড়ি নয়। ওদের সঙ্গে আগে কথা বলে দেখি।'

'কী লাভ? রক্তের নেশায় পেয়েছে ওদের। ইয়েলো বাট-এর লোকটাকে পয়েনেসট হত্যা করেছে, কিন্তু উস্কানি দিয়েছে ডরনি শ'। পয়েন্সেট লোকটাকে খুন করার পর চার-পাঁচজন সুখ মিটিয়ে গুলি করে ঝাঁঝরা করে দিয়েছে বেচারার লাশ। ফেসেনডেন অবশ্য গুলি করে নি, গফ করেছে কি না জানি না। তবে বাজি রাখতে পারো, আমার পিস্তল থেকে একটা গুলিও বেরোয় নি। পৈশাচিক ব্যাপার, ক্যাপ'ন, জঘন্য।'

'এর জন্যে ওদের জবাবদিহি করতে হবে। ইয়েলো বাট হামলায় তুমি ছিলে?'

'হ্যাঁ, ছিলাম। কিন্তু আমি গুলি ছুঁড়ি নি। আমি গির্জার পাদ্রী নই, ক্যাপ'ন, কিন্তু যোদ্ধা, অসহায় লোকদের সঙ্গে লড়াই করার রুচি আমার নেই। আর এখনও এত পচে যাই নি যে, মেয়েমানুষ আর শিশুদের ওপর পিস্তল ছুঁড়ব।'

'এখন কী ভাবছে ওরা? নতুন কোনও পরিকল্পনা?'

একটু ইতস্তত করল লরেডো শ্যাড, তারপর কাঁধ ঝাঁকাল। 'তার চেয়ে তুমি নিজেই ওদের সঙ্গে আলাপ করো, ক্যাপ'ন। কিছু জানলেও অন্তত এই মুহূর্তে মুখ খুলতে চাই না আমি।'

অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল লরেডো শ্যাড। সিগারেট টানল দুজন। হঠাৎ অধৈর্যভাবে বাতাসে হাতের ঝাপটা মারল শ্যাড। 'আমি গানম্যান, ক্যাপ'ন, পিস্তল চালানোর জন্যেই আমাকে ভাড়া করেছে ওরা। কিন্তু এ-রকম কিছু আশা করি নি আমি। বিপক্ষের কয়েকজনকে আমার কাছে আমাদের চেয়ে হাজার গুণ ভালো লোক বলে মনে হয়েছে। ভাবছি, কাজটা ছেড়ে দেব।'

'আহ্-হা,' হঠাৎ সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল পল কেড্রিক, 'তোমার কথা বুঝতে পারছি; কিন্তু আমি অন্য একটা উপায়ের কথা ভাবছি। বুঝিয়ে-শুনিয়ে গুন্টারদের যদি ক্ষান্ত করতে না পারি, দল পাল্টে বিপক্ষে চলে যাব।'

শ্যাড মাথা দোলাল। 'এই কথাটা কিন্তু আমিও ভেবেছিলাম।'

হঠাৎ ঘাড় ফেরাল কেড্রিক। বড় জোর বিশ ফুট দূরে ভূতের মতো দাঁড়িয়ে আছে ডরনি শ'। আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল পল। লরেডো শ্যাডও দাঁড়িয়ে পড়ল। কেড্রিকের দৃষ্টি এড়িয়ে শ্যাডের দিকে তাকাল ডরনি শ'।

'সটকে পড়তে চাইলে আগে আমাকে খুন করতে হবে, শ্যাড, মনে রেখো।'

'প্রয়োজন হলে তাই করব,' চট করে জবাব দিল শ্যাড। 'তোমাকে মারতে আমার হাত কাঁপবে না। এখনই নামতে চাও?'

'যথেষ্ট হয়েছে, শ্যাড!' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল পল কেড্রিক। 'আগেও বলেছি,

আবার বলছি, আমার দলে মারপিট চলবে না।'

আস্তে আস্তে ঘাড় ফিরিয়ে কেড্রিকের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল ডরনি শ'। 'এখনও হুকুম দিচ্ছ, অ্যাঁ? এ-অবস্থা আর থাকবে না!'

'হয়তো,' কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল পল কেড্রিক। 'যাক গে, আমি এখন ঘরে যাচ্ছি।'

'কীথ কিন্তু তোমাকে ডেকেছে।'

'পরে। এখন আমি ক্লান্ত, তাছাড়া তাড়াহুড়োর কিছু নেই। যা বলার সকালেই বলব।'

'এই কথা তাকে জানাব?'

'তোমার মর্জি।'

আবার হাসল শ'। 'নিজের দেশে তুমি হয়তো বিরাট কিছু, কেড্রিক। কিন্তু ভুলে যেয়ো না এটা অন্য দেশ। কীথ খেপলে খারাপ হয়ে যাবে। বারউইকের বেলায়ও একই কথা খাটে।'

আবার কাঁধ ঝাঁকাল কেড্রিক। 'ওদের চেয়েও খারাপ লোক আমার দেখা আছে। কিন্তু কাউকে খেপাচ্ছি না আমি। ঘুমোতে যাচ্ছি। কিছু বলার থাকলে সকালে অনেক সময় পাবে কীথ। আমি উঠে পড়ব ততক্ষণে।'

চলে যাবে বলে পা বাড়াল ডরনি শ', একটু ইতস্তত করল, তারপর কৌতূহল চাপতে না পেরে জিজ্ঞেস করে বসল, 'তোমার কী হয়েছিল? আমরা তো ভেবেছিলাম মারা গেছ নয়তো ওদের হাতে ধরা পড়েছ।'

হঠাৎ সন্দেহ জাগল কেড্রিকের মনে। এই জন্যেই কি ইয়েলো বাটের রবার্টসকে হত্যা করিয়েছে শ'? ক্ষিপ্ত সেটলাররা কেড্রিককে হত্যা করবে ধরে নিয়েছিল? খুবই সম্ভব।

'বাদ দাও ওসব কথা,' সহজ ভঙ্গিতে প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল পল। 'এক জায়গায় গা ঢাকা দিয়েছিলাম আর কি!'

ঘুরে হাঁটতে শুরু করল ডরনি শ'। কিন্তু কয়েক কদম এগোনোর পরই হঠাৎ কথা বলে উঠল কেড্রিক। 'ভালো কথা, ডরনি, গ্রুলা মাস্ট্যাং হাঁকায় এমন কাউকে চেনো?'

জমে গেল ডরনি শ', কিন্তু ঘুরল না। ওর শরীর যেন পাথরের মূর্তি। এক মুহূর্ত পরেই আবার হাঁটতে শুরু করল সে। 'না!' বলল রুক্ষ কণ্ঠে, 'চিনি না!'

লরেডো শ্যাড তাকিয়ে রইল ওর দিকে। 'মনে রেখো পার্ডনার, ওই লোকটাকে তোমার একদিন খুন করতে হবে, নইলে নিজেই মারা পড়বে তুমি।'

'হুম,' শান্ত কণ্ঠে বলল ক্যাপ্টেন পল কেড্রিক, 'আমিও তাই ভাবছি।'

সাত

ধূসর পাথুরে ভবনের অফিস-রুমে পা রাখল ক্যাপ্টেন পল কেড্রিক। ঘরময় পায়চারি করছিল কর্নেল লরেন কীথ; থমকে দাঁড়িয়ে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। 'ডরনির কাছে শুনলাম মাঝরাতের পরই ফিরেছ তুমি। আসার সঙ্গে সঙ্গে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলেছিলাম, দেখা করো নি, কেন?'

'আসলে, খুব ক্লান্ত ছিলাম আমি। তা ছাড়া,' কীথের চোখে চোখ রাখল কেড্রিক, 'জরুরি কোনও খবরও আমার কাছে ছিল না।'

'একটা কাজের জন্যে তোমাকে ভাড়া করা হয়েছে, কিন্তু এখনও কিছুই করতে পারো নি তুমি।' কোমরে হাত দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল কীথ। 'গিয়েছিলে কোন্ চুলোয়?'

সংক্ষেপে পরিষ্কার করে ইয়েলো বাটের ঘটনা খুলে বলল কেড্রিক, তবে লুকোনোর জায়গা এবং স্যু লেইনের সঙ্গে দেখা করার কথা সযত্নে এড়িয়ে গেল। 'জায়গাটা নিজের চোখে দেখার পর,' বলল পল, 'কেন যেন আমার মনে হচ্ছে ওখান থেকে ওদের উচ্ছেদ করা সহজ হবে না। গুন্টার আর তুমি সরকারকে তো বটেই আমাকেও মিথ্যে কথা বলেছ। চোর-ছ্যাঁচড় আর গুণ্ডা-বদমাশের দল আদৌ আস্তানা গাড়ে নি ওখানে। ওরা সৎ এবং ভালো মানুষ। ওদের তাড়াতে গেলে অনেক ধকল পোহাতে হবে, টিকতে পারবে না।'

অনুকম্পার হাসি দেখা দিল কর্নেল কীথের ঠোঁটে। 'ভয়ে কুঁকড়ে গেলে মনে হয়। তুমি নাকি লড়াকু লোক! আমাদের ক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছ, শোনো বলি, ওই ফালতু লোকগুলোকে একবার যখন তাড়াব ঠিক করেছি, তুমি সাহায্য করো বা না করো, যেভাবে হোক ওদের তাড়াবই। তোমাকে ভাড়া করার বুদ্ধিটা গুন্টারের মাথা থেকে বেরিয়েছিল—আমার নয়।'

'সত্যি কথা বলেছ,' বারউইকের পিছু পিছু কামরায় ঢুকল জন গুন্টার। এক লহমায় কেড্রিক আর কীথকে জরিপ করে নিল ও। 'ইয়েলো বাট-এ গেছে বলে ওকে দোষারোপ করো না। আমিই যেতে বলেছিলাম।'

'ভয়ে লেজ গুটিয়ে পালিয়ে আসতে নিশ্চয়ই বলে দাও নি? ও এখন বলছে আমাদেরকে নিয়ে নাকি কাজটা হবে না!'

এতক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল বারউইক; এবার ডেস্কের উল্টোদিকে গিয়ে প্রকাণ্ড চেয়ারে ধপ করে বসে পড়ল। বড় করে শ্বাস টানল, ঘাম মুছল হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে; তারপর তীব্র দৃষ্টি হানল কেড্রিকের দিকে। 'কী জানতে পারলে, বলো?'

'ওরা যুদ্ধ করার জন্যে তৈরি হয়ে আছে। বব ম্যাকলেনন আর সেগালের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে। ওদের মাঝে ভয়ের কোনও চিহ্ন নেই, বরং আছে প্রখর আত্মমর্যাদা বোধ; প্রয়োজনে শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে হলেও লড়বে।

যে কোনও পরিস্থিতির জন্যে তৈরি হয়ে আছে ওরা। তোমাদের হামলায় ওদের একজন লোক মারা গেছে, গুরুতর আহত হয়েছে একজন আর ডিনামাইট বিস্ফোরণে একটা দোকানের দরজা, বারান্দা উড়ে গেছে।

অগ্নিদৃষ্টিতে কীথের দিকে তাকাল অ্যাল্টন বারউইক। 'অথচ তুমি বলেছিলে তিনজন মারা গেছে, মাটির সঙ্গে মিশে গেছে একটা দালান। এবার থেকে নিশ্চিত হয়ে তারপর আমার কাছে রিপোর্ট করবে, ঠিক আছে?' আবার কেড্রিকের দিকে তাকাল সে। 'হ্যাঁ, তারপর বলো, তোমার কী হয়েছিল, পালিয়েছিলে?'

'আমাকে এখানে দেখতে পাচ্ছ।'

অনেকক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে পরস্পরের দিকে চেয়ে রইল ওরা। বারউকের শীতল কঠিন দৃষ্টি যেন পলের অন্তস্তল পর্যন্ত দেখে নিচ্ছে।

'এখন এ-ব্যাপারে তোমার মতামত?' অবশেষে জানতে চাইল বারউইক।

'যুদ্ধ বাধলে,' ভেবেচিন্তে জবাব দিল কেড্রিক, 'ওয়াশিংটনে এর হাওয়া লাগবে। লিংকন কাউন্টি ওঅরের কথা নিশ্চয়ই তোমাদের মনে পড়ে? ওখানকার মতো এখানেও একজন জেনারেল এসে হাজির হবে। তারপর ওই জায়গা থেকে কত মুনাফা তোমাদের হাতে আসবে বুঝতেই পারছ।'

প্রকাণ্ড মাথাটা দুলিয়ে সায় দিল বারউইক। 'নেহাত সত্যি কথা! সুতরাং আমাদের অন্য উপায়ের কথা ভাবতে হবে। এ লোকটা,' আবার কীথ আর গুন্টারের দিকে আগুন-ঝরা-দৃষ্টিতে তাকাল সে, 'অন্তত কাজের কথা বলতে পারে, নির্ভুল রিপোর্ট দেয়; ওর কাছ থেকে তোমাদের অনেক কিছু শেখার আছে।'

কেড্রিকের দিকে তাকাল বারউইক। 'আর কিছু?'

'একটা কথা। ওদিকে সমভূমিতে একজন রহস্যময় ঘোড়সওয়ারের আনাগোনা চোখে পড়েছে আমার। ইঁদুর-রঙা একটা মাস্ট্যাং হাঁকিয়ে বেড়ায়। লোকটা একাই ওখানকার লোকজনকে আতঙ্কিত করে তুলেছে, তোমাদের তর্জন-গর্জনে কিন্তু কিছুই হয় নি!'

'তাই?' নিরাবেগ কণ্ঠে বলল বারউইক। ডেস্কের কাগজপত্র নাড়াচাড়া করল কয়েক মুহূর্ত তারপর জিজ্ঞেস করল, 'শুনলাম, তুমি নাকি কাজ ছেড়ে দেবার কথা ভাবছ, সত্যি নাকি?'

'খুন-খারাবীতে জড়াতে চাই না আমি। ওরা মোটেই আউট-ল নয়, নিরপরাধ শান্তিপ্রিয় মানুষ। আমার পরামর্শ: ওদের কাছ থেকে জায়গাটা কিনে নাও, নইলে ওরা যেভাবে আছে সেভাবেই থাকতে দাও।'

'তোমাকে আর মাতব্বরি ফলাতে হবে না!' শান্ত কণ্ঠে জবাব দিল লরেন কীথ। 'সিদ্ধান্ত যা নেয়ার আমরাই নেব!'

'আমার অনুমতি ছাড়া,' নরম গলায় বলল বারউইক, 'কেউ এখন কাজ ছাড়তে পারবে না!'

হঠাৎ হেসে উঠল পল কেড্রিক। 'তা হলে শিগগির অনুমতি দাও, এই মুহূর্তে কাজটা ছেড়ে দিলাম আমি।'

'পল!' প্রতিবাদ করল গুন্টার। 'এসব কী বলছ।'

'কোম্পানির কাছে তোমার দেনার কী হবে?' বিরক্তির সঙ্গে জিজ্ঞেস করল কর্নেল কীথ। 'ফেরত দেয়ার ক্ষমতা আছে?'

'তার দরকার নেই।'

একসঙ্গে ঘাড় ফিরিয়ে বক্তার দিকে তাকাল ওরা। দোরগোড়ায় সামান্থা ফক্স দাঁড়িয়ে। 'তোমাদের এই ব্যবসাতে আমার টাকাও খাটছে। টাকা নেয়ার সময় মামা বলেছিল এটা রিয়েল-এস্টেট ব্যবসা, কোনওরকম দুর্নীতি নেই। এতদিন মামা সৎ পথে ছিল বলে তার কথা বিশ্বাস করে খোঁজ-খবর ছাড়াই টাকা খাটানোর অনুমতি দিয়েছিলাম। কিন্তু এখন আসল কথা জানার পর আমার টাকা উঠিয়ে নেব ঠিক করেছি। ক্যাপ্টেন কেড্রিকের কাছে তোমাদের যা পাওনা, কেটে রেখে বাকি টাকা আমাকে ফিরিয়ে দাও। ক্যাপ্টেন তার সুবিধে মতো ওই টাকা ফিরিয়ে দেবে।'

পাথর হয়ে গেল যেন সবাই। রক্ত সরে শাদা হয়ে গেছে জন গুন্টারের চেহারা। প্রথমে হতবাক, তারপর ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল কর্নেল কীথ, প্রতিবাদ করতে গেল, কিন্তু তার আগেই গুন্টারের দিকে তাকিয়ে মুখ খুলল বারউইক।

'তুমি—' ধমকে উঠল সে, 'তুমি বলেছিলে টাকাগুলো তোমার। গর্দভ কোথাকার! এর মাঝে মেয়েমানুষকে টানতে গেলে কোন্ আক্কেলে? বেশ, ওকে তুমি জড়িয়েছ, এখন সামলাও! নইলে আমাকে হাত দিতে হবে।'

'এখন থেকে আমাকে কিংবা আমার কাজকর্ম নিয়ে আর কাউকে মাথা ঘামাতে হবে না,' জবাব দিল সামান্থা। 'আমি নিজেই সব দেখাশোনা করব!'

কেড্রিকের দিকে তাকাল ও। 'তোমার সিদ্ধান্তে আমি খুশি হয়েছি, ক্যাপ্টেন। আশা করি এর জন্যে তোমাকে আপসোস করতে হবে না।'

সামান্থার পিছু পিছু কামরা থেকে বেরিয়ে যাবার জন্যে পা বাড়াল পল কেড্রিক, কিন্তু বারউইকের ডাকে থামতে হলো ওকে।

'ক্যাপ্টেন!'

ঘুরে দাঁড়াল পল কেড্রিক। কুৎসিত দৃষ্টি ফুটে উঠেছে কর্নেল কীথের চোখে। গুন্টারের চেহারায় অবিশ্বাস আর আতঙ্কের ছাপ।

'ক্যাপ্টেন কেড্রিক,' বলল বারউইক, 'আমরা বোধ হয় একটু ধৈর্য হারা হয়ে পড়েছিলাম। যা হোক, এ-ব্যাপারে তোমার সতর্ক দৃষ্টিভঙ্গি আমার ভালো লেগেছে। ঠিকই বলেছ, ইয়েলো বাট থেকে ওদের উচ্ছেদ করতে গেলে ঝামেলা হবে এবং তাতে স্বভাবতই ওয়াশিংটনে নানা কথা উঠবে। ব্যাপারটা আমিও ভেবেছিলাম, কিন্তু ম্যাকলেনন সম্পর্কে জানা না থাকায় সম্ভাবনাটা ক্ষীণ বলে উড়িয়ে দিয়েছি।

'সেগালকে আমি চিনি,' আবার বলল সে। 'কিন্তু ম্যাকলেনন সম্পর্কে কিছুই জানি না। তোমার কথা শুনে সর্বাত্মক হামলার পরিকল্পনা বাদ দিতে হচ্ছে। ভিন্ন উপায় খুঁজতে হবে আমাদের। আর হ্যাঁ,' বলে চলল বারউইক। 'মিস ফক্সের ওপর তোমার মোটামুটি প্রভাব আছে বলে মনে হলো। এই মুহূর্তে আমরা কোনওরকম ব্যর্থতা সহ্য করতে পারব না, তাই তোমাকে

একটা প্রস্তাব দিচ্ছি। তুমি আমাদের কোম্পানিতে যোগ দিলে কেমন হয়? সাইলেন্ট পার্টনার হিসেবে?'

ক্রোধে ঝলসে উঠল কীথের চেহারা। কিন্তু গুন্টারের চোখে-মুখে প্রত্যাশার ছাপ পড়ল। বারউইক থামল না। 'লাভের শতকরা পনের ভাগ পাবে তুমি। প্রচুর টাকা! মিস ফক্সকে তুমি লাইনে রাখতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস। তুমি যদি হাল ধরো, রক্তপাত ছাড়াই হয়তো সমস্যার একটা সমাধান বের করা সম্ভব হবে।'

দ্বিধায় পড়ল পল কেড্রিক। টাকার পরিমাণ প্রলুব্ধ করার মতো, সামান্থার কাছে দায়বদ্ধ হতে চায় না ও। কিন্তু, *রক্তপাত ছাড়া* কথাটাই বেশি আকৃষ্ট করল ওকে, সাবধান হতে ভুলে গেল।

'রক্তপাত না হলে,' বলল কেড্রিক, 'তোমার শর্তে আমি রাজি। কিন্তু তারপরও ব্যাপারটা নিয়ে একটু খোলাখুলি আলাপ করতে হবে।'

পাঁই করে ঘুরে দাঁড়াল কর্নেল কীথ। 'এ-সবের কোনও অর্থ হয় না, বারউইক! তুমি খুব ভালো করে জানো, ওদের সরানোর একমাত্র রাস্তা সরাসরি পূর্ণশক্তিতে আক্রমণ। আগেও এ-নিয়ে কথা বলেছি আমরা। তা ছাড়া এই লোকটা মোটেই বিশ্বস্ত নয়। আমার কানে এসেছে, শত্রুপক্ষে ওর বন্ধু আছে; ওদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করছে ও।'

'যত যোগাযোগ রাখবে তত ভালো,' ঠোঁটে ঠোঁট চেপে কী যেন ভাবল বারউইক, হাত দিয়ে মুখের ঘাম মুছল। 'ওদিকে বন্ধু থাকায় কেড্রিক সহজেই একটা সমঝোতায় পৌঁছুতে পারবে!' হঠাৎ হেসে উঠল সে। 'তোমরা দু'জন একটু বাইরে যাও তো, ক্যাপ্টেন কেড্রিকের সঙ্গে একা কিছু কথা বলতে চাই।'

কয়েক ঘণ্টা পর, রাস্তায় দাঁড়িয়ে চারদিকে চোখ বোলাচ্ছে পল কেড্রিক। বারউইক আশাতীত ভালোমানুষির পরিচয় দিয়েছে। বিশ্বাসভাজন না হলেও, ওদের কাছ থেকে জমি কেনার ব্যাপারে অন্তত লোকটার আপত্তি আছে বলে মনে হয় নি। কয়েকজনকে জমি বিক্রি করায় রাজি করানো গেলে অন্যরাও শেষ পর্যন্ত আপত্তি তুলবে না। সরকার হস্তক্ষেপ করলে জায়গাটা ওদের এমনিতেই ছাড়তে হবে। ম্যাকলেনন আর সেগালকে রাজি করিয়ে শান্ত করতে পারলে নেতৃত্বের অভাবে লড়াইয়ের উৎসাহ হারিয়ে ফেলবে সেটলাররা। লড়াই না হলে রক্তপাতের প্রশ্নই ওঠে না। বরঞ্চ সেটলাররা জমির বিনিময়ে বেশ কিছু টাকা পাবে।

লোকজনের ভিড় এড়িয়ে রাস্তা ধরে এগোল কেড্রিক। বিরক্তি বোধ করছে। বারউইক কুটিল চরিত্রের লোক, কিন্তু বাস্তব বুদ্ধি আছে তার। বুঝতে পেরেছে, জমি কেনার আগ মুহূর্তে একাধিক হত্যাকাণ্ড মহাশোরগোলের সৃষ্টি করবে, ফলে ওদের পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যাবে। সাময়িকভাবে হলেও ঝামেলা ঠেকানো গেছে। সামান্থার ধারণা, এবার একটা সমাধান বের করা সম্ভব হবে। ম্যাকলেনন আর সেগালের সঙ্গে আলাপ করার জন্যে কাল আবার ফিরে যাবার কথা ভাবছে পল কেড্রিক। একজন নিরপেক্ষ লোক মারফত

রাতের মধ্যেই খবর পাঠানোর ব্যবস্থা হচ্ছে।

'শহরে আসতে রাজি হবে না ওরা,' ওর সঙ্গে একমত হয়েছে বারউইক। 'তো, এক কাজ করো, মাঝামাঝি কোথাও একটা জায়গা বেছে নাও? ল্যারগো ক্যানিয়ন কিংবা চিমনি রকে ওদের সঙ্গে দেখা করলে কেমন হয়? আমিও না হয় যাব তোমার সঙ্গে? আমরা দুজন বব ম্যাকলেনন আর পিটার সেগালের সঙ্গে আলোচনা করে নিশ্চয়ই একটা অপসরফায় পৌঁছুতে পারব, কী বলো? অন্তত চেষ্টা করতে তো দোষ নেই?'

শান্তি ফিরিয়ে আনার এই সম্ভাবনাই রাজি হতে বাধ্য করেছে কেড্রিককে। সামান্থার কাছ থেকে সম্মতি আদায় করেছে। পরিস্থিতি সম্পর্কে ওর ব্যাখ্যা মন দিয়ে শুনেছে সামান্থা, তারপর সরাসরি ওর দিকে তাকিয়ে বলেছে, 'তবে ওদের কথায় তুমি আস্থা রাখতে পারছ না, তাই না, ক্যাপ্টেন? আমিও ওদের বিশ্বাস করি না। জন মামা কোনওদিন এমন ছিল না। আমার মনে হয় নিজের অজান্তে ওদের ফাঁদে আটকা পড়ে গেছে ও। যাকগে, বারউইক যদি আলোচনা করতে চায়, আপত্তি করার কারণ দেখি না। আমি তোমার পক্ষে। আশা করি আলোচনা থেকে লড়াই এড়ানোর একটা উপায় বেরিয়ে আসবে।'

কিন্তু এখন বিভিন্ন দিক থেকে পরিস্থিতি বিচার করে খুব একটা আশাবাদী হতে পারছে না কেড্রিক। সবকিছু যেন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে।

ম্যাকলেনন আর সেগালের নেতৃত্বে ইয়েলো বাটবাসীরা শহর এবং ঘরবাড়ি রক্ষা করার জন্যে শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সক্ষম হবে। জরিপের কাজ বন্ধ করে দিয়ে জমিজমা সব নিজেদের দখলে রেখে দেবে।

কিন্তু দুই পক্ষেই অত্যুৎসাহী লোকের অভাব নেই। এদিকে ঘটনাপ্রবাহের আকস্মিক মোড় পরিবর্তন সহজভাবে নেয় নি কর্নেল কীথ। শুরু থেকেই সর্বাত্মক হামলা চালিয়ে প্রতিপক্ষকে নিশ্চিহ্ন করার কথা বলে আসছে সে। পশ্চিমের অনেক রহস্যময় ঘটনার সঙ্গে আরেকটা ঘটনা যোগ হত তা হলে। কীথের দিকে বিশেষ নজর রাখতে হবে, ভাবল কেড্রিক, ওদিক থেকে যে কোনও মুহূর্তে বিপদ আসতে পারে।

সেইন্ট জেমস-এর নিজের কামরায় ফিরে শুয়ে পড়ল পল কেড্রিক। পরদিন কাক-ভোরে ঘুম ভাঙল, জানালা দিয়ে বাইরে তাকাতেই দেখল ঘোড়ায় চেপে শহর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে কর্নেল লরেন কীথ। বিস্মিত হলো ও।

লাফিয়ে বিছানা থেকে নামল, চট করে পোশাক পরে নিল। কীথের মতলব জানা দরকার। দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এল ও, এগোল আস্তাবলের দিকে। অ্যাপালুসার পিঠে চেপে শহর থেকে বেরিয়ে এল। একটু খুঁজতেই পাওয়া গেল কীথের ট্র্যাক, অনুসরণ করল। ট্রেইল থেকে বেরিয়ে উত্তর-ঘেঁষে পশ্চিমে গেছে কীথ। কিন্তু কয়েক মাইল এগোনোর পর ট্রেইল হারিয়ে ফেলল পল। লম্বা এক চক্কর দিয়ে ট্র্যাকের সন্ধান চালাল। ল্যারগো ক্যানিয়নের কাছাকাছি কোথাও হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে কর্নেল লরেন কীথ।

হোটেলে ফিরে বব ম্যাকলেননের পাঠানো বার্তা পেল পল কেড্রিক।

বুধবার বিকেল তিনটের চিমনি রকে সেগালকে নিয়ে বারউইক আর কেড্রিকের সঙ্গে আলোচনা করতে আসবে সে। আজ সোমবার, মাঝে পুরো একটা দিন পড়ে আছে। কিন্তু সোমবার সারা দিন কোথাও ডরনি শ'য়ের দেখা মিলল না। তবে বার কয়েক ওর সঙ্গে দেখা করে গেল লরেডো শ্যাড, বেশির ভাগ সময়ই স্যালুনে স্যালুনে কাটাচ্ছে সে।

গভীর রাতে ধীরে ধীরে কেড্রিকের ঘরের দরজা খুলে গেল। পিস্তলহাতে উঠে বসল পল। ভেতরে পা রাখল লরেডো শ্যাড।

'কিছু একটা ঘটছে,' বলে বিছানায় বসল লরেডো। 'আমার কাছে কেমন যেন বেখাপ্পা লাগছে। ঘণ্টা দুয়েক হবে, পয়েন্সেট আর লী গফ এসে বলল ওরা চলে যাচ্ছে। এখানে যখন লড়াই হচ্ছে না, থেকে লাভ নেই। ডুরাংগোতে চলে যাচ্ছে। এর আধ ঘণ্টাটাক পড়ে ঘোড়া নিয়ে চলে গেল।'

'এতে বেখাপ্পার কী আছে?' সিগারেট বানাতে বানাতে জিজ্ঞেস করল পল কেড্রিক। 'বরং বারউইকের সঙ্গে আমার তো সে-রকমই কথা হয়েছে। এখানে সত্যিই লড়াই হচ্ছে না।'

'হুম,' শুষ্ক কণ্ঠে বলল লরেডো শ্যাড। 'কিন্তু ওরা সঙ্গে করে অনেক জিনিসপত্র এনেছিল এখানে, অল্প কিছু জিনিস নিয়ে গেছে। অস্বাভাবিক নয় প্যাক হর্স হারিয়ে ফেলল নাকি?'

'ফেসেনডেন কোথায়?'

'জানি না।'

'আর কেউ যায় নি?'

'হ্যাঁ, ক্লসন। অন্তত কাছেপিঠে নেই সে। সকালের পর আর দেখা হয় নি।'

বাকি রইল ডরনি শ', ওকেও দেখা যাচ্ছে না: এবং ফেসেনডেন, এখনও যদি বিদায় না নিয়ে থাকে। অস্বস্তি বোধ করছে কেড্রিক। কিন্তু বারউইক পিস্তলবাজদের বিদায় দিতে শুরু করলে একে তো শুভ লক্ষণই বলতে হবে। ও হয়তো অনর্থক সন্দিহান হয়ে উঠছে। শ্যাডকে চাকরি ছাড়ার ব্যাপারে কিছু বলা হয় নি। 'এদিকে,' শুকনো গলায় বলল লরেডো শ্যাড, 'মিক্সাসরা দু'ভাই আবার আজ সকালে ফিরে এসেছে, সোজা বারউইকের অফিসে ঢুকেছে ওরা।'

'ওরা আবার কারা?'

'খুনী। গুমখুনে ওস্তাদ বলা যায়। একজনের নাম বীন, অন্যজন অ্যাবেল। স্যান্দো ভ্যাল দাঙ্গায় ছিল ওরা। ওই ঘটনায় অনেক লোক প্রাণ হারিয়েছিল। ও, হ্যাঁ, তখন বারউইকও ছিল ওখানে। আসল কথা, সেখানেই প্রথম আমার সঙ্গে তার পরিচয়।'

'তুমিও ছিলে ওই হাঙ্গামায়?'

'হুম। রয় গ্যাবলের সঙ্গে ফ্যাসাদে জড়িয়ে পড়েছিলাম। গ্যাবল ছিল দুর্ধর্ষ আউট-ল, বেশ বড়সড় একটা দলের সর্দার। লড়াইতে জড়িয়ে পড়ায় খুব খারাপ অবস্থা যাচ্ছিল তার। আমার কাছ থেকে একটা বাছুর ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করলে আমি বাধা দিই, আমাকে গানফাইটে চ্যালেঞ্জ করে বসে সে।

একেবারে মন্থর ছিল লোকটা।'

ব্যাপারটা দুর্বোধ্য—কয়েকজন গানম্যান বিদায় নিল, তারপর আরও দুজন হাজির হলো। এমনও হতে পারে পরিকল্পনা পরিবর্তনের আগেই ওদের দুভাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল বারউইক? সম্ভব। সম্ভাবনার কথা লরেডো শ্যাডকে বলল কেড্রিক। সন্দেহের সঙ্গে মাথা দোলাল টেক্সান।

'তা হতে পারে, কিন্তু আমার সন্দেহ আছে। বারউইককে বিন্দুমাত্র বিশ্বাস নেই। তোমার গুন্টার খুব একটা ভাল মানুষ নয়; আর কীথ, ভাবতে গেলে আগাগোড়া বদমাশ; কিন্তু ওদের কারোই বারউইকের ধারে কাছে ঘেঁষার সাধ্য নেই—অন্তত কূট-বুদ্ধির দিক দিয়ে।'

নানা দিক থেকে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেও সন্তোষজনক ব্যাখ্যা খুঁজে পেল না কেড্রিক। এদিকে ম্যাকলেনন আর সেগালের সঙ্গে দেখা করার কথাও অপরিবর্তিত রয়েছে। আলোচনা থেকে সমাধানের একটা উপায় বেরিয়ে আসার সম্ভাবনা আছে। এক্ষেত্রে বারউইককে সন্দেহ করার কোনও কারণ দেখছে না ও।

রোদ ঝলমল সকাল, উত্তপ্ত একটি দিনের আগমন বার্তা ঘোষণা করছে। রাস্তায় বেরিয়ে এল কেড্রিক। এখনও শীতের আমেজ যায় নি, রোদের উত্তাপ উপভোগ করছে ও। রাস্তা পেরিয়ে ছোট্ট রেস্তরাঁয় ঢুকল, নিঃশব্দে খাওয়া সেরে নিল। একদফা কফি শেষ করে দ্বিতীয় বারের মতো কাপ ভরে চুমুক দিচ্ছে, এমন সময় রেস্তরাঁয় ঢুকল সামান্থা ফক্স।

কেড্রিকের দিকে চোখ পড়তেই উজ্জ্বল হয়ে উঠল ওর চোখমুখ, হাসল; সোজা কেড্রিকের টেবিলের দিকে এগিয়ে এল। 'এখানে তুমি একটা দর্শনীয় বস্তু জানো সেটা? ওই প্রাচীন পাথুরে বাড়ি আর বুড়ো নোংরা লোকটার চেহারা দেখতে দেখতে কাহিল হয়ে গেছি। দম বন্ধ হবার যোগাড় হয়েছে। ঝামেলাটা চুকে গেলে বেঁচে যেতাম।'

সামান্থার দিকে তাকাল কেড্রিক। 'কী করবে তারপর?'

'কী জানি, এখনও কিছু ঠিক করি নি। এদিকে আশপাশে কোথাও একটা র‍্যাঞ্চ কিনব ভাবছি। ওখানে অনেক গাছ থাকবে, থাকবে ঘাস আর পানি। জায়গাটা যে খুব বড় হতে হবে তেমন কোনও কথা নেই।'

'গরু পুষবে না?'

'পুষব, তবে অল্প। আমার শখ ঘোড়া। তোমার অ্যাপালুসার মতো অসংখ্য ঘোড়া থাকবে আমার।'

'চমৎকার। ঘোড়া পোষার জন্যে খুব বেশি জায়গার দরকারও হয় না। ভালো ঘোড়ার বাজার দর চড়া।' কিছুক্ষণ সামান্থার সৌন্দর্য উপভোগ করল পল কেড্রিক; মেয়েটার চেহারার লাবণ্য, দু'চোখের সরল দৃষ্টি মুগ্ধ করল ওকে। 'তুমি এখানে থাকবে শুনে কেন যেন খুব খুশি লাগছে। এর পর আর তোমাকে ছাড়া আমার ভালো লাগত না।'

চট করে কেড্রিকের দিকে তাকাল সামান্থা, হাসিতে নাচছে চোখজোড়া।

'আরে, তুমি দেখছি আর সব কাউবয়দের মতো প্রেম নিবেদন করতে চাইছ!'

'না, সামান্থা,' শান্ত কণ্ঠে বলল কেড্রিক, 'তা নয়, তোমাকে সত্যি ভালোবাসি আমি, এতে কোনওরকম সন্দেহের অবকাশ নেই! একদিন বুঝবে আমি মিথ্যে বলি নি।'

'আমারও মনে হচ্ছে তুমি সত্যি কথা বলছ,' বলল সামান্থা ফক্স।

'ওদিকে পশ্চিমে,' বলল কেড্রিক, 'ঠিক পশ্চিমে নয়, উত্তর-পশ্চিমে কয়েক মাইল দীর্ঘ একটা রিম আছে। রিমের চূড়ায় অপূর্ব পাইনের বন। গাছ, পানি, বুনো-জন্তু জানোয়ার আর নয়ন জুড়ানো সবুজ মাঠ, সবই আছে ওখানে। অমন দৃশ্য মানুষ খুব কম দেখেছে। ওদিকে একটা জায়গা চিনি আমি, একবার ক্যাম্প করেছিলাম। মিঠে পানির ঝর্না; লম্বা লম্বা ঘাস, সারাক্ষণ হাওয়ায় দুলছে; আর বিস্তীর্ণ সমভূমি, বন—কী নেই?'

'ইশ্, শুনেই লোভ লাগছে। এখানে আসার পর থেকে এমন একটা জায়গাই খুঁজছি!'

চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়াল কেড্রিক। 'আমার কাজ শেষ হোক, তোমাকে নিয়ে যাব, কেমন? জায়গাটা দেখবে।'

কেড্রিকের দিকে তাকাল সামান্থা ফক্স। 'ঠিক আছে, পল, আমরা দু'জন একসঙ্গে যাব ওখানে।'

টুপি হাতে থমকে দাঁড়াল কেড্রিক, দরজা দিয়ে বাইরে চোখ ফেরাল। 'হ্যাঁ, একসঙ্গে...' বিড়বিড় করে বলল ও। তারপর চোখ নামিয়ে সামান্থার দিকে চাইল। 'বুঝলে, সামা, *একসঙ্গে* শব্দটার চেয়ে সুন্দর শব্দ আর নেই...'

রেস্তরাঁ থেকে বেরিয়ে আসার পথে দু'জনের খাবারের দাম চুকিয়ে দিল কেড্রিক। উত্তপ্ত রাস্তায় দাঁড়াল মুহূর্তের জন্যে। একটা বাকবোর্ড এসে থামল স্টোরের সামনে। একজন লোক নামল, সতর্ক ভাবভঙ্গি, সন্ত্রস্ত দৃষ্টি। হঠাৎ ঘাড় ফিরিয়ে কেড্রিকের দিকে তাকাল সে, তারপর স্যাঁৎ করে ঢুকে পড়ল দোকানে।

আট

আরও দু'জন লোক হঠাৎ রাস্তা পেরিয়ে স্টোরের দিকে এগিয়ে গেল। একজনকে আগে কখনও দেখে নি পল; অন্যজন সেদিন ইয়েলো বাট স্যালুনের পেছনের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা ধূর্ত চেহারার সেই লোকটা, নাম সিঙ্গার, কথা বলছে সেই। রাস্তার উল্টোদিকে পৌঁছে দাঁড়িয়ে পড়ল দু'জন। হাতের ইশারায় বাকবোর্ড থেকে নামা লোকটাকে দেখিয়ে দিল সিঙ্গার।

'ওই যে লোকটা, অ্যাবি,' বলল সে। 'শত্রুপক্ষে একজন। ম্যাকলেননের শালা।'

'শুরুটা ভালোই হবে দেখছি,' সংক্ষেপে মৃদু কণ্ঠে বলল অ্যাবি। 'চলো তা হলে!'

চট করে ঘুরে ওদের পিছু নিল পল কেড্রিক। ওরা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকতেই দ্রুত এগিয়ে গেল ও, কবাট দু'টো বন্ধ হওয়ার আগেই হাতল ধরে ফেলল। ওর আগমন টের পায় নি কেউ, অনুমান করল কেড্রিক। কাউন্টারে দাঁড়ানো লোকটার দিকেই মনোযোগ ওদের।

'হ্যাল্লো, স্লোয়ান,' নরম কণ্ঠে ডাকল সিঙ্গার, 'এসো, অ্যাবি মিক্সাসের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই!'

নামটা নিঃসন্দেহে স্লোয়ানের পরিচিত, ফ্যাকাসে চেহারায় ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল সে। বাচ্চাদের একটা দুধের বোতল ধরে আছে, কিনতে যাচ্ছিল। সন্ত্রস্ত চেহারায় পালা করে সিঙ্গার আর অ্যাবি মিক্সাসের দিকে তাকাচ্ছে। আতঙ্কিত এবং হতচকিত, নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করছে। 'তুমিও আছ এই ঝগড়ায়, সিঙ্গার? আমি তো ভেবেছিলাম তুমি এসবে জড়াও নি।'

হাসল সিঙ্গার। 'সবাই যাতে একথা ভাবে সেটাই চেয়েছি।'

ছুঁচোর মতো লম্বাটে চেহারা মিক্সাসের, চোখদুটো হলুদ, ঈষৎ কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পকেট থেকে একটা কাগজ বের করল সে। 'একটা দলিল এটা, স্লোয়ান। এখানে লেখা আছে: তুমি তোমার জমির মালিকানা ছেড়ে দিচ্ছ। সই করে দাও, আর ঝামেলা পোহাতে হবে না।'

রক্ত সরে শাদা হয়ে গেছে স্লোয়ানের চেহারা, মাথা নিচু করে দলিলের দিকে তাকাল সে, চোখের পাতা পড়ছে না। আবার অ্যাবি মিক্সাসের দিকে চোখ ফেরাল। 'পারব না। কদিন পরেই আমার বউয়ের বাচ্চা হতে যাচ্ছে। তা ছাড়া ওই জমির পেছনে প্রচুর খেটেছি আমি, ছেড়ে দেয়ার প্রশ্নই ওঠে না। যাই করো, আমি সই করব না।'

'করলেই ভালো হত,' নিষ্কম্প শীতল কণ্ঠে বলল অ্যাবি মিক্সাস। ইতিমধ্যে উধাও হয়ে গেছে দোকানি। ওদিকে ওরা তিনজন আর একধারে ঝোলানো জিন্স আর স্লিকারের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে পল কেড্রিক—দোকানে আর কেউ নেই। 'ভালো চাইলে, সই করে দাও, ওই জমির ওপর আসলে তো তোমার অধিকার নেই। আমি কি মিথ্যে বলেছি?'

এখনও চেহারার ফ্যাকাসে ভাব কাটে নি স্লোয়ানের, কিন্তু ভয় কাটিয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে সে। লোকটা সাহস করে এখন মুখ খুললেই তাকে মরতে হবে; বুঝতে পেরে কেড্রিকই নীরবতা ভাঙল।

'হ্যাঁ অ্যাবি,' মৃদু কণ্ঠে বলল ও, 'আমি বলছি তুমি মিথ্যুক!'

বজ্রাহতের মতো আড়ষ্ট হয়ে গেল মিক্সাস। লোকটা খুনী এবং বিপজ্জনক, কিন্তু ধূর্তও বটে, নিজের নিরাপত্তা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে তবেই খুন করে। সিঙ্গার ছাড়া কামরায় আর কেউ নেই ধরে নিয়েছিল সে। এখন দেখা যাচ্ছে পেছনে আর একজন দাঁড়িয়ে আছে। পাথরের মতো কয়েক মুহূর্ত স্থির হয়ে রইল সে, তারপর ঘুরতে শুরু করল। দেয়ালের কাছে চলে গেছে সিঙ্গার, তার দু'চোখ কেড্রিককে খুঁজে ফিরছে।

'ওটা কেড্রিক!' বলল সে, 'বস গানম্যান!'

ভুরু কোঁচকাল মিক্সাস। 'কী ব্যাপার, অ্যাঁ?' বিরক্তির সঙ্গে বলল সে।

'তুমি নাক গলাচ্ছ কোন্ দুঃখে?'

'খুনোখুনি আর চলবে না, অ্যাবি,' জোর গলায় বলল পল কেড্রিক। 'আগামীকাল শান্তিসভায় যোগ দিতে যাচ্ছি আমি। খুন-খারাবী বন্ধ!'

'নির্দেশ মতোই কাজ করছি আমি,' বলল মিক্সাস, 'তুমি বারউইকের সঙ্গে কথা বলো!'

একটু নড়ে উঠল স্লোয়ান, পাঁই করে ঘুরল অ্যাবি মিক্সাস। 'একদম নড়বে না!' খেঁকিয়ে উঠল সে।

'তুমি যেতে পারো, স্লোয়ান,' বলল কেড্রিক। 'বাকবোর্ডে চেপে ঘরে ফিরে যাও। ম্যাকলেননকে বলো আমার কথার নড়চড় হবে না। অ্যাবি, ওকে খুন করার কথা ভুলে যাও তুমি। তোমার সামনে বিপদ।'

বিভ্রান্ত অ্যাবি মিক্সাস। কেড্রিক বন্দুকবাজদের নেতৃত্ব দিচ্ছে জানে সে। তাই দ্বিধাগ্রস্ত। ভুল করতে যাচ্ছিল সে? কিন্তু তা কী করে হয়? ওকে তো–'গবেট কোথাকার!' ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল সে। 'কীথই এখানে পাঠিয়েছে আমাকে!'

'চুপ করো!' চেঁচিয়ে উঠল সিঙ্গার, "তুমি–'

ঠাণ্ডামাথার খুনী অ্যাবি মিক্সাস, কিন্তু মনের জোর নেই। নির্দেশ, পাল্টা নির্দেশ, তারপর খুন করতে গিয়ে মাঝপথে বাধা পেয়ে দিশেহারা হয়ে গেছে–অনেকটা অন্ধকার কানাগলিতে পথ হারানোর মতো। সিঙ্গারের ধমকে শেষ পর্যন্ত নিজেকে আর স্থির রাখতে পারল না। চরকির মতো ঘুরল সে, দাঁত বেরিয়ে পড়ে হিংস্র হয়ে উঠল চেহারা।

'আমাকে ধমকাতে এসো না!' খেঁকিয়ে উঠল অ্যাবি মিক্সাস।

একটা হাত পিস্তলের বাঁটের কাছে ঝুলছিল সিঙ্গারের, আতঙ্কে আঁকড়ে ধরতে গেল। নিমেষে হোলস্টার থেকে বেরিয়ে এল অ্যাবির পয়েন্ট ফোর-ফোর, অগ্নিশিখা তেড়ে এল সিঙ্গারের দিকে। গুলি খেয়ে লাটিমের মতো ঘুরল সিঙ্গার। ধীরে ধীরে দু'হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেল তার, গলন্ত মোমের মতো পিছলে পড়ল মেঝেতে, মাথা এলিয়ে পড়ল একটা ময়দার বস্তার ওপর। মুখ দিয়ে গলগল করে রক্ত বেরিয়ে আসছে।

হাঁ করে সিঙ্গারের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল মিক্সাস, চোখ পিটপিট করল বার কয়েক। আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হয়ে আসছে ও, উত্তেজিত স্নায়ু শান্ত হচ্ছে। অবিশ্বাসভরা দৃষ্টিতে সিঙ্গারের দিকে তাকিয়ে আছে।

'হায়াল্লা, সিঙ্গারকে মেরে ফেলেছি!' বলল অ্যাবি।

'হ্যাঁ,' মিক্সাসের ওপর থেকে চোখ না সরিয়ে বলল পল কেড্রিক। এখন বুঝতে পারছে, কত সামান্য কারণে খেপে যায় লোকটা। 'এবার কীথের কাছে কী জবাব দেবে!'

অ্যাবির ছুঁচো মুখো চেহারায় আবার ধূর্ত হাসি ফুটে উঠল। 'কীথ? কীথের সঙ্গে এর সম্পর্ক কী?'

গুলির শব্দে আকৃষ্ট হয়ে আস্তে আস্তে দরজার কাছে ভিড় জমতে শুরু করেছে। নিজের জায়গায় ফিরে এসেছে দোকানি, আতঙ্কিত ঝুলে-পড়া

চেহারায় তাকিয়ে আছে।

দোকানের দরজার দিকে তাকাল অ্যাবি মিক্সাস। এই সুযোগে নিঃশব্দে পিছিয়ে এল কেড্রিক। ঝোলানো স্লিকারগুলোর আড়ালে আড়ালে পা টিপে টিপে দুই কাউন্টারের মাঝে ফাঁকায় বেরিয়ে এল ও; তারপর দোকানির শোবার ঘর হয়ে পেছনের দরজা দিয়ে গলিপথে নেমে এল।

ভিড়ের পেছন দিয়ে রাস্তা পেরিয়ে ঘুর পথে সেইন্ট জেমস-এর সামনে পৌঁছুল পল। থামল। হঠাৎ পাশে হাজির হলো লরেডো শ্যাড।

'কী ব্যাপার?' চট করে জিজ্ঞেস করল সে।

ব্যাখ্যা করল কেড্রিক। 'বুঝতে পারছি না ঠিক,' বলল ও। 'কীথ বোধহয় খুশি মতো কাজ করতে শুরু করে দিয়েছে। আলোচনা শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত বারউইকের শান্ত থাকার কথা। আমি জানি ব্যাপারটা কীথ মেনে নেয় নি। সঙ্গে সঙ্গে বারউইকের বিরোধিতা করেছিল সে।'

'সিঙ্গার সেটলারদের একজন না?' জিজ্ঞেস করল লরেডো শ্যাড। 'ও খুন হওয়ায় সবাই খেপে যাবে! কীথ বা কোম্পানির সঙ্গে সিঙ্গার হাত মিলিয়েছিল কেউ জানে?'

'ঠিকই বলেছ, লরেডো,' চিন্তিত চেহারায় বলল পল কেড্রিক। 'এটাকে উসিলা করেই হয়তো মহা হাঙ্গামা বেধে যাবে!'

'দু'জনই উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল ওরা। স্লোয়ান ম্যাকলেননের আত্মীয়, তাই ওকে খুন করতে চেয়েছিল অ্যাবি। আমার গলা শুনে ভড়কে যায় সে, মাথা ঠিক রাখতে পারে নি।'

ভিড়ে ভাঙন ধরল। ছোট ছোট জটলা করে নতুন ঘটনাটা প্রসঙ্গে আলাপ করতে লাগল লোকেরা রাস্তার ওপর। লরেন কীথ যখন হাজির হলো তখনও কেড্রিকের পাশে দাঁড়িয়ে আছে লরেডো শ্যাড। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে প্রথমে শ্যাড তারপর কেড্রিকের দিকে তাকাল কীথ।

'কী হচ্ছে ওখানে?'

কেড্রিকের দিকে চোখ রেখে প্রশ্ন করল সে। কেড্রিক কাঁধ ঝাঁকাল। 'গানফাইট বোধহয়, যা শুনলাম, মাস্ট্যাংয়ে এসব পুরোনো ব্যাপার।'

'মিক্সাসকে দোকানে ঢুকতে দেখলাম,' মন্তব্য করল লরেডো শ্যাড। 'এর মধ্যে তার হাত আছে কি না জানতে চাও?'

ঘাড় কাত করে লরেডোর দিকে তাকাল কর্নেল লরেন কীথ, সন্দেহভরা চোখ, 'কে মারা গেল?' প্রশ্ন করে পালা করে দু'জনের দিকে তাকাল।

'সিঙ্গার নামে এক লোক,' সহজ কণ্ঠে বলল লরেডো শ্যাড। 'মিক্সাসই খুন করেছে।'

'মিক্সাস? সিঙ্গারকে মেরেছে?' মাথা নাড়ল কীথ। 'অসম্ভব!'

'অসম্ভব হতে যাবে কেন?' ধীর লয়ে বলল লরেডো। 'লড়াই করতেই তো এখানে এসেছে মিক্সাস, নাকি? সিঙ্গার একজন সেটলার, তাই না?'

ইতস্তত করল কীথ, তার ছুঁচাল কঠিন চেহারায় দিশেহারা ভাব। কীথের চেহারা দেখে মনে মনে তৃপ্তি বোধ করল কেড্রিক। দোকানি ওর চেহারা

দেখতে পায় নি। মিক্সাস, সিঙ্গার আর স্লোয়ান–এই তিনজন কেবল দেখেছে ওকে। এদের মধ্যে সিঙ্গার মারা গেছে, স্লোয়ান কেটে পড়েছে।

সিঙ্গারকে খুন করার পেছনে অ্যাবি মিক্সাস কী যুক্তি খাড়া করবে ভেবে পেল না কেড্রিক। তবে একজন বেঈমানের মৃত্যু ঘটেছে, হতবুদ্ধি হয়ে গেছে ইয়েলো বাটের শত্রু বারউইকরা। ভবিষ্যতের কথা বলা যায় না, তবে আপাতত ভালোই হয়েছে ব্যাপারটা। তবে একটা জায়গাতেই মুশকিল, সিঙ্গার ইয়েলো বাটের লোক ছিল, কীথ বা কোম্পানির সঙ্গে তার গাঁটছাড়া বাঁধার কথা কারও জানা নেই–জানলেও তাদের সংখ্যা নগণ্য।

জটলার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ কেড্রিকের মনে হলো: নতুন একটা উপাদান যোগ হতে যাচ্ছে ঘটনা ধারায়। জনমতও যে একটা প্রচণ্ড শক্তি, কথাটা ভাবে নি বারউইক; এবার ভাবতে হবে। শহরের প্রতিটি মানুষের চেহারায় কাঠিন্য ফুটে উঠেছে।

এরা প্রায় সবাই-ই গরীব; যার যার পথে চলে কিংবা চলার চেষ্টা করে। কোম্পানির কার্যকলাপে অসন্তুষ্ট হয়েছে ওরা। সিঙ্গারকে যে সবাই চিনত তা নয়, যারা চিনত তারাও খুব একটা আমল দিত না; কিন্তু এখন কাকে হত্যা করা হয়েছে তা নয়, পুরো ব্যাপারটা তাদের দৃষ্টিতে পরিশ্রমী একদল মানুষের বিরুদ্ধে বহিরাগতদের মদতপুষ্ট কোম্পানির লড়াইতে পরিণত হয়েছে। স্থানীয় লোকদের শ্রমের বিনিময়ে মুনাফা লুটতে চাইছে ওরা। তা ছাড়া সিঙ্গার আর যাই হোক পিস্তলবাজ ছিল না, তার ওপর স্থানীয় লোক ছিল সে। অ্যাবি মিক্সাস নৃশংস খুনী, কারও অজানা নেই, পিস্তল ভাড়া খাটায় সে।

মাথা দুলিয়ে রাস্তার দিকে ইঙ্গিত করল পল কেড্রিক। 'কর্নেল,' বলল ও, 'বিপদ এড়াতে চাইলে এখন থেকে এদেরকেও হিসেবের মধ্যে ধরো। জনগণ খেপলে সামলাতে পারবে না।'

ভয়ার্ত দৃষ্টিতে জনতার দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল লরেন কীথ। তারপর পড়িমরি করে হেডকোয়ার্টারের দিকে ছুটল। কীথের গমন পথের দিকে তাকিয়ে রইল শ্যাড, তারপর কেড্রিকের দিকে ঘাড় ফেরাল। 'আমরা কিন্তু এখনও কোম্পানির সঙ্গে আছি, ওদের জন্যে মুণ্ডু হারাতে চাই না আমি। চলো কেটে পড়ি। কয়েকদিন পাহাড়ে গা ঢাকা দিয়ে থাকি।'

'সম্ভব নয়। বারউইককে নিয়ে সেগালদের সঙ্গে দেখা করতে যেতে হবে। তবে তুমি চাইলে শহর থেকে বেরিয়ে যেতে পারো, চারদিক জরিপ করে গফদের কোনও খোঁজ মেলে কিনা দেখো–সত্যি চলে গেছে না ভাঁওতা দিচ্ছে জানতে পারলে ভালো হয়। কাল সন্ধ্যা নাগাদ আমার সঙ্গে চিমনি রকে দেখা করো। আমি অপেক্ষা করব।'

শ্যাডের কাছে বিদায় নিয়ে সেইন্ট জেমস-এ নিজের রুমে ফিরে এল পল কেড্রিক। চট করে কিছু জিনিস গুছিয়ে নিল। তারপর ব্যাগ হাতে সোজা চলে এল লিভারি স্ট্যাবলে, অ্যাপালুসার পিঠে জিন চাপিয়ে তৈরি করে রাখল

ওটাকে। আস্তাবল থেকে বেরিয়ে এসে বড় রাস্তা এড়িয়ে হেডকোয়ার্টারের দিকে এগোল পল। সামান্থা ফক্সের সঙ্গে দেখা করবে, এ-মুহূর্তে বারউইক বা কীথের মুখোমুখি হতে চায় না।

হেডকোয়ার্টারে কারও দেখা পেল না পল। গুন্টার বোধ হয় কোথাও গেছে। বারউইক আর কীথ উধাও। অফিস-রুমে পায়চারি করতে করতে মাথার ওপর মৃদু পদশব্দ শুনতে পেল পল কেড্রিক।

চড়া গলায় ডাকল ও। মাথার উপর ছুটন্ত প্যায়ের শব্দ হলো। কয়েকমুহূর্ত পর সিঁড়ির মাথায় এসে দাঁড়াল সামান্থা ফক্স।

'কে?' পরক্ষণে কেড্রিককে চিনতে পেরে তাড়াতাড়ি নেমে এল। 'কোনও সমস্যা?'

সব কিছু খুলে বলল কেড্রিক, কিছুই গোপন করল না। 'হয়তো কিছুই হবে না। কিন্তু ঝামেলা শুরু হতে আবার বেশি কিছু লাগেও না। সবাই এখন জানে কোম্পানির বন্দুকবাজরা শহর থেকে চলে গেছে। বারউইক, কীথ আর তোমার মামা নিশ্চয়ই গা ঢাকা দিয়েছে।'

'আজ সারা দিনে একবারও মামার সঙ্গে আমার দেখা হয় নি। সকালে একসঙ্গে নাশতা করার পরই কোথায় যেন চলে গেছে।'

'দাঁড়াও, দেখছি। তোমার কাছে পিস্তল আছে?' জিজ্ঞেস করে আবার নিজেই মাথা নাড়ল কেড্রিক। 'হয়তো তার প্রয়োজন হবে না। এখানে সবাই তোমাকে পছন্দ করে, তা ছাড়া আগেই তুমি তোমার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছ। তোমার বিপদ হবার আশঙ্কা কম। তবু সাবধান থাকা ভালো। বিনাকাজে ঘর ছেড়ে বেরিয়ো না। গোলমাল একটা বাধল বলে!'

দরজার কাছে পৌঁছুনোর আগেই আবার সামান্থা ডাকল ওকে, ঘুরে মুখোমুখি হলো কেড্রিক।

'পল,' সামান্থার দৃষ্টিতে আবেদন ঝরছে। 'নিজের দিকে খেয়াল রেখো।'

দীর্ঘ কয়েক মুহূর্ত পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইল ওরা। মাথা দোলাল কেড্রিক। 'আচ্ছা, চেষ্টা করব।'

ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ির গোড়ায় থমকে দাঁড়াল কেড্রিক। বারউইক আর কীথ হয়তো গা ঢাকা দিয়েছে; কিন্তু যত খারাপই হোক, ভাগ্নীকে বিপদে ফেলে পালিয়ে যাবার মতো লোক তো গুন্টার নয়! গুন্টারের অন্তর্ধানের রহস্য কী? ভাবতে ভাবতে ঘাড় ফিরিয়ে এদিক-ওদিক তাকাল পল কেড্রিক। বাড়ির পেছনের রাস্তা খাঁ-খাঁ করছে, স্তূপ হয়ে আছে পাউডারের মতো মসৃণ ধূসর বালি; গাছের পাতায় পাতায়, ঝোপ ঝাড়ে ধুলোর পুরু আস্তরণ পড়েছে।

নেড়েচেড়ে গানবেল্ট জায়গামতো বসাল কেড্রিক, তারপর বাড়ির পেছন দিকে পা বাড়াল। সাধারণত আস্তাবল ঘোড়ায় গিজগিজ করে, কিন্তু এখন যেন ফাঁকা। দ্রুতপায়ে এগোল ও, পায়ে পায়ে ধুলো উড়ছে, ঝুন-ঝুন শব্দ উঠছে স্পারে।

আস্তাবলের কাছে পৌঁছে ওঅটর ট্রাফের পাশে দাঁড়াল পল। শহরের

কোলাহল কানে আসে কিনা শোনার চেষ্টা করল।

নীরবতা, অস্বাভাবিক নীরবতা।

সামান্থার নিরাপত্তার কথা ভেবে মুহূর্তের জন্যে ইতস্তত করল কেড্রিক, তারপর সব দ্বিধা ঝেড়ে পা বাড়াল; চওড়া দরজা গলে ঢুকল আস্তাবলে।

একটা ছাড়া সবগুলো স্টল খালি। স্টলের মুখে এসে দাঁড়াল কেড্রিক। গুন্টারের চেস্টনাটটা রয়েছে। কাছেই পড়ে আছে স্যাডল। তা হলে কী শহরেই আছে গুন্টার? একটু ভেবে সম্ভাবনাটা নাকচ করে দিল কেড্রিক। মাথা থেকে টুপি খুলে রুমালে ব্যান্ড মুছল, আবার জায়গামতো বসাল ওটা। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রতিটি স্টল পরীক্ষা করল ও, চেহারায় চিন্তার ছাপ।

কোথাও কিচ্ছু নেই!

বিভ্রান্ত কেড্রিক আস্তাবল থেকে বেরিয়ে এল। সূর্য যেন আগুন ঢালছে। কোথাও কোনও শব্দ নেই। চোখ ছোট করে ইতিউতি তাকাল ও। এখনকার এই বড় আস্তাবল তৈরি হওয়ার আগে যেটা আস্তাবল হিসেবে ব্যবহৃত হত, সেই জরাজীর্ণ দালানটা চোখে পড়ল। কয়েক মুহূর্ত সেদিকে চেয়ে রইল কেড্রিক। তারপর পা বাড়াল। সঙ্গে সঙ্গে কানে এল ঘোড়ার খুরের শব্দ, চট করে উবু হয়েই বসে পাঁই করে ঘুরল ও, দুই হাত প্রস্তুত।

পর মুহূর্তে আবার সোজা হয়ে দাঁড়াল। স্যাডল থেকে পিছলে নেমে ছুটে আসছে স্যু লেইন। 'ওহ্, পল, তুমি এখানে! আর আমি এদিকে খুঁজে সারা!' কেড্রিকের বাহু আঁকড়ে ধরে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল মেয়েটা। 'কালকের মিটিংয়ে তুমি যেয়ো না, পল, বিপদ হবে!'

'ম্যাকলেনন ষড়যন্ত্র করেছে?'

'ম্যাকলেনন?' মুহূর্তের জন্যে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল স্যু লেইন। 'না, না! ম্যাক নয়!' চেহারা বদলে গেল ওর। 'আমার বাড়িতে চলো, পল, ওদের ঝামেলা ওরা পোহাবে! তুমি আমার সঙ্গে এসো!'

'হঠাৎ আমার জন্যে বড় উতলা হয়ে উঠলে যে?' প্রকৃতই কৌতূহল বোধ করছে কেড্রিক। 'তোমার সঙ্গে মাত্র একবার আমার কথা হয়েছে এবং সব ব্যাপারেই মতের অমিল পেয়েছি আমি।'

'তর্ক করে সময় নষ্ট করো না তো! ওদের কেউ যদি দেখে ফেলে আমি তোমার সঙ্গে কথা বলছি, বিপদে পড়ে যাব। তুমি আমার সঙ্গে চলো, গোলমাল না মেটা পর্যন্ত এখান থেকে দূরে থাকো। ডরনিকে আমি চিনি, ও তোমাকে ঘৃণা করে, পল, মন থেকে ঘৃণা করে!'

'তাই নাকি?' স্যু লেইনের কাঁধ চাপড়ে দিল পল কেড্রিক। 'যাও, ঘরে ফিরে যাও। এখানে অনেক কাজ পড়ে আছে আমার।'

'অ!' একটু কঠিন হলো স্যু লেইনের দৃষ্টি। 'ওই মেয়েটাই না যাওয়ার কারণ নিশ্চয়ই? কী যেন নাম, ফক্স? মেয়েটার কথা অনেক শুনেছি, খুব নাকি সুন্দরী আর–আর, কেমন মেয়ে সে?'

'চমৎকার,' গাঢ় স্বরে বলল কেড্রিক। 'আলাপ করে দেখো, তোমার ভালো লাগবে।'

আড়ষ্ট হয়ে গেল স্যু লেইন। 'আচ্ছা? মেয়েদের সম্পর্কে কী জানো তুমি পল? জানতে ইচ্ছে করছে। আদৌ কিছু জানো? সামান্থা ফক্সকে আমার ভালো লাগার প্রশ্নই ওঠে না।' কেড্রিকের কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিল ও। 'চাইলে আসতে পারো। কাল রাতে খবরটা পেয়েছি আমি। এমন কিছু ঘটুক আ-আমি চাই না।'

'কী-কীসের কথা বলছ?'

অধৈর্যের সঙ্গে মাটিতে পা ঠুকল স্যু লেইন। 'উফ্, বোকা নাকি! ওরা তোমাকে খুন করার প্ল্যান করছে, পল! কই, এবার চল!'

'এখন না,' শান্ত কণ্ঠে বলল কেড্রিক। 'আগে এ-বিবাদের একটা মীমাংসা করতে হবে। তারপর তোমাদের ওদিকে একবার যেতেও পারি।'

অধৈর্যভাবে ঘোড়ার দিকে এগিয়ে গেল স্যু লেইন। স্যাডলে চেপে ঘাড় ফিরিয়ে কেড্রিকের দিকে তাকাল। 'যদি মত পাল্টাও...'

'এখন নয়,' আবার বলল কেড্রিক।

'তা হলে সাবধান, খুব সাবধান, পল!'

স্যু লেইন চলে গেলে কী ভেবে হেডকোয়ার্টারের দিকে তাকাল পল কেড্রিক। জানালায় দাঁড়িয়ে ওর দিকে এতক্ষণ তাকিয়েছিল সামান্থা. চোখাচোখি হতেই চট করে সরে গেল। পা বাড়াতে গিয়েও থমকে গেল কেড্রিক। কী বলবে? এখন মেয়েটা কিছুই বুঝবে না।

বাড়ির সামনে যাবার জন্যে পা বাড়াল ও, কয়েক পা এগিয়ে আবার দাঁড়িয়ে পড়ল। ঘুরে দ্রুত পায়ে ফের এগিয়ে গেল পুরোনো আস্তাবলের দিকে। দরজার খিড়কিতে হাত রাখল। রোদ-বৃষ্টির অত্যাচারে কাহিল অবস্থা, আস্তে আস্তে খুলল ও, মরচে ধরা কব্জা আর্তনাদ করে উঠল। ভেতরে স্যাঁতসেঁতে পরিবেশ, গুমোট। এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল কেড্রিক। মাকড়শার জালে ঢাকা জানালার ফাঁক গলে রোদ এসে বহুদিন আগের খড়ে ছাওয়া মেঝেতে নকশা আঁকছে। এক কদম এগিয়ে সবচেয়ে কাছের স্টলে উঁকি দিল পল।

একটা হাতের ওপর মাথা রেখে উপুড় হয়ে পড়ে আছে জন গুন্টার. শার্টের পেছনে রক্তের দাগ। মৃতদেহটার পাশে হাঁটু গেড়ে বসল পল।

পেছনে ছুরি মেরে হত্যা করা হয়েছে সামান্থার মামাকে, উপর্যুপরি তিনবার আঘাত করেছে খুনী। আঘাতের চেহারা দেখে মনে হয়, ডেস্কে বা টেবিলে বসে কাজ করছিল গুন্টার, এই সময় অতর্কিতে হামলা চালানো হয়েছে।

কয়েক ঘণ্টা আগেই মারা গেছে জন গুন্টার।

নয়

প্রকাণ্ড শরীর নিয়ে বেশ সহজ ভঙ্গিতেই স্যাডলে বসে এগিয়ে চলেছে অ্যান্টন বারউইক। লম্বা লম্বা পাঅলা একটা ব্লাড বে হাঁকাচ্ছে সে। অ্যাপালুসা নিয়ে পাশে রয়েছে ক্যাপ্টেন পল কেড্রিক। মাঝে মাঝে স্পারের গুঁতোয় ঘোড়ার গতি বাড়িয়ে সামনে চলে যাচ্ছে বারউইক, একটু পরেই আবার কেড্রিকের পাশে আসছে। পুরোনো ছেঁড়া দোমড়ানো-মোচড়ানো একটা টুপি মাথায় দিয়েছে সে, গলায় প্যাঁচানো রুমালটাও নোংরা, ঘামের দাগ-পড়া শার্টের কলার ঢেকে রেখেছে।

বেল্টের ওপর দিয়ে ঝুলে পড়েছে গায়ের শার্ট। একটা পিস্তল ঝুলছে কোমরে, অনেক উঁচু করে বাঁধা গানবেল্ট, এভাবে ঝোলানো পিস্তল বের করা অসুবিধেজনক। যেমন ছিল তেমনই আছে বারউইকের দাড়ি, কর্কশ নোংরা কাঁচাপাকা। কিন্তু কথাবার্তায় অস্বাভাবিক আন্তরিক মনে হচ্ছে তাকে।

'দেশটা বড় সুন্দর, কেড্রিক। এমন দেশে মরেও সুখ। হাতের কাজ শেষ করে এখানেই ধারে-কাছে কোথাও একটা র‍্যাঞ্চ গড়ে তোল না কেন? আমিও তাই করব ভাবছি।'

'মন্দ বলো নি।' বাঁ হাতে লাগাম ধরেছে কেড্রিক, ডানহাত ঝুলছে পাশে। 'গতকাল সামান্থা ফক্সের সঙ্গে এ-নিয়ে আলাপ করেছি।'

বারউইকের ঠোঁটের হাসি অদৃশ্য হলো। 'কাল ওর সঙ্গে দেখা হয়েছে? কখন?'

'বিকেলে,' সহজ কণ্ঠে বলল কেড্রিক; কিন্তু বারউইকের কণ্ঠস্বরের আকস্মিক পরিবর্তন নজর এড়াল না। গুন্টারকে বারউইকই খুন করে নি তো? নাকি কাজটা ইয়েলো বাটের কারও? যা অবস্থা, সত্যি জানার উপায় নেই। 'অনেকক্ষণ কথা বলেছি আমরা। সামান্থা চমৎকার মেয়ে।'

জবাব দিল না বারউইক, পরস্পরের সঙ্গে চেপে বসল ঠোঁটজোড়া। ক্যানিয়নের লালচে দেয়াল দুপাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। সল্ট ক্রিকের তলদেশ থেকে প্রায় পাঁচশো ফুট উঁচুতে রয়েছে ওরা। গন্তব্যে পৌঁছুতে বেশি দেরি নেই। অস্বাভাবিক সতর্ক হয়ে উঠেছে বারউইক, ধাঁধায় পড়ে গেল কেড্রিক। কোনরওকম বিপদের আশঙ্কা করছে না তো লোকটা? কিন্তু এ-প্রসঙ্গে উচ্চবাচ্য করল না ও।

স্যু লেইনের সাবধানবাণীর কথা মনে পড়ে গেল। ওকে হত্যা করতে চাইছে ওরা—কিন্তু এই *ওরা*টা কারা? স্পষ্ট করে বলে নি মেয়েটা। স্রেফ আজকের মিটিংয়ে যোগ দিতে বারণ করেছে জোর গলায়। মনে মনে ব্যাপারটা উল্টে পাল্টে দেখল কেড্রিক। মেয়েটা পরিকল্পিতভাবে আপোস প্রচেষ্টা বানচাল করতে চায় নি তো? নাকি সত্যিই গোপন কোনও তথ্য জানতে

পেরে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে?

স্যু লেইনের বন্দুকবাজ ভাই, পিট লেইন সম্পর্কে এখনও স্পষ্ট ধারণা লাভ করতে পারে নি পল্ কেড্রিক। কোনও আলোচনাতেই পিটের নাম উচ্চারিত হয় নি। কিন্তু সব সময় ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থাকলেও, কেড্রিক নিশ্চিত, সেই ইঁদুর-রঙা ঘোড়াটার রহস্যময় সওয়ারীর মতো বর্তমান সংকটে তারও একটা বিশেষ ভূমিকা আছে। স্যু বলেছে ঘোড়াটা নাকি ভোজবাজির মতো অদৃশ্য হয়ে যায়–আজগুবী গল্প! কিন্তু সু লেইনের মতো মেয়ের তো আষাঢ়ে গল্পে বিশ্বাস করার কথা নয়!

সল্ট ক্রিকের ক্যানিয়ন চওড়া হয়ে গেছে এখানে, কয়েকটা শাখা ক্যানিয়ন এসে মিশেছে এটার সঙ্গে। ক্যানিয়নের তলদেশ ছেড়ে ট্রেইল থেকে প্রায় সাতশো ফুট উঁচু আকাশচুম্বি ক্লিফের দিকে এগোল ওরা, দক্ষিণ দিকে। খানিক পর পর নোংরা রুমালে ঘামে চটচটে মুখ মুছছে বারউইক। কথা বলছে না, একেবারে বোবা বনে গেছে।

টুপি ঠেলে পেছনে সরাল কেড্রিক, একটা সিগারেট রোল করতে শুরু করল। বারউইককে এই প্রথম এমন উত্তেজিত হতে দেখছে ও, ভাবনায় পড়ে যাচ্ছে। গুন্টারের হত্যাকাণ্ড নিয়ে কোম্পানির কারও সাথে কথা বলে নি পল। শহরের কিছু লোকের সাহায্যে লাশটা সরানোর ব্যবস্থা করেছে। হত্যাকাণ্ডের পরিণতিতে তুমুল লড়াই বেধে যাবে, আশঙ্কা করেছিল কেড্রিক, অথচ লড়াই থামানোর জন্যেই আপ্রাণ চেষ্টা করছে ও। সমস্যা, গুন্টারকে যে কে কী কারণে হত্যা করল সেটাই বোঝা যাচ্ছে না। ব্যাপারটা সিঙ্গার হত্যার প্রতিশোধও হতে পারে। আবার কীথ অথবা বারউইকও করে থাকতে পারে কাজটা।

হঠাৎ রাশ টেনে ধরল কেড্রিক। একটা ঘোড়া উত্তর পশ্চিম কোণ থেকে এসে এদিক দিয়ে গেছে, টাটকা ট্র্যাক দেখা যাচ্ছে। বারউইকও দেখল।

'এই ট্র্যাক আমার চেনা,' বলল কেড্রিক। 'ঘোড়াটা কার?'

'চল তো,' অধৈর্য কণ্ঠে বলল অ্যালটন বারউইক। 'ওরা আমাদের জন্যে অপেক্ষা করবে।'

সকালের সোনালি আলোয় এগিয়ে চলল দুজন। মাথার উপর নীল আকাশ ধনুকের মতো বেঁকে গিয়ে দিগন্ত স্পর্শ করেছে। টুকরো টুকরো শাদা মেঘ ভাসছে, যেন দীঘিতে সাঁতার কাটছে রাজহাঁসের দল। বাঁয়ে লালচে পাহাড়গুলো আকাশের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ডানে, দূরে হারিয়ে গেছে উপত্যকা, চোখ ভোলানো দৃশ্য। সেজঝোপে ঢাকা মাঠের ওপর দিয়ে দৃষ্টি মেলে দিল পল। এখান থেকে সাত আট মাইল দূরে এই নীলের সাগরেই হারিয়ে গেছে ম্যালপাই ক্যানিয়ন। ওখানে স্যু লেইন আছে।

এখন কী ঘরে আছে মেয়েটা? নাকি কোথাও বেরিয়ে গেছে? হালকা-পাতলা, কালো চুল আর কালো চোখের মেয়েটা সত্যি আকর্ষণ করে। মরুভূমির সূর্যের প্রখর তাপ ওর কোমল ত্বকে সামান্যতম রুক্ষতা আনতে পারে নি। বিপদ সম্পর্কে ওকে সতর্ক করতে অনেক পথ পাড়ি দিয়ে মাস্ট্যাংয়ে

ছুটে গিয়েছিল সে। কেন? ওকে বাঁচাতে? মেয়েটা ওর প্রতি দুর্বল হয়ে পড়ল না তো? চট করে ধারণাটা নাকচ করে দিল পল। তবু প্রশ্নটা অনবরত খুঁচিয়ে চলল ওকে। সুন্দরী হলেও কঠিন এবং স্বার্থপর স্যু লেইন, এখানে থাকতে চায় না, দূরে কোথাও যেতে চায়।

তাপ-তরঙ্গ নাচছে নীচের সমতলে। লাল-পাহাড়ী-দেয়ালের নীচে ছায়া পড়েছে। হঠাৎ বাতাসে বালির ঘূর্ণি উঠল, পিশাচিনীর মতো নাচল মরুভূমির বুকে, তারপর ঘন অ্যান্টিলোপ ঝোপ আর ক্যাট-ক্লর মাঝে হারিয়ে গেল। কপালের ঘাম মুছল ক্যাপ্টেন কেড্রিক। পুবে ঘোরাল অ্যাপালুসা। দূরে চিমনি রক-এর সুউচ্চ চূড়া দেখা যাচ্ছে। আশপাশে আরও অনেক পাহাড় জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে।

'ওই যে,' বারউইকের কণ্ঠে বিজয়ের সুর, 'ওরা আছে!'

দক্ষিণে, মাইল তিনচার দূরে, দু'জন ঘোড়সওয়ারকে দেখা যাচ্ছে, চিমনি রকের দিকে এগিয়ে আসছে। এত দূর থেকে ওদের চেনা না গেলেও গন্তব্য বুঝতে কষ্ট হচ্ছে না।

'চমৎকার,' উজ্জ্বল হয়ে উঠল বারউইকের চেহারা। 'সময় মতোই পৌঁছে যাবে ওরা। মনে করো—' ভারি সোনার ঘড়িটা দেখল সে, 'ওদের আগেই কিন্তু ওখানে পৌঁছে যেতে পারবে তুমি। এক কাজ করো? তুমি গিয়ে ওদের জন্যে অপেক্ষা করো, এই ফাঁকে আমি ওদিকে ক্যানিয়নের ভেতর দিকে একটা চাতাল পরীক্ষা করে আসি, ঠিক আছে? দেরি করব না।'

কয়েক মিনিট পর চিমনি রক-এর ছায়ায় এসে ঘোড়া থামাল ক্যাপ্টেন পল কেড্রিক। একটা খুদে পুকুর আছে এখানে। অ্যাপালুসাকে পানি খাইয়ে কিছু বোল্ডার আর গাছের আড়ালে ঘেসো জমিতে ছেড়ে দিল। তারপর ফিরে এসে মাটিতে বসে সিগারেট ধরাল। আরও এগিয়ে এসেছে ঘোড়সওয়াররা। একজন একটা চেস্টনাট হাঁকাচ্ছে, লম্বা লম্বা পা ফেলছে ওটা। অন্যটা একটা ড্যাপল্ড গ্রে।

কেড্রিকের সামনে এসে ঘোড়া থামিয়ে স্যাডল থেকে নামাল ওরা। প্রথমজন পিটার সেগাল। অন্যজনকে কেড্রিক চেনে না, আগে দেখে নি।

'ম্যাকলেনন কোথায়?' জানতে চাইল ও।

'সময় মতো র‍্যাঞ্চ থেকে আসতে পারে নি বলে আমি স্টীলম্যানকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছি। স্টীলম্যান ভালো লোক। ওর কথা আমাদের সবার কাছে গ্রহণযোগ্য। তবে ববের মুখে প্রতিশ্রুতি চাইলে, প্রয়োজনে ও-ও আসবে নিশ্চয়ই।'

'বারউইক এসেছে আমার সঙ্গে। ক্যানিয়নের ভেতর কী একটা চাতাল পরীক্ষা করতে গেছে সে।'

গোল হয়ে দাঁড়াল তিনজন। কেড্রিককে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জরিপ করল স্টীলম্যান।

'ডাই রীডের মুখে তোমার অনেক প্রশংসা শুনেছি। তুমি নাকি খুবই বিশ্বস্ত লোক।'

'অন্তত বিশ্বস্ত থাকার চেষ্টা করি,' সিগারেটে শেষ টান দিয়ে ছুঁড়ে ফেলতে গিয়ে মুখ তুলে তাকাল পল কেড্রিক।

মুহূর্তের জন্যে আড়ষ্ট হয়ে গেল ও, ফ্যাকাসে হয়ে গেল চেহারা, পরক্ষণে সতর্ক হয়ে উঠল। 'সাবধান!' চিৎকার করে বলল, 'শুয়ে পড়ো!'

বন্দুকের কানফাটা আওয়াজে চাপা পড়ে গেল ওর গলা। কেড্রিক মাটি স্পর্শ করার আগেই কী একটা যেন আঘাত করল ওর দেহে। পরমুহূর্তে খাবলা লাগল খুলিতে। অন্ধকারের স্রোত ধেয়ে এল, অতল অন্ধকার টেনে নিতে শুরু করল ওকে···নীচে···আরও নীচে। দম বন্ধ হয়ে আসছে। অকস্মাৎ দপ করে নিভে গেল সব আলো। তারপর আর কিছু মনে নেই।

তৃপ্তির সঙ্গে মুচকি হাসল অ্যাল্টন বারউইক। সিগারেট ছুঁড়ে ফেলে দিল। ঠাণ্ডা মাথায় ঘোড়া ঘোরাল। চিমনি রক-এর কাছে একটা নিচু পাথুরে দেয়ালের পেছন থেকে বেরিয়ে এসেছে চার অশ্বারোহী, সেদিকে এগোল। বারউইক ওদের কাছে যাবার আগেই ছায়ায় লুটানো তিনজন মানুষের কাছে পৌঁছে গেল ওরা। স্যাডল থেকে নেমে রাইফেল হাতে বারউইকের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল।

'একদম খতম!' বলল ডরনি শ', কঠিন দৃষ্টি তার। 'চিরদিনের জন্যে চুকে গেল ঝামেলা!'

ফেসেনডেন, ক্লসন আর পয়েন্সেট মাটিতে শায়িত কেড্রিকদের দিকে তাকিয়ে আছে, কিছু বলছে না। হামলার হাত থেকে কেউ যাতে রেহাই না পায়, সেজন্যে অন্য এক জায়গায় লুকিয়ে ছিল লী গফ, বেরিয়ে এসে ওদের সঙ্গে যোগ দিল। ঝুঁকে পড়ল সে কেড্রিকদের দিকে।

আক্ষরিক অর্থেই বুলেটের আঘাতে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে পিটার সেগাল, ছিন্নভিন্ন, রক্তাক্ত। একপাশে পড়ে আছে স্টীলম্যান, অর্ধেকটা খুলি উড়ে গেছে। গাঢ় ছায়ায় লুটিয়ে আছে ক্যাপ্টেন কেড্রিক, রক্তাপ্লুত মাথা, শরীরও রক্তাক্ত।

'আরও এক দফা গুলি লাগিয়ে দেব? নিশ্চিত হওয়া যেত?' পয়েন্সেট জিজ্ঞেস করল।

'নিশ্চিত হওয়ার আর বাকি আছে কী?' ভেঙচি কাটল ক্লসন। 'দেখছ না চালুনির মতো ফুটো হয়ে গেছে একেকটা?'

'কেড্রিকের কী অবস্থা?' জিজ্ঞেস করল ফেসেনডেন। 'ব্যাটা সত্যিই মরেছে?'

'মরে ভূত হয়ে গেছে,' বলল লী গফ।

'আরে!' বাধা দিয়ে বলল ডরনি শ', 'এ-তো ম্যাকলেনন না! স্টীলম্যান!'

একসঙ্গে স্টীলম্যানের পাশে জড়ো হলো ওরা।

'তাই তো!' হিংস্র কণ্ঠে বলে উঠল বারউইক। 'মুশকিল হলো দেখছি! এখন ম্যাকলেননকে ধরতে না পারলে–' ডরনি শ'র দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে চুপ করে গেল সে।

ডরনির হালকা ধূসর চোখ দু'টো ছেলেমানুষি উত্তেজনায় নেচে উঠল।

'কুছ পরোয়া নেই, বস,' সিগ্যারেট ফেলে গোড়ালি দিয়ে পিষে নেভাতে নেভাতে বলল সে, 'আমি আছি কেন? ম্যাকলেনন শালাকে আমার হাতে ছেড়ে দাও। কাল সন্ধ্যা নাগাদ ব্যাটার দফারফা করে দিচ্ছি!'

'আমি আসব?' পয়েন্সেট জিজ্ঞেস করল।

'দরকার হবে না,' বলল ডরনি শ'। 'তবে চাইলে আসতে পারো। শুনেছি বব ম্যাকলেনন নাকি সীমান্তের কোন্ এক শহরের মার্শাল ছিল। মার্শালের বাচ্চাদের আমার মোটেই সহ্য হয় না।'

যার যার ঘোড়ার কাছে ফিরে এল ওরা, স্যাডলে চেপে রওনা হলো। পশ্চিমে গেল ডরনি শ', পয়েন্সেট এবং লী গফ–বব ম্যাকলেননকে শিকার করতে যাচ্ছে; অ্যাল্টন বারউইক, চোখের কোণে কুঞ্চন, চলেছে পুবে, মাসট্যাংয়ের দিকে। অন্যরাও রয়েছে তার সঙ্গে। অস্বস্তির সঙ্গে স্যাডলে বসে পেছন ফিরে তাকাল ফেসেনডেন।

'ওদের মৃত্যুর ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারলে ভালো হত,' বলল সে।

'শখ থাকলে ফিরে যাও!' বলল ক্রুসন। 'বললাম তো সবকটা মরে ভূত হয়ে গেছে। কেড্রিক শালাকে অসহ্য লাগত আমার! পয়লা গুলিটা সোজা তার খুলি বরাবর ছুঁড়েছি, বুঝলে?'

বিকেল গড়িয়ে চলল। পশ্চিমে হেলে পড়ল সূর্য। সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সঙ্গে নামল প্রচণ্ড শীত। রূপালি চাঁদের কাছে কোথায় যেন করুণ ফরিয়াদ জানাল একটা কয়োটি। অন্ধকার আকাশের নীচে নিস্তব্ধ মরুভূমি।

আকাশচুম্বী চিমনি রক আর তার আশপাশে কোথাও কোনও স্পন্দন নেই। একটা কয়োটি এদিকে এগিয়ে আসছিল। বাতাসে রক্তের গন্ধ পেয়ে ভয়ে সিঁটিয়ে গেল। পিছিয়ে গেল দু'কদম। তারপর ঘুরে ছুট লাগাল যেদিক থেকে আসছিল সেদিকে। পেছন ফিরে তাকাল একবার। পুকুর পারে এখনও আছে কেড্রিকের অ্যাপালুসা, হাঁটছে, মাঝে মাঝে ঘাস খাচ্ছে। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল ওটা, রক্তের গন্ধে নাকের পাটা ফুলে উঠল।

গাছপালা আর বোল্ডারের আড়ালে থাকায় গোলাগুলির সময় মাথা তুলেও কিছু দেখতে পায় নি ঘোড়াটা, ঘাস খাওয়ায় মন দিয়েছে আবার। কোথাও কিছু নড়ছে না। রাতের হিম রক্ত জমাট বাঁধিয়ে দিচ্ছে। আড়ষ্ট হয়ে যাচ্ছে মাটিতে শায়িত মানুষগুলোর শরীর।

দশ মাইল উত্তরে, একটা খোঁড়া ঘোড়া টেনে নিয়ে পায়ে হেঁটে এগোচ্ছে লরেডো শ্যাড। কেড্রিকের সঙ্গে সন্ধ্যায় দেখা করার কথা, দেরি করে ফেলেছে। ঘণ্টা দু'এক আগে একটা খাদের কিনারা ধরে এগোনোর সময় মাটি ধসে পড়ায় আছড়ে পড়ে পা মচকেছে ঘোড়াটার। আপনমনে বিড়বিড় করে চলেছে শ্যাড, হাঁটছে, দু'ঘণ্টা ধরে রাতের মতো ক্যাম্প করবে না এগিয়ে যাবে, ঠিক করার চেষ্টা করছে। কেড্রিক ওর জন্যে অপেক্ষা করে থাকবে ভেবে থামতে পারছে না।

এক ঘণ্টা পর। পায়ে ফোস্কা পড়ে গেছে, তবু হাঁটছে লরেডো শ্যাড। হঠাৎ ঘোড়ার খুরের শব্দ কানে এল। দাঁড়িয়ে পড়ল ও। রাইফেল তুলে নিল হাতে। একটু পরেই আঁধার ফুঁড়ে বেরিয়ে এল এক অশ্বারোহী, রাশ টানল সে। দীর্ঘ নীরবতা। লরেডো শ্যাডই প্রথম কথা বলল।

'নাম বলো, পার্ডনার।'

নবাগত অশ্বারোহীও সশস্ত্র। 'বব ম্যাকলেনন,' বলল সে। 'তুমি?'

'লরেডো শ্যাড। আমার ঘোড়াটা খোঁড়া হয়ে গেছে। চিমনি রক-এর দিকে যাচ্ছি। কেড্রিকের সঙ্গে ওখানে দেখা করার কথা।' ম্যাকলেননের দিকে তাকাল ও। 'তোমারও তো মিটিংয়ে থাকার কথা ছিল? কি হলো?'

'আমি সময় মতো পৌঁছুতে না পারায় সেগাল আর স্টীলম্যান গিয়েছিল। কিন্তু সন্ধ্যার পরেও ওরা ফেরে নি, তাই খোঁজ করতে বেরিয়েছি।'

'কী বললে?' তীক্ষ্ণ চিৎকার বেরুল শ্যাডের গলা চিরে। 'ম্যাকলেনন, আমার ভয় হচ্ছে। কোথাও একটা ভজকট হয়ে গেছে বোধ হয়। বারউইককে ফুটো পয়সারও বিশ্বাস নেই!'

টেক্সানকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মাপল ম্যাকলেনন। লোকটাকে ভালো লাগলেও দ্বিধা হচ্ছে।

'তোমার মার্কা কিন্তু অন্য কথা বলে, তুমি কোম্পানির লোক নও?'

মাথা নাড়ল লরেডো শ্যাড। 'আসলে ব্যাপারটা এরকম, এখানে লড়াই করে টাকা কামাতে এসেছিলাম। কিন্তু কিছু কিছু ব্যাপারে বাছবিচার করে চলি আমি। এখানকার ব্যাপারস্যাপার আমার আর কেড্রিকের পছন্দ হয় নি। তাই কোম্পানির কাজ ছেড়ে দেয়ার কথা ভাবছিলাম আমরা। শুধুমাত্র শান্তি বজায় রাখা যাবে, এই আশায় রয়ে গিয়েছিল কেড্রিক। আমি ওর সঙ্গ ছাড়ি নি।'

'আমার পেছনে উঠে পড়ো,' বলল ম্যাকলেনন। 'দু'জনকে অনায়াসে পিঠে নিতে পারবে আমার ঘোড়া, তা ছাড়া বেশি দূর তো নয়!'

দশ

চোখ মেলে তাকাল কেড্রিক, অনেকক্ষণ বুঝতে পারল না কিছু। অপরিচিত একটা কামরায় নরম বিছানায় শুয়ে আছে ও। অনেকগুলো মুহূর্ত নিঃসাড় পড়ে রইল, স্মৃতির পাতা হাতড়ে বোঝার চেষ্টা করল কোথায় আছে? কেন? আচ্ছা, কে ও? হ্যাঁ, মনে পড়েছে ক্যাপ্টেন পল কেড্রিক···নিউ অরলিন্স থেকে···একটা কাজ নিয়ে পশ্চিমে এসেছিল···এবার একে একে মনে পড়ে গেল সব।

চিমনি রক-এ মিটিং ছিল। ম্যাকলেনন আসতে না পারায় স্টীলম্যানকে নিয়ে সভায় যোগ দিতে এসেছিল পিটার সেগাল। ঠোঁট থেকে সিগারেট ফেলতে গিয়ে সামনে তাকাতেই পাথরের আড়ালে লুকানো লোকগুলোকে দেখতে পায় ও, রাইফেলের ব্যারেলে সূর্যের আলো ঝিলিক মারছিল। সঙ্গে

সঙ্গে বাকি দুজনকে সাবধান করে মাটিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে সে, কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে, আহত হয়েছে ও, কমপক্ষে একটা গুলি ঢুকেছে শরীরে।

কতক্ষণ, কতদিন আগের ঘটনা সেটা? ঘাড় ফিরিয়ে এপাশ-ওপাশ তাকাল পল কেড্রিক। চৌকো কামরা, একদিকের দেয়াল নিরেট পাথরের তৈরি, অন্য এক দেয়ালের অংশবিশেষও তাই। ঘরের অবশিষ্ট অংশ জুৎসই পাথরের টুকরো বসিয়ে বানানো হয়েছে। বিশাল বিছানা ছাড়াও এ-ঘরে একটা চেয়ার টেবিল আছে। কেড্রিক নড়ে উঠতেই ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দে তীব্র আপত্তি জানাল খাটটা। ঘরের দরজা খুলে গেল। মুখ তুলেই সামান্থা ফক্সের চেহারা দেখতে পেল কেড্রিক।

'সামা?' বিস্মিত কেড্রিক। 'কোথায় আমি? কী হয়েছে আমার?'

'কয়েকদিন হলো অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছ,' বিছানার পাশে দাঁড়াল সামান্থা। 'মারাত্মক চোট পেয়েছ, প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়েছে তোমার। আহত হওয়ার অনেক পর লরেডো শ্যাড আর বব ম্যাকলেনন তোমাকে খুঁজে পেয়ে এখানে নিয়ে এসেছে।'

'আর সেগালরা?'

'দুজনই মারা গেছে। তোমারও মারা যাবার কথা ছিল।'

'কিন্তু এটা কোন্ জায়গা?'

'বহু পুরোনো একটা ক্লিফ-হাউস। থিভিং-রক পাহাড়ের ওপর এক পাশে বানানো হয়েছে এ-বাড়িটা। ম্যাকলেনন চিনত। তুমি বেঁচে আছ জানতে পারলে ওরা আবার তেড়ে আসবে বুঝতে পেরে তোমাকে এখানে নিয়ে আসে ও। লরেডো শ্যাড ওকে সাহায্য করেছে।'

'এখন এখানে আছে ওরা?'

'শ্যাড আছে। প্রায়ই জিনিসপত্র আনতে ইয়েলো বাট-এ যেতে হয় তাকে। ইদানীং খুব সতর্ক থাকতে হচ্ছে, সম্ভবত সন্দিহান হয়ে উঠেছে ওরা।'

'আর ম্যাকলেনন?'

'ও মারা গেছে, পল। ডরনি শ' খুন করেছে ওকে। তোমার জন্যে ডাক্তার আনতে মাস্ট্যাংয়ে গিয়েছিল, মাঝ রাস্তায় ওকে গানফাইটে চ্যালেঞ্জ করে ডরনি। বব ম্যাকলেনন ক্ষিপ্র, কিন্তু ডরনি শ'য়ের মতো নয় কোনওমতেই, পিস্তল বের করার আগেই ডরনির গুলিতে মারা গেছে।'

'তুমি এখানে এলে কী করে?'

'লরেডো শ্যাডের সঙ্গে আলাপ করে ম্যাকলেনন আমার কাছে গিয়েছিল। আমি কোম্পানির বিরোধিতা করছি জানত। সেজন্যেই আমাকে বেছে নিয়েছে ওরা। তোমার আহত হওয়ার খবর পেয়ে দেরি করি নি, এখানে চলে এসেছি। খুব ভালো না হলেও নার্সিং মোটামুটি জানতাম, লরেডোর সাহায্যে যদ্দূর সম্ভব করেছি। লরেডো অসম্ভব ভালো লোক, পল। একেই বোধ হয় বন্ধু বলে। তোমার জন্যে কিনা করেছে! না দেখলে আমি বিশ্বাস করতাম না।'

মাথা দুলিয়ে সায় দিল কেড্রিক। 'গুলি করেছিল কারা? আমি সম্ভবত পরেন্সেটকে দেখেছি।

'হ্যাঁ, সে-ও ছিল। ওদের এ-নিয়ে কয়েকবার আলোচনা করতে দেখলেও এমন কিছু হতে পারে ভাবতে পারি নি। পয়েন্সেটের সঙ্গে লী গফ, ফেসেনডেন, ক্লসন আর ডরনি শ' ছিল ওখানে।'

'আর কিছু ঘটেছে?'

'কী নয়? ইয়েলো বাট স্যালুন আর লিভারি-স্ট্যাবল পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে ওরা। অর্ধেকেরও বেশি লোককে তাড়িয়ে দিয়েছে ঘর-বাড়ি থেকে। সারভেঅররা এখন কাজ করছে ওখানে, আগের জরিপে ভুল থাকলে শুধরে নেয়ার জন্যে এসেছে। পিট লেইন আর তোমার বন্ধু ডাই রীডের নেতৃত্বে ইয়েলো বাটবাসীদের একটা দল পাহাড়ের আড়ালে আশ্রয় নিয়েছে। ওখানে বসে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে ওরা।'

'আর স্যু লেইন?'

ঝট করে কেড্রিকের দিকে তাকাল সামান্থা ফক্স। 'মেয়েটাকে তোমার খুব পছন্দ, না? ও, হ্যাঁ—কীথের সঙ্গে যোগ দিয়েছে সে। চব্বিশ ঘণ্টাই একসঙ্গে আছে। বলতে গেলে কীথই এখন দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। আরও কয়েকজন পিস্তলবাজ আমদানি করা হয়েছে। মিক্সাসরাও আছে। অ্যান্টন বারউইক আর লরেন কীথের হাতের মুঠোয় চলে গেছে দেশটা। এরই মধ্যে একটা নির্বাচন অনুষ্ঠিত করেছে ওরা।'

'নির্বাচন?'

'হ্যাঁ। নিজেরাই ভোট গুনেছে। মেয়র হয়েছে আমাদের কর্নেল কীথ, আর ফেসেনডেন হয়েছে শেরিফ। সঙ্গত কারণেই নির্বাচনে দাঁড়ায় নি বারউইক। আর ডরনি শ' তো প্রাণ গেলেও শেরিফের কাজ করবে না।'

'তা হলে দেখা যাচ্ছে সবকিছু সামলে নিয়েছে ওরা, না?' বলল কেড্রিক। 'আমি বেঁচে আছি এখনও জানতে পারে নি বোধহয়।'

'না, চিমনি রক-এ ফিরে গিয়ে তিনটে কবর খোঁড়ে লরেডো শ্যাড, সেগাল আর স্টীলম্যানকে কবর দিয়ে অন্য গর্তটিও আবার মাটি ফেলে ভরে দিয়েছে ও। তারপর ওটার ওপর তোমার নাম-ফলক পুঁতে দিয়েছে।'

'বাহ্, চমৎকার!' সন্তুষ্ট হলো পল কেড্রিক। সামান্থার দিকে তাকাল। 'আচ্ছা, ওদের চোখে ধুলো দিয়ে এখানে যাওয়া-আসা করছ কীভাবে?'

ঈষৎ রক্তিম আভা লাগল সামান্থার গালে। 'আমি আর ফিরি নি, পল। এ ক'দিন তোমার কাছেই ছিলাম। আসা-যাওয়া করার উপায় থাকলে তো? সব ফেলে চলে এসেছি আমি।'

'আর কয়দিন শুয়ে থাকতে হবে আমার?'

'ঠিক মতো বিশ্রাম নিলে বেশি না। নাও, এবার চুপ করো, অনেক কথা হয়েছে।'

মনে মনে পরিস্থিতি বিচার করে দেখল পল কেড্রিক। শিগগিরই জমি কেনা হয়ে যাবে বারউইকদের। এখন ওর একটাই কর্তব্য, অবৈধ উপায়ে কোম্পানি যাতে মুনাফা লুটতে না পারে, যেভাবে হোক তার ব্যবস্থা নেয়া। শুয়ে শুয়ে আস্তে আস্তে একটা প্ল্যান খাড়া করে ফেলল ও। ফাঁক-ফোকরগুলো

বন্ধ করে ধীরে ধীরে পূর্ণাঙ্গ রূপ দিল সেটাকে।

কাছেই দেয়ালে পেরেকের সঙ্গে ঝুলছে ওর পিস্তল দুটো। সেইন্ট জেমস থেকে আস্তাবলে রেখে আসা ব্যাগটাও আছে এক কোণে।

সন্ধ্যা নাগাদ চূড়ান্ত হয়ে গেল কেড্রিকের পরিকল্পনা। এর পরপরই লরেডো শ্যাড এল, বিস্তারিত জানাল ওকে।

'সিম্যারন?' একটু ভেবে মাথা দোলাল লরেডো, 'বুমফীল্ড হলে কাছে হত না? কী বলো?'

'ঠিক আছে,' সায় দিল কেড্রিক, 'তা হলে আর দেরি করো না।'

'ও-নিয়ে ভাবছি না,' তামাক চিবুতে চিবুতে বলল লরেডো শ্যাড। 'কদিন থেকেই খুবই সন্দেহপ্রবণ হয়ে উঠেছে ওরা। আমি বাইরে থাকতে থাকতেই ট্রেইল করে এখানে এসে পড়লে?'

'ঝুঁকি না নিয়ে উপায় নেই। এই যে নাও, টেলিগ্রাম আর চিঠি দেরি করো না!'

জানালা গলে রোদ ঢুকে গড়াগড়ি যাচ্ছে কামরায়। নাশতা নিয়ে ভেতরে এল সামান্থা ফক্স। কেড্রিকের দিকে তাকিয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেল চেহারা। 'আরে তুমি দেখছি বসে আছ?'

বোকার মতো হাসল কেড্রিক। 'হ্যাঁ, শুয়ে শুয়ে তো কম দিন কাটালাম না। আচ্ছা, ক'দিন হলো বলো তো?'

'প্রায় দু'সপ্তাহ,' বলল সামান্থা, 'কিন্তু এখন কিছুতেই হাঁটাহাঁটি করা চলবে না। আরও কিছু দিন বিশ্রাম নিতে হবে।'

জানালার কাছে এক কোণে বসলে নীচের ট্রেইলে সহজে নজর রাখা যায়। কেড্রিক ওখানে বসার পর একজোড়া উইনচেস্টার ওকে এনে দিল সামান্থা। অস্ত্র দুটো পরিষ্কার করে নিল কেড্রিক, যত্নের সঙ্গে তেল দিয়ে পালিশ করল, তারপর টোটা ভরে জানালার সঙ্গে ঠেস দিয়ে রাখল। এবার পিস্তলদু'টো পরীক্ষা করে ঢুকিয়ে রাখল হোলস্টারে। সব শেষে স্যাডলব্যাগ থেকে ওয়েলশ নেভী পিস্তল দুটি বের করে পরখ করল।

এখন আর কিছুই হয়তো করার নেই, ভাবছে কেড্রিক, অনেক দেরি হয়ে গেছে। কিন্তু আরও আগে র‍্যানসামের কথা মনে পড়ল না কেন? আশ্চর্য! ফ্রেডরিক র‍্যানস্যামের মতো জাঁদরেল উকিল সারা ওয়াশিংটনে আর আছে কিনা সন্দেহ। গৃহযুদ্ধের সময় কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করেছে ওরা। ফ্র্যাংকো-প্রুশিয়ান ওঅরে, ফ্রান্সে থাকতে ওর সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। পরিদর্শক হিশেবে ওখানে গিয়েছিল র‍্যানসাম। কোম্পানির জমি কেনায় কেউ যদি বাধা দিতে পারে, একমাত্র ও-ই পারবে, সময় যত কমই হোক না কেন!

টেলিগ্রামের সঙ্গে বিস্তারিত বিবরণসহ চিঠিও যাচ্ছে র‍্যানসামের কাছে, ওটার সাহায্যে একটা উপায় ঠিকই বের করে ফেলবে ও। জনপ্রিয় এবং করিৎকর্মা তরুণ সিনেটর র‍্যানসামের উঁচু মহলে যথেষ্ট যোগাযোগ, অমায়িক ব্যবহার দিয়ে সহজে যে কোনও কাজ আদায় করে নিতে পারে। তা ছাড়া

র‍্যানসাম একজন সুযোগ্য স্ট্র্যাটেজিস্টও বটে। বর্তমান পরিস্থিতিতে এমন একজন লোকই দরকার।

পাহাড়ের অনেকটা ভেতরে লোকচক্ষুর আড়ালে যে কোনও হামলা ঠেকানোর উপযোগী করে বানানো হয়েছে এই ঘরটা। এই পাহাড়ের নাম, সামান্থা জানিয়েছে, থিভিং-রক। শাদারা এখানে আসার বহু আগে যেসব ইন্ডিয়ান থাকত, ভয়ঙ্কর চোর ছিল ওরা, তাই এই নামকরণ। এখানে ঝর্না থাকায় পানির অভাব নেই। জরুরি প্রয়োজন মেটাবার মতো রসদপত্র রাখারও ব্যবস্থা আছে।

ধীরে ধীরে আরও দুটো দিন কেটে গেল। তৃতীয় দিন সকালে, জানালার পাশে বসতে যাবে, এমন সময় নীচের সংকীর্ণ ক্যানিয়নে একজন ঘোড়সওয়ারকে ঢুকতে দেখল কেড্রিক।

আস্তে আস্তে এগোচ্ছে লোকটা, তীক্ষ্ণ চোখে ট্রেইল জরিপ করছে। মাঝে মাঝে থামছে, সতর্ক নজর বোলাচ্ছে চারদিকে।

উঠে দাঁড়াল ক্যাপ্টেন কেড্রিক। একটা উইনচেস্টার নিয়ে পাশের কামরায় চলে এল।

'সামান্থা?' মৃদু কণ্ঠে ডাকল ও।

সাড়া নেই।

একটু অপেক্ষা করে আবার ডাকল পল। সাড়া মিলল না।

এবার উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল কেড্রিক, মনে পড়ল, সব্জির ঘাটতি মেটাবার জন্যে স্ক-ক্যাবেজ আনতে নীচে যাবে বলেছিল সামান্থা।

আবার জানালার কাছে ফিরে এল কেড্রিক। সতর্কতার সঙ্গে সামনের এলাকা জরিপ করল। বুকের ভেতর আচমকা লাফিয়ে উঠল হৃৎপিণ্ডটা। ক্যানিয়ন দেয়ালের একটা গর্ত থেকে স্ক-ক্যাবেজ তুলছে সামান্থা ফক্স, বড় জোর পঞ্চাশ গজ দূরেই দাঁড়িয়ে আছে অনাহূত অশ্বারোহী!

রাইফেল উঁচিয়ে দূরত্ব মাপল কেড্রিক। কমপক্ষে চারশো গজ দূরে এবং নীচে রয়েছে লক্ষ্যবস্তু। সযত্নে অশ্বারোহীকে তাক করল ও। তারপর রাইফেল নামিয়ে নিল। সামান্থার অনেক কাছে পৌঁছে গেছে লোকটা, গুলি ফসকে গেলে পাথুরে দেয়ালে বাড়ি খেয়ে ওকে আঘাত করতে পারে। ছুটন্ত বুলেট ক্যানিয়ন-দেয়ালে বাড়ি খেয়ে আবার ক্যানিয়নে ফিরে আসবে, সংকীর্ণ জায়গায় ছুটোছুটি করবে ওটা, বিপদের আশঙ্কা আছে।

সামান্থাকে বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করার একটা উপায় বের করা দরকার। আগত অশ্বারোহী সামান্থার পায়ের ছাপ দেখতে পেলে এই হাইডআউটের অস্তিত্ব ফাঁস হয়ে যাবে। লোকটার ঘোড়ার কানজোড়া আচমকা খাড়া হয়ে গেল, আড়ষ্ট হলো সে, সতর্ক, ডানে বাঁয়ে তাকাল। সাবধানে আবার অশ্বারোহীকে তাক করল কেড্রিক। অসতর্ক শত্রুকে হত্যা করা ওর ধাতের বাইরে, কিন্তু নিরুপায় হলে সেটাও করতে হবে!

সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে সামান্থা ফক্স। কান পেতে কী যেন শোনার চেষ্টা করছে। উত্তেজনায় টান টান হয়ে গেছে পল কেড্রিক। নিষ্পলক তাকিয়ে আছে

ও, কান খাড়া। অপেক্ষা করছে। এই মুহূর্তে বড় জোর পঞ্চাশ ফুট দূরত্ব সামান্থা আর আগন্তুকের মাঝে। অবশ্য বেরিয়ে থাকা একটা পাথর আর ওটার গায়ে জন্মানো আগাছা, একটা কটনউড আর গোটা কয়েক সিডার ওদের আলাদা করে রেখেছে।

কান পেতে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে ওরা। জিভের ডগা দিয়ে ঠোঁট ভেজাল পল কেড্রিক। অনেকক্ষণ এক নজরে তাকিয়ে থাকায় চোখে জ্বলুনি শুরু হয়েছে। হাতের পিঠে চোখ মুছল ও।

স্যাডল থেকে নামল অশ্বারোহী, হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করল। সাবধানে ঘোড়ার কাছ থেকে সরে এল সে, সামান্থার দিকে তাকাতেই কেড্রিক দেখল হাত নাড়ছে মেয়েটা। কেড্রিকও হাত নাড়ল প্রত্যুত্তরে। আবার রাইফেল তুলে ধরল ও। হাত নেড়ে আপত্তি জানাল সামান্থা। হাঁপ ছেড়ে অপেক্ষা করতে লাগল ক্যাপ্টেন কেড্রিক।

ক্যানিয়নের বালিময় তলদেশে ট্র্যাক পরখ করছে লোকটা। হাঁটু গেড়ে বসেছে। এদিক-ওদিক নজর বোলাচ্ছে। এই সময় নতুন চরিত্রের প্রবেশ ঘটল মঞ্চে। কেড্রিকের চোখের কোণে মৃদু নড়াচড়া ধরা পড়ায় ফিরে তাকাল ও, লরেডো শ্যাড এগিয়ে আসছে। চট করে জানালার দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ল লরেডো। তারপর একটু সামনে এগিয়ে স্যাডল থেকে নামল।

এত দূরে, জানালার কাছে বসে কিছুই শুনতে পাচ্ছে না কেড্রিক। কিন্তু বুঝতে পারছে গভীর বালির ওপর দিয়ে এগোতে কষ্ট হচ্ছে লরেডো শ্যাডের। অচেনা শত্রু থেকে মোটামুটি বার গজ দূরে দাঁড়িয়ে পড়ল ও।

নিশ্চয়ই কিছু বলেছে শ্যাড, হঠাৎ স্থির হয়ে গেল লোকটা। খুব আস্তে সোজা হয়ে দাঁড়াল সে। তারপর ঘুরল। সূর্যের আলোয় তার চেহারা দেখতে পেল কেড্রিক।

ক্লসন!

এর পরের ঘটনা প্রায় চোখের পলকে ঘটে গেল। কে, জানার উপায় নেই, একজন কিছু বলল। আচমকা পিস্তলবাজের বিশেষ কায়দায় হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল লরেডো শ্যাড, চকিতে বেরিয়ে এল ডানহাতের পিস্তল। রোদ পড়ে ঝিকিয়ে উঠল ওটার মাযল, মুহূর্তের জন্যে স্থির হলো। এবং ক্লসন ট্রিগার টেপার আগমুহূর্তে গুলি করল ও।

টলতে টলতে এক কদম পিছিয়ে গেল ক্লসন। আবার ট্রিগার টিপল লরেডো শ্যাড। আস্তে আস্তে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল আউট-ল। এগিয়ে গেল লরেডো, ক্লসনের কোমর থেকে গানবেল্ট খুলে নিল। তারপর ঘোড়ার পিঠ থেকে স্যাডলব্যাগ, রাইফেল আর কার্তুজ নামাল। এবার ক্লসনের লাশ সামান্থার সাহায্যে ধরাধরি করে স্যাডলে তুলে বেঁধে দিল। ঘোড়ার পাছায় চাপড় লাগাতেই ছুটতে শুরু করল ওটা।

সামান্থা ফক্স যখন ঘরে এল, মুখ ফ্যাকাসে। 'পুরো ঘটনাটা দেখেছ তুমি?'

মাথা দোলাল কেড্রিক। 'ওকে প্রাণ নিয়ে ফিরতে দেয়া সম্ভব ছিল না।

ক্লসন ফিরে গেলে কাল দুপুর নাগাদই আমরা শেষ হয়ে যেতাম। কিন্তু এবার,' সন্তোষের হাসি হাসল ও, 'নিজেদের প্রাণের কথা ভাবতে হবে ওদের।'

ভেতরে ঢুকে কেড্রিকের দিকে তাকিয়ে হাসল লরেডো শ্যাড়। 'ব্যাটা আগেই পিস্তল বের করে রেখেছে জানতাম না,' বলল ও। 'দুপায়ের মাঝখানে পিস্তল লুকিয়ে বসেছিল। আরেকটু হলেই গিয়েছিলাম।'

স্যাডলব্যাগটা নামিয়ে রাখল লরেডো শ্যাড। 'কিছু খাবার,' বলল ও, 'আর কয়েক রাউন্ড গুলি আছে এটায়। আমি আসার সময় গুলি নিয়ে এসেছি। ক্লসনেরগুলোও কাজ দেবে, কী বল? তোমার টেলিগ্রাম আর চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছি। টেলিগ্রাফারের একশো একটা প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে মুখে ফেনা উঠে গেছে আমার। এখানকার গোলযোগের কথা বোধ হয় চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে।'

'চমৎকার, যত প্রচার পাবে তত ভালো। মুসিবতে পড়ে যাবে কোম্পানি, আমাদেরই লাভ। নতুন কিছু কানে এল?'

'হ্যাঁ। গুন্টারের হত্যাকাণ্ড নিয়ে বাইরের এক লোক হৈ-চৈ শুরু করে দিয়েছে। তোমার ঘাড়ে নাকি দোষ চাপানোর চেষ্টা চলছে। কোম্পানি বলছে তুমিই খুন করেছ।'

মাথা ঝাঁকাল কেড্রিক। 'জানতাম, ওরা এমন কিছু বলবে। যাকগে, দু'একদিনের ভেতর এখান থেকে বেরিয়ে পড়ছি আমি। তারপর দেখা যাবে কত ধানে কত চাল!'

'আরও ক'দিন সময় নিলে ভালো করতে,' অনিশ্চিত কণ্ঠে বলল লরেডো শ্যাড। 'বদমাশগুলো এত তাড়াতাড়ি আমাদের খোঁজ পাবে না। অবশ্য,' হঠাৎ বলল ও, 'পরশু সেই গ্রুলা মাস্ট্যাংটার ট্র্যাক দেখেছি আমি। কাছেই।'

আবার গ্রুলা!

আরও দুটি দিন কেটে গেল। লরেডোর সঙ্গে পাহাড় থেকে নীচে নেমে এল পল কেড্রিক। ক্যানিয়নে হাঁটাহাঁটি করল। অদূরে একটা গুহায় ওদের ঘোড়া লুকিয়ে রাখা হয়েছে, ওগুলোর খোঁজ খবর নিল। ওকে দেখে খুশিতে মাথা নেড়ে ছুটে এল অ্যাপালুসা। হাসি মুখে ঘাড়ে হাত বুলিয়ে দিল কেড্রিক।

'কী-রে, তৈরি আছিস তো?'

'বল খেপে আছে,' বলল শ্যাড। একটা সিগারেট ধরিয়ে চোখ ছোট করে কেড্রিকের দিকে তাকাল। 'এখান থেকে বেরিয়ে কোথায় যাবে?'

'একটু ঘুরে ফিরে দেখব, তারপর পিট লেইনের সঙ্গে আলাপ করতে যাব। তারপর যারা আমাদের ফাঁদে ফেলে খুন করার চেষ্টা করেছে, সেই শয়তানগুলোকে খুঁজে বের করে নিজের হাতে শায়েস্তা করব। বিশেষ করে ডরনি শ'কে চাই আমি!'

'লোকটা এক নম্বর হারামী,' লরেডো বলল শান্ত কণ্ঠে। 'আমি অবশ্য দেখি নি, তবে সামান্থার কাছে শুনলাম, ওর হাতে নাকি বিদ্যুৎ আছে! ববকে খুন করার সময় সামান্থা দেখেছে ওকে।'

'আমাদের একজন খুন হয়েছে ওর হাতে,' শান্ত কণ্ঠে বলল কেড্রিক, 'জান দিতে হলেও বদলা নেব আমি।'

'ঠিক বলেছ। ডরনি একটা খুনী। তবে পালের গোদা অ্যান্টন বারউইক, আসল শয়তান। কীথ লোকটা ওর ডানহাত মাত্র। প্রয়োজনে তাকেও বিনা দ্বিধায় খুন করবে বারউইক। ওর মতো ধড়িবাজ লোক আর পাবে না।'

তিনদিন পর সামান্থাকে সঙ্গে নিয়ে রওনা হলো ওরা। রিমের উল্টো দিকে পিট লেইনের আস্তানায় এসে পৌঁছুল। হাইডআউটে ঢোকার পথে বাধা দিল ডাই রীড। তারপর পল কেড্রিককে চিনতে পেরে খুশি হয়ে উঠল সে।

'আরে, পল, তুমি!' চোখে মুখে শান্তির ছাপ তার। 'এসো, বাবা, এসো! আমরা শুনেছিলাম ওরা তোমাকে মেরে ফেলেছে!'

অগ্নিকুণ্ডের কাছে দাঁড়িয়ে আছে পিট লেইন, ওকে ঘিরে শুয়ে আছে দশবারজন লোক। এদের সবাইকেই মোটামুটি চেনে কেড্রিক। ওরা তিনজনে খোলা জায়গায় আসলে আস্তে আস্তে উঠে বসল সবাই। ঘুরে দাঁড়াল পিট লেইন। পিটকে সামনাসামনি দেখে অবাক হয়ে গেল কেড্রিক।

মোটামুটি স্যু লেইনের মতো লম্বা, বিশাল কাঁধ ছেলেটার, চিকন কোমর—শক্তিশালী কাঠামো। সরাসরি ওদের দিকে তাকিয়ে আছে, তীক্ষ্ণ অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। দেখলেই বোঝা যায়, ভাবল কেড্রিক, ডরনি শ'য়ের মতোই বিপজ্জনক চরিত্র।

'আমি কেড্রিক,' বলল ও, 'ওর নাম সামান্থা ফক্স, আর লরেডো শ্যাডকে তো তোমরা চেনোই।'

'তোমাদের সবাইকে আমরা চিনি,' সতর্ক কৌতূহলী দৃষ্টিতে ওদের মাপল পিট।

।

শান্ত কণ্ঠে নিজের পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করল পল কেড্রিক। 'তো এই হলো ব্যাপার,' বিস্তারিত বর্ণনার পর যোগ করল ও। 'আমার বন্ধুকে ঘটনা সম্পর্কে তদন্ত শুরু করার ব্যবস্থা নিতে বলেছি। আসল সত্য বের না হওয়া পর্যন্ত জমি বিক্রি যাতে বন্ধ থাকে সেটা দেখবে ও। বিক্রি বন্ধ হওয়ার পর তদন্ত শুরু হলে কীথরা আর এখানে থাকতে পারবে না। প্রকৃত ঘটনা চাপা দিতে পারলেই কেবল ওদের রেহাই পাবার আশা আছে, কিন্তু সেটা কোনওমতেই সম্ভব নয়।'

'আমরা এখানে বসে থাকি আর ওরা কেটে পড়ুক, এই বলতে চাইছ?' জিজ্ঞেস করল পিট লেইন।

'না!' মাথা নেড়ে দৃঢ় কণ্ঠে বলল পল কেড্রিক। 'সোজা মাস্ট্যাংয়ে যাব আমরা।'

'ওখানে এখন কোম্পানির লোকেরা শেরিফ আর মেয়রের পদ দখল করেছে বটে, কিন্তু জনগণ আমাদের পক্ষে। তা ছাড়া,' সহজ কণ্ঠে বলল ও, 'বিক্রি বন্ধের খবর ওদের কানে যাবার পরই আমরা হাজির হব, খবরটা রাষ্ট্র হওয়ার পর কেউ আর ওদের পক্ষ নেবে না। জানপ্রাণ দিয়ে পালানোর পথ

খুঁজবে পিস্তলবাজের দল।'

'গোলাগুলি হবেই,' বুড়ো মতো একজন বলল।

'হলেও সামান্য,' সায় দিয়ে বলল কেড্রিক। 'আমার পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ হলে প্রায় সবাইকে ফাঁসিতে ঝুলতে হবে। খুনীর দল আড্ডা গেড়েছে ওই শহরে। স্টীলম্যান আর সেগালের হত্যাকারী ওরা, বব ম্যাকলেননের হত্যাকারী। ববের খুনীকে হাতের মুঠোয় পেতে চাই আমি।'

ঘুরে তাকাল প্লিট লেইন। 'না, আমি!'

'দুঃখিত, লেইন। ববকে খুন করেছে শ'। আমার জন্যে ডাক্তার আনতেই মাস্ট্যাংয়ে গিয়েছিল বব। অবশ্য বলা যায় না তুমিও,' শেষ করার আগে বলল কেড্রিক, 'সুযোগ পেয়ে যেতে পারো।'

'ওকে মারতে পারলে আমিও খুশি হতাম,' শান্ত কণ্ঠে বলল লরেডো শ্যাড। 'কিন্তু আমি ভাবছি অন্য কথা। গ্রুলা মাস্ট্যাংটার মালিক কে? ঘোড়াটা তোমাদের কারও?'

মাথা নাড়ল লেইন। 'না, আমরাও একই কথা ভাবছি।'

'আশপাশেই ঘুরঘুর করে,' বুড়ো বলল, 'অথচ আজ পর্যন্ত কেউ তার চেহারা দেখে নি। আমাদের চেয়ে জায়গাটা অনেক বেশি চেনে লোকটা। অনেক আগে থেকে এখানে আছে বোধ হয়।'

'লোকটার মতলব,' বলল শ্যাড, 'যদি বোঝা যেত!'

কাঁধ ঝাঁকাল কেড্রিক। 'হুঁ, জানা গেলে ভালো হত।' ডাই রীডের দিকে ফিরল ও। 'তোমাকে দেখে স্বস্তি পেয়েছি। বিপদে পড়েছ ভেবে দুশ্চিন্তায় ছিলাম!'

'বিপদ?' দাঁত বের করে হাসল ডাই রীড। 'বিপদের কথা বলছ? হাহ্! বিপদ মাথায় নিয়েই তো এতদিন বেঁচে আছি! দুনিয়ায় যতদিন মানুষ থাকবে, বিপদ তার পিছু ছাড়বে না। ওর কোনও মা-বাপ আছে? তাই আজকাল আর ও-নিয়ে ভাবি না!'

ছোট ডাঁটঅলা পাইপে টান দিল ডাই রীড, কেড্রিকের মাথার ক্ষতস্থানের দিকে তাকাল। 'তুমি নিজেই তো ভালো বিপদে পড়েছিলে বলে মনে হচ্ছে? খুলিটা আর একটু নরম হলে টের পেতে!'

'ওকে যে অবস্থায় পেয়েছি, তিলমাত্র আশা ছিল না,' বলল লরেডো শ্যাড। ''শরীরে গুলি নিয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়েছিল ওরা তিনজন। ধরে নিয়েছিলাম তিনজনই মারা গেছে। কেড্রিকের শরীর আর মাথা তো ফুটো হয়ে গিয়েছিল। ওকে যখন ছায়া থেকে সরিয়ে আনি, আমি ভেবেছিলাম, মাথাটা বুঝি গুঁড়ো হয়ে গেছে। স্রেফ কপাল জোরে বেঁচে গেছে!'

সকালে আবার স্যাডলে চেপে বেরিয়ে পড়ল পল কেড্রিক আর লরেডো শ্যাড। পিট লেইনের হাইডআউটে কয়েকজন মেয়ের সঙ্গে রয়ে গেছে সামান্থা ফক্স। ধীরে সুস্থে সময় নিয়ে মাস্ট্যাংয়ের দিকে এগিয়ে চলেছে ওরা। তবে আপাতত কোম্পানির লোকদের মুখোমুখি হতে চায় না।

'আমাদের অবশ্য বেশি কিছু করার নেই,' লরেডোর কথায় সায় দিয়ে বলল কেড্রিক, 'তবে আমি শহরের আশপাশের এলাকার নকশা মনে গেঁথে নিতে চাই। বারউইকরা খবরটা পাওয়ার পর কী ঘটবে সঠিক অনুমান করার ওপর অনেক কিছু নির্ভর করছে। এই মুহূর্তে তো সব কিছু ওদের অনুকূলে, বেশ শক্ত অবস্থানে আছে বারউইক আর কীথ।

'একটু তলিয়ে দেখলেই বুঝতে পারবে ব্যাপারটা। স্কোয়াটারদের দখলে আছে এমন একটা জমির লোভে এখানে এসেছিল ওরা। জায়গাটা জরিপের ব্যবস্থা করেছে। বেশির ভাগ এলাকায় নিজেদের দাবী প্রতিষ্ঠিত করেছে। জায়গামতো নোটিস জারি করে সময় শেষ হবার অপেক্ষায় ছিল; নোটিসটা কারও চোখে না পড়লে এত দিনে ওদের জমি কেনা হয়ে যেত, কারও কিছু করার থাকত না। কিন্তু নোটিসটা একজনের চোখে পড়াতেই ঝামেলা বেধে গেল। স্কোয়াটাররা নেতৃত্ব দেয়ার মতো দুজন লোককে পেয়েছিল, পিটার সেগাল আর বব ম্যাকলেনন।

'কিন্তু ওরা কেউই এখন বেঁচে নেই। নেতা হতে পারত এমন আরেকজন, স্টীলম্যান, তাকেও খুন করা হয়েছে। ওরা জানে ম্যাকলেননদের কে বা কারা হত্যা করেছে সেটা এখনও গোপনই আছে। আমার ওপর আর নির্ভর করা যাবে না বুঝতে পেরেই আমাকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল বারউইক। ওরা এখনও জানে আমি মারা গেছি। এ ব্যবসার টাকা সরবরাহ করেছিল জন গুন্টার, সে খুন হওয়ায় এখন আর টাকা ফেরত দেয়ার চিন্তা করতে হবে না বারউইক আর কীথকে।

'আর মাত্র কটা দিন, বিক্রির কাজ শেষ হলেই জমির মালিকানা পেয়ে যাবে ওরা। এই মুহূর্তে ওদের বাধা দেয়ার মতো কোনও শক্তি নেই। পিট লেইনসহ সবাইকে আউট-ল ঘোষণা করবে ওরা। প্যাসি পাঠানো হবে ওদের পাকড়াও করার জন্যে। জমি কেনা শেষ করেই দেখো, খুনীর দল নিয়ে বেরিয়ে পড়বে লরেন কীথ।'

'হ্যাঁ,' ধীর লয়ে বলল লরেডো শ্যাড, 'মনে হচ্ছে সব দিক সামাল দিয়ে ফেলেছে ব্যাটারা। কিন্তু তুমি একটা জিনিস বাদ দিচ্ছ, ভুলে যাচ্ছ সামান্থা ফক্সের কথা।'

'তার কথা আসছে কেন?'

'শোনো,' সিগারেট ঠোঁটে ঝুলিয়ে বলল লরেডো শ্যাড। 'ম্যাকলেনন খুন হওয়ার পরপরই শহর থেকে চলে এসেছে ও। ওরা জানে তোমার সঙ্গে ওর পরিচয় আছে। তোমার সামনেই অফিসে ওদের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করার ঘোষণা দিয়েছে সামান্থা, টাকা তুলে নেয়ার হুমকি দিয়েছে। ধরো টাকা ফেরত চাইল সামান্থা এবং ওরা রাজি হলো না, তখন? মনে করো,' আবার বলল লরেডো, 'এই অবস্থায় মুখ খুলল সামান্থা, যা জানে ফাঁস করে দিল। ও অনেক কিছু জানে এটাই ধরে নেবে ওরা। মেয়েটা গুন্টারের ভাগ্নী, গুন্টার ওকে অনেক কথা বলেছে অনুমান করাই স্বাভাবিক, তাই না?'

'ওরা সামান্থাকে ধরার চেষ্টা করবে?'

'তোমার কী ধারণা? ধরার চেষ্টা করবে কিংবা হত্যা করবে।'

তীক্ষ্ণ হলো পল কেড্রিকের দৃষ্টি। 'লেইনের কাছে নিরাপদেই থাকবে সামান্থা,' বলল ও, কিন্তু সন্দেহ প্রকাশ পেল কণ্ঠস্বরে। 'ওদেরকে বেশ ভালো লেগেছে আমার।'

কাঁধ ঝাঁকাল লরেডো শ্যাড। 'তা লাগতে পারে। কিন্তু ভুলে যেয়ো না, সিঙ্গার ওদেরই একজন। স্লোয়ানকে হত্যার কাজে সাহায্য করতে ইতস্তত করে নি সে, অ্যাবি মিক্সাসের সঙ্গে ছিল। টাকা দিয়ে ওকে কিনে নিয়েছিল বারউইক। আরও কেউ বিক্রি হয় নি জানছ কীভাবে?'

ঠিক ওই সময়ে, ধূসর পাথুরে ভবনের অফিসরুমে অ্যাল্টন বারউইকের মুখোমুখি এমনি একজন লোক বসে আছে। দেয়াল ঘেঁষে একটা চেয়ারে বসেছে কর্নেল লরেন কীথ। বারউইকের সামনে বসা লোকটার নাম ওয়ালেস, তার পাণ্ডুর চেহারায় আত্মবিশ্বাসের ছাপ। 'সত্যি বলছি!' বলো ওয়ারেস। 'চুরি করে, সবার চোখ ফাঁকি দিয়ে, অন্ধকারে সারা রাত ঘোড়া হাঁকিয়ে মিথ্যে কথা বলতে আসি নি নিশ্চয়ই! সামান্থা ফক্স, গানম্যান লরেডো শ্যাড আর কেড্রিক পিট লেইনের ক্যাম্পে এসেছিল।'

'কেড্রিক? কেড্রিক বেঁচে আছে?' তীব্র উত্তেজনায় সামনে ঝুঁকে এল কীথ।

'হ্যাঁ, তোমার আমার মতোই তরতাজা। মাথার একপাশে চুল চেঁছে ফেলেছে দেখলাম, গভীর একটা দাগ খুলিতে। শরীরের এক দিকেও গুলি খেয়েছে। ওহ্, জায়গা মতোই লেগেছিল গুলিটা! কিন্তু, বিশ্বাস করো, এখন আবার ঘোড়া হাঁকিয়ে বেড়াচ্ছে!'

আসল খবর এখনও চেপে রেখেছে ওয়ালেস। চোখ বড় করে বারউইকের দিকে তাকিয়ে হাসল সে। 'কিছু টাকা দিতে পারলে ভালো হত, মিস্টার বারউইক। আরও একটা খবর ছিল।'

কঠিন দৃষ্টিতে ওয়ালেসের দিকে তাকাল বারউইক। ড্রয়ার খুলে দুটো স্বর্ণ-ঈগল বের করে ছুঁড়ে দিল ডেস্কের উপর। 'ঠিক আছে? এবার বলো, কী খবর?'

'ওয়াশিংটনে র‍্যানসাম নামে এক লোকের কাছে খবর পাঠিয়েছে কেড্রিক। পূর্ণ তদন্ত না হওয়া পর্যন্ত জমি বিক্রি ঠেকিয়ে রাখার ব্যবস্থা করবে সে।'

'কী?'

ঝট করে দাঁড়িয়ে পড়ল কীথ, ছাইয়ের মতো ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মুখ। এমন কিছু হতে পারে ভাবতেও পারে নি সে। প্রথম যখন জমি দখলের বুদ্ধিটা পেল, একেবারে জলবৎ তরলং মনে হয়েছিল, মনে হয়েছিল মুফতে অঢেল টাকা কামানোর একটা মওকা পাওয়া গেছে। সামরিক বাহিনীতে চাকরির সুবাদে ওয়াশিংটনে উঁচু মহলে জানাশোনা ছিল, এদিকটা বারউইক সামাল দিতে পারলে গুন্টারের টাকায় ছক্কা মেরে দেয়া যাবে ভেবেছিল। ব্যর্থতার সম্ভাবনা মাথায় আসে নি। অনেক টাকা মুনাফা আসবে, নিশ্চিত ছিল কীথ। সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, বারউইক আর গুন্টারের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে পুবে চলে

যাবে, লাভের টাকায় আরামসে পায়ের ওপর পা তুলে কাটিয়ে দেবে বাকি জীবন। কাজটা অবৈধ, কিন্তু পরোয়া করে নি সে। এখন যদি পুবের লোকেরা ব্যাপারটা জেনে যায়…

'র‍্যানসাম?' ভাঙা গলায় বলল কীথ, 'এত থাকতে র‍্যানসাম!'

যুদ্ধের সময় ওর সঙ্গে কাজ করেছিল ফ্রেডরিক র‍্যানসাম, দু'জনের মধ্যে তেমন সদ্ভাব ছিল না। একটা সেতুর কাছে একটা বিশেষ ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল কীথের, গরম হয়ে উঠল কানজোড়া। ঘটনাটার কথা র‍্যানসাম জানে, এবং তার ভিত্তিতেই এবারের ব্যাপারটা মূল্যায়ন করবে সে। র‍্যানসামকে বেছে নিয়ে কতখানি বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে, কোনওদিন জানতে পারবে না কেড্রিক!

'এইবার হয়েছে!' নড়েচড়ে দাঁড়াল কীথ। 'র‍্যানসাম মহা আনন্দে আমাদের বারটা বাজিয়ে ছাড়বে!'

বারউইক বুঝতে পারছে, আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে কীথ। সেই ময়লা শার্ট গায়েই বসে আছে বিশালদেহী লোকটা, বিরক্তি আর অসন্তোষ-ভরা দৃষ্টিতে দেখছে কীথকে। এবার কি বিগড়ে যাবে লোকটা?

'ক্যাম্পে ফিরে যাও,' ওয়ালেসকে বলল বারউইক, 'নতুন কিছু জানলে আমাকে সঙ্গে সঙ্গে খবর দিয়ো। এখন থেকে কড়া নজর রাখবে সবার ওপর। কিছুই যেন তোমার নজর এড়াতে না পারে। দেখো, ভবিষ্যৎ নিয়ে তোমাকে আর ভাবতে হবে না।'

ওয়ালেস চলে গেলে কীথের দিকে ফিরল বারউইক, বাঁকা হাসি দেখা দিল তার ঠোঁটে। 'অসুবিধে কী? হোক না তদন্ত! ওরা এখানে এসে দেখবে অনেক দেরি হয়ে গেছে। আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেয়ার কাউকে পাবে না!'

'পাবে না?' কীথের কণ্ঠে অবিশ্বাস, 'কেড্রিক, শ্যাড আর সামান্থার মতো জলজ্যান্ত সাক্ষী থাকার পরেও একথা বলছ কীভাবে?'

'সময় হলে দেখবে,' শান্ত কণ্ঠে বলল বারউইক, 'ওরা কেউ নেই! একজনও না, বিশ্বাস করো!'

এগার

বারউইকের বলার ভঙ্গিতে এমন কিছু ছিল, চমকে ঘুরে দাঁড়াল কর্নেল লরেন কীথ। 'কী বলতে চাইছ?' জিজ্ঞেস করল সে।

শব্দ করে হাসল বারউইক, পুরু ঠোঁটের ফাঁকে চুরুট নাচাল। দৃষ্টিতে বিষ ঢেলে তাকাল কীথের দিকে। কেড্রিক এমন ছেলেমানুষি না করলে কত সুবিধাই না হত! সবদিক দিয়েই কীথের চেয়ে ভালো ছিল ছোঁড়াটা।

'কেন,' বলল অ্যান্টন বারউইক, 'সাক্ষী পাওয়া না গেলে আমাদের বিরুদ্ধে মামলা দাঁড় করানোর উপায় থাকবে না। শহরের লোকজন কী জানে

যে প্রকাশ করবে? কিছুই সন্দেহ করতে পারবে না ওরা। তা ছাড়া স্রেফ সন্দেহ তো আর ধোপে টিকবে না. আদালত কিংবা তদন্ত কমিটি যাই বলো, নিরেট প্রমাণ চাইবে। কিন্তু তদন্ত কমিটি এখানে আসার আগেই দেখবে চারদিক শান্ত নিঝুম হয়ে গেছে।'

'করবেটা কী?' আবার জানতে চাইল কীথ।

'কী করব? তুমিই বলো কী করার আছে? কেড্রিক, লরেডো আর সামান্থার কবল থেকে বাঁচতে হবে না আমাদের? ওদের সরিয়ে দেব। তারপর প্যসি নিয়ে বের হবে তুমি। রিমের ওপাশে গা ঢাকা দিয়েছে শয়তানগুলো, ওদের নিশ্চিহ্ন করে আসবে। তখন কার সাথে কথা বলবে তদন্ত কমিটি? ভয় পেয়ে গুন্টারের মুখ খোলার আশঙ্কা ছিল, কিন্তু সে এখন নেই, অন্যদেরও পথ থেকে সরিয়ে দেয়া গেলে–'

'সামান্থাকে বাদ দাও!' প্রতিবাদ করে উঠল লরেন কীথ। 'ওকে নয়! তোমার আল্লার দোহাই!'

ভেংচি কাটল বারউইক, ঠোঁট বেঁকে গিয়ে হিংস্র হয়ে উঠল চেহারা। বিশাল শরীর নিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সে। 'হ্যাঁ, সামান্থাকেও। মেয়েটা আর সবার চেয়ে অনেক বেশি জানে। ধরো, গুন্টার ওকে সব কিছু বলে দিয়েছিল, তা হলে? সেটাই সম্ভব। তো বুঝতেই পারছ, কিছুই অজানা নেই ওর–কিচ্ছু না!'

হাঁটতে হাঁটতে কামরার শেষ প্রান্তে চলে গেল বারউইক. ফিরে তাকাল কীথের দিকে। গর্দভ! ক্রুদ্ধ, বিরক্ত বারউইক। আজকাল যে কী সব লোক জন্ম নিচ্ছে দেশে! ভীতু, ন্যাকা!–অসহ্য! কীথের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। কাজটা শেষ হওয়ার পরও যদি বেঁচে থাকে–ঠিক হ্যায়, ডরনি শ' আবার কীথ লোকটাকে দেখতে পারে না। আচমকা হেসে ফেলল বারউইক। ওহ্, সত্যিকার কাজের লোক ডরনি। বব ম্যাকলেননকে যেভাবে খতম করল!

'নাও, এবার কথা শোনো, সবাইকে জড়ো করো। ফেসেনডেন, গফ, ক্লুসন, পয়েন্সেট আর দুই মিক্সাসকে ডরনি শ'য়ের সঙ্গে পাঠাও। ওই তিনজনের মৃত্যু চাই আমি, বুঝেছ? হপ্তা শেষ হওয়ার আগেই খতম করতে হবে সবকটাকে–এবং লাশের চিহ্নও যেন না থাকে। ঠিক আছে?'

জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁট ভেজাল কীথ, চোখে অস্থির দৃষ্টি। এরকম কিছুর জন্যে মোটেই তৈরি ছিল না সে। অল্প সময়ে নিরুপদ্রবে কাজ হাসিল হবে ভেবেছিল, অথচ এখন…

এখন, অস্বস্তির সঙ্গে উপলব্ধি করল কীথ, বিপদ যদি আসে একমাত্র ওর ঘাড়েই সব দোষ চাপবে। পুবে সবরকম লেনদেনের বেলায় আড়ালে ছিল অ্যান্টন বারউইক, যেমন এখানে নেপথ্যে থেকেছে সে। সুতরাং যে কোনও ঘাপলার জন্যে ওকেই দায়ী করা হবে; আর র‍্যানসাম যেখানে তদন্ত চালাতে যাচ্ছে, ঘাপলা হতে বাধ্য!

কিন্তু, লম্বা করে দম নিল লরেন কীথ, বারউইক মিথ্যে বলে নি। এখন একটা পথই খোলা আছে ওদের সামনে। ডরনি আর তার দলবল অন্তত এ-

কাজে আপত্তি করবে না। আচমকা একটা কথা মনে পড়ে গেল কীথের।

'ক্লসনের কথা বললে না? ওকে বাদ দিতে হচ্ছে, বারউইক। স্যাড়লের সঙ্গে বাঁধা অবস্থায় কালরাতে ফিরে এসেছে ক্লসন। না, ক্লসন নয়, তার লাশ, কাঠের মতো শক্ত হয়ে গিয়েছিল!'

'কী বললে?' পায়চারি থামিয়ে কীথের সামনে এসে দাঁড়াল বারউইক। 'এতক্ষণে মনে পড়ল?' মাথা নামিয়ে কীথের চোখের কয়েক ইঞ্চি দূরে নিয়ে এল সে। অগ্নিদৃষ্টিতে তাকাল। 'ওর ঘোড়া ব্যাকট্র্যাক করতে গেছে কেউ? হায়রে, বাচাল গর্দভ! পিস্তলে দুর্দান্ত হাত ছিল ক্লসনের, সে গুলি খেয়ে মরেছে, কথাটার মানে বোঝ? এমন কাজ মাত্র তিনজনের পক্ষে সম্ভব। কে কে তুমি খুব ভালো করে জানো!'

তীব্র ক্রোধে লাল হয়ে গেল বারউইক, চরকির মতো ঘুরল। ফের পায়চারি শুরু করল সে, অনুচ্চ অথচ হিংস্র কণ্ঠে বিড়বিড় করছে ক্রমাগত। ভয়ে কুঁকড়ে গেছে লরেন কীথ। আবার ওর মুখোমুখি হলো বারউইক, হিংস্র নেকড়ের মতো চোখজোড়া জ্বলছে। 'বুঝতে পারছ না,' কর্কশ কণ্ঠে জানতে চাইল, 'ওরা আমাদের জন্যে বিপজ্জনক!'

'ওরা যতক্ষণ বেঁচে থাকবে, ততক্ষণ আমাদের বিপদ হতে পারে! ডরনিকে অ্যাকশনে দেখেছ তুমি। কিন্তু বিশ্বাস করো, কেড্রিকের বদলে ওর সঙ্গেও লাগতে রাজি আছি! কেড্রিকের রগ চিনে গেছি আমি। আর্মি অফিসার ছিল—তুমি শুধু এদিকটাই ভেবেছ—সে এখনও একজন অফিসার এবং ভদ্রলোক!

'আসলে তার চেয়েও বেশি কিছু, বুঝেছ? আরও বড় কিছু। নিখাদ ভদ্রলোক তো বটেই, কিন্তু সেই সঙ্গে লড়াকু, যুদ্ধ করতে ভালোবাসে। শান্ত নিরীহ চেহারার আড়ালে এমন একটা শক্তি, ক্ষমতা লুকিয়ে আছে, যার মোকাবেলা করা ডরনিরও সাধ্য নেই। হতে পারে ও ক্ষিপ্র, অন্তত আমি তাই মনে করি, কিন্তু ডরনির সঙ্গে কেড্রিকের পার্থক্য হলো, মৃত্যুর আগ পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাবে কেড্রিক, ডরনি সেটা পারবে না।'

প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেয়েছে যেন লরেন কীথ। বারউইকের সঙ্গে এত বছরের জানাশোনা সত্ত্বেও তার এমন ক্রুদ্ধ ভয়াল চেহারা এই প্রথম দেখছে। আজ অবধি কাউকে এত সম্মান দেখিয়ে কথা বলতে তাকে দেখে নি সে—এ রকম ভয় পেতেও দেখা যায় নি। কেড্রিকের মাঝে কী দেখেছে বারউইক যা ওর নজর এড়িয়ে গেছে?

বিভ্রান্ত, বিরক্তিভরা দৃষ্টিতে বারউইকের দিকে তাকিয়ে আছে লরেন কীথ। কিন্তু বারউইকের অনুভূতি ওর মাঝেও সংক্রমিত হতে শুরু করেছে। অস্বস্তি ভর করল ওর মনে। ঠোঁট কামড়ে পায়চারিরত বারউইকের দিকে চেয়ে রইল।

'কেড্রিক একা নয়, তার সঙ্গে শ্যাডও আছে। ঠাণ্ডা, চোখা চেহারার টেক্সান। আর আছে লেইন—' আবার কুঁচকে উঠল বারউইকের চোখ—'তিনজনের মধ্যে ও-ই সবচেয়ে বিপজ্জনক। এখানে তার ব্যক্তিগত স্বার্থ জড়িত বলে ধরে নিয়েছে লেইন।'

'ব্যক্তিগত স্বার্থ মানে?' জিজ্ঞাসু চোখে বারউইকের দিকে তাকাল কর্নেল কীথ, 'কী বলছ?'

হাতের ঝাপটায় প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল বারউইক। 'বাদ দাও। যাই হোক, ওদের এখন সরিয়ে দিতে হবে–যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।' ঘুরে দাঁড়াল সে, ঠাণ্ডা দৃষ্টি নিক্ষেপ করল কীথের উদ্দেশে। 'ওয়াশিংটনে সব ব্যাপারে তুমি সামনে ছিলে, কাজটা যদি কেঁচে যায়, তোমাকেই পস্তাতে হবে, ভুলে যেয়ো না। এবার যাও, কাজে নেমে পড়ো। হাতে সময় আছে, কাজের লোকেরও অভাব নেই। তা হলে আর দেরি কেন!'

কীথ বেরিয়ে যাবার পর চেয়ারে এসে বসল বারউইক। শূন্য দৃষ্টিতে সামনে দরজার দিকে তাকাল। ঘটনা এতদূর গড়িয়েছে যে এখন ইচ্ছে করলেও আর পিছিয়ে আসা সম্ভব নয়, যদিও তেমন কোনও ইচ্ছে তার নেই। কীথ আর গুন্টারের চেয়ে ভালো লোক পাওয়া গেল না এটাই দুঃখ।

তবে এখনও সব দিক সামাল দেয়ার সুযোগ আছে। যে কোনও তদন্ত কমিটির মুখোমুখি হবার ক্ষমতা রাখে সে। এখানকার গোলমালকে অনায়াসে কাউ-কান্ট্রির স্বাভাবিক বিবাদ বলে চালিয়ে দেয়া যাবে। সবাই জানবে খামোকা তুচ্ছ বিষয়কে রঙ চড়িয়ে বিরাট রূপ দেয়া হয়েছিল। বাদী পক্ষের সাক্ষী না পেয়ে এগোতে পারবে না কমিটি। পুরো ব্যাপারটাকে চায়ের কাপের ঝড় বানানো সমস্যা হবে না। র‍্যানসামের ভয় করছে কীথ, বোঝাই যাচ্ছে, কিন্তু ওইসব র‍্যানসাম-টামের থোড়াই পরোয়া করে বারউইক।

ক্ষুদে অশ্বারোহীদল যখন শহর ছেড়ে মৃত্যু-অভিযানে যাচ্ছে, তখনও একই ভঙ্গিতে বসে আছে বারউইক। পিস্তলবাজের সংখ্যা বেড়েছে, লক্ষ্য করল সে, আরও চারজন দুর্ধর্ষ বেপরোয়া লোক যোগ দিয়েছে। কীথের সাহায্য ছাড়াও কাজ সারতে পারবে ওরা। উঠে দাঁড়াল বারউইক, জানালার কাছে গিয়ে বাইরে তাকাল। সামান্থার মৃত্যু তাকে দুঃখ দেবে…মেয়েটাকে নিয়ে বিশেষ পরিকল্পনা ছিল। তবে…ভুরুজোড়া কুঁচকে উঠল বারউইকের।

দূর মরুভূমিতে অস্থির হাওয়া বইছে। তামাটে আকাশে অনেক ওপরে একটা শকুন চক্কর দিচ্ছে, যেন নীচের পৃথিবীর উত্তেজনার আঁচ পেয়েছে সে।

উত্তরে, বেশ দূরে, ডুরাংগোর কাছাকাছি, একজন গরু ক্রেতা দলবলসহ থমকে দাঁড়াল। আকাশের দিকে তাকাল সে। ঝড়ের লক্ষণ নেই, অথচ গরু কেনার জন্যে ইয়েলো বাট আর মাস্ট্যাংয়ের উদ্দেশে ডুরাংগো ছাড়ার পর থেকেই একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি ছেঁকে ধরেছে ওকে। ওদিকে, গোলমাল হয়েছে শোনা গেছে, ওখানে ছোটখাট ঝামেলা লেগেই আছে, তাই ও নিয়ে আগে মাথা ঘামায় নি। কিন্তু এখন কেন যেন অস্বস্তি লাগছে। বাতাস যেন বিপদ-সঙ্কেত বয়ে আনছে।

দক্ষিণে, রিম থেকে দূরে, মাস্ট্যাংয়ের ট্রেইল থেকে ঘোড়া ঘুরিয়ে ইয়েলো বাটের পথ ধরল পল কেড্রিক আর লরেডো শ্যাড। ওদের চলার পথ থেকে বেশি দূরে নয় জায়গাটা, ওখানকার ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিজের চোখে দেখতে চায়। কিন্তু ওরা যখন শহরে পৌঁছুল, পোড়া ধ্বংসাবশেষ আর বিধ্বস্ত দালান-

কোঠার কথা বাদ দিলে সব কিছু শান্ত বলেই মনে হলো। আট দশটা পরিবার আবার যার যার ঘরে ফিরে এসেছে, কেউ কেউ এখান থেকে একেবারেই নড়ে নি। দুজন ঘোড়সওয়ারকে এগিয়ে আসতে দেখে সতর্ক হয়ে উঠেছিল ওরা, কেড্রিকদের চিনতে পেরে মাথা দুলিয়ে স্বাগত জানাল।

ওরা জানে, কোম্পানির বিরুদ্ধে ওদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে কেড্রিক আর লরেডো। কিন্তু কঠোর পরিশ্রম আর প্রাণ বাঁচানোর সংগ্রামে ক্লান্ত, তাই কোনওরকম উচ্ছ্বাস ছাড়াই ওদের স্বাগত জানাল ওরা। লিভারি-স্ট্যাবলের বিশাল অফিস-কামরায় স্থানান্তরিত হয়েছে স্যালুনটা। ভেতরে ঢুকল কেড্রিক আর লরেডো শ্যাড। দুজন লোক বারের সঙ্গে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছিল, ঘুরে দাঁড়াল, কেড্রিকদের ইশারায় শুভেচ্ছা জানিয়ে আবার আলাপে ডুবে গেল।

বাইরে এরই মধ্যে ঠাণ্ডা পড়তে শুরু করেছে, ঘরের ভেতর উষ্ণ আরামদায়ক পরিবেশ। বারের দিকে এগিয়ে গেল পল আর লরেডো। ড্রিঙ্কের ফরমাশ দিয়ে দাম চুকিয়ে দিল কেড্রিক। মদের গ্লাস হাতে নিয়ে অস্বস্তির সঙ্গে নাড়াচাড়া করতে লাগল লরেডো শ্যাড। অবশেষে কেড্রিকের দিকে তাকাল সে।

'আমার অস্বস্তি লাগছে, পল,' নিচু কণ্ঠে বলল লরেডো, 'যেভাবেই হোক র‍্যানসামের কথা বারউইক জানবেই। এবং তারপর সামান্থা আর ওর সাথে সাথে আমাদেরও কতল করার জন্যে খেপে উঠবে সে।'

মাথা ঝাঁকাল কেড্রিক, ও-ও একই কথা ভাবছিল। কোম্পানির সামনে এখন একটা পথই খোলা, তদন্ত কমিটির সামনে দাঁড়ানো—অবশ্য সাক্ষী প্রমাণের ভিত্তিতে র‍্যানসাম যদি তার ব্যবস্থা করতে পারে। কমিটির কাছে প্রকৃত সত্য ঠিকই ধরা পড়বে, এবং তা যাতে না পড়ে সে চেষ্টা করবে বারউইক।

'বারউইক একটা কেউটে সাপ,' মন্তব্য করল লরেডো শ্যাড, 'হার মানার বান্দা নয়। এ-ব্যাপারটায় পুরো ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে, বিনা যুদ্ধে হাল ছাড়বে না!'

রাস্তা থেকে ঘোড়ার খুরের শব্দ ভেসে এল। ওরা তাকাতেই দেখল ডাই রীড আর পিট লেইন ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে ভেতরে ঢুকছে। কেড্রিকের দিকে একবার তাকাল লেইন, তারপর বারের দিকে এগিয়ে এল। ডাই রীডকে উদ্বিগ্ন মনে হচ্ছে, কিন্তু কিছু বলল না সে। খানিক পরেই হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল লেইন, বেরিয়ে গেল।

'ব্যাপারটা কী?' জিজ্ঞেস করল কেড্রিক।

'বড় চিন্তায় আছে ছেলেটা,' বলল ডাই রীড, 'একটু লজ্জিতও। ওর বোনের জন্যেই এই অবস্থা। মেয়েটা এ কাণ্ড করবে কে জানত? শেষ পর্যন্ত কোম্পানির সঙ্গে গিয়ে হাত মেলাল! লজ্জায় মাটিতে মিশে যাচ্ছে ছেলেটা। বিশ্বাস করতে পারছে না। কেউ ওর দিকে তাকালেই ধরে নিচ্ছে, বোনের কার্যকলাপের জন্যে ওকে দায়ী করা হচ্ছে।'

কাঁধ ঝাঁকাল কেড্রিক। 'উচ্চাভিলাষ আর টাকা অনেক বিচিত্র ঘটনা ঘটায়

এই পৃথিবীতে। তা ছাড়া কোনও কোনও মেয়ে অমন হয়েই থাকে।'

দরজা খুলল লেইন। 'জলদি বেরিয়ে এসো!' বলল সে, 'বিপদে পড়তে যাচ্ছি আমরা।'

একসঙ্গে বাইরে এল ওরা। পড়িমরি করে যার যার ঘরের দিকে ছুটে যাচ্ছে লোকজন, ভয়ার্ত চেহারা।

'কী ব্যাপার?' দ্রুত জানতে চাইল কেড্রিক।

'মেসার চূড়া থেকে সঙ্কেত দিচ্ছে বার্ট উইলিয়ামস। মাস্ট্যাংয়ের দিক থেকে একদল অশ্বারোহী আসছে!'

ওরা মেসার চূড়ার দিকে তাকাতেই ছোটখাট একটা মানুষের আকৃতি দেখা দিল। একবার···দুবার···তিনবার···হাত নেড়ে মাস্ট্যাংয়ের দিক থেকে ছজন অশ্বারোহী আসার সঙ্কেত দিল সে। একই ভাবে দক্ষিণ-পুব থেকেও চারজন ঘোড়সওয়ার আসার সংবাদ জানাল।

'মোট দশজন,' থুতু ফেলে বলল লেইন, 'ঠিক আছে, ওদের চেয়ে আমাদের দল অনেক ভারি। তবে আমার লোকেরা ওদের মতো ভয়ঙ্কর নয়, এই যা।'

ভাঙা হাত বাঁচিয়ে ইয়েলো বাট মেসার মাথায় একটা ঝোপের আড়ালে হাঁটু গেড়ে বসল বার্ট উইলিয়ামস। দূরবীন দিয়ে অগ্রসরমান অশ্বারোহীদলকে জরিপ করল। পরিচয় না থাকলেও ওদের সবার চেহারা চেনা। একে একে নামগুলো উচ্চারণ করল বার্ট উইলিয়ামস: কীথ, ডরনি'স, ফেসেনডেন, লী গফ, পয়েন্সেট,' ভুরু কোঁচকাল সে, 'নাহ্, পয়েন্সেট নয়, মিক্রাসদের একজন। হ্যাঁ, আর ওই তো আরেকটা!'

দূরবীন ঘোরাল উইলিয়ামস। ছড়িয়ে পড়ে দ্রুত এগিয়ে আসছে অন্য চারজন। প্রথমে কাউকে শনাক্ত করা গেল না। এক এক করে চারজনকেই যথেষ্ট সময় নিয়ে জরিপ করল সে। অবশেষে একজনকে চিনতে পারল। পোর্ট স্টকটন আর ব্ল্যাক জ্যাক কেচাম আউটফিটের এক কালের সদস্য ডুরাংগোর গুণ্ডা—ব্রকাউ!

নড়েচড়ে দূরবীন ঘুরিয়ে শহরের চারদিকে নজর বোলাল বার্ট উইলিয়ামস, কিন্তু আর কারও দেখা পেল না। আবার ছয় অশ্বারোহীর দিকে দৃষ্টি ফেরাল। কিন্তু একটা নির্দিষ্ট উঁচু ঢিবির ওপর আর এক মুহূর্ত দূরবীন স্থির রাখলে ও দেখতে পেত, ঘোড়া ছাড়াই দু'জন লোক উবু হয়ে দৌড়ে ঢিবিটা পেরুচ্ছে, শহরের উত্তর-পুবে বিশাল গিরিখাদে লাফিয়ে পড়ছে।

খানিক আগে দু'জনের অশ্বারোহী দলে পয়েন্সেটকে দেখতে পায় নি সে, এবং অপর দলেও নেই লোকটা।

উদ্বিগ্ন চেহারায় ছোট ছোট করে সূর্যের দিকে তাকাল বার্ট উইলিয়ামস। শহরের লোকদের বিপদ সম্পর্কে কীভাবে সতর্ক করা যায় ভাবছে। পয়েন্সটের অনুপস্থিতি ভীত করে তুলেছে ওকে। কোম্পানির ভাড়াটে খুনীদের মধ্যে পয়েন্সেটই সবচেয়ে বিপজ্জনক। লোকটা বেপরোয়া, অতীতের কোনও তিক্ত ঘটনা হিংস্র করে তুলেছে ওকে, ভয়াবহ এক চরিত্রে পরিণত হয়েছে।

কিন্তু এই মুহূর্তে পয়েন্সেটকে দেখতে পেলে আরও বেশি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠত বার্ট উইলিয়ামস।

সবদিকে কড়া নজর রেখে পরিকল্পনা করা হয়েছে। কর্নেল লরেন কীথের ধূর্ত মস্তিষ্ক কাজ করেছে পরিকল্পনার পেছনে। কোথাও কোনও ফাঁক নেই। ওরা কাকে কাকে খুঁজবে, জানে কীথ। তবে ওয়াচারের চোখে পয়েন্সেটের অনুপস্থিতি ধরা পড়বে না বলেই আশা করেছে সে। ঠিক জায়গায় উপযুক্ত মুহূর্তে পয়েন্সেট যাতে উপস্থিত হতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রেখেছে। পয়েনসেটের মতো দক্ষ মার্কসম্যান আর কেউ নেই তার দলে।

এই মুহূর্তে, শহর থেকে বড় জোর দুশো গজ দূরে, পয়েন্সেট আর তার সঙ্গী আলফ্রেড ক্রকেট গিরিখাদের তীরে ঝোপ আর বোল্ডারের আড়ালে ঘাপটি মেরে বসে আছে। পয়েন্সেটের হাতে একটা স্পেন্সার পয়েন্ট ফাইভ-সিক্স, গুলি করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। পনের টোটার হেনরি পয়েন্ট ফোর-ফোর নিয়ে ছয় গজ দূরে অবস্থান নিয়েছে আলফ্রেড।

বিশাল রূপোর ঘড়ি বের করে সময় মেলাল পয়েন্সেট। 'আড়াইটার কথা বলে দিয়েছে কীথ। ঠিক আছে, সময় মতোই আওয়াজ পাবে সে।' নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে একটা সিগারেট তৈরি করতে শুরু করল পয়েন্সেট। আলফ্রেড ক্রকেট তাকিয়ে আছে ওর দিকে। কাগজে তামাক ভরার সময় একটুও কাঁপল না তার হাত, অবাক চোখে লক্ষ্য করল সে।

ইয়েলো বাট শহরের প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা বব ম্যাকলেননের। কিন্তু ব্যাপারটাকে কখনোই গুরুত্বের সঙ্গে নেয় নি। অস্ত্র চালনায় মোটামুটি দক্ষ হলেও কোনওকালেই সৈনিক বা ইন্ডিয়ান ফাইটার ছিল না বব। তা ছাড়া শহর বাঁচানোর জন্যে পুরো দস্তুর লড়াইতে নামতে হবে, তেমন আশঙ্কাও ওর মাথায় আসে নি। সে যাই হোক একটা মারাত্মক ভুল করে গেছে ও। গিরিখাদের ধারের ঝোপ আর বোল্ডারের স্তূপ চমৎকার কাভারের কাজ করছে, এই স্তূপের আড়াল থেকে শহরের যে-কোনও জায়গা লক্ষ্য করে গুলি চালানো সম্ভব। শহরের একমাত্র রাস্তা এবং ঘরবাড়ি গুলির আওতার মধ্যে পড়েছে।

অতীতে শহরে আসার সুবাদে জায়গাটা দেখে গেছে লরেন কীথ। সতর্কতার সঙ্গে প্ল্যান নিয়েছে সে, যাতে মূল শক্তি পৌঁছুনোর আগেই পয়েন্সেট আর ক্রকেট এখানে পৌঁছতে পারে। এখন পর্যন্ত তার পরিকল্পনায় কোনও গলদ দেখা যায় নি।

সিগারেট শেষ করে রাইফেল তুলে নিল পয়েন্সেট। সতর্কতার সঙ্গে সামনে নজর রাখতে শুরু করল। খানিক পর পর ঘড়ি দেখছে। নির্দিষ্ট করে কি করতে হবে বলে দেয়া হয়েছে ওকে, দ্ব্যর্থহীন নির্দেশ। ঠিক আড়াইটায় যাকে সামনে পাবে তাকেই গুলি করতে হবে। এক গুলিতেই যেন মারা যায় সে।

শ্যাড আর কেড্রিক আবার স্যালুনে ফিরে গেছে। বাইরে পায়চারি করছে

পিট লেইন। রাস্তার উল্টো দিকে গেছে ডাই রীড। লেইন যদিও পয়েন্সেটের আওতার বাইরে আছে, মুহূর্তের জন্যে চমৎকার টার্গেটে পরিণত হয়েছিল ডাই রীড; রীডের সৌভাগ্য, পয়েন্সেট গুলি করার আগেই অদৃশ্য হতে পেরেছে। কিন্তু মুহূর্ত পরেই সুযোগ ধরা দিল পয়েন্সেটের হাতে।

কাছের একটা ঘরের দরজা খুলে গেল, একটা লোক বেরিয়ে এল। চওড়া কিনারাঅলা একটা ছেঁড়া ধূসর টুপি তার মাথায়, গায়ে বড় বড় চেকের শার্ট, সাসপেন্ডার লাগানো প্যান্টে গুঁজে রেখেছে। দরজার দিকে ঘুরে দাঁড়াল সে, চুমু খেলো স্ত্রীকে। প্রচুর সময় নিয়ে পয়েন্ট ফাইভ-সিক্স-এ লক্ষ্যস্থির করল পয়েন্সেট, লোকটার সাসপেন্ডারের বাঁ দিকের বাকলস্-এ। লম্বা করে দম নিল, তারপর টিপ দিল ট্রিগারে।

প্রচণ্ড শব্দে ছুটে গেল ভারি বুলেট। আঘাত করল লোকটার বুকে। একদিকে ছিটকে গেল সে, সোজা হয়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল, পরমুহূর্তে হুড়মুড় করে লুটিয়ে পড়ল ধুলোয়। আর্তনাদ করে ছুটে এল তার স্ত্রী। সামনের একটা ঘরের দরজা সশব্দে খুলে গেল। রাস্তায় বেরিয়ে এল দুজন লোক, এদিক-ওদিক তাকাল। ক্রকেটের প্রথম গুলি একজনের হাতের রাইফেল ফেলে দিল, গুঁড়ো হয়ে গেল রাইফেলটার কুঁদো। অন্যজনকে ধরাশায়ী করল পয়েন্সেট। পা টেনে সরে যাওয়ার চেষ্টা করল লোকটা। এত দূর থেকেও তার হাঁটুর কাছে রক্তের গাঢ় দাগ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

পয়েনসেটের মনে দয়ামায়ার বালাই নেই। ঠাণ্ডা মাথায়, সাবধানে আবার গুলি করল সে। থেমে গেল লোকটা, একটু কেঁপে উঠল, তারপর স্থির পড়ে রইল।

'আমারটা ফসকে গেল,' ক্ষমা প্রার্থনার সুরে বলল আলফ্রেড ক্রকেট। 'অবশ্য ব্যাটার রাইফেলের বারটা বেজে গেছে!'

থুতু ফেলল পয়েন্সেট। দৃষ্টিতে শীতল ভাব। 'ও কিছু না,' বলল সে, 'তবে ওই ব্যাটাও খামোশ খেয়ে গেছে।'

স্যালুনের ভেতরে, হুইস্কির গ্লাস ঠোঁটে ছোঁয়াতে যাচ্ছিল কেড্রিক, এই সময় প্রথম গুলির শব্দ হলো, তারপরই উপর্যুপরি দু'দুবার গুলির শব্দ হলো।

'হায়াল্লা!' চরকির মতো ঘুরল লরেডো শ্যাড। 'ওরা তো এখনও পৌঁছে নি!'

'না, আগেই এসে গেছে ওরা,' বলল কেড্রিক। মুহূর্তে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেছে ওর কাছে। চট করে দরজার কাছে গিয়ে রাস্তার দিকে তাকাল ও। চোখের সামনে তৃতীয়জনকে মাটিতে পড়তে দেখল। গলা বাড়াতেই আরও একজনকে দেখতে পেল। পরস্পর চেপে বসল ওর ঠোঁটজোড়া। স্থির পড়ে আছে লোকগুলো, নড়ছে না।

'ওই খাদে কেউ লুকিয়ে আছে,' দ্রুত ব্যাখ্যা করল কেড্রিক, 'পুরো রাস্তা কাভার করছে সে। পেছনে কোনও পথ আছে?'

বারটেন্ডার বেরুনোর রাস্তা দেখিয়ে দিলে উইনচেস্টার তুলে নিয়ে এগিয়ে গেল পল কেড্রিক, পকেটে আগেই গুলি ভরে নিয়েছে ও। অন্যরা ওর পিছু

নিল। দরজায় পৌঁছে থমকে দাঁড়াল কেড্রিক। দেয়ালের সঙ্গে মিশে গিয়ে গিরিখাদের দিকে তাকাল। এখান থেকে টিবিটার প্রান্ত দেখা যাচ্ছে। গুলিগুলো ওখান থেকেই এসেছে ধরে নিল পল। 'আটকা পড়ে গেছি আমরা,' বলল ও, 'ওই ওখানে আছে ওরা।'

নড়ল না কেউ। এলাকা সম্পর্কে কেড্রিকের স্পষ্ট ধারণা এই বিপদের মুহূর্তে কাজ দিচ্ছে।

মনে মনে গিরিখাদের চেহারা উল্টেপাল্টে দেখতেই মনে পড়ল, টিবির ওপাশটা শহর থেকে নিচু। কিন্তু বোল্ডার থাকায় গুলি করার জন্যে চমৎকার আড়াল পাওয়া যাচ্ছে।

খাদ থেকে এলোপাতাড়ি গুলি ছুটে আসছে। নীরব হয়ে আছে সবাই। আর কিছুক্ষণ পর অন্যরাও এসে যোগ দেবে হামলায়। এই হামলা বেশিক্ষণ ঠেকিয়ে রাখা যাবে না!

বার

দ্রুত সিদ্ধান্ত নিল পল কেড্রিক। এখন আর শহর বাঁচানো সম্ভব নয়। এখানে থাকলে ওদের নিশ্চিহ্ন করে দেবে প্রতিপক্ষ, জ্যান্ত পুড়িয়ে মারবে।

'শ্যাড,' তাড়াতাড়ি বলল ও, 'রাস্তা পেরিয়ে ডাই রীড আর পিটের কাছে যাও। চেঁচিয়ে সবাইকে বলো, যত ঝুঁকিই থাক, পরোয়া না করে ইয়েলো বাট-এর গোড়ার ক্যানিয়নে চলে যেতে।'

এক কদম পিছিয়ে মাথার ওপর ট্র্যাপডোরের দিকে তাকাল কেড্রিক। ও কী করতে যাচ্ছে বুঝে ফেলল বারটেন্ডার, প্রবল বেগে মাথা নাড়তে শুরু করল সে। 'পাগলামি করো না। ঝাঁঝরা হয়ে যাবে।'

'উপায় নেই, ঝুঁকিটা নিতেই হবে। বড় দলটা এখনও বেশ দূরে আছে। আমি কাভার দিলে তোমরা সহজেই ক্যানিয়নে পৌঁছে যেতে পারবে।'

'আর তুমি?' জানতে চাইল শ্যাড।

'আমি পৌঁছে যাব। যাও তো, সময় নষ্ট করো না!'

স্যাঁৎ করে ঘুরল লরেডো শ্যাড। বাইরে পা রেখে মুহূর্তের জন্য থামল, তারপর এক দৌড়ে পার হলো রাস্তা। এক লহমার জন্যে ইতস্তত করল বারটেন্ডার, বিড়বিড় করে বলল কী যেন, তারপর অনুসরণ করল ওকে। এক বোতল হুইস্কি নিয়ে শার্টের ভেতর ঢোকাল পল কেড্রিক। লাফ দিয়ে ট্র্যাপডোরের কিনারা ধরে ঝাঁকি দিয়ে ক্ষুদে চিলেকোঠায়, সেখান থেকে ছাদে উঠে এল। সযত্নে পর্যবেক্ষণ করল চারদিক।

ক্রিক থেকে প্রচণ্ড গোলাগুলির শব্দ ভেসে আসছে। বোঝা যাচ্ছে, খুনীর দল কিছুক্ষণের জন্যে যাত্রা বিরতি করেছে ওখানে। ছাদের চূড়ায় উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল কেড্রিক। ঈষৎ মাথা জাগিয়ে বোল্ডারের স্তূপের দিকে সতর্ক

দৃষ্টিতে তাকাল। হঠাৎ মৃদু নড়াচড়া ধরা পড়ল ওর চোখে। প্রথম দেখায় যেটাকে ধূসর পাথর মনে হয়েছিল, বুঝতে পারল, ওটা আসলে একটা শার্ট। উইনচেস্টার তুলে যত্নের সঙ্গে লক্ষ্যস্থির করল পল, টিপ দিল ট্রিগারে।

লাফিয়ে উঠল ধূসর শার্ট, শূন্যে উঠে এল একটা হাত, পরমুহূর্তে এলিয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠল একটা স্পেন্সার। মাথার অদূরে ছাদ ফুটো হয়ে গেল। স্প্লিন্টারের ছিটে লাগল চোখেমুখে। পিছলে খানিকটা নীচে নেমে এল কেড্রিক। তারপর রাস্তার উল্টোদিকের একটা জানালা থেকে সঙ্কেত পেয়ে চট করে রাইফেল তুলে নিল ও, মাথা উঁচিয়ে দ্রুত চারবার গুলি করল; একমুহূর্ত বিরতি, তারপর আবার ট্রিগার টিপল দুবার।

নুয়ে পড়ে উইনচেস্টার রিলোড করে নিল ও। শত্রুপক্ষের একটা বুলেট খাবলা বসাল ছাদে। তারপর শুরু হলো এলোপাতাড়ি গুলি, ভারি ক্যালিবারের একেকটা বুলেট ছাদের চূড়ার অল্প কয়েক ইঞ্চি নীচে অসংখ্য ফুটো সৃষ্টি করল।

পিছলে আরও খানিকটা নামল পল কেড্রিক। ট্র্যাপডোরের মুখে মুহূর্তের জন্যে থামল, বহু দূরে, একলোক ওঅশের লোকগুলোর পেছনে যাবার জন্যে ঘুর পথে এগোনোর চেষ্টা করছে। দেখার সঙ্গে সঙ্গে রাইফেল তুলে তাক করল ও। টিপ দিল ট্রিগারে। প্রায় পাঁচশো গজ দূরে ছিল লক্ষ্যবস্তু, স্রেফ কালো একটা বিন্দু। ফসকে গেল গুলিটা, কালো বিন্দুর ফুট দু'য়েক দূরে বালি ছিটকে উঠল। ব্যর্থ হলেও কেড্রিক জানে সম্ভাব্য আততায়ী আর আগে বাড়ার সাহস করবে না; লুকিয়ে পড়েছে। ট্র্যাপডোর গলে ফের স্যালুনে নামল কেড্রিক। বিষণ্ন চেহারায় তাকাল বারের ওপর সাজানো হুইস্কির বোতলগুলোর দিকে। আরও দুটো বোতল তুলে পকেটে ঢোকাল।

দোনোমনো করল এক মুহূর্ত, তারপর রাস্তার উল্টোদিকের একটা বাড়ির আশ্রয়ের দিকে খিঁচে দৌড় লাগাল। গর্জে উঠল স্পেন্সার। অদৃশ্য আততায়ী এই সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিল। বুলেটের ধাক্কা অনুভব করল পল। টলে উঠল, কিন্তু থামল না।

রাস্তা পেরিয়ে আড়ালে চলে এল ও। পেটের চামড়ায় শীতল ছোঁয়া লাগছে। মাথা নামিয়ে তাকাল। শার্টের ভেতরে রাখা হুইস্কির বোতলটা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে, বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছে হুইস্কির মিষ্টি সৌরভ। শার্টের ভেতর থেকে ভাঙা কাঁচের টুকরো বের করে ফেলে দিল কেড্রিক। প্রায় ঝাঁপ দিয়ে ঢুকল লিভারিস্ট্যাবলে। অ্যাপালুসার পিঠে দ্রুত স্যাডল চাপিয়ে উঠে বসল।

রাস্তায় বেরোতেই অবিরাম গুলিবর্ষণ শুরু করল স্পেন্সার। তুফান তুলে ছুটল পল কেড্রিক। শত্রুর গুলি এড়িয়ে পৌঁছে গেল গন্তব্যে। ও ক্যানিয়নে ঢুকতেই উল্লাস প্রকাশ করল সবাই। স্যাডল থেকে নামল পল।

'কাজটা কিন্তু ভালো হলো না,' কেড্রিকের উদ্দেশে বলল পিট লেইন, 'রিজের ওপর উঠে অনায়াসে আমাদের পেছনে চলে আসবে ওরা।'

বোল্ডারে বোল্ডারে পা রেখে খোঁড়াতে খোঁড়াতে ড্র থেকে বেরিয়ে এল

দুজন লোক। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল কেড্রিক। নারী-পুরুষ মিলিয়ে চোদ্দজন দাঁড়িয়ে আছে চারপাশে। দুজন আহত। একজনের হাত ভেঙে গেছে। এর হাত থেকে রাইফেল ছিটকে পড়েছিল তখন। অন্যজন সামান্য চোট পেয়েছে। মোট কথা লড়তে সক্ষম, এরকম মাত্র সাত জনকে পাওয়া গেল।

সময় নষ্ট না করে কোথায় লুকোতে হবে সবাইকে জানিয়ে দিল কেড্রিক। তারপর ডাই রীড আর লরেডো শ্যাডকে পাহারায় রেখে ভেতরের দিকে এগোল ওরা।

চিন্তিত চেহারায় দলীয় লোকদের ক্ষমতা পর্যালোচনা করল কেড্রিক। লরেডো, ডাই আর পিট লেইনকে নিয়ে ওর মনে সংশয় নেই। কিন্তু অন্যদের ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারছে না। ওদের মাঝে নিরীহ গোবেচারা ধরনের লোকও রয়েছে, স্পষ্টতই ভীতু হয়ে পড়েছে দু'একজন, যদিও মুখে বলছে না কেউ কিছু। রক্তশূন্য ফ্যাকাসে চেহারার এক লোক আহত একজনের রাইফেল নিজের হাতে তুলে নিয়েছে, হাঁটতে সাহায্য করছে তাকে। পথ দেখিয়ে সবাইকে সেই খাদের মুখে নিয়ে এল পল। ঢুকে পড়ল ওরা গহ্বরে।

বিস্মিত চেহারায় সবাই দেখতে লাগল খাদটা। 'একটা কথা জানো?' থুতু ফেলে বলল বারটেন্ডার। 'সাত বছর ধরে এখানে আছি, কিন্তু খাদটা এই প্রথম দেখলাম!'

ওদের সঙ্গে মাত্র চারটে ঘোড়া আছে, ওগুলোকে গুহায় নিয়ে এল পল।

আপত্তি তুলল একজন। ওকে শান্ত করল কেড্রিক। 'এখানে পানি আছে, কিন্তু বলা যায় না, যে কোনও মুহূর্তে ঘোড়ার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে।'

ঢোক গিলে কেড্রিকের দিকে তাকিয়ে রইল লোকটা।

কেড্রিকের শার্টের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করল পিট লেইন। 'তোমার গায়ে গুলি লেগেছে! রক্ত বেরোচ্ছে!'

সহজ ভঙ্গিতে হাসল পল। 'আরে, রক্ত না, হুইস্কি। আমার একটা বোতলের বারটা বেজে গেছে!'

পিটও হাসল। 'রক্ত হলেই ভালো ছিল,' বলল সে, 'ওসব জিনিস নষ্ট হলে চলে!'

সুস্থরা সবাই খাদের মুখে জড়ো হয়েছে। কেড্রিকের দিকে তাকিয়ে হাসল একজন। 'তাই তো বলি, সেদিন পালিয়েছিলে কোথায়? বেরুনোর আরেকটা পথ আছে, না?'

মাথা নাড়ল কেড্রিক। 'থাকলেও জানি না। আসলে এখানেই ঘাপটি মেরে ছিলাম। যেই দেখলাম পাহারা নেই, ক্যানিয়ন দিয়েই সুড়ুৎ করে সটকে পড়লাম।'

গম্ভীর হয়ে উঠল পিট লেইনের চেহারা। 'ইচ্ছে করলে আমাদের ঘেরাও করে বসে থাকতে পারবে ওরা,' কণ্ঠস্বরে উৎকণ্ঠা প্রকাশ পেল, কিচ্ছু করার থাকবে না।'

কেড্রিক মাথা দোলাল। 'একটা পানির ক্যান্টিন আর কিছু খাবার নিয়ে মেসার মাথায় বার্ট উইলিয়ামসের সঙ্গে যোগ দিতে যাচ্ছি আমি। আমার সাথে

আরেকজনকে আসতে হবে। ওখানে বসে ব্যাটাদের ঠেকিয়ে দেব।'

'আমি আছি,' শান্ত কণ্ঠে বলল লরেডো শ্যাড। 'দাঁড়াও জিনিসপত্র নিয়ে আসি।'

একটা রাইফেল গর্জে উঠল। একটু পরেই ডাই রীড যোগ দিল ওদের সঙ্গে। 'ওরা আসছে!' বলল সে। কেড্রিকের দিকে তাকাল। 'বোল্ডারের পেছনে একজন মারা গেছে। দূরবীনে ব্যাটার চেহারা দেখেছি। লোকটার নাম আলফ্রেড ক্রকেট। অন্যজন ছিল পয়েন্সেট।'

'ক্রকেট একটা নির্ভেজাল হারামজাদা,' বার্নেট নামে একজন সেটলার বলল, 'একনম্বর শয়তান। ক্যান্সাসে থাকতে এক লোককে খুন করে পালিয়েছিল। আরেকবার তার দলেরই একজন নিখোঁজ হয়ে যায়। সবার বিশ্বাস লোকটার নিখোঁজ হওয়ার পেছনে ক্রকেটের হাত ছিল।'

'পিট লেইনের দিকে তাকাল কেড্রিক। 'এখানেই শেষ মোকাবিলা হবে মনে হচ্ছে,' বলল ও, 'যতক্ষণ সম্ভব গুলি ছুঁড়ো না। অপ্রয়োজনে কিছুতেই গুলি নষ্ট করা যাবে না! আমরা মেসার চূড়ায় থাকব।'

খাদ থেকে বেরিয়ে এল কেড্রিক। তারপর লরেডোকে সঙ্গে করে বোল্ডার আর ঝোপঝাড়ের ভেতর ঢুকে পড়ল। শত্রুপক্ষের কারও চেহারা দেখা যাচ্ছে না। কেড্রিকের ধারণা, ক্যানিয়নের পেছনে রিমে উঠে ওদের কাভার দেয়ার জন্যে লোক পাঠানো হয়েছে, তার পৌঁছুনোর অপেক্ষা করছে ওরা।

আকাশ-ছোঁয়া ইয়েলো বাটের চূড়ার দিকে তাকাল ক্যাপ্টেন কেড্রিক। ঝাড়া দেড়শো ফুট খাড়াভাবে উঠে গেছে, বেশির ভাগ অংশ নগ্ন—আড়াল নেই। ক্যানিয়নের মাথায় ধুলোর মেঘ দেখা গেল। গুলি করেছে বার্ট উইলিয়ামস।

ওরা মেসার দিকে পা বাড়াতেই এক পশলা গুলি ছুটে এল। পিছিয়ে এল লরেডো। হতোদ্যম। 'নাহ্, সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু তার আগেই যদি হামলে পড়ে ব্যাটারা?'

'তাতে লাভ হবে না।' মেসার পাদদেশে অসংখ্য বোল্ডারের আড়ালে গুটিসুটি হয়ে বসল ক্যাপ্টেন কেড্রিক। 'এই যে চমৎকার একটা ফায়্যারিং-পয়েন্ট পেয়ে গেছি আমরা!' একটা সিগারেট রোল করে ধরাল ও। 'এই ঝামেলা শেষ হয়ে গেলে কী করবে, শ্যাড? এখানেই থেকে যাবে?'

দীর্ঘদেহী টেক্সান কাঁধ ঝাঁকাল। 'এখনও কিছু ভাবি নি। সময়েই দেখা যাবে। তুমি?'

'ওদিকে, দক্ষিণ-পশ্চিমে, মোগলনস নামে একটা জায়গা আছে, চেনো? ভাবছি ওখানে নিজস্ব একটা র‍্যাঞ্চ গড়ে তুলব।'

'আমিও হয়তো এরকম কিছুই করব,' শান্ত কণ্ঠে বলল লরেডো শ্যাড। 'নিজের একটা র‍্যাঞ্চ গড়া আমার অনেক দিনের স্বপ্ন। সত্যি বলতে কী একবার র‍্যাঞ্চ কিনেওছিলাম। কিন্তু রাখতে পারি নি, পাততাড়ি গোটাতে বাধ্য হয়েছি।'

ক্যানিয়ন বরাবর বাইরে তাকাল লরেডো শ্যাড। রাইফেলটা হাঁটুর ওপর

ফেলে রেখেছে ও। কেড্রিকের দিকে না তাকিয়েই সহজ কণ্ঠে বলল, 'এখান থেকে রেহাই পেতে আমাদের স্বয়ং খোদার সাহায্য লাগবে, ক্যাপ'ন।'

'হুম,' কেড্রিকের চেহারা গম্ভীর। 'আচ্ছা, ক্যানিয়নের মুখে পাহারায় কে আছে এখন–মানে কার থাকার কথা?'

'ওয়ালেস।'

'ওর সাথে কথা বলতে হবে। এখনও আছে ওখানে?'

'উম্–নাহ্, নেই। কোথাও গা ঢাকা দিয়েছে বোধ হয়।'

'অথবা বিকিয়ে গেছে। তুমিই বলেছিলে সিঙ্গারের মতো আরও লোক থাকতে পারে।'

সিগারেটের গোড়া পিষে নেভাল লরেডো শ্যাড। 'শিগগিরই আক্রমণ চালাবে ওরা, পল। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই ঝামেলা চুকিয়ে দেয়া দরকার। তারপর সোজা মাস্ট্যাংয়ে যাব, মরতেই যদি হয় কীথ আর বারউইক এই দুই শয়তানকে নিয়ে মরতে চাই আমি।'

মাথা নেড়ে সায় দিল কেড্রিক। খাদে আশ্রিতদের কথা ভাবছে। শ্যাড, লেইন আর রীডকে বাদ দিলে আরও অন্তত চারজন সাহসী লোক আছে এখানে। তার মানে মোটেই দুর্বল নয় ওরা। অবশ্য সংখ্যায় শত্রুপক্ষ ভারি। যুদ্ধের শুরুতে বারজন লোক ছিল ওদিকে। আলফ্রেড ক্রকেট মারা গেছে। আরও লোকের আমদানি না ঘটে থাকলে, তিনজনে এগিয়ে আছে ওরা। তবে নতুন লোকের আমদানি হওয়াই স্বাভাবিক। কেড্রিকরা আত্মরক্ষার চেষ্টা করবে–এটাই ধরে নেবে প্রতিপক্ষ···কিন্তু যদি উল্টো হামলা চালানো হয়?

সামনে তাকাল কেড্রিক। হঠাৎ প্রায় দেড়শো গজ দূরে, ক্যানিয়নের দেয়ালে বেশ উঁচুতে একটা ছায়ামূর্তি দেখা দিল। রাইফেল তুলে গুলি করল ছায়াটা, সঙ্গে সঙ্গে পাল্টা গুলি করল শ্যাড আর কেড্রিক। অদৃশ্য হলো ছায়া, তবে চোট পেয়েছে কি না বোঝা গেল না।

এলোপাতাড়ি গুলি শুরু হলো এবার। হঠাৎ হঠাৎ ক্যানিয়নের মুখের দিকে লোকজন এগিয়ে আসছে। কিন্তু গুলি করার জন্যে যথেষ্ট সময় খোলা জায়গায় থাকছে না তারা। লুকিয়ে পড়ছে, খানিক পর আরেক জায়গায় মাথা তুলছে। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামছে ধীরে ধীরে। বিদায়ী সূর্যের আলো শত্রুদের চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে। লক্ষ্যভ্রষ্ট হচ্ছে ওদের গুলি। দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ছে। বার কয়েক অগ্রসরমান শত্রুদের উদ্দেশে গুলি ছুঁড়ল লরেডো শ্যাড আর কেড্রিক। কিন্তু কাউকে ঘায়েল করতে পারল না। দুবার মেসার চূড়ায় রাইফেল গর্জাল। আর্তরব করে উঠল কে যেন।

'বুঝলে, লরেডো,' হঠাৎ বলল পল কেড্রিক, 'ওদের ভয়ে পিছিয়ে যাবার মানে হয় না। আমি মেসার মাথায় উঠছি। ফিরে আসি, তারপর দেখা যাবে, কয়োটের দল কেমন লড়াই জানে!'

হাসল শ্যাড, ওর চোখের তারায় কৌতুক। 'আমিও আছি, পার্ডনার,' শুষ্ক কণ্ঠে বলল সে, 'লুকিয়ে থাকতে আমার একটুও ভালো লাগে না। তা ছাড়া মেয়েরা তো এখন নিরাপদেই আছে।'

'একজন বাদে,' বলল কেড্রিক। 'মিসেস ট্যাগার্ট, বেচারির স্বামী খুন হয়েছে খানিক আগে। ঘর ছেড়ে নড়ে নি সে।'

'হ্যাঁ, কে যেন বলছিল তখন। ট্যাগার্ট নাকি কোনও সুযোগই পায় নি। আহা, দুজন ভালো মানুষকে হত্যা করেছে ওরা!'

আকাশে হেলান দিয়ে দাঁড়ানো ইয়েলো বাট মেসার বিশাল কাঠামোর দিকে গম্ভীর চেহারায় তাকাল কর্নেল লরেন কীথ। চূড়ার লোকটা ওদের ঠেকিয়ে রেখেছে। ওখানে ওঠা গেলে কাজ হত। মনে মনে রণাঙ্গনে অধীনস্থ সৈনিকদের সঙ্গে বর্তমান সঙ্গীদের তুলনা করল সে। এরা একদল নৃশংস খুনী ছাড়া আর কিছুই নয়। কীভাবে সে এদের সঙ্গে নিজেকে জড়াল? পা বাড়ানোর সময় কোথায় পা রাখছে দেখে না কেন মানুষ?

ঐশ্বর্য—সারা জীবন বিপুল ঐশ্বর্যের মালিক হওয়ার স্বপ্ন দেখেছে লরেন কীথ। অভিজাত সমাজে চলাফেরা করতে হলে প্রচুর সম্পদ দরকার। কিন্তু টাকা যেন সোনার হরিণ, ধরা দিতে চায় না। তিক্ত মনে মেসার দিকে তাকাল কীথ। বারউইকের শার্টের নোংরা কলার আর জ্বলন্ত চোখজোড়া মনের পর্দায় ভেসে উঠল। স্বার্থ উদ্ধারের জন্য সবাইকে দাবার ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহার করে বারউইক—কাজ আদায় হলে কলার খোসার মতো ছুঁড়ে ফেলে!

শুরুতে একেবারে উল্টো মনে হয়েছিল ব্যাপারটা। ওর কর্তৃত্ব, সৈনিকসুলভ আচরণ আর স্পষ্ট চিন্তাশক্তির তুলনায় গুন্টারকে সাধারণ একজন ব্যবসায়ী ছাড়া কিছুই মনে হয় নি। বারউইককে মনে হয়েছে স্বল্প বুদ্ধির এক ভাঁড় বিশেষ। অথচ এখন সহসা স্বমূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করেছে বারউইক। সব কর্তৃত্ব হারিয়েছে কীথ, হার মানতে বাধ্য হয়েছে বারউইকের কাছে। এর জন্যে ও নিজেই দায়ী। আগেই বোঝা উচিত ছিল, অ্যাল্টন বারউইক কুৎসিত ভাঁড় নয়, এক অশুভ দানব, ইবলিশের চেয়েও ধূর্ত। তাকে অবহেলা করা মোটেই ঠিক হয় নি।

নিজেকে বরাবর প্রচণ্ড ক্ষমতাশালী লোক ভেবে এসেছে কীথ। স্বাধীনভাবে কাজ করেছে এতদিন। কারও পরোয়া করে নি। অথচ আজ এমন একজনের হাতের পুতুলে পরিণত হয়েছে, যাকে অন্তর থেকে ঘৃণা করে! পালাবে, তার উপায় নেই। তা ছাড়া এখনও কীথের মনে আশা আছে, সবদিক সামলে নেয়া যাবে। শেষ পর্যন্ত—প্রচুর টাকা আসবে হাতে।

একটা লোকের নাম ঘুরপাক খাচ্ছে ওর মাথায়। যত নষ্টের গোড়া। নামটাকে ঘিরে ওর অন্তরের সমস্ত ঘৃণা ক্রোধ আর তিক্ততা প্রচণ্ড হয়ে উঠল। ক্যাপ্টেন পল কেড্রিক।

প্রথম দিনই ওকে বোকা বানিয়ে দিয়েছিল কেড্রিক, অবশ্য এজন্য হতচ্ছাড়া গুন্টারও কম দায়ী নয়। নিজের র‍্যাংক আর বার বছর সামরিক বাহিনীতে চাকরির কথা বলে কেড্রিককে দমাতে চেয়েছিল ও। ওকে মার্সেনারি বলে হেয় প্রতিপন্ন করার প্রয়াস পেয়েছিল সে, কিন্তু উল্টো কেড্রিক শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে ওর বিদ্রূপ ওকেই ফিরিয়ে দেয়। এতগুলো লোকের সামনে বেইজ্জত

করে ছাড়ে! কেড্রিক সম্পর্কে নানা কাহিনী কানে আসলেও তেমন আমল দেয় নি কীথ। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে ওগুলো আসলে সত্যি ঘটনা। কেড্রিক র‍্যানসায়ের বন্ধু, মনে পড়তেই আরও খেপে উঠল কীথ।

অস্থায়ী স্যালুনে ঢুকল সে। গ্লাসে মদ ঢেলে নিরাসক্ত চেহারায় তাকাল তরল পদার্থটুকুর দিকে। লী গফ আর ফেসেনডেন এল।

'শালাদের পাকড়াও করতে যাব, কর্নেল?' জিজ্ঞেস করল গফ। 'একটু পরেই সন্ধ্যা নামবে।'

এক ঢোকে গ্লাস খালি করল কর্নেল কীথ। 'হ্যাঁ, জলদি। সবাই এসেছে?'

'পয়েন্সেট ছাড়া, তবে সেও এসে পড়বে।'

আবার গ্লাসে মদ নিয়ে গলায় ঢালল লরেন কীথ। তারপর এক সঙ্গে ইয়েলো বাট-এর রাস্তায় নেমে এল ওরা।

মিক্সাসরা দুভাই আর নবাগতদের দু'জন ছাড়া সবাই উপস্থিত রয়েছে। ক্যানিয়নের দিকে গেছে দুই মিক্সাস। স্কোয়াটারদের আশ্রয়, বোল্ডার আর ঝোপের পেছনের দেয়ালে ওঠার জন্যে ঘুর পথে এগিয়ে গেছে অন্য দুজন।

লম্বা লম্বা পা ফেলে রাস্তা ধরে এগিয়ে আসছে পয়েন্সেট। প্রথম ঘরের সামনে পৌঁছুতেই এক মহিলা দরজা খুলে বেরিয়ে এল। শক্ত সমর্থ গড়ন, পরনে রঙ-জ্বলা নীল সুতি কাপড়; পায়ে গোড়ালি ক্ষয়ে যাওয়া বুট। হাতে একটা ডাবল ব্যারেল্ড শটগান। পয়েন্সেট সামনে আসতেই ঘুরে দাঁড়াল মহিলা। ট্রিগার টিপল।

একসঙ্গে দুটো ব্যারেলই খালি করল সে। পয়েন্ট-ব্ল্যাংক-রেঞ্জ, গোলা দুটো সোজা পয়েন্সেটের পেটে লাগল। আক্ষরিক অর্থেই দু'টুকরো হয়ে গেল লোকটা। হুড়মুড় করে লুটিয়ে পড়ল রাস্তায়। একটু কেঁপে উঠে স্থির হয়ে গেল। রক্তে লাল হলো ধূসর পাথর। বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল পিস্তলবাজরা।

ওদের দিকে ঘুরে দাঁড়াল মহিলা। বয়স্কা, লালচে চেহারা, এক মাথা পাকা চুল বাতাসে উড়ছে। কাজ করতে করতে কঠিন হয়ে গেছে দু'টি হাত। গুলিশূন্য শটগান এখনও আঁকড়ে আছে। ওদের দিকে তাকিয়ে মাটিতে পড়ে থাকা হালকা চেক শার্ট পরা লোকটার দিকে ইঙ্গিত করল সে।

এই মুহূর্তে তাকে আর অসহায় এক বৃদ্ধা মনে হচ্ছে না। দু'চোখে অশ্রুরও চিহ্ন নেই। 'ওই মানুষটা আমার স্বামী ছিল,' কিঞ্চিৎ কেঁপে গেল তার গলা। 'ট্যাগার্ট আমাকে ধনসম্পদ হয়তো দিতে পারে নি, দেয়ার ক্ষমতাও ছিল না; কিন্তু একটা জিনিস দিয়েছিল—শান্তি। ওকে হত্যা করেছ তোমরা। আমার কাছে আরও কয়েকটা গোলা থাকলে...' ঘুরে দাঁড়াল মিসেস ট্যাগার্ট। একটিবারও পেছনে না তাকিয়ে ঘরে ঢুকে দরজা আটকে দিল।

গোল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল পিস্তলবাজের দল। হঠাৎ যেন বুঝতে পারছে, ওদের অপরাধ কতটা জঘন্য।

সবার আগে নীরবতা ভেঙে কথা বলল লী গফ। দুই পা ফাঁক করে

দাঁড়িয়ে আছে সে। শার্ট ছিঁড়ে যেন বেরিয়ে আসতে চাইছে ওর পেশীবহুল শরীর। বাতাসে উড়ছে মাথা ভর্তি সোনালি চুল। 'ওই মহিলাকে কেউ উত্যক্ত করলে,' বলল গফ, 'আমার হাতে খুন হয়ে যাবে!'

তের

ঠিক সন্ধ্যার আগ মুহূর্তে আক্রমণ চালাল কীথ এবং পিছু হটতে বাধ্য হলো। দুজন লোক হারাতে হলো তাকে। তবে হামলার ফলে একটা লাভ হলো—খাদের কথা জানা হয়ে গেল। গিরিখাদের কাছে ক্যানিয়নের মুখে একটা দেয়ালের আড়ালে আসন পেতে বসে আছে ডরনি শ'। 'একেবারে সহজ হয়ে গেল কাজটা,' বলল সে। 'এখনও প্রচুর ডিনামাইট আছে আমাদের কাছে!'

মুখ তুলে তাকাল কীথ, ওর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে ডরনি শ', চোখজোড়া জ্বলজ্বল করছে। 'নাকি সেটা আবার তোমার নীতিতে বাধবে, কর্নেল? ডিনামাইটের গোটা দশেক কাঠি ফেলে দিলেই কিন্তু বারউইকের চাহিদা পূরণ হত—লাশের চিহ্ন থাকত না কোথাও!'

'খাদের ভেতর দিকে গুহাটুহা থাকলে,' আপত্তি জানাল লরেন কীথ, 'জ্যান্ত কবর হয়ে যাবে সবার!'

জবাব দিল না কেউ। সবার ওপর দৃষ্টি বোলাল কীথ, মাটির দিকে তাকিয়ে আছে ওরা। দায়দায়িত্ব এড়ানোর চেষ্টা। একমাত্র ডরনি শ'য়ের মধ্যেই প্রবল উৎসাহ দেখা যাচ্ছে। আতঙ্কে সারা শরীর শিউরে উঠল কীথের। এদের সঙ্গে জড়িয়ে কী ভুলটাই না করেছে!

পাথরে খুরের ঘষা খাওয়ার শব্দ উঠল। একসঙ্গে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল সবাই। ঘোড়াটা দেখা গেল না। স্যাডলের সঙ্গে কাপড়ের ঘষা খাওয়ার আওয়াজ ভেসে এল। ঝুনঝুন শোনা গেল স্পারের। আঁধার ফুঁড়ে সামনে এসে দাঁড়াল অ্যাল্টন বারউইক।

ঝট করে দাঁড়িয়ে পড়ল কর্নেল লরেন কীথ। দ্রুত পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করল। চুপচাপ শুনে গেল বারউইক, মাঝে মাঝে মাথা দুলিয়ে সায় জানাল। কীথের বক্তব্য শেষ হলে বলল, 'ডিনামাইট চালাও। সকালে সবার আগে এ-কাজটাই সারবে। ব্যস, তা হলেই জীবনের জন্যে মিটে যাবে ঝামেলা।'

পকেট থেকে সিগার বের করে কামড়ে গোড়া কাটল বারউইক। 'আজ একটা টেলিগ্রাম এসেছে। শিগগিরই তদন্ত কমিটি আসছে, হপ্তা দু'একের মধ্যেই। কিন্তু ততদিনে এই ঘটনার কথা ভুলে যাবে সবাই। অন্য ব্যাপারে ব্যস্ত হয়ে পড়বে।'

ঘোড়ার দিকে পা বাড়াল বারউইক, মাঝপথে থেমে ডরনি শ'র দিকে তাকিয়ে মাথা দুলিয়ে ডাকল ওকে।

আগুনের পাশ থেকে উঠে দাঁড়াল ডরনি শ', অনুসরণ করল তাকে। মুখ ভেঙচে ওদের দিকে তাকিয়ে রইল লরেন কীথ। এর মানে? ওকে বাদ দিয়ে কোনও ফন্দি আঁটছে না তো ব্যাটারা?

আগুনের নাগালের বাইরে, কেউ ওর কথা শুনবে না এমন দূরত্বে পৌঁছে দাঁড়িয়ে পড়ল বারউইক। ডরনি শ' এগিয়ে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করল। 'চমৎকার কাজ দেখাচ্ছ তুমি, ডরনি। মাঝে মাঝে মনে হয় আমরা দুজন হলে আর কাউকে লাগে না।'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল ডরনি। 'আমিও তাই বলি!'

'হুম,' সিগারেটে টান দিল অ্যান্টন বারউইক। 'আমার একজন ভালো সঙ্গী সত্যি দরকার। গুন্টার মারা যাবার পর তার জায়গাটা তো খালি রয়ে গেছে!'

'তোমাদের কোম্পানিতে,' ফিসফিস করে কথা বলছে ডরনি শ', 'এমনিতেও লোকজন বেশি—মানে পার্টনারের কথা বলছি।'

'হ্যাঁ,' শান্ত কণ্ঠে বলল বারউইক, 'অন্তত এখনও তাই।'

'ঠিক আছে।' নেড়েচেড়ে পিস্তলজোড়া জায়গামতো বসিয়ে নিল ডরনি শ'। 'দুই তিন দিন পর তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসব।'

ঘুরে হাঁটতে শুরু করল বারউইক। সহজ ভঙ্গিতে স্যাডলে চাপল। যেখানে ছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল শ'। অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে আছে। ঘোড়ার খুরের ক্রমশ মিলিয়ে যাওয়া শব্দ কানে আসছে। অদ্ভুত শব্দ—বড়ই অদ্ভুত।

শিস বাজাতে বাজাতে আগুনের কাছে ফিরে এল ডরনি।

ভোরে ফের হামলা চালাল কর্নেল লরেন কীথ। কোম্পানির পক্ষে প্রায় বিশ জন লোক, ডিনামাইটের বাক্স ছিল দুজনের কাছে। এই হামলাতেই চিরদিনের জন্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার কথা স্কোয়াটারদের।

বারউইক ক্যাম্পে আসার আগে ফেসেনডেনকে নিয়ে রিমের ওপর থেকে খুঁটিয়ে ক্যানিয়ন জরিপ করেছে ডরনি আর লরেন কীথ। যার পর নাই খুশি হয়েছে ওরা। গহ্বরের অবস্থান ফাঁস হবার পর পরিষ্কার হয়ে গেছে, ওটার মুখ থেকে একসঙ্গে দু'জনের বেশি লোক কোনও অবস্থাতেই গুলি ছুঁড়তে পারবে না; অন্যদিকে আক্রমণকারীরা ছড়ানো ছিটানো বোল্ডারের আড়ালে গা ঢাকা দেয়ার প্রচুর সুযোগ পাবে, অনায়াসে ডিনামাইট ছোঁড়ার মতো দূরত্বে পৌঁছুনো যাবে। দু'এক মুহূর্তের চেয়ে বেশি সময় প্রতিপক্ষের নজরে পড়তে হবে না। মাটির কাছাকাছি থাকায় এবং সামনে বোল্ডারের স্তূপ আছে বলে ওদের গুলির আওতা হবে ক্ষুদ্র।

সুষ্ঠুভাবেই শুরু হলো আক্রমণটা। একসঙ্গে এগিয়ে গেল ওরা। বিদ্যুৎ-গতিতে ক্যানিয়নের প্রায় বিশফুট ভেতরে ঢুকে পড়ল। মেসার চূড়া থেকে অতীতে কোনও এক সময় একটা বড়সড় পাথরের টুকরো গড়িয়ে পড়েছিল, ওটার সামনে এসে পৌঁছুল। এবং এখানেই সমাপ্তি ঘটল আক্রমণের।

আচমকা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল ওরা। রাইফেলের প্রচণ্ড গুলিবৃষ্টির কবলে পড়ল—পয়েন্ট-ব্ল্যাংক-রেঞ্জ!

লড়াইয়ের বহু কলাকৌশল জানে ক্যাপ্টেন্ন পল কেড্রিক। জানত গহ্বরের এই আশ্রয় দীর্ঘকালে মরণ-ফাঁদে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা আছে। তাই নিজেকে কীথের জায়গায় কল্পনা করে বুঝে নিয়েছে সে কী করতে যাচ্ছে। তারপর সাতজন সঙ্গী আর চোদ্দটা রাইফেল নিয়ে ইন্ডিয়ানদের মতো অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে বেরিয়ে এসেছে খাদ থেকে। কীথের কল্পনায় আসবে না এমন একটি জায়গায় ঘাপটি মেরে বসেছে।

গোলাগুলির প্রথম ঝাপটাতেই প্রতিপক্ষের পাঁচজন ইহলোকের মায়া ত্যাগ করল। নিরাপদ আশ্রয়ের আশায় ছুটোছুটি শুরু করে দিল গানহ্যান্ডরা। ফলে আরও দু'জন প্রাণ হারাল। ভাঙা হাঁটু নিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে কোনওমতে পরিত্যক্ত ক্যাম্পে ফিরে এল একজন। কিন্তু এখানে কাউকে পেল না সে।

ট্যাগার্টের স্ত্রীর হাতে বিপর্যয়ের শুরু–শেষ হলো রাইফেলের প্রচণ্ড গর্জনে।

কোম্পানি-ফাইটাররা ক্যানিয়নের মুখ থেকে প্রায় ছিটকে বেরিয়ে এল, একসঙ্গে ছুট লাগাল যার যার ঘোড়ার দিকে। কীথও আছে এদের সঙ্গে। প্রাণ নিয়ে সরে পড়তে পেরে শোকর করছে। ওকে স্যাডলে উঠে বসতে দেখল উরনি শ'। ঘোড়া ঘুরিয়ে পাশে চলে এল। পেছনে, সুশৃঙ্খল সেনাদলের মতো সাবধানে গুলি করতে করতে এগিয়ে এল ক্যানিয়নের স্কোয়াটাররা। একটা ঘোড়াকে লুটিয়ে পড়তে দেখল কীথ। হামাগুড়ি দিয়ে বোল্ডারের আড়ালে আত্মগোপন করল ওটার সওয়ারী, পরক্ষণে লাফিয়ে উঠে খিঁচে দৌড় দিল। দল ছেড়ে বেরিয়ে এল ডাই রীড। পিছু নিল তার।

ওরা পালানোর আগে আরও একজনকে হারাতে হলো। ঘোড়া ঘুরিয়ে সঙ্গীদের মুখোমুখি হলো কেড্রিক। 'সবাই ঘোড়া যোগাড় করো, তাড়াতাড়ি। মেয়েরা এখানে নিরাপদেই থাকবে। একবারেই সব ঝামেলা মিটিয়ে আসি।'

ঘুরে দাঁড়াল ব্রকাউ। এক লোক এগিয়ে আসছে। ডাই রীড। ওর বাগিয়ে ধরা স্পেন্সার দেখে চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল তার। মনে পড়ল, নিজের রাইফেলটা খালি। পায়ে পায়ে পিছোতে শুরু করল সে। চোখ দুটো আতঙ্কে কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে।

'আমার রাইফেলে গুলি নেই,' বলল সে, 'পিস্তলটাও হারিয়ে ফেলেছি!'

'তা হলে ওটা ফেলে দাও,' শান্ত কণ্ঠে বলল ডাই রীড, 'এরকম কিছুই চাইছিলাম আমি, পিস্তল রাইফেল ধাতে সয় না।'

কথাটার মানে না বুঝলেও রাইফেল ফেলে দিল ব্রকাউ। বিশাল শরীর তার, পেশীবহুল, শক্তিশালী। বিস্মিত চোখে ডাই রীডকে স্পেন্সার নামিয়ে রাখতে দেখল সে। গানবেল্টও খুলে ফেলল রীড। বাঁকা পায়ে এগিয়ে এল ছোটখাট মানুষটা।

মুহূর্তের জন্যে পলক পড়ল না আউট-লর চোখে। তারপরই ডাই রীডের মোকাবিলা করতে পা বাড়াল। কাছাকাছি হতেই ঘুসি হাঁকাল। পাথরের মতো শক্ত মুষ্টি আঘাত হানল ডাই রীডের চিবুকে। প্রচণ্ড আঘাত নিঃশব্দে হজম করল ডাই রীড, চোখজোড়া একটু পিটপিট করে উঠল কেবল। পরক্ষণে

ঝাঁপিয়ে পড়ল ব্রকাউয়ের ওপর। প্রথম ঘুসি ব্যর্থ হওয়ায় আতঙ্ক ভর করল ব্রকাউয়ের মনে, আরও দুটি ঘুসি হানল সে। নিজেকে বাঁচাতে ব্যর্থ হলো রীড। নীরবে মার খেলো। এইবার ডাই রীড বিশাল দুই হাতে ব্রকাউয়ের বাহু খামচে ধরল, হ্যাঁচকা টানে কাছে নিয়ে এল ওকে।

দুহাতে আউট-লর মাথা ধরল ডাই রীড, সামনে টানল। ঠকাস করে বাড়ি খেলো দুটো মাথা। চোখে সর্ষে ফুল দেখল ব্রকাউ। নাকের হাড় ভেঙে গুঁড়ো হয়ে গেল। বুনো বর্বরের মতো ঘুসি হাঁকানোর চেষ্টা করল সে। কিন্তু তার আগেই রীডের দুহাত চেপে বসেছে ওর শ্বাসনালীর ওপর। ব্রকাউ নিস্তেজ না হওয়া পর্যন্ত ছাড়ল না রীড। তারপর ওকে মাটির ওপর শুইয়ে দিল। ঘুরে হাঁটতে শুরু করল এবার। কাছেই একটা ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে, দেখল না। একটা গ্রুলা মাস্ট্যাং।

ক্যানিয়ন মুখে বিপত্তির পর উর্ধ্বশ্বাসে পালাচ্ছে ওরা। কিন্তু একটা বিশেষ উদ্দেশ্য আছে লী গফের। পোড়খাওয়া মন্ট্যানা গানম্যান গফ মিসেস ট্যাগার্টের চোখে-মুখে সত্যের প্রকৃত রূপ প্রত্যক্ষ করেছে। মহিলা ওকে ওর মায়ের কথা মনে করিয়ে দিয়েছে। মন্ট্যানার একটা জীর্ণ র‍্যাঞ্চে সাত ছেলে আর পাঁচটি মেয়েকে লালনপালন করতে গিয়ে প্রচণ্ড পরিশ্রমের ধকল সইতে পারে নি মহিলা, অকালে বিদায় নিয়েছে পৃথিবী থেকে।

ইয়েলো বাটে মিসেস ট্যাগার্টের বাড়িতে যাচ্ছে লী গফ।

কুটিরের সামনে পৌঁছে ঘোড়া থামাল সে। নামল না। স্যাডলে বসেই মৃদু টোকা দিল দরজায়। খুলে গেল কবাট দুটো, মিসেস ট্যাগার্টের মুখোমুখি হলো সে। কেঁদে কেঁদে চোখ লাল করে ফেলেছে মহিলা। 'ম্যা'ম,' বলল গফ, 'আমি খুব তুচ্ছ একজন মানুষ, আমার কথায় হয়তো কিছুই যায় আসে না'। কিন্তু এসব আমার আর ভাললাগছে না। আমি চলে যাচ্ছি। দয়া করে এই টাকাগুলো রাখবে?'

মোটাসোটা এক তোড়া টাকা সসংকোচে মিসেস ট্যাগার্টের দিকে বাড়িয়ে ধরল লী গফ। এক মুহূর্ত ইতস্তত করল মহিলা। তারপর সসম্মানে গ্রহণ করল তোড়াটা। 'ধন্যবাদ, বাবা। খুব ভালো ছেলে তুমি!'

ঘোড়ার পেটে স্পার ছোঁয়াল গফ। ঘুরে ভোরের আবছা আলোয় হারিয়ে গেল চ্যাপটা মুখো সোরেলটা নিয়ে। লী গফের লড়াইয়ের সাধ মিটে গেছে। কলর‍্যাডো অথবা ইউটাহ্তে যাচ্ছে সে···কিংবা অন্য কোনওখানে···মোট কথা দূরে কোথাও।

ওদিকে মাস্ট্যাংয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ক্যাপ্টেন পল কেড্রিক। ওর সঙ্গে আছে লরেডো শ্যাড, পিট লেইন, ডাই রীড, বার্ট উইলিয়ামস এবং আরও কয়েকজন। দল বেঁধে নিঃশব্দে এগিয়ে চলেছে ওরা। স্যাডলফর্কের ওপর রাইফেল ফেলে রেখেছে।

ওদের পশ্চিমে, অন্যদিকে ছোট্ট একটা নাটকের মহড়া চলছে। কেড্রিক যাদের ধাওয়া করছে, ক্যানিয়ন যুদ্ধে পরাজিতদের সবাই ওই দলে নেই ডরনি শ' আর কর্নেল লরেন কীথ পশ্চিমে রওনা দিয়েছে। ইতিকর্তব্য স্থির

করে ফেলেছে ওরা।

যথেষ্ট ঝামেলা পোহানো গেছে, ভাবছে কীথ, আর নয়। কেউ মানুক আর নাই মানুক শোচনীয় পরাজয় ঘটেছে ওদের। এখন দেশ ছেড়ে পালানো ছাড়া উপায় নেই।

মাস্ট্যাংয়ের হেডকোয়ার্টারে কিছু ক্যাশ টাকা জমা আছে। ওগুলো একবার হাত করতে পারলেই সোজা ক্যালিফোর্নিয়ায় চলে যাবে ও। তারপর যত ইচ্ছে তদন্ত চালাক র‍্যানসাম। কয়েক বছর পর আবার পুবে ফিরে যাবে। এখানকার ঘটনা সম্পর্কে কেউ প্রশ্ন তুললে জড়িত থাকার কথা সোজাসাপ্টা অস্বীকার করবে। কোম্পানির প্রাথমিক অবস্থায় আইনগত ব্যাপারে সাহায্য করা ছাড়া ওদের সঙ্গে আর কোনও সম্পর্ক ছিল না বললেই হবে।

চেহারা দেখে ডরনি শ'য়ের মনের কথা বোঝার সাধ্য নেই কারও। অবশ্যই এই মুহূর্তে তেমন কিছু ভাবছে না সে। আসলে চিন্তাভাবনা ওকে দিয়ে হয় না। মদে আসক্তি নেই তার, খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে বাছবিচার করে না। কিন্তু কয়েকটা জিনিসের প্রতি বিশেষ দুর্বলতা রয়েছে। ভালো ঘোড়ার মালিক হতে তার ভালো লাগে এবং সুন্দরী মেয়েদের প্রতিও দারুণভাবে আকৃষ্ট হয়। স্যু লেইনকে ভালো লাগত ওর কাছে। কিন্তু সামান্থা ফক্স ওকে পাগল করে দিয়েছে। ডরনি শ' যে বেঁচে আছে মেয়েটা বোধ হয় জানে না।

তবে ডরনি শ'য়ের সবচেয়ে প্রিয় জিনিস আগ্নেয়াস্ত্র। বিপদে কিংবা লড়াইতে আগ্নেয়াস্ত্রের সাহায্যে নির্বিচারে যন্ত্রের মতো মানুষ হত্যা করতে পারে। আজ পর্যন্ত ওর চেয়ে দক্ষ কোনও পিস্তলবাজের দেখা পায় নি সে। পিস্তল ছাড়া অন্য কিছুর সাহায্যে শত্রুর মোকাবিলা করতে হয় নি—ভবিষ্যতেও করার ইচ্ছে নেই।

দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে ওরা। আরাম করে স্যাডলে বসেছে। কেড্রিক যখন সদলে ইয়েলো বাট থেকে মাস্ট্যাংয়ের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়েছে, সেই সময় সল্ট ক্রিক ওঅশের তীরে পৌঁছুল ডরনি শ' আর কর্নেল কীথ। জিনের পেটি শক্ত করে বাঁধার জন্যে স্যাডেল থেকে নামল কীথ। সুযোগ পেয়ে পানি খেয়ে নিল ঘোড়াটা। ডরনি শ'ও নামল এবার ঘোড়ার পিঠ থেকে।

অন্যমনস্কভাবে ডরনিকে জিজ্ঞেস করল কীথ, 'তা ডরনি, খেলা তো শেষ, এবার কোথায় যাবে?'

'কী জানি, কর্নেল,' হালকা সুরে আস্তে করে বলল ডরনি শ', 'জানি না। তবে তোমার রাস্তা কিন্তু এখানেই শেষ।"

কথাটার মানে বুঝতে প্রচুর সময় লাগল কর্নেলের। ঘুরে মুখোমুখি হলো সে ডরনির। বিভ্রান্ত চেহারায় প্রথমে ভয় তারপর আতঙ্কের ছায়া পড়ল। নিতান্ত অবহেলার দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে আছে ডরনি শ'। ঠোঁটে মুচকি হাসি, চোখে ফাঁকা দৃষ্টি।

ডরনির কথা হৃদয়ঙ্গম করার সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডা হয়ে গেল কীথের শরীর। ওকে হত্যা করতে যাচ্ছে এই লোকটা!

বোকার মতো ডরনির ফাঁদে পা দিয়েছে ও। দল ছেড়ে ওর সঙ্গে আসল

কোন্ বুদ্ধিতে? সুযোগ পেয়েও লোকটাকে খুন করল না কেন? ডরনি শ'য়ের সঙ্গে পাগলা কুকুরের পার্থক্য নেই। উন্মাদ, বদ্ধ উন্মাদ!

'কী আবোলতাবোল বকছ, শ'?' মিলিটারি কায়দায় প্রশ্ন করল কর্নেল কীথ। ওর বলার ভঙ্গি খেয়ালই করল না ডরনি শ'। কীথের বেল্টের বাকলসের ওপর দৃষ্টি স্থির হয়ে আছে তার। কর্নেল. ভাবল সে, ইদানীং বেশ মুটিয়ে গেছে—ছোটখাট একটা ভুঁড়ি হয়েছে দেখছি!

'কেন, সহজ কথা, আর কোথাও যাচ্ছ না তুমি, কর্নেল। কিন্তু সেজন্যে আমার মোটেই খারাপ লাগছে না।'

'বারউইক এসব পছন্দ করবে না। আমাদের দুজনের ওপরই সে নির্ভর করে আছে।'

'উঁহু। বলো, ছিল। অবস্থা পাল্টে গেছে এখন। কাল ওদিকে,' ইয়েলো বাটের দিকে মাথা নেড়ে ইশারা করল ডরনি শ', 'বারউইক ইঙ্গিত দিয়ে গেছে আমাকে, পার্টনারের সংখ্যা নাকি বেশি হয়ে গেছে ওর।' টুপিটা একটু পেছনে ঠেলে দিল সে।

'ড্র করতে চাও? লাভ নেই যদিও, তবু চেষ্টা করে দেখতে পারো।'

সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে কীথ। শরীরের সব পেশী যেন আড়ষ্ট হয়ে গেছে। নড়তে চাইছে না। অথচ কিছু একটা করা দরকার, এখুনি! অবশেষে কথা বেরোল ওর মুখ দিয়ে, অন্তর থেকে উচ্চারণ করল কীথ, 'কেড্রিক তোমাকে খুন করবে, ডরনি। ও-ই জিততে যাচ্ছে। বারউইক ওর সঙ্গে পারবে না!'

হঠাৎ একটা জিনিস মনে পড়ল কীথের। ডরনি শ'য়ের চেহারায় একটা অস্পষ্ট অভিব্যক্তি। কিন্তু সেটাও তুচ্ছ নয়। 'ডরনি!' মরিয়া কণ্ঠে বলল সে, 'তোমার পেছনে! সেই গ্রুলাটা!'

শাদা হয়ে গেল ডরনির মুখ। পাঁই করে ঘুরল সে। হিংস্র ভাব তার চোখে। ডরনি ঘুরতেই বিজয়ানন্দে হাঁপ ছাড়ল কীথ, হাত বাড়াল পিস্তলের দিকে। কিন্তু শ'য়ের মতো লোকের মুখোমুখি আর কখনও হয় নি সে। পিস্তলের বাঁট জাপটে ধরেছিল, খাপমুক্তও হয়েছিল ওটা। বিদ্যুৎ চমকের মতো ঘুরে পেছনে কিছু নেই দেখেই চট করে সরে গেল ডরনি শ', চরকির মতো ঘুরল ফের। এক মুহূর্ত আগে ও যেখানে ছিল, সেখান দিয়েই সাঁই করে হারিয়ে গেল কীথের গুলি। পরক্ষণে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে ট্রিগার টিপল ডরনি। একবার, দু'বার।

দুটো গুলিই কীথের ভুঁড়ি ফুটো করে দিল।

ঝপাৎ করে সল্ট ক্রিকের পানিতে পড়ল সে। পিস্তলে গুলি ভরতে ভরতে তার জ্বলজ্বলে দুই চোখের দিকে তাকাল ডরনি শ'। 'কীভাবে জানলে?' বিষণ্ণ কণ্ঠে জানতে চাইল, 'তুমি কীভাবে জানলে?'

চোদ্দ

সহকর্মীদের চেয়ে এগিয়ে আছে ফেসেনডেন। বিশাল শরীর নিয়ে সহজ ভঙ্গিতে স্যাডলে বসে আছে। ঘোড়ার সাথে তাল মিলিয়ে দুলছে। চিন্তাক্লিষ্ট চেহারা, বিরক্ত। মিসেস ট্যাগার্টের আচরণে সবার মতো সে-ও আলোড়িত হয়েছে। অন্য কিছু হয়তো তাকে এতটা প্রভাবিত করতে পারত না। কঠিন হৃদয়ের মানুষ ফেসেনডেন, কত মানুষকে যে হত্যা করেছে ইয়ত্তা নেই। লড়াইয়ের মাঠে নির্দয়-নৃশংসভাবে মানুষ খুন করেছে সে, বেঁচে থাকার জন্যেই!

আগেও বহুবার পিস্তল ভাড়া খাটিয়েছে ফেসেনডেন। সেসব ছিল ক্যাটল বা শিপ-ওঅর, সেয়ানে সেয়ানে মোকাবিলা। প্রতিপক্ষে ছিল ওরই মতো দুরন্ত সব পিস্তলবাজ। কিন্তু একদল মানুষকে ঘরবাড়ি থেকে উচ্ছেদ করার জন্যে এই প্রথম কারও সঙ্গে যোগ দিয়েছে সে। কাজটা হাতে নেয়ার সময় কোনওরকম চিন্তা-ভাবনা করে নি ও। জানে পশ্চিমে পাড়ি জমানো অধিকাংশ লোকই মাথা গোঁজার মতো একটুকরো জমির সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের সংগ্রাম নিয়ে কখনও ভাবে নি সে। বার কয়েক ক্যাটল-রেঞ্জ থেকে জবরদখলকারীদের উচ্ছেদে সাহায্যও করেছে। কাজটা ন্যায়সঙ্গত বলেই তার ধারণা। গরু-বাছুর পোষার জন্যে ঘাসের প্রয়োজন, কিন্তু চারণভূমিতে চাষাবাদ শুরু করলে গরু চরবে কোথায়? তা ছাড়া বেশির ভাগ তৃণভূমিই তো খামার বা চাষাবাদের অনুপযুক্ত। কিন্তু এবার একটা ব্যতিক্রম দেখা যাচ্ছে। এই প্রথম ব্যাপারটা তলিয়ে দেখছে ফেসেনডেন। গবাদি পশুর সুবিধের জন্যে লোকজনকে এখান থেকে উচ্ছেদ করা হচ্ছে না, মুনাফাই প্রধান এবং প্রথম উদ্দেশ্য। তফাত বোঝা কঠিন নয়। ফেসেনডেনের মতো লোকেরা পরিস্থিতির আসল রূপ প্রত্যক্ষ করলে সামান্য পার্থক্যই বিরাট হয়ে দাঁড়ায় তাদের চোখের সামনে।

মানসিকভাবে কিছুটা বিপর্যস্ত ফেসেনডেন। কীথের কাঙ্ক্ষিত বিজয় কত কাছেই এসে গিয়েছিল! ক্যানিয়নে আত্মগোপনকারী মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোককে কব্জা করার মতো সহজ কাজ আর কিছু হয়! প্রথমে ডিনামাইট ব্যবহারের বিরোধিতা করলেও সাময়িক দুর্বলতাটুকু ঝেড়ে ফেলেছিল ও। সবার সঙ্গে ক্যানিয়নে ঢুকেছে, ঝামেলা চুকিয়ে টাকা নিয়ে এখান থেকে কেটে পড়বে বলে। ঠিক তখনই এল অপ্রত্যাশিত বিদ্যুৎ-গতির পাল্টা আক্রমণ। ক্যানিয়নের দেয়াল আরও ভয়ঙ্কর করে তুলল সে আক্রমণকে। বোল্ডারের ফাঁকে আটকা পড়ে গো-হারা হেরে গেল ওরা। নরক ভেঙে পড়ল যেন মাথার ওপর।

আকস্মিক ধাক্কা আতঙ্ক আর তীব্র বিতৃষ্ণার জন্ম দিয়েছে সবার মনে।

আত্মরক্ষার স্বাভাবিক তাগিদে কোনওমতে এগিয়ে যাচ্ছে ওরা। কিন্তু ক্লসন আর পয়েন্সেটের মৃত্যু এখনও মেনে নিতে পারে নি কেউ। অদৃশ্য হয়েছে ব্রকাউ, লী গফ চলে গেছে। শুধু ফেসেনডেনকেই চলে যাবার কথা বলেছিল গফ। কারণ জিজ্ঞেস করার দরকার মনে করে নি ও।

পেছনে ব্যর্থ হামলায় হতাশ মিক্সাসরা দুই ভাই এগিয়ে আসছে। দয়ামায়াহীন দুই খুনী, মেয়েমানুষ খুন করতেও ওদের হাত কাঁপবে না। লড়াকু লোক নয় ওরা–কসাই। কিন্তু ওরাও বুঝতে পারছে দলে একটা পরিবর্তন এসেছে। ব্রকাউ আর গফের ভাগ্যে কী ঘটেছে ওরা জানে না, তবে দলে যে ভাঙন ধরেছে সেটা বুঝতে পারছে পরিষ্কার। এক অর্থে হিংস্র একদল নেকড়েয় পরিণত হয়েছে ওরা। পরস্পরের প্রতি ঘৃণা বোধ করতে শুরু করেছে।

শান্ত মাস্ট্যাংয়ে ফিরে এল ওরা। ঝড়ের পূর্ব মুহূর্তে চারদিক যেমন থমথম করে তেমনি নীরবতা বিরাজ করছে শহরে। ভ্যাংগোতে ফিরে যাওয়া গরু-ক্রেতার মতো শহরটাও যেন ভয়ঙ্কর লড়াইয়ের পূর্বাভাস পেয়েছে। রাস্তায় মেয়েদের দেখা যাচ্ছে না. দু'চারজন বেপরোয়া লোক বার কিংবা তাসের টেবিলে সময় কাটাচ্ছে। সেইন্ট জেমস-এর সামনে সাজানো চেয়ারগুলো খালি পড়ে আছে। মাতাল অবস্থায় র‍্যাঞ্চে ফিরে গেছে ক্লে অ্যালিসন।

সূর্য যেন গলন্ত আগুন ঢালছে, পুড়ে খাঁক হয়ে যাচ্ছে সব। নিঝুম চারদিক। মাসট্যাং স্যালুনের সামনে ঘোড়া থামাল ফেসেনডেন, ক্লান্ত জানোয়ারটার পিঠ থেকে নামল। ঊরুর সঙ্গে বাড়ি মেরে টুপি থেকে ধুলো ঝাড়ার ফাঁকে নির্জন রাস্তায় চোখ বোলাল। পশ্চিমের লোক ফেসেনেডেন, বিপদের পূর্বলক্ষণ টের পেতে ভুল হলো না। টুপিটা আবার কোনাচে করে মাথায় বসিয়ে দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল বিশালদেহী গানম্যান। সোজা বারের দিকে এগিয়ে গেল।

'রাই,' স্যালুনের অভ্যন্তরে গমগম করে উঠল ওর কণ্ঠস্বর। কামরার চারধারে ঘুরে ফিরল চোখজোড়া, তারপর বারটেন্ডারের ওপর স্থির হলো।

কৌতূহল চেপে রাখতে পারল না বারটেন্ডার। 'কী ঘটেছে?' ঢোক গিলে জিজ্ঞেস করল সে।

গানম্যানের কঠিন দু'চোখে ক্ষীণ কৌতুকের ছায়া পড়ল। 'চিরদিনের জন্যে জায়গাটা জিতে নিয়েছে স্কোয়াটাররা!' হুইস্কিটুকু গলায় ঢালল ফেসেনডেন। 'ওখান থেকে ওরা নড়বে না, বুঝিয়ে দিয়েছে!' হালকা কণ্ঠে বলল সে। 'কেয়ামত নামিয়ে দিয়েছে আমাদের ওপর!' সংক্ষেপে ঘটনার বিবরণ দিল ফেসেনডেন। 'যেন হাজার হাজার লোক একসঙ্গে হামলে পড়ল! এমন কিছু হতে পারে কারও মাথায় আসে নি! অন্ধকারে সিঁড়িতে পা রাখতে গিয়ে দেখল কোনও সিঁড়িই নেই–অনেকটা এই রকম ব্যাপার।'

আরও এক গ্লাস মদ ঢালল ফেসেনডেন। 'কেড্রিক ব্যাটাই নষ্টের গোড়া,' ভারি গলায় বলল ও, 'লোকটা ওদের দলে যোগ দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার কেটে পড়া উচিত ছিল।'

'কীথ কোথায়?'

'সে আর ফিরবে না।'

নতুন কণ্ঠস্বর শুনে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ওরা। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে মুচকি মুচকি হাসছে ডরনি শ'! হাসি মুখেই সামনে এসে বারের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল। 'কীথ আর আসছে না,' বলল সে। 'সল্ট ক্রিকের পাড়ে পিস্তল বের করতে গিয়েছিল সে।'

নীরব কামরায় ভয়ানক শোনাল ডরনির কথাগুলো। টেবিলের এক লোক নড়েচড়ে বসল, ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দে আপত্তি জানাল চেয়ারটা। জিভ দিয়ে ঠোঁট ভেজাল ফেসেনডেন, মদের গ্লাসে চুমুক দিল। এখান থেকে ভাগতে হবে, জলদি!

'কিছুক্ষণ আগে দেখলাম মেয়েটা ফিরে এসেছে,' হঠাৎ বলে উঠল বারটেন্ডার। 'সামান্থা ফক্স। সেও কি ওদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে?'

মুখ তুলে তাকাল ডরনি শ', জ্বলজ্বল করছে চোখের তারা। হঠাৎ বিষণ্ণতা ভর করল সেখানে। মদের গ্লাস খালি করে সহজ পদক্ষেপে এগিয়ে গেল সে দরজার দিকে। 'কাছেপিঠে থেকো, ফেস, একটু আসছি আমি,' হাসল সে, 'বুড়োর কাছ থেকে টাকা নিয়ে আসি।'

ফেসেনডেনের দিকে তাকাল বারটেন্ডার। 'টাকা পেলে তোমাকে দেবে তো?'

অন্যমনস্কভাবে মাথা দোলাল ফেসেনডেন। 'একশোবার! ডরনি চোর নয়। জীবনে কখনও অন্যের জিনিস না বলে ছোঁয় নি ছেলেটা। চুরি-চামারিতেও বিশ্বাস করে না। কখনও গাল দিতে কিংবা মিথ্যে বলতেও দেখি নি। কিন্তু তোমার চোখের দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে তোমাকে খুন করতে পারবে।'

নাটকের যবনিকাপাত ঘটেছে। কাজ শেষ। কেটে পড়া ছাড়া আর কিছুই করার নেই। ফেসেনডেন জানে, এখন বিদায় নেয়া উচিত; কিন্তু তবু কেন যেন অনীহা বোধ করছে! আরও এক গ্লাস মদের ফরমাশ দিল সে, বারটেন্ডার ঢেলে দিল। যেন অতল এক গহ্বরে পড়ল মদটুকু, কোনও প্রতিক্রিয়া হলো না।

শহর সীমান্তে ঘোড়ার রাশ টেনে ধরল ক্যাপ্টেন পল কেড্রিক। 'একসঙ্গে কাজে নামব আমরা,' শান্ত কণ্ঠে বলল ও, 'কীথ, শ', বারউইক, দুই মিক্লাস আর ফেসেনডেনকে চাই আমাদের। ওরা ছাড়াও আরও দু'চারজন আছে, ওদের চেহারা চিনলেও নাম জানি না। যাই হোক, তাড়াতাড়ি কাজ সারতে হবে, কোনওরকম ভুল যেন না হয়।

'পিট, ডাই রীড আর অন্য দুজনকে নিয়ে রাস্তার বাঁ দিক দিয়ে এগিয়ে যাও তুমি। অহেতুক ঝুঁকি নেবে না। সম্ভব হলে ওদের গ্রেফতার করবে। পরে বিচার হবে। যারা–' গম্ভীর কেড্রিকের চেহারা– 'দোষী, তাদের জন্যে দু'ধরনের শাস্তির ব্যবস্থা থাকবে, দেশ ছাড়তে হবে, নইলে ঝুলতে হবে ফাঁসিতে। তবে দুই মিক্লাস আর ডরনি শ'কে ফাঁসিতেই ঝোলাব,' বলল ও, 'ওরা খুনী!'

স্যাডলে ঘুরে বসে দীর্ঘদেহী টেক্সানের দিকে তাকাল পল কেড্রিক। 'চলো, শ্যাড,' শান্ত কণ্ঠে বলল ও, 'আমরা চারজন রাস্তার ডানদিক ধরে এগোই। আমাদের ভাগে পড়ছে লিভারিস্ট্যাবল, সেইন্ট জেমস আর মাস্ট্যাং-স্যালুন।'

ঘাড় ফিরিয়ে আবার পিট লেইনের দিকে তাকাল ক্যাপ্টেন কেড্রিক। 'পিট,' বলল ও, 'অ্যালিসন কিংবা কেচামের সামনা-সামনি পড়ে গেলে দয়া করে ওদের ঘাঁটাতে যেয়ো না। ওদের সঙ্গে আমাদের শত্রুতা নেই।'

লেইনের চেহারা গম্ভীর। 'আমি ওদের খুঁজছি না,' ভারি গলায় বলল সে। 'কিন্তু সেধে লাগতে এলে ছেড়ে দেব না।'

শহরে ঢুকল ওরা। তারপর যার যার পথে এগোল। কেড্রিকের উদ্দেশে হাসল লরেডো শ্যাড, ওর চোখজোড়া বিষণ্ণ। 'আজ শয়তানও লেইনের সামনে দাঁড়ানোর আগে দুবার ভাববে,' শান্ত কণ্ঠে বলল সে। 'খুনের নেশা চেপেছে ওর মাথায়। বোনের জন্যেই এত রাগ।'

'দুজন সামনাসামনি পড়ে গেলে কী ঘটবে ভাবছি।'

'না পড়লেই ভালো,' বলল শ্যাড, 'মেয়েটা সত্যি সুন্দরী। টাকার প্রতি লোভ ছাড়া আর কোনও দোষ নেই।'

অন্য দুজন সঙ্গী উদ্বিগ্ন চেহারায় নির্দেশের অপেক্ষা করছে। ওরা দু'জনই কৃষক। একজনের হাতে একটা স্পেন্সার পয়েন্ট-ফাইভ-সিক্স; অন্য জনের হাতে শটগান। ওদের দিকে তাকাল শ্যাড। 'ওরা রাস্তা কাভার দিক, কী বলো, পল?' বলল ও, 'তুমি সেইন্ট জেমস-এ যাও, আমি লিভারি স্ট্যাবলে।'

একটু ভাবল কেড্রিক। 'ঠিক হ্যায়,' অবশেষে বলল ও, 'দেখো, বাবা, অনর্থক ঝুঁকি নিয়ো না যেন!'

হাসল লরেডো শ্যাড। তাচ্ছিল্যের সঙ্গে হাত নাড়ল। তারপর প্রশস্ত দরজা গলে আস্তাবলে ঢুকে পড়ল। ভেতরে পা রেখে থামল ও। বাইরে নির্লিপ্ত তাচ্ছিল্যের ভাব দেখালেও ভেতরে ভেতরে ফণা তোলা গোখরার মতো ভয়ঙ্কর এবং প্রস্তুত টেক্সান। অ্যাবি মিক্সাসের সোরেল পনিটা আগেই দেখতে পেয়েছে ও। খুনী দুটো শহরেই আছে, সন্দেহ নেই। এক কদম সামনে বাড়ল ও। সঙ্গে সঙ্গে খড়ের গাদার আড়াল থেকে একটা রাইফেলের ব্যারেল মাথা জাগাল।

ঝাঁপ দিয়ে ডান দিকের একটা স্টলে ঢুকে পড়ল লরেডো শ্যাড, পিস্তল বেরিয়ে এসেছে হাতে। সোজা অপর মিক্সাসের ঘাড়ে গিয়ে পড়ল ও। প্রচণ্ড সংঘর্ষ হলো দু'জনের। ভারসাম্য হারিয়ে আছড়ে পড়ল মিক্সাস, গড়িয়ে চিত হলো। পিস্তল বের করতে করতে উঠে দাঁড়াল সে। ঝেড়ে এক লাথি কষাল লরেডো তার হাতে, চরকির মতো ঘুরতে ঘুরতে সাঁ করে দুই সারি স্টলের মাঝে ফাঁকা জায়গায় গিয়ে পড়ল পিস্তলটা।

হিংস্র চিৎকার ছেড়ে পিস্তলের দিকে ঝাঁপ দিল বীন মিক্সাস। পিছলে ওটার কাছে পৌঁছুল। পিস্তল তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। স্টলের ঠিক মুখেই ঋজু ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে লরেডো শ্যাড। ফাঁদে পড়া বেড়ালের মতো ঘুরেই পিস্তল উঁচিয়ে ধরতে গেল মিক্সাস, সঙ্গে সঙ্গে ট্রিগার টিপল ও। প্রশস্ত

আস্তাবলে বোমা ফাটার মতো শব্দ হলো। পর পর দুটো গুলি খেলো বীন মিক্সাস্। একটা লাশ পড়ল মাটিতে।

গর্জে উঠল খড়ের গাদার রাইফেল। লরেডোর মাথার কাছে স্টলের দেয়ালে খাবলা বসাল বুলেট। গুলির উৎস লক্ষ্য করে দ্রুত দুবার ট্রিগার টিপেই এক লাফে ফাঁকায় চলে এল লরেডো। লাফিয়ে উঠল রাইফেলটা, আবার আগুন ঝরাল, কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো গুলিটা। অ্যাবি মিক্সাস যেখানে লুকিয়ে রয়েছে, সেই চালাটার নীচে ঝাঁপিয়ে পড়ল শ্যাড, ছাদ লক্ষ্য করে গুলি করল পর পর দুবার।

খালি পিস্তল হোলস্টারে ভরে অন্য পিস্তলটা বের করে অপেক্ষা করতে লাগল লরেডো শ্যাড। একটু দূরে ককিয়ে উঠল ছাদের পাটাতন। স্টলের আড়ালে আড়ালে পলায়নপর মিক্সাসকে অনুসরণ করল ও। আচমকা পেছনের দরজা সশব্দে খুলে গেল, আলোর বন্যায় ভেসে গেল আস্তাবলের অন্ধকার। দ্রুত এগিয়ে গেল লরেডো। কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে।

শটগানঅলা লোকটার নাম স্লোয়ান। অ্যাবি মিক্সাস দরজা গলে বেরিয়েই ওর মুখোমুখি হলো, মাত্র বিশ ফুট তফাত। কোমরের কাছ থেকে রাইফেলের ট্রিগার টিপল অ্যাবি। স্লোয়ানের পাশে ওঅটর ট্রাফ ফুটো হয়ে গেল। একই সঙ্গে শটগানের বাঁ দিকের ব্যারের খালি করল স্লোয়ান।

অ্যাবির ঠিক কাঁধে লাগল গোলাটা, দরজার গায়ে আছড়ে পড়ল সে। ঝুলে পড়ল তার লম্বাটে চোয়াল, আতঙ্কিত। ঘাড়, কাঁধ রক্তে ভেসে যাচ্ছে, বিরাট একটা ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে। রাইফেল উঁচিয়ে ধরার আপ্রাণ চেষ্টা করল অ্যাবি। এক কদম সামনে বাড়ল স্লোয়ান। বব ম্যাকলেনন, স্টীলম্যান আর সেগালের মৃত্যুর কথা মনে পড়ছে। অন্য ব্যারেলটাও খালি হলো। অগ্নিশিখা ছুটে গেল অ্যাবি মিক্সাসের দিকে।

নিহত ছিন্নভিন্ন মিক্সাস এলিয়ে পড়ল। ছিটকে পড়েছে তার মাথার পুরোনো টুপি। রক্ত আর বালিতে মাখামাখি হয়ে গেছে চোখমুখ।

গোলাগুলির পর অসহনীয় নীরবতা নামল। নীরবতা ভেঙে কথা বলল লরেডো শ্যাড। 'হয়েছে, স্লোয়ান!' আস্তাবল থেকে বেরিয়ে এল সে। মিক্সাসের লাশের দিকে দৃকপাত করল না। 'ওর ভাইকেও আর ঝোলানোর কষ্ট করতে হবে না।'

পাশাপাশি দাঁড়াল ওরা। স্লোয়ানের চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে, অসুস্থ মনে হচ্ছে ওকে। জীবনে এই প্রথম মানুষ হত্যা করল সে, এটাই শেষ। একটা সিগারেট তৈরি করার চেষ্টা চালাল, কিন্তু থরথর করে কাঁপছে হাত দুটো। ওর কাছ থেকে তামাক আর কাগজ নিয়ে সিগারেট বানাল লরেডো শ্যাড। লজ্জিত চেহারায় মুখ তুলে তাকাল স্লোয়ান। 'আমি লোকটা আসলে ভীতু,' বলল সে। 'কিন্তু ওই হারামজাদাকে দেখে মাথায় রক্ত চড়ে গিয়েছিল।

গম্ভীর চেহারায় ওর দিকে তাকাল টেক্সান। 'এ-ই ভালো,' বলল ও। সিগারেট স্লোয়ানকে দিল। 'ধরো,' বলল, 'দু'এক টান দিলেই চাঙা বোধ করবে। ভাবছি কেড্রিক কী করছে।'

'কোনও আওয়াজই নেই এখন পর্যন্ত।'

রাস্তার উল্টো দিকে একটা ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল পিট লেইন। 'সব ঠিক আছে?' চিৎকার করে জানতে চাইল।

'হ্যাঁ,' স্লোয়ানের সঙ্গী পাল্টা জবাব দিল। 'মিক্সাস ভাইদের আর খুঁজতে হবে না। আর কখনও ওদের চেহারা দেখা যাবে না এদিকে।'

রাস্তা বরাবর এগিয়ে গিয়ে সেইন্ট জেমস-এ ঢুকল ক্যাপ্টেন পল কেড্রিক। বিশাল লবি জনশূন্য, ফাঁকা গহ্বরের মতো লাগছে। তামাক আর চামড়ার গন্ধ ভাসছে বাতাসে। বুড়ো ক্লার্ক ওর দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল। 'আজকের দিনটা একদম শান্ত,' বলল সে। 'কোথাও কেউ নেই। ক'দিন হলো, মারপিট, গোলাগুলি সব বন্ধ!'

বুড়োর কথা শেষ হওয়া মাত্র বাইরে থেকে গুলির আওয়াজ ভেসে এল···আবার···আবার। শটগানের দুটো কানফাটা গর্জন, তারপর নীরবতা।

কানখাড়া করে রইল দুজন। কিন্তু আর কোনও শব্দ পাওয়া গেল না। খানিক পর পিট লেইনের প্রশ্ন আর কৃষকের জবাব শোনা গেল। মাথা ঝাঁকাল ক্লার্ক। 'হ্যাঁ, সেই পুরোনো মাস্ট্যাং,' বলল সে। 'ক'দিন ধরে ভাবছিলাম ওহাইওতে ফিরে গেলাম নাকি! একদম ঠাণ্ডা মেরে গিয়েছিল সব–গোরস্থানের মতো!'

করিডর ধরে এগিয়ে গিয়ে পেছনের দরজা দিয়ে হোটেল থেকে বেরিয়ে এল ক্যাপ্টেন পল কেড্রিক। ভাঙাচোরা সিঁড়ি ভেঙে পেছনের ঘাসে ছাওয়া উঠোনে এসে দাঁড়াল। একটা পুরোনো মরচে ধরা টিউব-ওয়েল আছে এখানে। প্রখর সূর্যের আঁচে দগ্ধ হচ্ছে হোটেলের পেছনের দেয়াল।

টিউব-ওয়েলের দিকে এগিয়ে গেল কেড্রিক, চাপ দিল। প্রথমে আপত্তি জানাল ওটা, বহুদিনের অব্যবহারে মরচে পড়ে গেছে; অবশেষে কাজ হলো, কাঠের গামলায় ছলাৎ করে পড়ল পানির ধারা। কিছুক্ষণ পানি তুলল কেড্রিক, তারপর ক্যান্টিন ভরে নিল। পরিষ্কার ঠাণ্ডা পানি, ঢক ঢক করে পান করল ও, একটু বিশ্রাম নিয়ে আবার খেলো।

দালান-কোঠার পেছনে খানিকটা দূরে কাঠ চেরাই করছে এক কাঠুরে। কুড়োলের ফলায় রোদের প্রতিফলন চোখে পড়ল ওর। কাঠের গায়ে আঘাত হানল ওটা। কেড্রিক জানে, একটু পরে আওয়াজ শোনা যাবে। কিছুক্ষণ ওদিকে তাকিয়ে রইল পল। হাত দিয়ে মুখের ঘাম মুছে দালান-কোঠার পেছনে পেছনে মাস্ট্যাং-স্যালুনের দিকে পা বাড়াল।

সাবধানে এগোচ্ছে ও, মুহূর্তের জন্যেও থামছে না, সমগ্র অস্তিত্ব সতর্ক। এখন পয়েন্ট ফোর-ফোর রুপানজোড়া কোমরে ঝুলিয়েছে ও। ওগুলোর ছোঁয়া স্বস্তি জোগাচ্ছে। প্রয়োজনের মুহূর্তে চট করে হাতে উঠে আসবে।

মাস্ট্যাং-স্যালুনের পেছন-দরজায় বহুদিন রঙ পড়ে নি, রোদ আর বৃষ্টির অত্যাচারে কাহিল অবস্থা। কবজার দিকে তাকাল ও, জং ধরে গেছে, খুলতে গেলে শব্দ হবে। হঠাৎ দোতলায় ওঠার বাইরের দিকের সিঁড়িটা দেখতে পেল ও। ঘুরে পা টিপে টিপে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে এল কেড্রিক। দরজা ঠেলে

ভেতরে ঢুকে করিডর ধরে এগোল।

নীচের স্যালুনে, প্রায় আধ বোতল হুইস্কি শেষ করে ফেলেছে ফেসেনডেন, কিন্তু এখনও ব্যর্থতার গ্লানি কাটিয়ে উঠতে পারে নি। টেবিল থেকে এক প্যাকেট তাস তুলে নিল ও. নিপুণ হাতে শাফ্‌ল করল। একটুও কাঁপল না হাত দুটো। আর যাই হোক হাতের ওপর কোনও প্রভাব ফেলতে পারে নি হুইস্কি।

বিরক্তির সঙ্গে কার্ড ছুঁড়ে ফেলে বারটেন্ডারের দিকে তাকাল ফেসেনডেন। 'ডরনি এত দেরি করছে কেন!' দশমবারের মতো বলল সে, 'এখান থেকে চলে যেতে চাই আমি। এখানে থাকতে আর মন চাইছে না!'

রাস্তার গোলাগুলির শব্দ পেলেও বারের কাছ থেকে নড়ল না সে। 'মাতাল কোনও কাউহ্যান্ডের কাণ্ড বোধ হয়,' বলল বিরক্তির সঙ্গে।

'তবু একবার খোঁজ নিলে পারতে,' বলল বারটেন্ডার, স্যালুনে মারামারি হোক চাইছে না সে। 'তোমার দলের লোকও তো হতে পারে?'

'আমার কোনও দল নেই,' সংক্ষেপে জবাব দিল ফেস। 'আমি আর এসবে নেই। ইয়েলো বাটের খচ্চরটা কুকুরের মতো তাড়িয়ে দিয়েছে আমাকে। আর ওদের সঙ্গে থাকার সাধ নেই।'

দোতলার করিডরে পায়ের আওয়াজ, ছন্দময় ভঙ্গিতে হাঁটছে কে যেন। হেসে মুখ তুলে তাকাল ফেসেনডেন। 'খেয়াল করেছ, মিলিটারি কায়দায় হাঁটছে!'

হঠাৎ নিজের কথার অর্থ বুঝতে পারল ফেস, হাসি মুছে গেল ঠোঁট থেকে। বারে হাত রেখে সোজা হয়ে দাঁড়াল। বারটেন্ডারের চোখের দিকে তাকিয়ে রইল অনেকক্ষণ। 'জানতাম! আমি জানতাম–' গ্লাসের হুইস্কি গলায় ঢালল সে 'তাই তো শহর ছাড়তে চাই নি!'

বার থেকে সরে ঘুরে দু পা ফাঁক করে দাঁড়াল ফেসেনডেন। বিশাল গ্রিজলি ভালুকের মতো লাগছে তাকে। কোমরের কাছে ঝুলছে দু'হাত। দোতলার ব্যালকনির দিকে তাকিয়ে আছে।

পায়ের আওয়াজ থেমে গেল, ব্যালকনিতে এসে দাঁড়াল ক্যাপ্টেন কেড্রিক। ফেসেনডেনের দিকে তাকাল।

নীরবে কেটে গেল ঝাড়া একটা মিনিট। দম বন্ধ করে অপেক্ষা করছে দর্শকরা। ফেসেনডেনই নীরবতা ভাঙল অবশেষে।

'আমাকে খুঁজছ, কেড্রিক?'

'তোমাদের একজনকে হলেই হলো। শ' কোথায়? কীথ?'

'কীথ পটল তুলেছে। ক্যানিয়নে তুমি আমাদের বারটা বাজানোর পর সল্ট ক্রিকের ধারে ওকে খুন করেছে ডরনি শ'। সে এখন কোথায়, জানি না।'

আবার নীরবতা। পরস্পরকে জরিপ করল ওরা। 'চিমনি রক-এ তুমিও ওদের সঙ্গে ছিলে, ফেসেনডেন,' বলল কেড্রিক, 'ওটা একটা অ্যামবুশ ছিল–গুপ্তহত্যার চেষ্টা।' আরেক কদম সামনে বাড়ল কেড্রিক। পাশ ফিরে সিঁড়ির প্রথম ধাপে পা রাখল। ছয় ধাপ পর একটা ল্যান্ডিং, তার পর বাঁক

নিয়ে নীচে নেমে এসেছে সিঁড়িটা।

দাঁড়িয়ে আছে ফেসেনডেন, ওর পেশীবহুল বিশাল দুই পা মৃদু কাঁপছে। ওড়া মাথা সামনে ঝুঁকে পড়েছে। 'ধেত্তের!' বলেই পিস্তলের বাঁট আঁকড়ে ধরল সে।

চোখের পলকে দুটো পিস্তল খাপ ছেড়ে বেরিয়ে এল, আগুন ঝরাল। সিঁড়ির মাথায় নিউওয়েল পোস্টের মাথা গুঁড়ো হয়ে গেল একটা বুলেটের ধাক্কায়, তারপর ছিটকে দেয়ালে গিয়ে বিঁধল সেটা। কেড্রিকের ঠিক কাঁধের পেছনে দেয়াল ফুটো করল অন্য বুলেটটা। আরও এক ধাপ নামল ক্যাপ্টেন কেড্রিক। ট্রিগার টিপল পিস্তলের। গুলি খেয়ে পাঁই করে ঘুরল ফেসেনডেন। হালকা পায়ে আরও চার ধাপ নেমে এল পল। ওকে লক্ষ্য করে দু'দু'বার ট্রিগার টিপল ফেসেনডেন।

মাথা নিচু করে ঝাঁপ দিল কেড্রিক। দেয়ালের সঙ্গে মিশে গিয়ে উঠে দাঁড়াল। আবার গুলি করল ফেসেনডেনের দিকে। একটা পা ভাঁজ হয়ে গেল তার; টক্কর খেলো বারের সঙ্গে।

দুবার গুলি খেয়েও মাথা ঠাণ্ডা রেখেছে সে। ভয়ঙ্কর। বারের গায়ে এক হাতে ভর দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল ফেসেনডেন, ডান হাত উঁচিয়ে ধরল, বুড়ো আঙুলে টেনে পেছনে নিয়ে এল পিস্তলের হ্যামার। সঙ্গে সঙ্গে বাঁ হাতের পিস্তল থেকে দ্রুত দুবার গুলি ছুঁড়ল কেড্রিক। বারের ওপর দিয়ে ঘষটে সোজা ফেসেনডেনের পাঁজরের নীচে ঢুকল একটা বুলেট। অন্যটা ফসকে গেল।

আবার গুলি করল ফেসেনডেন, লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো। মরিয়া হয়ে উঠেছে সে, ডানহাতের পিস্তল হোল্টারে রেখে বাঁ হাতের পিস্তল দিয়ে ষষ্ঠ বারের মতো ট্রিগার টিপল ফেসেনডেন। সময় নিয়ে, অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে রেখে পিস্তলটা ডান হাতে পাচার করল সে। বুঝতে পারছে, সময় ফুরিয়ে আসছে। বেপরোয়া ফেসেনডেন, কিন্তু নিরুত্তাপ। 'এক গ্লাস মদ দাও,' বারটেন্ডারের উদ্দেশে বলল সে।

বারের পেছনে মুখ ঢেকে শুয়েছিল বারটেন্ডার। নড়ল না লোকটা। ল্যান্ডিংয়ের প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে কেড্রিক, তাকিয়ে রয়েছে ফেসেনডেনের দিকে। তিন তিনবার গুলি খেয়েছে ফেসেনডেন—কাঁধে, পায়ে, বুকে—তারপরও দাঁড়িয়ে আছে; হাতে উদ্যত পিস্তল; বিরাট, অপরাজেয় মনে হচ্ছে তাকে।

পিস্তল উঠে এল, ওটার সঙ্গে সামনে ঝুঁকে পড়ল ফেসেনডেন। 'তুমি ডরনি হলে ভালো হত,' বলল সে।

ট্রিগার টিপল কেড্রিক। বুকে লাগল গুলিটা। এক কদম পিছিয়ে গেল ফেসেনডেন, আরও এক কদম। পিস্তলটা হাত থেকে খসে পড়ল। বারের ওপর থেকে একটা গ্লাস তুলে নিল সে, 'মদ ঢালো!' আদেশ করল। রক্তের বুদ্‌বুদ্‌ দেখা দিয়েছে ঠোঁটের কোণে।

পিস্তল হাতে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল ক্যাপ্টেন কেড্রিক, ফেসেনডেনের দিকে এগিয়ে গেল। ডান হাতে পিস্তল তৈরি রেখে বাঁ হাতে একটা বোতল

তুলে নিল ও, শূন্য গ্লাস ভরে দিল। তারপর আরেকটা গ্লাসে নিজের জন্যেও ঢালল।

ওর দিকে তাকিয়ে আছে ফেসেনডেন। 'তুমি খুব ভালো মানুষ, কেড্রিক,' আস্তে আস্তে কথাগুলো উচ্চারণ করল সে। 'আমিও ভালো—কিন্তু আমরা দুই পক্ষে পড়ে গেছি।'

'এসো পান করি,' গ্লাস উঁচু করে ধরল পল কেড্রিক, গ্লাস ছোঁয়াল দুজন। বাঁকা চোখে গ্লাসের ওপর দিয়ে কেড্রিকের দিকে তাকাল ফেসেনডেন।

'ডরনির কাছ থেকে সাবধান,' পরামর্শ দিল সে, 'কেউটের মতো ভয়ঙ্কর লোকটা।' কথা আটকে যাচ্ছে, ভুরু কোঁচকাল ফেসেনডেন, গ্লাস তুলল। মদ গলায় ঢালতেই বিষম খেলো সে। বিশাল ডান হাত কেড্রিকের দিকে বাড়িয়ে দিল। তারপরই হুমড়ি খেয়ে পড়ল মেঝেতে। পিস্তল হোলস্টারে রেখে সামনে ঝুঁকল কেড্রিক, ধরল বাড়িয়ে দেয়া হাতটা। হাসল ফেসেনডেন, তারপর প্রশান্তিতে চোখ বুজল।

পনের

কেড্রিক সহ সবাই ইয়েলো বাট-এর উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ার পর অস্থির হয়ে উঠল সামান্থা। এরপর কী হতে যাচ্ছে? ফ্রেড র‍্যানসাম পারবে কিছু করতে? কী হবে আসন্ন তদন্তের ফলাফল? এখানে মামার ভূমিকাকে কোন্ দৃষ্টিতে দেখা হবে?—অসংখ্য প্রশ্ন ভাবিয়ে তুলল ওকে।

মাস্ট্যাংয়ের ধূসর পাথুরে ভবনের একটা ডেস্কের ড্রয়ারে তালাবদ্ধ অবস্থায় রয়েছে মামার কাগজপত্র; ওর বিভিন্ন দলিলও রয়ে গেছে ওখানে। বারউইকের কাছ থেকে টাকা আদায় করতে হলে কিংবা মামাকে অপবাদের হাত থেকে বাঁচাতে চাইলে ওগুলো লাগবে। চট করে সিদ্ধান্ত নিল সামান্থা। ঘোড়ায় চেপে রিমের উল্টোদিকের হাইডআউট থেকে বেরিয়ে পড়ল। ওল্ড মরমন ট্রেইলে পৌঁছে দক্ষিণে বাঁক নিল, ভোর হচ্ছে, বহুদূর থেকে ভেসে আসা গোলাগুলির আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

ট্রেইল ছেড়ে সল্ট ক্রিক ওঅশের নিচু অংশে চলে এল সামান্থা; কিছুক্ষণ এগোনোর পর, ডরনি শ'য়ের হাতে কীথ যেখানে মরতে যাচ্ছে, সেই জায়গাটা পেছনে ফেলে আবার দক্ষিণে রওনা হলো। কোনওভাবে একবার শহরে পৌঁছুনো গেলেই ঝামেলা চুকে যাবে, ভাবছে ও। বারউইক ছাড়া আর কাউকে হেডকোয়ার্টারে আশা করছে না। এই লোকটা কদাচিত চেয়ার ছেড়ে নড়ে।

ইয়েলো বাট থেকে পরাজিত গানম্যানরা ফিরতে শুরু করার কিছুক্ষণ আগে মাস্ট্যাংয়ে পৌঁছুল সামান্থা। রাস্তা ধরে এগোল ও। হেডকোয়ার্টারের পেছনের দরজায় চলে এল। তারপর ঢুকে পড়ল নিঃশব্দে। এতটা সাবধানতার প্রয়োজন ছিল না। অ্যাল্টন বারউইক ঘরে নেই। পুরোনো সিঁড়ি বেয়ে

দোতলায় এসে অ্যাপার্টমেন্টের তালা খুলল সামান্থা। মামার সঙ্গে এখানে থাকত ও। ভেতরে ঢুকে দরজা আটকে দিল।

কোনও কিছুতে হাত পড়েছে বলে মনে হলো না। জানালার পর্দাগুলো টেনে রেখে গিয়েছিল, তেমনি আছে। নিঝুম কামরা। ধুলোর হালকা আস্তরণ পড়েছে আসবাবপত্রের ওপর, পর্দার ফাঁক গলে ঘরে ঢুকে পড়া রোদে চকচক করছে। ট্রাংকের কাছে চলে এল সামান্থা। ইস্পাতে মোড়া একটা বাক্স বের করল ওটা থেকে। এই বাক্সেই সব কাগজপত্র আছে। বাক্সটা খোলার চেষ্টা করা হয়েছে, তেমন কোনও আলামত নেই। ট্রাংকের নীচ থেকে পুরোনো একটা পার্স বেরিয়ে এল এবার। চব্বিশটা স্বর্ণমুদ্রা ছিল ওটায়, বের করে হাতের পার্সে রাখল সামান্থা।

অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে এরপর কিম্ভূতকিমাকার একটা পুরোনো আমলের পিস্তল পাওয়া গেল ট্রাংকে। পিস্তলটা বের করে পাশের টেবিলে তুলে রাখল। পয়েন্ট-টু-টু ক্যালিবারের একটা ডেরিঞ্জারও বেরুল। বাবার দেয়া শেষ উপহার। অস্ত্রটা পকেটে রাখল ও।

চট করে এবার পাশের কামরায় চলে এল সামান্থা। দ্রুত সহজ ভঙ্গিতে মামার ডেস্ক তল্লাশি করল। একটু খুঁজতেই পাওয়া গেল প্রয়োজনীয় কাগজপত্র। এখনও কেউ ওগুলো স্পর্শ করে নি। ওরা হয়তো ভেবেছে এসব কাগজের আর প্রয়োজন নেই কিংবা পরে সংগ্রহ করা যাবে। কাগজপত্র গোছগাছ করছে সামান্থা, এমন সময় বাড়ির পাশে ঘোড়ার খুরের শব্দ উঠল। পেছনের সিঁড়ির কাছে থামল একটা ঘোড়া।

সঙ্গে সঙ্গে হাতের কাজ রেখে দাঁড়িয়ে পড়ল সামান্থা ফক্স এ ঘরের একটা জানালার পর্দা কিঞ্চিৎ ফাঁক হয়ে আছে। স্যাডলের সঙ্গে কাপড়ের ঘর্ষণের মৃদু আওয়াজ হলো। সওয়ারী যেই হোক, ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমেছে। এবার স্পারের ঝুনঝুন শব্দ ভেসে এল। পা বাড়িয়েছে আগন্তুক তারপর নীরবতা।

'ও, তুমি?'

চমকে ঘুরে দাঁড়াল সামান্থা। চোখ বড় করে ওর দিকে তাকিয়ে আছে স্যু লেইন। 'হ্যাঁ,' জবাব দিল ও, 'আমার কিছু জিনিস রয়ে গিয়েছিল, নিতে এসেছি। তুমি স্যু, তাই না?'

জবাব না দিয়ে মাথা দুলিয়ে জানালার দিকে ইঙ্গিত করল মেয়েটা। 'কে এসেছে জানো?'

'না।'

'লরেন ফিরে এল বোধ হয়।' গম্ভীর চেহারায় সামান্থাকে মাপল স্যু লেইন। 'ওরা কেমন আছে? সবাই ভালো? ইয়ে, মানে–পিটের সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে?'

'হ্যাঁ, তোমার ওপর খেপে আছে ও।'

একটু লাল হলো স্যু লেইনের চেহারা, কিন্তু উদ্ধত ভঙ্গিতে চিবুক উঁচু করে রাখল সে। 'জানি, কিন্তু আর কী আশা করেছিল ও, ওই মরা মরুতে

ভিখেরীর মতো জীবন কাটাব? ওফ্, বিশ্বাস করো, ঘেন্না ধরে গেছে আমার!'

হাসল সামান্থা। 'আশ্চর্য! অথচ এখানে আমার কত ভালো লাগে। এ জায়গাটাকে আমি ভালোবাসি। যত দিন যাচ্ছে ততই ভালো লাগছে। এখানে জীবন কাটাতে পারলে আর কিছু চাই না আমি।'

'পল কেড্রিকের সঙ্গে?'

স্যুর চোখের তারায় ঈর্ষা খেলে গেল, সেই সঙ্গে দৃষ্টিতে কৌতূহলও ফুটে উঠল। মেয়েটা ওর চেহারা আর কাপড়চোপড় পরখ করছে, বুঝতে পারল সামান্থা।

'কেন–আমি–একথা তোমার মনে হলো কেন?'

'পল-কে আমি দেখেছি তো! ওকে কাছে পেতে চাইবে না এমন মেয়ে আছে? এতগুলো লোকের মধ্যে ও-ই সেরা।'

'আমি জানতাম কর্নেল কীথকে তোমার পছন্দ।'

আবার রক্ত ছলকাল স্যুর চোখেমুখে। 'আমি–আমিও তাই ভেবেছিলাম। আসলে পল কেড্রিক আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছে বলেই ওর প্রতি এতটা ঝুঁকে পড়েছি আমি। তা ছাড়া এখান থেকে দূরে কোথাও যেতে চাই আমি–সেটাও একটা কারণ। এই জন্যেই আমাকে ঘৃণা করতে শুরু করেছে পিট।'

'ভাই কোনওদিন বোনকে ঘৃণা করতে পারে না। তুমি ফিরে গেলে ও সত্যিই খুব খুশি হবে।'

'ওকে চেনো না, তাই এ-কথা বলছ। অ্যাল্টন বারউইকের সঙ্গী না হয়ে আর কেউ হলে–'

'তার মানে বারউইককে আগে থেকেই চিনতে তোমরা?'

'চিনতাম মানে?' ওর দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকাল স্যু লেইন। 'তুমি জানো না? পিট বলে নি? বারউইক তো আমাদের সৎ-বাবা!'

'অ্যাল্টন বারউইক?' হতবাক সামান্থা ফক্স।

'হ্যাঁ, ওই লোকটাই আমাদের বাবাকে খুন করেছিল। আমরা প্রমাণ পাই নি। পরে মা-ও সন্দেহ করতে শুরু করে তাকে, তাই আমাদের নিয়ে তার কাছ থেকে পালায়। কিন্তু আমাদের পিছু ছাড়ে নি বারউইক। মায়ের ভাগ্যে শেষ পর্যন্ত কী ঘটেছিল আমরা জানতে পারি নি, এক রাতে বিশেষ প্রয়োজনে বাইরে গিয়ে আর ফিরে আসে নি। অন্য এক পরিবারের কাছে বড় হয়েছি আমরা।'

করিডরে কাঠের পাটাতন ককিয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে চুপ হয়ে গেল ওরা, কান পাতল।

শহরের রাস্তা থেকে বন্দুকের প্রচণ্ড গর্জন ভেসে এল। দৃষ্টি বিনিময় করল ওরা। নিঃশ্বাস নিতেও ভুলে গেছে। একটু বিরতি, তারপর আবার ভেসে এল গুলির আওয়াজ। আস্তে করে খুলে গেল দরজাটা। দোরগোড়ায় ওদের মুখোমুখি দাঁড়াল ডরনি শ'।

সামান্থা ফক্স আর স্যু লেইনকে একসঙ্গে দেখে অবাক হলো সে। উজ্জ্বল বাদামি চোখে দ্বিধার ছায়া পড়ল, পালা করে দুজনের দিকে তাকাল।

তারপর স্যু লেইনের ওপর স্থির হলো তার দৃষ্টি। 'তুমি এবার কেটে পড়তে পারো,' বলল সে। 'কীথ অক্কা পেয়েছে।'

'কী?' সন্ত্রস্ত স্যু ঢোক গিলল। 'ওকে ওরা মেরে ফেলেছে?'

'না, আমি মেরেছি। সল্ট ক্রিকের ধারে। আমাকে আক্রমণ করতে যাচ্ছিল সে।'

'কীথ– মারা গেছে?' প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খেয়েছে স্যু লেইন।

'অন্যরা? ওরা কোথায়?' চট করে জানতে চাইল সামান্থা।

দ্রুত ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ডরনি শ', কঠিন দৃষ্টি হানল সামান্থার দিকে। মেয়েটাকে নিয়ে কী করা যায় বুঝে উঠতে পারছে না যেন। 'বেশ কয়েকজন মারা গেছে,' সহজ কণ্ঠে বলল ডরনি। 'আমাদের বারটা বাজিয়ে দিয়েছে ওরা। ওই কেড্রিক শালার জন্যেই!' যেন কিছুই আসে যায় না এমনি নিরুত্তাপ কণ্ঠে কথা বলছে সে। 'কেড্রিক ওদের সঙ্গে নিয়ে ওত পেতে ছিল, কুত্তার বাচ্চাগুলোকে আমাদের ওপর লেলিয়ে দিয়েছে, মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে সবাইকে!' মাথা নেড়ে রাস্তার দিকে ইঙ্গিত করল ডরনি শ'। 'এখন বোধ হয় শেষ পলিশ পড়ছে। ফেসেনডেন আর মিক্সাসরা দু'ভাই বেঁচে ছিল।'

'এখানেও আসবে ওরা,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল সামান্থা ফক্স। 'এর পর এখানেই আসবে।'

'জানি,' মোটেই বিচলিত মনে হলো না ডরনি শ'কে। 'কেড্রিকই আসবে সবার আগে,' হাসল সে, 'মরবেও সবার আগে।'

সিগারেটের কাগজ আর তামাক বের করল ডরনি, কামরার চারদিকে নজর বোলাল। তারপর আবার তাকাল স্যু লেইনের দিকে। 'তুমি ভাগো। সামান্থার সঙ্গে আমার জরুরী কথা আছে।'

নড়ল না স্যু। 'যা বলার আমার সামনেই বলো। এখানে থাকতে আমার ভালো লাগছে।'

সিগারেট পেপারে জিভ ছুঁইয়ে বাঁকা চোখে স্যু লেইনের দিকে তাকাল ডরনি শ'। ভাবলেশহীন দৃষ্টি। 'কী বলেছি, শুনেছ,' বলল সে, 'আমি জোর জবরদস্তি করতে চাই না।'

'অত সাহস আছে নাকি!' চেঁচিয়ে উঠল স্যু লেইন। 'এখানে মেয়েদের গায়ে হাত তুললে কী হবে ভালো করে জানো তুমি। আমাকে খুন করলে যদিও বা রেহাই পাবে, কিন্তু গায়ে হাত তোলা সইবে না কেউ–তোমার মতো খুনীও নিস্তার পাবে না।'

পকেটের ডেরিঞ্জারটার কথা ভাবছে সামান্থা ফক্স। কোমরে অস্ত্রের কাছে হাত নামিয়ে আনল ও।

আচমকা কামানের আওয়াজের মতো গোলাগুলির প্রচণ্ড শব্দ ভেসে এল। তারপর উপর্যুপরি আরও কয়েকটা গুলির শব্দ। ফেসেনডেনের সঙ্গে চূড়ান্ত মোকাবিলা করছে কেড্রিক। কান খাড়া করে ব্যাপার কী বোঝার চেষ্টা করল ডরনি। 'এগিয়ে আসছে,' বলল সে। 'আমি কেড্রিকের জন্যে অপেক্ষা করব এখানে।'

'ও আসার আগেই ভাগো,' নিজের কণ্ঠে আত্মবিশ্বাসের ছোঁয়ায় অবাক হলো সামান্থা। 'ওর সঙ্গে পারবে না তুমি। সবার মতো তোমার ভয়ে কেঁচো হয়ে যায়'নি ও। স্রেফ মারা পড়বে, ডরনি!'

সামান্থার দিকে তাকিয়ে কাষ্ঠ হাসি হাসল ডরনি শ'। 'কেড্রিক মারবে আমাকে? হাহ্! ড্র'তে ডরনিকে হারানোর মতো বান্দা এখনও জন্মায় নি দুনিয়ায়, বুঝলে? সবার ক্ষমতা জানা আছে আমার। ফেসেনডেনের মতো লোক পর্যন্ত আমার সঙ্গে লাগার সাহস করে নি!'

ঠাণ্ডা মাথায় পকেটে হাত ঢুকিয়ে ডেরিঞ্জারের বাঁট ধরল সামান্থা ফক্স। অস্ত্রের স্পর্শ আত্মবিশ্বাস জোগাল। 'আল্লার ওয়াস্তে চলে যাও,' শান্ত কণ্ঠে বলল ও, 'আমরা তোমাকে আসতে বলি নি, তুমি এখানে থাকো, তাও চাই না।'

নড়ল না ডরনি শ'। 'এখনও বড় বড় কথা? ধানাইপানাই ছাড়ো! এসো, আমার সঙ্গে যাচ্ছ তুমি।'

'তুমি যাবে?' আগুন ঝরল সামান্থা ফক্সের দৃষ্টিতে, 'দ্বিতীয়বার বলব না আমি!'

কী যেন বলতে চাইল ডরনি শ', কিন্তু মুখ দিয়ে কথা বের হলো না ওর। ডেরিঞ্জার আঁকড়ে ধরে পকেটের ভেতর থেকেই ট্রিগার টিপল সামান্থা ফক্স। পিস্তল মোটামুটি ভালোই চালাতে জানে ও, কিন্তু এই রকম অবস্থান থেকে আগে কখনও গুলি করে নি। প্রথম গুলিটা ডরনি শ'য়ের কান উড়িয়ে দিল; দ্বিতীয়টি গিয়ে ঢুকল পাঁজরে; তিন নম্বরটা পাশের টেবিলের কাঠে আশ্রয় নিল।

বিস্ময়ে আর্তনাদ করে উঠল ডরনি শ'। এক লাফে দরজা গলে করিডরে ছুটে গেল। সামান্থার দিকে হতবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে স্যু লেইন। 'আরে, আশ্চর্য!' পকেট থেকে ডেরিঞ্জারটা বের করে আনল সামান্থা, ওটার দিকে তাকাল সে। 'ওটা দিয়ে মেরেছ ডরনি শ'কে! লোকের কানে যাক একবার কথাটা!' গলা ছেড়ে হাসতে শুরু করল স্যু লেইন, অজান্তে সামান্থাও যোগ দিল সে হাসিতে।

সিঁড়ি বেয়ে নীচে এসে দরজার কাছে পৌঁছে কান স্পর্শ করল ডরনি শ'। হাঁপাচ্ছে। যেন বহুদূর কোথাও থেকে দৌড়ে এসেছে। হাতে রক্ত দেখে মুখ বেঁকে গেল তার। বিস্ময়ের চোটে বুঝতেই পারল না কখন রাস্তার দিকের সিঁড়ি বেয়ে উঠে এসেছে পল কেড্রিক। দরজা খুলতেই সামনে ওকে দেখে *অধিক-শোকে-পাথর* অবস্থা হলো তার। মুহূর্তের জন্যে বরফ হয়ে গেল। পরমুহূর্তে হাত বাড়াল পিস্তলের দিকে। কিন্তু তার আগেই সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেছে। ওই এক মুহূর্তের দ্বিধার সুযোগ নিয়েছে পল কেড্রিক, ঝাঁপিয়ে পড়েছে ডরনির ওপর। ডরনির পিস্তলের দিকে বাড়ানো হাতের কব্জি ডান হাতে আঁকড়ে ধরল ও, হ্যাঁচকা টানে ঘুরিয়ে দিল তাকে, তারপর সর্ব শক্তিতে ঠেলে দিল দেয়ালের দিকে, ছাড়ল না হাতটা। দড়াম করে দেয়ালের গায়ে বাড়ি খেলো ডরনি শ'। পরক্ষণে শ্বাসনালীর ওপর বেমক্কা রদ্দা খেয়ে মুখ হাঁ হয়ে গেল তার।

হাতাহাতি মারপিটে আনাড়ি ডরনি শ'। এরকম ঘুসি খেয়ে ওর চেয়ে বিশালদেহী লোকেরও জ্ঞান হারানোর কথা, স্বভাবতই বাতাসের জন্যে হাঁসফাঁস শুরু করল সে। দেয়ালের গায়ে ওকে ঠেসে ধরল পল কেড্রিক। 'ডরনি, ক্ষিপ্র লোকের মুখোমুখি হলে কী করব, একবার জিজ্ঞেস করেছিলে, এবার জবাব পেয়েছ নিশ্চয়ই!'

বাম হাতে ডরনির গালে একটা প্রচণ্ড চড় কষাল কেড্রিক। রাগে দুঃখে ককিয়ে উঠল দুর্ধর্ষ গানম্যান। কেড্রিকের হাতের বাঁধন আলগা করার চেষ্টা করল। আরও জোরে দেয়ালের সঙ্গে তাকে ঠেসে ধরল পল। শার্টের কলার জাপটে ধরে চটাশ চটাশ, আরও দুটো চড় কষাল। 'তুমি একটা সস্তা দরের খুনী,' চিবিয়ে চিবিয়ে বলল ক্যাপ্টেন কেড্রিক। 'আগেই এক দফা মার হজম করেছ দেখছি। এবার শেষ ডোজ দিচ্ছি তোমাকে।'

ডরনির শার্ট দু'হাতে টান মেরে ফড়ফড় করে ছিঁড়ে ফেলল পল। 'এখানে তোমার রাজত্ব চিরদিনের জন্য ধ্বংস করে দিতে যাচ্ছি আমি, ডরনি। তোমার আসল চেহারা আজ দেখবে সবাই–সস্তা, ভীতু খুনী। খামোকা এতদিন সবাই ভয় করছিল!'

ডরনিকে আবার থাপ্পড় লাগাল কেড্রিক। তারপর ওকে দেয়ালের ওপর আছড়ে ফেলে পেছনে সরে এল।

'ঠিক আছে, শ', তোমার সঙ্গে পিস্তল আছে! বের করো!'

রাগে দুঃখে ভেউভেউ করে কাঁদার অবস্থা হয়েছে ডরনি শ'য়ের। চিৎকার করে দুই হাত এক সঙ্গে পিস্তলের দিকে বাড়াল সে। খাপমুক্ত হলো পিস্তলজোড়া। কিন্তু গত কয়েক মিনিটের অবিশ্বাস্য ঘটনাবলী দিশেহারা করে দিয়েছে ওকে। ডরনি গুলি করার আগেই গর্জে উঠল কেড্রিকের পিস্তল, ডান হাতের বুড়ো আঙুলসহ পিস্তলটা উড়ে গেল। বাম হাতের পিস্তলের ট্রিগার টিপল ডরনি শ', ফসকে গেল গুলিটা। অট্টহাসি হাসল ক্যাপ্টেন পল কেড্রিক। সজোরে ডরনির কব্জি লক্ষ্য করে নামিয়ে আনল পিস্তলের ব্যারেল। গুঁড়িয়ে গেল গানম্যানের কব্জির হাড়। আঁতকে উঠে পিস্তল ছেড়ে দিল সে।

দেয়ালের গায়ে ঢলে পড়ল ডরনি, কাঁপছে থরথর করে, শূন্য দুই হাতের দিকে তাকিয়ে আছে। বাঁ হাতের কব্জি গুঁড়ো হয়ে গেছে, ডান হাতের বুড়ো আঙুল উধাও; গলগল করে রক্ত বেরিয়ে আসছে ক্ষতস্থান থেকে।

নির্দয়ভাবে আবার ডরনি শ'কে ধরল কেড্রিক, এক ধাক্কায় দরজা দিয়ে বের করে দিল। হোঁচট খেয়ে আছড়ে পড়ল বেচারা, কিন্তু টেনে হিঁচড়ে আবার ওকে দাঁড় করল কেড্রিক। ইতিমধ্যে ভিড় জমে উঠেছে রাস্তায়, আঁতকে উঠল ওরা। কিন্তু সেদিকে খেয়াল নেই কেড্রিকের। জনতার সামনে দাঁড়িয়ে আছে পিট লেইন, ডাই রীড এবং লরেডো শ্যাড; দেশের ভয়ঙ্করতম গানম্যানকে এভাবে নাজেহাল হতে দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেছে।

ডরনি শ'য়ের ঘোড়া কাছেই দাঁড়িয়েছিল, ওটার দিকে ইঙ্গিত করল পল কেড্রিক। 'ঘোড়ার পিঠে তুলে দাও ওকে–উল্টো করে!'

ঘুরতে যাচ্ছিল ডরনি, থাপ্পড় মারার ভঙ্গিতে হাত তুলল কেড্রিক,

আত্মরক্ষার সহজাত প্রবৃত্তিরবশেই কুঁকড়ে গেল লোকটা। হাসির রোল পড়ল ভিড়ে। 'যাও, ঘোড়ায় চাপো!' বলল পল, 'ডাই, ঘোড়ায় উঠিয়ে ব্যাটার দুপায়ের গোড়ালি একসঙ্গে বেঁধে দাও!'

মারের চোটে তালজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে ডরনি শ', কী ঘটছে বুঝতে পারছে না। মুখ তুলে তাকাল সে, সঙ্গে সঙ্গে হেডকোয়ার্টারের কাছাকাছি গ্রুলা মাস্ট্যাংটাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। ব্যস, যেটুকু সাহস অবশিষ্ট ছিল, তাও হারিয়ে ফেলল সে।

পিস্তলে নৈপুণ্য আর প্রচণ্ড নিষ্ঠুরতা সবার কাছে আতঙ্কের বস্তুতে পরিণত করেছিল ডরনিকে। লোকে তাকে এড়িয়ে গেছে; কিংবা ওর মন যুগিয়ে চলার চেষ্টা করেছে। পল কেড্রিকের হাতে আজ প্রথম বেইজ্জত হয়ে গেল সে। এমন কিছু ঘটতে পারে স্বপ্নেও ভাবে নি। আত্মবিশ্বাসের পাহাড় ধসে পড়েছে তার।

'ঘোড়ার পিঠে সারা শহর ঘোরাও ওকে,' কর্কশ শোনাল কেড্রিকের কণ্ঠস্বর। 'সবাই দেখুক খুনীর চেহারা। তারপর ওর কব্জি আর বুড়ো আঙুল ব্যান্ডেজ করে ছেড়ে দাও!'

'ছেড়ে দেব?' জানতে চাইল শ্যাড। 'পাগল হলে?'

'না। ওকে ছেড়ে দাও। এখান থেকে চলে যাবে ও, কেউ আর কখনও ওর চেহারা দেখবে না। বিশ্বাস করো, এখন বেঁচে থাকাটাই ওর জন্যে কষ্টকর হয়ে দাঁড়াবে।' কাঁধ ঝাঁকাল ও। 'এরকম লোক অনেক দেখেছি। ওদের ভয় পায় না এমন কারও পাল্লায় পড়লেই আসল চেহারা বেরিয়ে পড়ে। মোটামুটি ভালো পিস্তল চালাতে পারত বলে এতদিন নিজেকে কঠিন মানুষ ভেবে এসেছে সে। লোকজনও তাই ভেবেছে। কিন্তু আসলে ও কঠিন লোক নয়। কঠিন লোকের জয়-পরাজয় দুটোরই অভিজ্ঞতা থাকে। আগে হারতে হবে তোমাকে, তারপর ছিনিয়ে আনতে হবে জয়। হেরে যারা জিততে পারে তারাই আসলে কঠিন লোক। মার খেয়ে জয় কী জিনিস বুঝতে হবে।

'ইচ্ছে করলেই,' শুষ্ক কণ্ঠে বলল কেড্রিক, 'তুমি একজনকে মেরে শুইয়ে দিতে পারো। কিন্তু মাটিতে পড়েও আবার উঠে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে পারলেই তাকে সত্যিকার কঠিন লোক ভাবা যায়। এতদিন বিপদের মুখে পড়ে নি বলে ডরনি শ' বিরাট কিছু ভাবতে শুরু করেছিল নিজেকে। এবার নিজের অবস্থান বুঝতে পারবে।'

আস্তে আস্তে ভিড় পাতলা হতে শুরু করল। দরজায় এসে দাঁড়াল সামান্থা ফক্স। ওর দিকে তাকিয়ে সহসা হেসে ফেলল কেড্রিক। সামান্থাকে দেখে মনে হচ্ছে যেন বহু বছরের তৃষ্ণার্ত মরুভূমিতে জীবনের স্বাদ দিতে এসেছে এক পশলা বৃষ্টি।

সিঁড়ি বেয়ে নেমে ওর কাছে এল সামান্থা। তারপর পিটের দিকে তাকাল। 'তোমার বোনটি ওপরে আছে, পিট। ওর সঙ্গে তোমার কথা বলা দরকার।'

একটু ইতস্তত করল পিট লেইন, তারপর বলল, 'কিন্তু ওর সঙ্গে কথা বলতে চাই না আমি।'

সিগারেটে লম্বা করে টান দিয়ে ধোঁয়ার ভেতর দিয়ে চোখ ছোট করে

পিটের দিকে তাকাল লরেডো শ্যাড। 'আমি কথা বললে আপত্তি আছে?' জিজ্ঞেস করল সে। 'ওকে আমার ভালো লাগে।'

পিট লেইনকে বিস্মিত মনে হলো। 'এত কিছুর পরেও?'

সিগারেটের মাথায় আগুনের দিকে তাকাল শ্যাড। 'কী জানো,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল ও, 'সবচেয়ে ভালো ঘোড়াটিকে বশ করতে কিন্তু সবচেয়ে বেশি পরিশ্রম করতে হয়। শেষ পর্যন্ত হার মানতে বাধ্য হয় সে।'

'তা হলে যাও,' শ্যাডের গমন পথের দিকে তাকিয় রইল পিট, তারপর পিছু ডেকে বলল, 'ওকে বলো, ওর সঙ্গে পরে দেখা করব।'

ষোল

পর পর তিনটি সপ্তাহ কেটে গেছে, অ্যান্টন বারউইকের খোঁজ নেই। একেবারে যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে লোকটা। ঘোড়সওয়াররা বহুবার খুঁজতে বের হলো তাকে, প্রতিবারই ব্যর্থ হয়ে ফিরে এল তারা।

তৃতীয় সপ্তাহের শেষ দিন, বিকেল। স্টেজ কোচ থেকে নামল তিনজন যাত্রী। সঙ্গে সঙ্গে সেইন্ট জেমস-এ যার যার নির্ধারিত কামরায় পৌঁছে দেয়া হলো তাদের। ঘণ্টাখানেক পর, ওরা যখন ডিনারে বসেছে, ক্যাপ্টেন পল কেড্রিক দরজা ঠেলে ডাইনিং রুমে ঢুকল; ওকে দেখে তিনজনের একজন উঠে দাঁড়াল। দীর্ঘদেহী, ধোপদুরস্ত পোশাক পরনে; জুলফির কাছে পাক ধরেছে চুলে। কেড্রিকের উদ্দেশে দু'হাত বাড়িয়ে দিল সে। 'এই যে, পল! কদ্দিন পর দেখা! জেন্টলমেন, এর নাম পল কেড্রিক, যার কথা এতক্ষণ বলছিলাম। আমরা একসঙ্গে যুদ্ধ করেছি। পল--এ মিস্টার এডগারটন আর এ হলো মিস্টার কামিংস।'

কামিংস ছোটখাট মানুষ, মোটা, সপ্রতিভ চেহারা; এডগারটন র‍্যানসামের মতো লম্বা চওড়া, বিশাল একজোড়া ধূসর গোঁফ শোভা পাচ্ছে তার নাকের ডগায়। পল-কে স্বাগত জানাল ওরা। আসন গ্রহণ করল কেড্রিক। সাথে সাথে বিস্তারিত জানতে জেরা শুরু করল দুজন। শান্তকণ্ঠে স্পষ্ট করে নিউ অরলিন্সে কোম্পানির সঙ্গে যোগ দেয়া থেকে শুরু করে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করল কেড্রিক।

'বারউইক নিখোঁজ?' গোঁফঅলা এডগারটনের প্রশ্ন। 'খুনটুন হয় নি তো?'

'বোধ হয় না,' জবাব দিল কেড্রিক। 'হাওয়া হয়ে গেছে লোকটা। বিপদ দেখলে সটকে পড়া তার বরাবরের অভ্যেস বলে শুনেছি। বারউইক পালিয়ে যাবার পর মিস সামান্থা ফক্স আর তার মামা, জন গুন্টারের কাগজপত্র থেকে প্রায় সব কিছুই জানতে পেরেছি আমরা। কিন্তু বারউইকের অধিকাংশ কাগজপত্র উধাও হয়ে গেছে।'

'উধাও হয়েছে?' জানতে চাইল এডগারটন। 'গেল কোথায়? কীভাবে?'

'মিস ফক্স জানিয়েছে, ডরনি শ'য়ের মুখোমুখি হওয়ার আগে ঘরে

ঢোকার সময় অফিস কামরার সামনে দিয়ে গেছে সে, তখন সব কিছু গোছানো ছিল। কিন্তু পরে ভিড় কমে যাবার পর আমরা অফিসে ফিরে সব কিছু তছনছ অবস্থায় পেয়েছি। তার মানে কেউ তল্লাশি চালিয়েছে কিংবা ইচ্ছে করে ওভাবে ফেলে গেছে।'

'বারউইক ফিরে এসেছিল বোঝাতে চাচ্ছ? ওই সময় ওখানেই ছিল সে?'

'তা ছাড়া আর কে হবে বলো? সামান্থা—মানে, মিস ফক্স—জানিয়েছে, সেফের কমবিনেশন বারউইক ছাড়া আর কেউ জানত না। ব্যবসা দেখাশোনার সমস্ত দায়িত্ব তার ওপরই ছিল।'

কেড্রিকের দিকে তাকাল কামিংস। 'তুমি বলছ ডরনি শ'ই কীথকে খুন করেছে, কাজটা যে তুমিই করোনি কীভাবে বুঝব? ফেসেনডেনকে হত্যা করার কথা নিজের মুখেই তো স্বীকার করলে।'

'হ্যাঁ, তা করেছি। সবার সামনে ফেয়ার ফাইটে আমার হাতে মারা গেছে ফেসেনডেন। কিন্তু কীথ মারা যাবার পর তার লাশও দেখি নি আমি।'

'জন গুন্টারকে কে মেরেছে বলে তোমার বিশ্বাস?' জানতে চাইল কামিংস।

'বারউইক হবারই সম্ভাবনা বেশি।'

'তা-ও ভালো কীথের নাম বলো নি,' শুষ্ক কণ্ঠে বলল কামিংস।

'কীথ ছুরি মারার মতো লোক নয়,' শান্ত কণ্ঠে জবাব দিল পল কেড্রিক। 'এমনকী পেছন থেকেও হামলা করত না সে, এক্ষেত্রে তাই ঘটেছে।'

'এই জমির ব্যবসায়,' প্রশ্ন র‍্যানসামের, 'তোমার ভূমিকা কী, পল?'

'আমার? কোনও ভূমিকা নেই, সোজা কথা আমি এর মধ্যে নেই।'

ঝট করে তাকাল কামিংস। 'এ-থেকে তোমার লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না? কোনওভাবেই না?'

'কীভাবে থাকবে? আমার কোনওরকম মালিকানা থাকলে তো? ব্যবসায় আমার তিলমাত্র অধিকার নেই।'

'কিন্তু এইমাত্র বললে, বারউইক তোমাকে মুনাফার শতকরা পনের ভাগ দেবার প্রস্তাব দিয়েছিল?'

'ঠিক। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি, ওটা ছিল একটা টোপ, যাতে আমাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে নির্দিষ্ট জায়গায় নিয়ে অন্যদের সাথে খুন করা যায়। বারউইকই আমাকে ওখানে নিয়ে গিয়েছিল, পরে ক্যানিয়নে খনিজ পাথর দেখার উসিলায় সরে পড়ে।'

'তা হলে মেয়েটা? মানে সামান্থা ফক্স?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জানতে চাইল কামিংস। 'তারও কি লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা নেই?'

'জন গুন্টার ওঁর টাকা ব্যবসায়ে খাটিয়েছিল, এখন ওগুলো ফিরে পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ—লাভ তো আরও পরের কথা।'

'দেখলে তো, কামিংস?' বলল র‍্যানসাম। 'বলেছিলাম না, কেড্রিক ভদ্রলোক। ওকে ভালো করে চিনি আমি।'

'তদন্ত শেষ হোক, তারপর এ-সম্পর্কে আমার মতামত জানাব। এখন নয়। আমি পুরো ব্যাপারটা খতিয়ে দেখতে চাই। অ্যান্টন বারউইকের নিখোঁজের ব্যাপারেও খোঁজ খবর নিতে হবে। এখানকার অবস্থা মোটেই সুবিধের ঠেকছে না আমার কাছে।'

হাতের কাগজপত্রের দিকে তাকাল কামিংস, তারপর কেড্রিকের দিকে চোখ ফেরাল। 'ভালো কথা কেড্রিক, ফেসেনডেনকে তুমি হত্যা করেছ, কিন্তু সে ছিল একজন নির্বাচিত শেরিফ, তাই না?'

'কারচুপি করে জিতেছিল,' জবাব দিল কেড্রিক। 'ওরা নিজেরাই ভোট গুনেছিল। একে বৈধ নির্বাচন বললে ওদের অবশ্য নির্বাচিত বলা যায়।'

'অ। কিন্তু ওর কর্তৃত্ব নিশ্চয়ই অস্বীকার করবে না?'

'হ্যাঁ, করছি।'

নিজের টেবিলে ফিরে কেড্রিক দেখল সামান্থা অপেক্ষা করছে ওর জন্যে। কেড্রিক বসতেই মৃদু হাসল সে। মন দিয়ে দেরি হওয়ার কারণ শুনল। তারপর ভুরু কুঁচকে ভাবল একটু। 'কামিংস? মামার কাগজপত্রে নামটা দেখেছিলাম বোধ হয়। ওয়াশিংটনে ওদের হয়ে কাজ করেছিল লোকটা।'

'এবার অনেক কিছু স্পষ্ট হলো,' কফির কাপ তুলে নিল কেড্রিক, পরমুহূর্তে শ্যাড এগিয়ে আসছে দেখে তাড়াতাড়ি নামিয়ে রাখল। শ্যাডের চেহারা গম্ভীর। এদিক ওদিক তাকাল সে, কেড্রিককে দেখে প্রায় ছুটে এল, ঝুনঝুন শব্দ উঠল স্পারে। উঠে দাঁড়াল কেড্রিক। 'কী ব্যাপার? কী হয়েছে?'

'কী হয় নি! কাল রাতে গুলি খেয়েছে স্লোয়ান, পুড়ে ছাই হয়ে গেছে ইয়েলো বাট শহর!'

'কী?' হতবাক কেড্রিক।

গম্ভীর চেহারায় মাথা ঝাঁকাল লরেডো শ্যাড। 'ওই ডরনি শয়তানটাকে ছেড়ে দেয়া মোটেই ঠিক হয় নি!'

বিরক্তির সঙ্গে মাথা নাড়ল কেড্রিক। 'অসম্ভব! তুলোধুনো হয়ে এখান থেকে গেছে সে, তাড়া খাওয়া খরগোশের মতো প্রাণ নিয়ে পালিয়েছে, এত তাড়াতাড়ি তার প্রতিশোধ নেয়ার কথা নয়। কয়েকমাস পরে হয়তো একবার চেষ্টা করত। উঁহুঁ, ডরনি নয়, অন্য কারও কাজ।'

'ডরনি ছাড়া আর কে করবে?'

সামান্থার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হলো কেড্রিকের। মাথা দোলাল মেয়েটা, ভয়ার্ত দৃষ্টি তার চোখে। 'কে, সেটা ভালোই জানো তুমি, পল। বারউইক হওয়ার সম্ভাবনা ষোল আনা।'

অবশ্যই, কেড্রিকও তাই ভাবছে। কোনওরকম চিহ্ন না রেখে একেবারে গায়েব হয়ে গিয়ে ওকে ভাবনায় ফেলে দিয়েছিল লোকটা। বারউইকের বিষ মেশানো দৃষ্টির কথা মনে পড়তেই নিঃসন্দেহ হয়ে গেল কেড্রিক। এখানে জমির ফটকাবাজির ওপর নির্ভর করেছিল বারউইক, অন্যদের চেয়ে বেশি শ্রম ব্যয় করেছে সে, এত সহজে হাল ছাড়তে চাইবে না।

'শ্যাড,' হঠাৎ বলল কেড্রিক, 'এতসব ঘটনার সঙ্গে গ্রুলাটার সম্পর্ক কী, বলো তো? বারবার ওটাকে দেখা যাচ্ছে কেন? আমরা জানি না, এমন কোনও ব্যাপার নেই তো? গূঢ় কোনও রহস্য? গ্রুলাটার সওয়ারী কে? তার চেহারা দেখা যায় না কেন? গ্রুলার নাম শুনলেই এমন তটস্থ হয়ে উঠত কেন ডরনি?'

'গ্রুলাকে ভয় করত সে?' ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল লরেডো শ্যাড, 'ওর সঙ্গে খাপ খায় না।'

'কেন খাপ খায় না? জানা দরকার। তোমাকে বলেছি, সেদিন ডরনিকে পেটানোর সময় হঠাৎ মুখ তুলে কী যেন দেখে আঁতকে উঠেছিল সে। আমার ধারণা, কী দেখবে আগে থেকেই জানত লোকটা। ডরনি শ' যাবার পর আমি চারদিকে নজর বুলিয়েছি, কিন্তু কিছু দেখি নি। অবশ্য পরে গ্রুলা মাস্ট্যাংটার ট্র্যাক চোখে পড়েছে। হট্টগোলের পুরো সময়টাকে বাড়ির সামনেই দাঁড়িয়েছিল ঘোড়াটা!'

আবার কামরায় এল ফ্রেডরিক র‍্যানসাম। ওদের টেবিলের দিকে এগোল। 'ঝামেলা বাধানোর পাঁয়তারা করছে কামিংস,' একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ল সে। 'তোমাকে ফাঁসাতে চাইছে। কীথ কিংবা বারউইকের খুনের দায় তোমার ঘাড়ে চাপাতে পারলেই কাজ হয়ে যাবে তার···কোম্পানির পার্টনারদের খুন করে সব কিছু ধামা চাপা দেয়ার জন্যে তুমি নাকি গল্প ফেঁদে বসেছ। লোকটা মহা ঘাপলা বাধিয়ে দিতে পারে, যার ফলে স্কোয়াটাররা হয়তো তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে। সুতরাং যে করেই হোক এখন বারউইককে খুঁজে বের করা দরকার।'

সিগারেট ধরাল লরেডো শ্যাড। 'কঠিন কাজ,' বলল ও, 'তবে আমি বোধ হয় একটা সূত্র পেয়েছি।'

'কী?' চোখ তুলে তাকাল কেড্রিক।

'গ্রুলার ব্যাপারে বারউইক কখনও কিছু বলেছে?'

'না, আমি অন্তত শুনি নি। ওর সামনে ঘোড়াটার প্রসঙ্গ উঠেছিল একবার, কিন্তু সে কোনওরকম কৌতূহল প্রকাশ করে নি।'

'আগে থেকে সব কিছু জানে বলেই হয়তো চুপ মেরে ছিল,' বলল শ্যাড। 'প্রথম থেকেই লোকটা আমাকে ধাঁধায় ফেলে দিয়েছিল।'

চোখ তুলে লরেডোর দিকে তাকাল সামান্থা। 'হয়তো ঠিকই বলেছ। কিন্তু পিট আর সু, লেইন বারউইকেরই সৎ-ছেলেমেয়ে, ওরা ঘোড়াটার সম্পর্কে কিছু জানে না কেন? কিছু জানলে একমাত্র ডরনি শ'ই জানত।'

উঠে দাঁড়াল পল কেড্রিক। 'তা হলে দেখা যাচ্ছে একটা পথই খোলা আছে আমাদের সামনে,' বলল ও, 'ঘোড়াটার ট্র্যাক খুঁজে বের করে ট্রেইল করতে হবে, লরেডো। পুরোনো কোনও ট্র্যাক বেছে নিয়ে দেখতে হবে ওটা আমাদের কোথায় নিয়ে যায়।'

তৃতীয় দিনে আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামল। সারা সপ্তাহ ঠাণ্ডা হিম হাওয়া

দিচ্ছিল, আকাশ ঢেকেছিল কালো মেঘে। বৃষ্টি নামবে সবাই জানত। বর্ষাতির ভেতর কুঁকড়ে গেছে লরেডো, গ্লাভস পরা হাতে তালি বাজাল, বিড়বিড় করে উঠল, 'সেরেছে!' বিরক্তির সঙ্গে বলল ও, 'সব ট্র্যাক মুছে সমান হয়ে যাবে!'

'পুরোনোগুলো তো বটেই,' সায় দিল কেড্রিক। 'যা হোক, এ-পর্যন্ত অন্তত ডজনখানেক ট্র্যাক অনুসরণ করেছি আমরা, লাভ তো হলো না। সবগুলো ট্র্যাক হয় পাথরের মাঝে উধাও হয়েছে, নয়তো বালির সঙ্গে মিশে গেছে।'

'ক্যানিয়ন ধরে খানিকটা এগোলে এসক্যাভাদার কেবিন,' বলল লরেডো শ্যাড। 'চল ওখানে গিয়ে গলা ভিজিয়ে আসি। এই সুযোগে একটু আগুনও পোহানো যাবে।'

'চেনো নাকি তাকে?'

'হ্যাঁ, বিশ্রাম নেয়ার জন্যে একবার ওর ওখানে থেমেছিলাম। আধা স্প্যানিশ আধা উতে লোকটা। কঠিন মানুষ। সেই কবে এখানে আস্তানা গেড়েছে আর যায় নি। ওর কাছে হয়তো কোনও খবর মিলে যেতে পারে।'

ক্যানিয়নের অভ্যন্তরে পথ পিচ্ছিল। তুমুল বৃষ্টির মাঝে ক্যানিয়নের লালচে দেয়াল কালো দেখাচ্ছে। চোখের সামনে কেউ বৃষ্টির ফোঁটায় বোনা পর্দা টাঙিয়ে দিয়েছে বলে মনে হচ্ছে। পাহাড়ের এক কোণে বুড়োর কেবিনে পৌঁছুতে পৌঁছুতে ভিজে কাক হয়ে গেল ওরা, ঠাণ্ডায় হি-হি করে কাঁপছে। ঘোড়া দুটোর অবস্থাও তথৈবচ। খিদেয় নাড়িভুঁড়ি হজম হবার যোগাড়।

দরজা খুলে ওদের ভেতরে ঢুকতে দিল এসক্যাভাদা। গাল ভরা হাসি উপহার দিল। 'তোমাদের দেখে খুশি হলাম,' বলল সে। 'তিন সপ্তাহ হলো মানুষের চেহারা দেখি নি।'

বর্ষাতি খুলে বসে পড়ল কেড্রিক আর লরেডো শ্যাড। ওদের কড়া হুইস্কি মেশানো কফি দিল এসক্যাভাদা। 'আগে শরীর গরম করে নাও,' বলল সে। 'এখুনি আবার বেরোবে না নিশ্চয়ই? ঠাণ্ডা থেকে এসে হুইস্কি খেলে আরাম লাগে, যদি না আবার বাইরে যাও। বাইরে গেলে সব উত্তাপ চামড়া ঠেলে বেরিয়ে আসে, শরীর ঠাণ্ডা হয়ে যায়। এজন্যেই হুইস্কি খেয়ে বাইরে গিয়ে মারা যায় লোকে।'

'আশপাশে কখনও একটা গ্রুল্লা মাস্ট্যাং দেখেছ তুমি, এসক্যাভাদা?' বুড়োর দিকে তাকিয়ে আচমকা জিজ্ঞেস করে বসল লরেডো শ্যাড।

ওদের দিকে তাকাল বুড়ো, দৃষ্টিতে বিদ্রূপ মেশানো কৌতুক। 'তোমরা আবার ভূত-প্রেতে বিশ্বাস করো না তো?'

'না,' বলল কেড্রিক, 'কিন্তু তার সাথে এর কী সম্পর্ক?'

'গ্রুল্লাটা এই অঞ্চলের একটা কিংবদন্তীর নায়ক, কমপক্ষে তিরিশ-চল্লিশ বছর কিংবা তারও আগের গল্প। ওটাকে মৃত্যু আর বিপদের প্রতীক হিশেবে দেখে সবাই।'

কেড্রিকের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল লরেডো শ্যাড। কেড্রিক জানতে

চাইল, 'ঘোড়াটা সম্পর্কে কদ্দূর জানো তুমি? ওটা জ্যান্ত। আমরা দুজনই দেখেছি।'

'আমিও দেখেছি।' বলল বুড়ো এসক্যাভাদা। একটা চেয়ারে বসে ওদের দিকে তাকিয়ে হাসল সে। মাথা ভর্তি পাকা চুল উস্কোখুস্কো, কিন্তু দুচোখে যেন তারুণ্যের দীপ্তি। 'একবার দু'বার নয়, বহুবার। কিন্তু আমার কোনও বিপদ হয় নি, কোদাল হারানোকে বিপদ বললে অবশ্য ভিন্ন কথা।'

চেয়ার টেনে লাকড়ির স্তূপের কাছে গেল সে। কয়েকটা লাকড়ি ঠেসে দিল আগুনে। 'বহুদিন আগে ঘোড়াটার কথা প্রথম শুনি আমি। বর্ম পরা এক স্প্যানিশ লোকের গল্প বলত বুড়োরা, ইঁদুররঙা ঘোড়াটা সে-ই হাঁকিয়ে বেড়াত, পাহাড় থেকে আসত আবার পাহাড়েই হারিয়ে যেত।

অনেকদিন আগে ওরই মতো বর্ম পরা এক লোক নাকি ইন্ডিয়ানদের ওপর অকথ্য অত্যাচার চালাত। এ-হচ্ছে তারই প্রেতাত্মা। পনের ষোল বছর আগেও, ধরতে গেলে নিত্য দিনই কারও না কারও মুখে একবার শোনা যেত ওই কাহিনী। তারপর হঠাৎ যেন নতুন করে প্রাণ পেল সেটা!'

'মানে আবার নতুন করে চালু হয়েছে?' কেড্রিক জানতে চাইল।

'হ্যাঁ। সল্ট ক্রিকের ধারে ইন্ডিয়ান-আক্রমণে একটা ওয়্যাগন ট্রেন ধ্বংস হওয়ার পর এর শুরু। ওই হামলায় নারী-শিশুসহ ওয়্যাগন ট্রেনের প্রতিটি যাত্রী খুন হয়েছিল। কিন্তু ছোট একটা ছেলে পালিয়ে বেঁচে যায়, চার পাঁচ বছর বয়স ছিল তার। হামাগুড়ি দিয়ে সবার চোখ ফাঁকি দিয়ে একটা ঝোপের ভেতর আশ্রয় নিয়েছিল সে। তার মুখেই শোনা গেছে, বর্ম পরা শাদা চামড়ার একজন লোক গ্রুলার পিঠে ইন্ডিয়ানদের নেতৃত্ব দিচ্ছিল।'

'গাঁজাখুরি,' বলল শ্যাড, 'অবশ্য এত বড় দুর্ঘটনার পর উল্টাপাল্টা কিছু দেখলে বাচ্চাটাকে দোষ দেয়া যায় না।'

'ছেলেটা বলেছে, বর্মঅলা লোকটা প্রত্যেকটা মানুষকে ছুরি দিয়ে খুঁচিয়ে ওদের মৃত্যুর ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে নিচ্ছিল। একবার ঝোপের ভেতর সোজা ওর দিকেও তাকিয়েছিল সে। প্রাণ ভয়ে কাদা হয়ে গিয়েছিল বাচ্চাটা। কিন্তু ওকে দেখতে পায় নি লোকটা, তা হলে বাঁচত না!'

'সেই থেকে গ্রুলাটা নিয়মিত দেখা যাচ্ছে?' প্রশ্ন লরেডো শ্যাডের।

'হুঁ। কিন্তু আজ পর্যন্ত সওয়ারীর চেহারা দেখতে পায় নি কেউ। মাঝে মাঝে খুব দূরে আরোহীসহ ঘোড়াটা দেখা যায়; আবার অনেক সময় একাই দাঁড়িয়ে থাকে ওটা। ওটাকে দেখলেই খোদার নাম জপতে জপতে পালায় সবাই।'

উঠে গিয়ে আবার কফিপট নিয়ে এল বুড়ো। 'কিন্তু ঠিক আজই তোমরা এই গল্প শুনতে চাইলে দেখে অবাক হয়েছি,' বলল সে।

একসঙ্গে বুড়োর দিকে তাকাল ওরা। কৌতূহল আঁচ করে আবার খেই ধরল এসক্যাভাদা। 'কয়েকদিন আগে শিকারে বেরিয়েছিলাম। হঠাৎ দেখি ক্যাকটাস আর মেসকিট ঝোপে কয়েকটা মৌমাছি ঘুর ঘুর করছে। ওদের মৌচাক কোথায় জানার ইচ্ছে হলো। পিছু নিলাম। এখান থেকে দক্ষিণে

অনেকটা দূরে চলে গেলাম আমি।

'একেবারে দক্ষিণে না, বলা যায় দক্ষিণ-পশ্চিমে। মৌমাছির পেছন পেছন সোজা হগব্যাকে পৌঁছে গেলাম। চেনো তো জায়গাটা?

'পাঁচ ছ'শো ফুটের মতো উঁচু একটা রিজ হগব্যাক, প্রথম চারশো ফুট তো প্রায় খাড়া উঠে গেছে। রিজ বেয়ে উঠে মৌমাছিদের চাকের গুহাটা খুঁজতে গিয়ে একটা ক্লিফ-হাউস চোখে পড়ল। ঘরটা কিন্তু মানুষের তৈরি। বিশ একুশ বছরের বেশি হবে না ওটার বয়স।

'যা দেখে সবচেয়ে বেশি অবাক হয়েছি, আমার কোদাল—যেটা হারিয়ে গিয়েছিল। ওই ঘরে একটা তাকের ওপর রাখা ছিল। তো বুঝলাম কোদালটা হারায় নি, চুরি করেছিল কেউ। ঘরটা তল্লাশি করলাম আমি। চমৎকার গোছানো সব কিছু, খাবার কিংবা অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসের অভাব নেই। কেউ থাকে ওখানে, বাতিল জিনিসের নীচে লুকোনো একটা ব্রেস্টপ্লেট আর হেলমেটও দেখেছি আমি।'

'সত্যি?' কেড্রিকের গলায় অবিশ্বাস।

'নিশ্চয়ই!' হাসল এসক্যাভাদা, 'আরও আছে। দেখলাম মেঝের ওপর এক যুবকের লাশ পড়ে আছে। কয়েকদিনের পুরোনো। পুরোনো একটা স্প্যানিশ ছুরি গেঁথে আছে বুকে। বর্ম পরা স্প্যানিশের কাছে এই রকম একটা ছুরি ছিল, আগেই বলেছি।'

'লাশ—যুবকের?' হঠাৎ সামনে ঝুঁকে পড়ল কেড্রিক। 'বেমানান কিছু চোখে পড়েছে তোমার? যুবকের এক হাতের বুড়ো আঙুল কি কাটা ছিল?'

বিস্মিত হলো এসক্যাভাদা। 'আশ্চর্য, জাদু জানো নাকি? হ্যাঁ, ছেলেটার এক হাতের বুড়ো আঙুল কাটা ছিল, অন্য হাতের অবস্থাও কাহিল—স্লিংয়ে বাঁধা ছিল।'

'ডরনি শ'!' ঝট করে উঠে দাঁড়াল লরেডো শ্যাড। 'ইয়াল্লা, ও যে ডরনি শ'!'

'শ'?' ভুরুতে ভাঁজ পড়ল এসক্যাভাদার, দু'চোখ জ্বলজ্বল করছে। 'আরে, আশ্চর্য, সত্যি আশ্চর্য ব্যাপার! ওয়্যাগন ট্রেনের বেঁচে যাওয়া ছেলেটাই তো ডরনি শ'!'

কেড্রিকের চেহারায় চিন্তার ছাপ। ডরনি শ'—মারা গেছে! ডরনি ওয়্যাগন ট্রেনের সেই ছেলেটা হলে তার গ্রুলাকে ভয় পাওয়ার যুক্তি আছে। কিন্তু এত বছর পর সেই লোকের হাতেই মারা যাওয়া...কিংবা ভূতের হাতে প্রাণ হারানো—যদি ভূত নামে কোনও পদার্থ আদৌ থাকে—পাগলেও বিশ্বাস করবে না। কিন্তু ব্যাপারটাকে অন্যভাবেও ব্যাখ্যা করা যায়।

'কপালের লিখন কেউ খণ্ডাতে পারে না,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল এসক্যাভাদা। 'ওই ছুরির হাত থেকে পালিয়েছিল ছেলেটা কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওটার ঘায়েই মরতে হলো।'

উঠে দাঁড়াল কেড্রিক। 'আমাদের ওখানে নিয়ে যেতে পারবে, এসক্যাভাদা? হগব্যাকে?'

'পারব!' বাইরে তাকাল এসক্যাভাদা। 'তবে এই বৃষ্টিতে নয়। আমার আবার গাঁটবাত আছে কিনা!'

'তা হলে ঘরটা কোথায় বলে দাও,' বলল কেড্রিক। 'এখুনি যাচ্ছি আমি!'

কোল মাইন ক্রিকের মুখ পার হচ্ছে ওরা, হঠাৎ ট্র্যাকের দেখা পেল লরেডো শ্যাড। সঙ্গে সঙ্গে লাগাম টেনে ঘোড়া থামাল ও। ট্র্যাকের দিকে ইঙ্গিত করল। চমৎকার নাল লাগানো ঘোড়ার পায়ের ছাপ।

'গ্রুলা!' গম্ভীর কণ্ঠে বলল কেড্রিক। 'এই ছাপ চিনতে আমার ভুল হবে না।'

এগিয়ে চলল ওরা। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। আগের মতোই মুষলধারে বৃষ্টি ঝরছে। বৃষ্টির ফোঁটায় বাদ্য বাজছে ঘাড়ে, মাথায়। পিচ্ছিল হয়ে আছে ট্রেইল, বিপজ্জনক। অন্ধকার লাগছে চারদিক।

'আশ্রয় নেয়ার মতো একটা জায়গা খোঁজা উচিত,' বলল শ্যাড, 'এই বৃষ্টিতে ঘোড়া খুঁজে পাওয়া অসম্ভব!'

'কিন্তু সকাল হবার আগেই এ-সব ট্র্যাক মুছে যাবে। তা ছাড়া আমার বিশ্বাস, এসক্যাভাদা যে গুহাটায় ডরনির লাশ দেখেছে সেখানেই আমাদের আসামীকে পাব!'

'ডরনি ওখানে গেল কীভাবে?'

'আমার ভুল না হলে,' মুখ থেকে বৃষ্টির পানি মুছল কেড্রিক, 'পরিচিত কারও সঙ্গে ডরনির দেখা হয়ে গিয়েছিল, সে-ই ওকে হাইডআউটে নিয়ে গেছে। ওর মা বাবাসহ ওয়্যাগন ট্রেনের যাত্রীদের হত্যাকারী গ্রুলার রাইডারই এই পরিচিত লোক। বর্মটা দেখার সঙ্গে সঙ্গে সব বুঝে ফেলে ডরনি—তাই মরতে হয়েছে।'

'কিন্তু,' গজগজ করে উঠল শ্যাড, 'আমার কাছে খোলসা হচ্ছে না! একটা ঘোড়া এতদিন বাঁচে কীভাবে?'

'বাঁচে না। এতগুলো বছরে কমপক্ষে গোটা ছয়েক গ্রুলা মরে ভূত হয়ে যাবার কথা। লোকটা সম্ভবত ইন্ডিয়ান আর মেক্সিকানদের গ্রুলাভীতিকে কাজে লাগিয়ে ওদের নিজের পথ থেকে দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করছে। যা হোক, কেবিনে পৌঁছুলেই আমাদের সমস্ত জিজ্ঞাসার জবাব মিলবে।'

কালো অশুভ প্রেতাত্মার মতো সামনে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে হগব্যাক। কিছুটা সর্পিল কিছুটা খাড়া ট্রেইল তীক্ষ্ণ ছুরির মতো রিজের ওপর দিয়ে গেছে। খাড়াই ধরে উঠতে শুরু করল ওরা। খাড়া পিচ্ছিল পথ ধরে উঠতে গিয়ে হাঁপাচ্ছে ঘোড়া দু'টো। ট্রেইলে দু'দু'বার গ্রুলার পায়ের ছাপ দেখতে পেল কেড্রিক, আনকোরা নতুন, বড়জোর ঘণ্টা খানেক আগের।

রিজের চূড়ায় পৌঁছে পেছনে তাকাল কেড্রিক আর শ্যাড। নেমে পড়ল স্যাডল থেকে। 'এবার একটু কষ্ট করতে হবে,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল পল, 'পায়ে হেঁটে এগোতে হবে।'

নীচের দিকে, মাঝামাঝি দূরত্বে বিদ্যুৎ চমকাল, মুহূর্তের জন্যে আলোর

বন্যায় ভেসে গেল চারদিক। চিৎকার করে উঠল লরেডো, 'সাবধান, পল! ডানে, ওপরে…!'

ঝট করে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল কেড্রিক। সঙ্গে সঙ্গে একটা রাইফেল গর্জাল। ওর পাশে পাথরে খাবলা বসাল বুলেট। পাথরকুচি ছিটাল চোখেমুখে। পিস্তলের দিকে হাত বাড়াল পল। কিন্তু ওটা বর্ষাতির নীচে। আবার গর্জে উঠল রাইফেল। উপর্যুপরি পাঁচটা বুলেট ধেয়ে এল। আশ্চর্য দ্রুততার সঙ্গে গুলি ছুঁড়ছে শত্রু।

কেড্রিকের পেছনে একটা আহত ঘোড়া আর্তনাদ করে উঠল, খানখান হয়ে গেল রাতের নিস্তব্ধতা। লরেডোর সাবধান বাণী রাইফেলের প্রচণ্ড গর্জনে চাপা পড়ে গেল। পরমুহূর্তে লাফিয়ে ওঠা ঘোড়ার সঙ্গে সংঘর্ষ এড়াতে পাথুরে দেয়ালের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দিল ও।

পাহাড়ী ছাগলের মতো অনায়াসে ট্রেইল ধরে ছুট দিল ওর অ্যাপালুসা। আবার রাইফেলের শব্দ হলো। ঝট করে মাটিতে শুয়ে পড়ল কেড্রিক।

'শ্যাড? ঠিক আছ তো?'

এক মুহূর্ত নীরবতা। তারপর কর্কশ অথচ শান্ত কণ্ঠে জবাব এল, 'একটা গুলি লাগিয়ে দিয়েছে ব্যাটা! অবশ্য মারাত্মক কিছু নয়।'

'আমি যাচ্ছি ওকে ধরতে। একা থাকতে পারবে?'

'পারব। তবে যাবার আগে পা-টা একটু বেঁধে দিয়ে যাও।'

বৃষ্টিতে ভিজে চকচক করছে পাথর। হগব্যাক রিজের চূড়ায় ঘন কুয়াশা। পাথরের আড়ালে হাঁটু গেড়ে বসল ক্যাপ্টেন পল কেড্রিক। বর্ষাতির সাহায্যে বৃষ্টি থেকে গা বাঁচিয়ে লরেডোর পায়ে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিল। শ্যাডের কপাল ভালো, গুলিটা মাংস ফুঁড়ে বেরিয়ে গেছে, হাড় ভাঙে নি।

সতের

ব্যান্ডেজ বেঁধে কনুইয়ের মতো উঁচু হয়ে থাকা একটা পাথরের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে ইতিউতি তাকাল ক্যাপ্টেন কেড্রিক। সামনে নিকষ কালো আঁধার। পাহাড়ের নীচে কোথাও ওদের ঘোড়া দুটো আছে। একটা সম্ভবত মরতে বসেছে, অন্যটা খোঁড়া হয়ে গেছে।

চারদিকে কালো অন্ধকার। আকাশ-ছোঁয়া পাথুরে দেয়াল, বৃষ্টিতে ভিজে পিচ্ছিল। এই আঁধারে একজন খুনী হন্যে হয়ে খুঁজছে ওদের। অবিশ্বাস্য তার হাতের টিপ। তিনশো গজ দূর থেকে বিদ্যুতের ক্ষণিক আলোয় পলকের জন্যে দেখেই দু'দু'বার শিকার প্রায় ঘায়েল করে এনেছিল! পরের গুলিতেই হয়তো প্রাণ হারাতে হবে। শত্রুর ক্ষমতা সম্পর্কে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। পরিস্থিতি এখন স্পষ্ট। বাঁচতে চাইলে লোকটাকে খুঁজে বের করে হত্যা করতে হবে।

'আলবৎ,' শুষ্ক কণ্ঠে বলল লরেডো শ্যাড, 'শালাকে ধরতেই হবে। তবে সাবধান। স্পেন্সারে ব্যাটার হাত দেখেছ তো?'

'হগব্যাক রিজ থেকে তাড়াতাড়ি নেমে যাওয়া দরকার তোমার,' জোর দিয়ে বলল কেড্রিক, 'এখানে থাকলে শীত আর বৃষ্টির হামলায় নির্ঘাত পটল তুলবে!'

'ও নিয়ে ভেব না,' সংক্ষেপে জবাব দিল লরেডো। 'আমি হামাগুড়ি দিয়ে নীচে চলে যাব। কপাল ভালো হলে তোমার অ্যাপালুসাকে পেয়ে যেতে পারি, ওটার স্যাডলব্যাগে খাবার আর কফি আছে, তাই না?'

'হ্যাঁ, কিন্তু আমি ফেরার আগে আগুন জ্বালানোর চেষ্টা করো না!'

হাসল শ্যাড। 'জলদি ফিরো। একা একা খাওয়া আমার পছন্দ না।'

বর্ষাতির পকেটে হাত ঢুকিয়ে পিস্তল দুটোর বাঁট আঁকড়ে ধরল কেড্রিক। রাইফেল স্যাডল স্ক্যাবার্ডে রয়ে গেছে। নিপুণ এক শিকারীকে শিকার করতে যাচ্ছে ও। আপন ঘাঁটিতে অন্ধকারে ঘাপটি মেরে আছে সশস্ত্র মার্কসম্যান। অস্ত্রের নাম: স্পেন্সার পয়েন্ট-ফাইভ-সিক্স!

বিদ্যুৎ চমকাল, কিন্তু এবার কোনও গুলি তেড়ে এল না। তবে, সন্দেহ নেই, কাছেপিঠেই আছে লোকটা, ওদের খুঁজছে। এখন আর ইস্তফা দেবে না সে, ফিরে যাবে না। ওদের হত্যা করার এটাই তার শেষ সুযোগ। তার হাইডআউটের ঠিকানা ফাঁস হয়ে গেছে, ওরা পালালে তার নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন হবে। এতদিন এখানে রয়ে যাওয়ায় একটা ব্যাপার স্পষ্ট হয়ে গেছে, কিছুতেই এখান থেকে নড়তে রাজি নয় লোকটা।

একটা ঝোপের আড়াল নিয়ে পাথরের নীচ থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল পল কেড্রিক। বিদ্যুৎ চমকাল, সামনে একটা বোল্ডারের স্তূপ দেখতে পেল ও। এগোল সেদিকে। বাতাসে পতপত করছে বর্ষাতির কিনারা, উড়ে যেতে চাইছে মাথার টুপি। ডান হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করে নিয়েছে পল, বর্ষাতির নীচে লুকিয়ে রেখেছে।

এগিয়ে চলল ও। আবার বিদ্যুৎ চমকাল। ঝলমল করে উঠল চারদিক। সঙ্গে সঙ্গে মাটির সঙ্গে মিশে গেল পল। কিন্তু স্পেন্সার ঠিক গর্জে উঠল। উত্তপ্ত পাথর কুচি যেন হুল ফোটাল চোখেমুখে। গড়িয়ে সরে গেল কেড্রিক, গুলি করবে কি, দুহাতে চোখ পরিষ্কার করার চেষ্টা করছে।

বৃষ্টি আর বাতাসের হাহাকার ধ্বনি ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই। হঠাৎ বহুদূর থেকে মেঘের গুরুগুরু গর্জন ভেসে এল, পাহাড়ের গায়ে বাড়ি খেয়ে প্রতিধ্বনি তুলল সে শব্দ। ফের বিদ্যুৎ চমকালে হগব্যাকের চূড়া বরাবর সামনে তাকাল কেড্রিক। অবিরাম বৃষ্টির আক্রমণে ইস্পাতের মতো চকচক করছে পাথরগুলো। নীচে নেমে এসেছে মেঘের দল, মনে হচ্ছে হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যাবে। চারপাশে কুয়াশা ভাসছে, হিম অশরীরী হাত বোলাচ্ছে গালে। মরা পাইন গাছের শাদা কঙ্কাল আঙুল তুলে আকাশকে যেন অভিযুক্ত করছে।

বৃষ্টির ছাঁট লাগছে চোখে মুখে। প্রতিবার বিদ্যুৎ চমকানোর সঙ্গে সঙ্গে গুলি খাওয়ার আশঙ্কায় কুঁকড়ে যাচ্ছে ও। বজ্রের আক্রমণে ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে

পাহাড় চূড়া, পোড়া গন্ধ নাকে লাগছে। জিভ দিয়ে ঠোঁট ভেজাল কেড্রিক। নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে আছে ও। এক সময় টনটনিয়ে উঠল চোখজোড়া।

মুখের ভেতরটা শুকিয়ে কাঠ, ছুঁচোর কেত্তন চলছে পেটে। অদ্ভুত এক অনুভূতি হচ্ছে। ভয়? আতঙ্ক? এভাবে আর পড়ে থাকা যায় না। অসীম ধৈর্যের সঙ্গে সামনে বাড়ল কেড্রিক। রিজের প্রান্ত বরাবর বহু বছরের বাতাসের হামলায় অদ্ভুত আকৃতি নিয়েছে একটা জুনিপার আর অন্যান্য গাছপালার ঝোপ, সেটার উদ্দেশে এগিয়ে গেল।

বাতাসের শব্দ ছাড়া কোনও শব্দ নেই। কিচ্ছু দেখার উপায় নেই। পল ভাবছে, ক্লিফ-হাউস আর কতদূর! খুনীর আগেই ওখানে পৌঁছুতে পারবে? নাকি মাঝপথেই খুনীর চোখে ধরা পড়ে যাবে? আচমকা অগ্নিশিখা অন্ধকার ছিন্নভিন্ন করল, আগুন লাগল যেন কেড্রিকের কাঁধে। কিছু না ভেবেই গড়ান দিল ও, সরসর করে দশ বার ফুট নীচে একগাদা শুকনো ডালপালার স্তূপে পড়ল।

সময় নষ্ট করল না খুনী। আচমকা রিজের মাথায় তার বিশাল ছায়া দেখা গেল। ফাঁদে পড়া জন্তুর মতো গুটিসুটি হয়ে সাবধানে পিস্তলের ট্রিগার টিপল পল কেড্রিক।

প্রচণ্ড একটা ঝাঁকুনি খেলো ছায়ামূর্তি। পরমুহূর্তে গর্জে উঠল স্পেন্সার পয়েন্ট ফাইভ-সিক্স। বুলেটের আঘাতে কাছের একটা ডাল উড়ে গেল। আগে গুলি করতে পেরেছে বলেই এ-যাত্রা বেঁচে গেছে, বুঝতে পারল কেড্রিক। আবার গুলি করল ও। তারপর স্বেচ্ছায় পেছনের অন্ধকারে গড়িয়ে পড়ল। অনেকটা নীচে এসে থামল, হামাগুড়ি দিয়ে সরে গেল। তারপর উঠেই আবার ঝাঁপ দিল অন্ধকারে, হাত ভাঙা বা মাথা ফেটে যাওয়ায় ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও। এখন খুনীর সঙ্গে দূরত্ব বাড়ানোটাই জরুরী। আচমকা বিদ্যুৎ চমকে উঠল। এবং ভেলকিবাজির মতো গর্জাল স্পেন্সার। ওর গতিবিধি লোকটা খেয়াল রাখছে কীভাবে, খোদা মালুম! চারদিকে বৃষ্টির মতোই বুলেট পড়ছে। প্রায় নির্ভুল গুলি করছে লোকটা, বেশিক্ষণ ফাঁকি দেয়া যাবে না।

দু'কাঁধে আগুন জ্বলছে, কিন্তু চোটটা মারাত্মক না, সামান্য চামড়া ছড়ে গেছে, বুঝতে পারছে না কেড্রিক। মেরুদণ্ড বেয়ে গড়িয়ে নামছে তরল পদার্থের ধারা। রক্ত? পানি?

ঘুরে পেছনে সরে গেল কেড্রিক। আরেকটা গুলি ছুটে এল। কিঞ্চিৎ বাঁ দিক দিয়ে বেরিয়ে গেল ওটা! সঙ্গে সঙ্গে আবার বামে চলে এল ও। পরমুহূর্তে একটু আগের অবস্থানের কাছে মাটিতে গাঁথল একটা বুলেট। অনুসন্ধানী গুলি ছুঁড়ছে খুনী। ক্রমশ দূরত্ব কমিয়ে আনছে!

এক কদম পিছনে সরতে গিয়ে হোঁচট খেলো কেড্রিক, ধপাস করে আছড়ে পড়ল। চোখের পলকে মাথার ওপর দিয়ে বিশ্রী শব্দ তুলে ছুটে গেল এক ঝাঁক বুলেট। গুলি ভর্তি একটা বেল্ট আছে লোকটার কাছে, নয়তো পকেট ভর্তি করে গুলি নিয়ে এসেছে।

উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল কেড্রিক। হঠাৎ হাতের তালুতে মসৃণ পাথরের

ছোঁয়া অনুভব করল। ভালো করে চারপাশে হাত বোলাল ও। পাথর নয়, মাটি আর নুড়ি।

রাস্তা! একটা রাস্তায় এসে পড়েছে ও! নিশ্চয়ই ক্লিফ-হাউসের দিকে গেছে!

সাবধানে হাতড়ে হাতড়ে এগোতে শুরু করল কেড্রিক। হঠাৎ বাম দিকে পাথর গড়ানোর শব্দ পেয়ে আন্দাজে ট্রিগার টিপে দিল। তারপরই ডিগবাজি দিয়ে সরে গেল ও। পুরক্ষণে একটু আগের অবস্থানে পর পর তিনটে গুলি এসে লাগল। আবার গুলি করল পল, আবার; গুলি করছে আর দৌড়ুচ্ছে।

বিদ্যুৎ চমকাল ফের। পেছনে তাকাতেই ট্রেইলে বিশাল এক ছায়ামূর্তি দেখতে পেল ক্যাপ্টেন পল কেড্রিক। দৈত্যাকৃতি, চকচকে এবং কালো। অগ্নিশিখা তেড়ে এল ওদিক থেকে। বুলেটের ধাক্কা খেলো কেড্রিক। সামলে নিল নিজেকে, আবার ট্রিগার টিপল।

তারপর আস্তে আস্তে ঘুরে দাঁড়াল। রাস্তা ধরে এগোল সামনে। হঠাৎ দেখল চোখের সামনে ফাঁকা—ট্রেইলটা এখানে চুলের কাঁটার মতো বাঁক নিয়েছে। আর এক কদম এগোলেই হয়েছিল! আবার বিদ্যুৎ চমকে উঠতেই মুক্তির উপায় দেখতে পেল পল কেড্রিক। নীচে ধূসর শাদা অ্যাপালুসাটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে ভিজছে।

ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল কেড্রিক। কিছুদূর নামতেই একটা চাতালে পৌঁছুল ও। এবং তারপর হাতে লাগল ক্লিফ-হাউসের অমসৃণ পাথুরে দেয়াল। দেয়াল হাতড়ে এগোল কেড্রিক। দরজা খুঁজে পেতে অসুবিধে হলো না। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল ও। নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। দরজার কবাট টেনে দিল ও।

বাতাস আর বৃষ্টির অত্যাচারের পর ঘরটাকে যেন খোদার আশীর্বাদ বলে মনে হচ্ছে। একটানে মাথা থেকে ভেজা টুপি খুলে ফেলল পল কেড্রিক। বর্ষাতিটাও খুলে নিল গা থেকে। খুনী ভাবতেও পারবে না এ জায়গার কথা ও জানে। আগে থেকে জানা না থাকলে এই ঝড়-তুফানের রাতে এটা খুঁজে পেত না।

কামরার একটু সামনে এগোতেই একটা পর্দার মুখোমুখি হলো পল কেড্রিক। প্রথম ঘরকে ভেতরের ঘর থেকে আলাদা করেছে এটা। পর্দা সরিয়ে ভেতরে ঢুকে একটা বাংকের ওপর বসল পল। বর্ষাতি আর টুপি বিছানায় রেখে বাম হোলস্টারের পিস্তল বের করতে গিয়ে দেখল হোলস্টার খালি। ডান হাতের পিস্তলে এ পর্যন্ত পাঁচবার গুলি করেছে ও। সহসা দুলে উঠল পর্দাটা, এক ঝলক বাতাস ঢুকে পড়ল ঘরে। তারপর সব কিছু স্থির। এসেছে খুনী! পাশের কামরায়!

বিছানা ককিয়ে উঠতে পারে এই ভয়ে ওঠার সাহস হলো না কেড্রিকের। ফস করে একটা দেশলাই জ্বলে উঠল। মোমবাতি জ্বালাল খুনী। পায়ের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। হঠাৎ কথা বলে উঠল লোকটা। 'কেড্রিক, আমি জানি তুমি এখানে আছ। ঘরের মেঝেতে পানির দাগ দেখতে পাচ্ছি। এ-ঘরে একটা

পাথুরে দেয়ালের পেছনে আছি আমি, টেবিল হিসেবে ব্যবহার করি এটাকে। সুতরাং বুঝতেই পারছ, আমার গায়ে গুলি লাগাতে পারবে না। কিন্তু ওই ঘরে কোনও আড়াল নেই। তো, কী করতে হবে বুঝতেই পারছ, পিস্তল ফেলে মাথার ওপর দু'হাত তুলে লক্ষ্মী ছেলের মতো বেরিয়ে এসো। নইলে একটানা গুলি শুরু করব আমি, ঘরের এক ইঞ্চি জায়গাও বাদ দেব না!'

দু'ঘরের মাঝখানে একটা আড়াআড়ি খুঁটির সাহায্যে পর্দাটা ঝোলানো, পর্দার ওপর দিয়ে ও-পাশের ঘরের ছাদ দেখা যাচ্ছে। এ-ঘরটা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক উঁচু। সম্ভবত একটা বেরিয়ে থাকা পাথর কিংবা কোনও গুহাকেই দেয়ালে ঘিরে নিয়েছে খুনী। কয়েকটা ভারি সিডার কাঠের বীম দেখা যাচ্ছে, সিলিং বসানোর জন্যে ওগুলো লাগানো হয়েছিল, এখন আর সিলিংয়ের চিহ্ন নেই। এ-ঘরেও ও-রকম বীম থাকা উচিত।

নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল কেড্রিক। হঠাৎ নড়াচড়ার শব্দ পেয়েই গুলি করল ও।

পাশের কামরা থেকে হাসির শব্দ ভেসে এল। 'জানতাম গুলি করবে! তা একটা পিস্তল তো এখন খালি! অন্যটা ফেলে এবার বেরিয়ে এসো! উপায় নেই, কেড্রিক!'

জবাব দিল না পল। মাথার ওপর হাত তুলে দিয়েছে ও, বীম খুঁজছে। হঠাৎ আলতো ছোঁয়া লাগল হাতে। হ্যাঁ, আছে! পাশের ঘরের বীমের উচ্চতা দেখে কত ওপরে লাফ দিতে হবে হিসেব করে নিল ও।

বীমটা পুরোনো হলে! ওর ভার সইতে পারবে তো? কিন্তু ঝুঁকিটা নিতেই হচ্ছে।

লাফ দিল কেড্রিক। বীম আঁকড়ে ধরল ওর হাত–নিঃশব্দে টেনে নিজেকে ওপরে তুলল। আলোকিত পাশের ঘরের অভ্যন্তর দেখা যাচ্ছে। কিন্তু খুনীর অবস্থান বুঝতে পারল না কেড্রিক।

আবার কথা বলল লোকটা। 'নাহ্, আর সময় দিতে পারছি না, কেড্রিক। বেরিয়ে এসো! নইলে গুলি করল! জলদি পিস্তল ফেলে দাও!'

অখণ্ড নীরবতা নামল কামরায়।

আচমকা পিস্তলের কানফাটা আওয়াজে খানখান হলো নীরবতা। গুলি করছে খুনী! অবিরাম! একটা সিক্স-গান খালি হলো। তারপর আরও একটা পিস্তল খালি করল সে। খোদাই মালুম লোকটার কাছে ক'টা পিস্তল আছে! ওর মতিগতি বোঝারও উপায় নেই। আবার সযত্নে ছ'টা গুলি করল সে! দেয়ালে বাড়ি খেয়ে কেড্রিকের ঠিক মাথার কাছ দিয়ে ছুটে গেল একটা বুলেট!

দীর্ঘ নীরবতা। তারপর নড়াচড়ার আওয়াজ।

'ঠিক হ্যায়, এখনও বেঁচে থাকলে ফের গুলি করছি আমি। তবে হার স্বীকার করতে রাজি থাকলে শেষ বারের মতো সুযোগ দিচ্ছি। তোমাকে জ্যান্ত পেলে আমারই লাভ।'

আচমকা সরে গেল পর্দা। ফাঁকায় এসে দাঁড়াল অ্যাল্টন বারউইক। হাতে

উদ্যত পিস্তল। গুলি করার জন্যে তৈরি।

কোনওরকম আওয়াজ দিল না পল কেড্রিক। ইতিউতি তাকাল বারউইক। তারপর ছুটে এল ভেতরে। ক্রোধে চিৎকার করছে। প্রথমে কেড্রিকের টুপি, তারপর বর্ষাতি ছুঁড়ে ফেলল বিছানার ওপর থেকে। বর্ষাতির সঙ্গে কেড্রিকের অন্য পিস্তলটাও পড়ল মেঝেতে, হোলস্টার থেকে বেরিয়ে বর্ষাতির সঙ্গে আটকে ছিল কোনওমতে। হিংস্র চেহারায় ওটার দিকে তাকিয়ে রইল বারউইক। একটানে সরিয়ে ফেলল বিছানাটা। রাগে উন্মাদপ্রায়। খাটের নীচে কেড্রিককে খুঁজল। কেড্রিক নেই বিশ্বাস করতে পারছে না। দিশেহারা চেহারা।

হঠাৎ থমকে দাঁড়াল বারউইক। আস্তে আস্তে স্তিমিত হলো ক্রোধের আগুন। দাঁড়িয়ে আছে সে, হাঁপরের মতো ওঠানামা করছে বিশাল বুক। এখনও পিস্তল ধরে রেখেছে। 'চলে গেছে! চলে গেছে!' নিকটাত্মীয় বিয়োগব্যথায় কাঁদছে যেন। 'অথচ এখানেই বাগে পেয়েছিলাম!'

বীমের গা থেকে ছোট্ট একটা টুকরো ভেঙে নিল কেড্রিক। বারউইকের গাল বরাবর ছুঁড়ে মারল। যেন মৌমাছির হুল ফুটেছে, চমকে উঠল লোকটা। ঘাড় কাত করে তাকাল ওপর দিকে। দৃষ্টি বিনিময় হলো দুজনের! ধীর পায়ে পিছিয়ে গেল বারউইক, হাসছে। 'সত্যি চালু ছেলে তুমি, কেড্রিক! ধূর্ত! গবেট কীথের জায়গায় তোমাকে যদি পাশে পেতাম! লোকটা খালি বড় বড় বুলি কপচাত, ভেতরে কিচ্ছু নেই—ঠন ঠন!'

'যাক গে,' লম্বা করে দম নিল বারউইক। 'এবার তোমাকে পেয়েছি! আমাকে অনেক জ্বালিয়েছ তুমি, সেজন্যে পস্তাতে হবে।' মেঝে থেকে কেড্রিকের পিস্তল তুলে নিয়ে আরেকটু পিছিয়ে গেল সে। 'ঠিক হ্যায়, নেমে এসো এবার!'

মেঝেয় নামল পল কেড্রিক। বিরক্তির সঙ্গে মাথা নেড়ে ওর পিস্তলের দিকে ইঙ্গিত করল বারউইক। 'ধাপ্পাবাজি রাখো! ওটা খালি। ফেলে দাও!'

'ব্যাপারটা কী, বারউইক?' হঠাৎ জানতে চাইল কেড্রিক। 'এখানে কেন? বর্মটা কীসের জন্যে? ডরনি শ'য়ের এ-অবস্থা কেন?'

'আচ্ছা? এসব তুমি জানলে কীভাবে? অবশ্য এখন আর তাতে অসুবিধে নেই। তুমি তো বেঁচে থাকছ না!' পিছিয়ে দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল বারউইক। পিস্তল উঁচিয়ে কেড্রিকের দিকে সতর্ক নজর রাখছে। 'ব্যাপারটা খুবই সোজা। সোনার জন্যে, বাছা, সোনা! অনেক টাকার সোনা! ওয়্যাগন ট্রেনের ওপর হামলা চালানোর জন্যে ইন্ডিয়ানদের আমিই উস্কে দিয়েছিলাম। ওয়্যাগন ট্রেনের সোনা হাতাতে চেয়েছি। ডরনির এক বন্ধুর বাবা ছিল ওই সোনার মালিক!

'সোনার খবর আগেই আমার কানে আসে। ডজ সিটি থেকেই ওদের অনুসরণ করি। ব্যাংক থেকে তোলার সময় সোনার পরিমাণ জেনে নিয়েছিলাম।

'কিন্তু ওরা আমাকে বোকা বানিয়ে দেয়। হামলা চালানোর আগেই

কোথাও পুঁতে ফেলে সব সোনা। এদিকে যে কোনওখানে হতে পারে–মুশকিল হয়েছে সেখানেই। ট্রেইলের ধারে কাছে কোথাও, জানি, কিন্তু অনেক খোঁড়াখুঁড়ি করেও পরে পাইনি! তবে পাব–আর কাউকে হাত দিতে দেব না!

'জমি কিনতে চেয়েছি কেন, জানতে ইচ্ছে হচ্ছে, না? লাভের জন্যে তো বটেই! কিন্তু আমার আসলে দরকার ছিল এ-এলাকাটা, যাতে ভালো করে সোনার খোঁজ করতে পারি। থিভিং রক আর এই পাহাড়ের মাঝামাঝি কোথাওই সোনাটা থাকতে বাধ্য।'

মাথা দোলাল কেড্রিক। 'এবার সব কিছু পরিষ্কার হচ্ছে। বারউইক, পিস্তল ফেলো! ধরা দাও!'

বিরস কণ্ঠে হাসল বারউইক। 'ধোঁকা দিচ্ছ? জানতাম চেষ্টা করবে! সাহস আছে বলতে হয়! তুমি পিস্তল ফেলো, কেড্রিক, নইলে মালাইচাকি গুঁড়িয়ে দেব!'

লোকটা গুলি করবে, বুঝতে পারছে ক্যাপ্টেন কেড্রিক। বারউইকের পিস্তলের ওপর থেকে চোখ না সরিয়ে পিস্তল ওঠাল ও। ঠাণ্ডা মাথায় ট্রিগার টিপল, বারউইক গুলি করার ঠিক আগমুহূর্তে। গুলিটা বারউইকের পিস্তলধরা হাতের বুড়ো আঙুল ঘেঁষে পেটের একপাশে ঢুকল।

কেঁপে উঠল তার বিশাল শরীর, ঝুঁকে গেল ঠোঁটজোড়া। বিস্ফারিত দৃষ্টিতে পলের পিস্তলের দিকে তাকাল। গুলি করার জন্যে পিস্তল ওঠাল। অবিচল হাতে আবার ট্রিগার টিপল কেড্রিক। একবার, দু'বার। থপ থপ শব্দে বারউইকের শরীরে আশ্রয় নিল বুলেটগুলো। রক্ত সরে শাদা হয়ে গেল লোকটার মুখ। হাত থেকে পিছলে পড়ল পিস্তলটা। এগিয়ে এসে ওকে ধরে ফেলল কেড্রিক, শুইয়ে দিল আস্তে করে। বারউইকের থলথলে গাল শাদা হয়ে গেছে। বোকার মতো ওর দিকে তাকাল সে। 'কী হলো? ওটা–ওটা–?'

'এটা ওয়েলশ টুয়েলভ-শট-নেভী-পিস্তল,' বুঝিয়ে দিল কেড্রিক। 'পয়েন্ট ফোর-ফোর রাশানের বদলে ক'দিন হলো এগুলো সঙ্গে রাখছি।'

ওর দিকে তাকিয়ে আছে বারউইক, দৃষ্টিতে বিদ্বেষের লেশমাত্র নেই। 'চালাক!' বলল সে। 'সত্যি চালাক ছেলে তুমি। বরাবর এক চাল এগিয়ে রইলে! তোমার হবে বাছা, তোমার হবে!'

বৃষ্টি থেমে গেছে। উত্তাপ ছড়াচ্ছে সূর্য।

মাস্ট্যাং।

দ্বিতীয়বার আহত হওয়ার পর আবার হাঁটার শক্তি ফিরে পেয়েছে ক্যাপ্টেন পল কেড্রিক। সামান্থা ফক্সের সঙ্গে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে ও। ওদের দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছে লরেডো শ্যাড। 'স্যুটটায় কিন্তু চমৎকার মানিয়েছে তোমাকে, পল। ভালো কথা, তোমাদের কি ফিরতে দেরি হবে?'

'নাহ্! স্যান্তা ফে-তে বিয়েটা সেরেই মগোলনস্-এ র‍্যাঞ্চ করতে ফিরে আসব আমরা।'

'সোনার খোঁজে বের হচ্ছ না কেন, বুঝলাম না,' লরেডোর কণ্ঠে

অভিযোগ। 'তবে বারউইকের কাগজপত্রই আসল জিনিস। এবার ঠিক গর্ত খুঁজতে শুরু করবে কামিংস। যাই বলো, সোনার জন্যে কিন্তু সত্যি খারাপ লাগছে।'

'আমার লাগছে না,' বলল সামান্থা। 'ওই সোনার জন্যে এমনিতেও অনেক ঝামেলা পোহাতে হয়েছে। সোনার লোভে বারউইক সহ কতগুলো লোক মারা গেল। তার চেয়ে যেভাবে আছে, সেভাবেই থাক ওই সোনা। ভালো কোনও লোক হয়তো একদিন ওগুলো খুঁজে পাবে–সৎ কাজে লাগাবে।'

'হায় হায়!' হঠাৎ বলে উঠল লরেডো। 'আমাকে যে যেতে হয়! স্যুর সঙ্গে দেখা করার সময় বয়ে গেল! চলি, হ্যাঁ!'

শ্যাডের গমন পথের দিকে তাকিয়ে রইল পল আর সামান্থা। স্টেজ আসবে একটু পর।

শান্ত মাস্ট্যাং–খুন খারাবী ছাড়া পুরো তিনটি দিন কেটে গেছে।

***

অবরোধ

প্রথম প্রকাশ: ১৯৮৮

এক

শহরের পশ্চিম সীমান্তে সতর্ক শান্ত্রীর মতো দাঁড়ানো পাহাড়টার নাম গ্রে বাট। শহরের ঠিক মাঝখান থেকে ক্রমশ ঢালু হয়ে শেষ বাড়িটার মোটামুটি শ'দুয়েক গজ দূরে হঠাৎ খাড়া ওপর দিকে উঠে গেছে প্রায় পাঁচশো ফুট।

রাত। পাহাড়ের পাথুরে দেয়ালে উদীয়মান চাঁদের রূপালি আলো প্রতিফলিত হয়ে ঝিলমিল করছে। শীতের সময় মাঝে মাঝে বড়সড় পাথর-চাঁই গড়িয়ে পড়ে নীচে, পাহাড়ের পাদদেশে গড়ে ওঠা বসতিটাকে যেন পিষে মারতে চায় নির্মমভাবে।

দশটা বেজেছে বেশিক্ষণ হয় নি। ঘুমের চাদরে মুড়ি দিয়েছে গোটা গ্রে বাট শহর। নিঝুম প্রকৃতি কেবল বাট স্যালুন, বাফেলো স্যালুন আর ডেলহ্যান্টি'স মারকেন্টাইল স্টোর-এ এখনও আলো জ্বলছে। শহরের প্রধান সড়ক বাট স্ট্রীটের ঢালের শেষ প্রান্তে শেরিফের অফিসেও আলো দেখা যাচ্ছে।

বাট স্ট্রীটে হাঁটছে সোনিয়া ম্যাকনেয়ার, একা। খাড়া পাহাড়ের ছায়ায় দাঁড়ানো বাড়িতে ফিরে যাচ্ছে।

স্বচ্ছন্দ সাবলীল ভঙ্গিতে এগোচ্ছে মেয়েটা; মাঝে মাঝে থেমে ঘাড় ফিরিয়ে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাইছে চাঁদের দিকে। এক বাক্স রিবন রয়েছে হাতে, কোরা শর্ট-এর দোকান থেকে ফিরছে ও; বিয়ের পোশাকের চূড়ান্ত ট্রায়্যাল দিয়ে এল।

সোনিয়া ম্যাকনেয়ার, ছিমছাম গড়ন, চলাফেরায় কিশোরী-সুলভ চপলতা, সারাক্ষণ হাসি লেগে আছে দু'ঠোঁটে, চোখজোড়ায় চঞ্চল দৃষ্টি। আগামী রোববারের পরের রোববারেই ওর বিয়ে, অধীর আগ্রহে দিন গুনছে।

স্যাটারলিদের পুরোনো বাড়ির ছায়ায় মৃদু নড়াচড়ার শব্দে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল সোনিয়া। অন্ধকার থেকে এলোমেলো অথচ দ্রুত পায়ে এদিকে এগিয়ে আসছে একটা লোক।

ভেতরে ভেতরে একটু চমকে উঠলেও ভয় পেল না সোনিয়া, দাঁড়িয়ে পড়ল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে চেনার চেষ্টা করল লোকটাকে, পারল না। দৌড়ে পালানোর কথা ক্ষণিকের জন্যেও ওর ভাবনায় এল না। গ্রে বাট-এ রাতে রাস্তায় বেরোনো মেয়েদের জন্যে মোটেই বিপজ্জনক নয়।

অগ্রসরমান লোকটা গ্রে বাটের কেউ নয়, যখন বুঝতে পারল, দেরি হয়ে গেছে। অপরিচিত এবং নেশাগ্রস্ত। দৌড়বে বলে ঘুরে দাঁড়াল সোনিয়া। গেটের কাছে এসে পড়েছে আগন্তুক। হ্যাঁচকা টানে গেট খুলেই সোনিয়ার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল সে। পা বাড়ানোর সুযোগ পেল না সোনি, ধরা পড়ে গেল।

চিৎকার করার জন্যে মুখ খুলল ও, নোংরা একটা হাত চেপে বসল মুখের ওপর; প্রচণ্ড চাপে দম বন্ধ হয়ে এল। পাঁজাকোলা করে কোলে তুলে নিল ওকে আগন্তুক। গেট দিয়ে ঢুকে নির্জন অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘরের দিকে এগিয়ে গেল।

সহসা তীব্র আতঙ্ক ভর করল সোনিয়ার বুকে। প্রবল বেগে হাত পা ছুঁড়তে শুরু করল ও; কামড়ে দিতে চাইল মুখে চেপে বসা হাতে। কেবল আরও শক্ত হলো হাতের চাপ। শরীরের সর্বশক্তি করে করে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করল সোনিয়া, লাভ হলো না। লোকটা অসম্ভব শক্তিধর, তার সাথে ও পারবে কেন?'

দিশে হারিয়ে ফেলল সোনিয়া। অজানা ভয় বাড়তি শক্তি যোগাল ওকে। কিন্তু সাঁড়াশির মতো শক্ত দুটি হাতের চাপ এতটুকু কমল না। হাত পা ছুঁড়ছে ও, আঁচড়ে দিচ্ছে লোকটার মুখে, কিন্তু কোনও পরোয়াই করছে না সে।

হাঁপাচ্ছে এখন আগন্তুক, নিঃশ্বাসের তপ্ত ছোঁয়া লাগছে সোনিয়ার চোখে মুখে। লাথি মেরে শূন্য ঘরের দরজা খুলল লোকটা, ঢুকে পড়ল ভেতরে।

এক হাতে সোনিয়াকে শরীরের সঙ্গে চপে রেখে অন্য হাতে টান মেরে ফড়ফড় করে ওর পোশাক ছিঁড়ে ফেলল লোকটা; তারপর ধাক্কা মেরে মাটিতে ফেলল।

ভয়ে, আতঙ্কে চিৎকার করতেও যেন ভুলে গেছে সোনিয়া। করুণ আবেদন ঝরল ওর কণ্ঠে, 'দয়া করো! হায় খোদা, দয়া করো...'

কিন্তু বৃথা, কাকুতি মিনতিতে গলল না কঠিন পাথর। শুরু হলো ওর জীবনের ভয়ঙ্করতম এবং লজ্জাকর অভিজ্ঞতা। বাধা পেয়ে খেপে উঠছে লোকটা প্রতিমুহূর্তে, হিংস্র জানোয়ারের মতো হুঙ্কার দিচ্ছে। দুহাতে ক্রমাগত চড় বসাচ্ছে সোনিয়ার মুখে। অবশেষে একসময় চেতনা হারাল সোনিয়া, নিথর হয়ে পড়ে রইল।

সারা গায়ে অসহ্য যন্ত্রণা নিয়ে জ্ঞান ফিরল সোনিয়ার; সেই সঙ্গে অপার্থিব আতঙ্ক আর সীমাহীন লজ্জা ভর করল মনে। কবরের নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে বাড়িটায়, একা পড়ে আছে ও।

উঠতে গিয়ে ব্যর্থ হলো সোনিয়া; হামাগুড়ি দিয়ে পোশাক খুঁজল। কয়েকটা ছেঁড়া টুকরো ছাড়া কিছু পাওয়া গেল না। একটা চেয়ারে ভর দিয়ে কোনওমতে উঠে দাঁড়াল ও।

বেতস পাতার মতো কাঁপছে থরথর করে। চিন্তা করার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। টলমল পায়ে একটা খোলা দরজার দিকে এগোল সোনিয়া; দরজা পেরিয়েই হোঁচট খেলো, হুমড়ি খেয়ে পড়ল একটা বিছানার ওপর। বিছানার চাদরে দুর্গন্ধ, তবু গায়ে জড়িয়ে নিল, শুয়ে রইল ওভাবেই। কাঁপছে, হু-হু করে কাঁদছে মেয়েটা।

বেদনার্ত হৃদয়ে একটা ভাবনাই জেগে উঠছে বারবার: মাত্র এক ঘণ্টা আগেও ফুলের মতো নিষ্পাপ সুন্দর জীবন ছিল ওর; অথচ এখন কিছুই অবশিষ্ট নেই।

আস্তে আস্তে কাঁপুনি থামল। কিছুটা ভাবতে পারছে এখন। ক্রমশ ক্রোধ

জেগে উঠছে মনে। যে লোকটা ওর সর্বনাশ করল, প্রচণ্ড ঘৃণা বোধ করছে তার প্রতি।

ওর এই ক্ষতি কোনওদিন পূরণ হবার নয়, কিন্তু আর কিছু না হোক, লোকটাকে তো অন্তত শাস্তি দেয়া যায়।

ময়লা চাদর গায়ে জড়িয়ে উঠে দাঁড়াল সোনিয়া; এলোমেলো পায়ে বেরিয়ে এল বাইরে।

উঠোন পেরিয়ে বড় রাস্তায় এল। দুটো স্যালুনের বাতিই নিভে গেছে, আঁধারে ডুব দিয়েছে ডেলহ্যান্টি'স মারকেন্টাইল; কিন্তু শেরিফের অফিসে এখনও আলো দেখা যাচ্ছে।

বাড়ি ফিরবে না শেরিফের অফিসে যাবে স্থির করতে এক মুহূর্তের বেশি সময় নষ্ট করল না সোনিয়া; সোজা শেরিফের অফিসের দিকে ছুটে গেল। অন্ধকার, নিস্তব্ধ রাতে গলা বেয়ে উঠে আসা আর্তনাদ ঠেকানোর আর কোনও উপায় নেই।

শেরিফের জীর্ণ পুরাতন স্যুইভেল চেয়ারে বসে ডেস্কের উপর সবুট পা তুলে দিয়েছে ক্লিফ ফ্যারেল। কেন যেন অস্থির বোধ করছে; মাত্র এক হপ্তা পর ওর বিয়ে, সেটাই হয়তো কারণ। ক্ষীণ হাসি ফুটে উঠল ক্লিফের ঠোঁটে, সোনিয়া ম্যাকনেয়ার যার হবু স্ত্রী, অস্থির তো তার লাগবেই।

দীর্ঘদেহী একহারা গড়নের যুবক ক্লিফ ফ্যারেল; মেহদীন পাকানো শরীর; ক'দিন আগে ছাব্বিশে পা দিয়েছে। বছর দুই হলো, জেস স্টোন বাট কাউন্টির শেরিফ হবার পর থেকে ও ডেপুটি শেরিফের দায়িত্ব পালন করে আসছে।

পাহাড় চূড়ার জমাট বরফের মতো নীলাভ ওর চোখ, সুন্দর করে ছাঁটা মাথাভর্তি সোনালি চুল। মুখে সব সময় অমায়িক হাসি লেগে আছে। কিন্তু প্রয়োজনের মুহূর্তে এই হাসিমাখা মুখই চোখের পলকে কঠিন হয়ে ওঠে।

অ্যাশট্রেতে সিগারেট ঠেসে নিভিয়ে, ডেস্ক থেকে পা নামিয়ে উঠে দাঁড়াল ক্লিফ ফ্যারেল। আর্তনাদ করে উঠল চেয়ারটা।

হাঁটতে হাঁটতে জানালার সামনে এসে দাঁড়াল ও; তারপর ঘুরে সেলব্লকের দরজার কাছে এল, অন্যমনস্কভাবেই লাথি হাঁকাল গরাদে। আজ কয়েদী নেই জেলে, খামোকা বসে না থেকে ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লেই ভালো হত।

আবার জানালার কাছে এসে বাইরে চোখ ফেরাল ফ্যারেল। নিকষ অন্ধকার। কিছু দেখা যাচ্ছে না রাস্তায়। তবে ওপাশের দোকানপাটের আবছা কাঠামো ধরা যাচ্ছে। অস্থির ভাবটা আবার ফিরে এল ওর মধ্যে।

ঢালু রাস্তায় ক্ষীণ নড়াচড়া ধরা পড়ল ক্লিফের চোখে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল ও। পরমুহূর্তে এক টানে দরজা খুলে বেরিয়ে এল। ক্ষণিকের জন্যে মেয়ে কণ্ঠে ফুঁপিয়ে ওঠার শব্দ এল কানে। ছুটে এল সোনিয়া, দুহাতে বুকে টেনে নিল ক্লিফ।

বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে কিছু বলতে চাইল সোনি, কিন্তু একটা শব্দও বেরোল না

মুখ দিয়ে। দুহাতে ওকে কোলে তুলে নিল ফ্যারেল। অফিসে ঢুকে পা দিয়ে ঠেলে দরজা বন্ধ করল, তারপর কম্পিত অবিশ্বাসভরা কণ্ঠে বলল, 'কী হয়েছে! দোহাই খোদার, বলো, তোমার কী হয়েছে!'

'একটা লোক...!' টানা দেয়া তারের মতো কাঁপছে মেয়েটা। নিজেকে সামলাতে পারছে না। খটাখট বাড়ি খাচ্ছে দুপাটি দাঁত।

'কে?' ভয়ঙ্কররকম শান্ত ক্লিফ ফ্যারেলের কণ্ঠ; হিংস্র দৃষ্টি ফুটে উঠেছে দুই চোখে, যেন জ্বলছে দপদপ করে।

ওর বুকে মাথা গুঁজে রেখেছে সোনিয়া, কাঁপছে। 'চিনি না। স্যাটারলিদের ভাঙা বাড়ির উঠোনে লুকিয়েছিল। হায় খোদা...!'

আরও শক্ত করে ওকে জড়িয়ে ধরল ক্লিফ। যেন এভাবেই মেয়েটার মনের সব ভয় দূর করা যাবে, কাঁপুনি থামবে। মৃদু কণ্ঠে বলল, 'তাকে আমি ধরব, সোনি। যেভাবেই হোক...!'

অসহায়ের মতো সোনিয়াকে ধরে বসে আছে ক্লিফ, সান্ত্বনা দেয়ার ভাষা খুঁজে পাচ্ছে না। সোনিয়ার মুখের দিকে তাকাল। ঠোঁট দুটো কেটে গেছে, রক্ত বেরোচ্ছে, ফুলে উঠছে। এক চোখে চোট লেগেছে, কালশিটে পড়ে গেছে ওখানে। চামড়া ছড়ে লাল হয়ে গেছে এক পাশের গাল।

'চলো, তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিই?'

'না। প্লিজ, ক্লিফ, এখন না!'

অফিসের কাউচে সোনিয়াকে শুইয়ে দিল ফ্যারেল। হাঁটু গেড়ে বসল পাশে। দ্বিধাগ্রস্ত। এই মুহূর্তে সোনিয়ার কাছে থাকা দরকার, ওকে একা রেখে কোথাও যাওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু এখানে বসে থাকার অর্থ দুর্বৃত্তকে বিনা বাধায় পালানোর সুযোগ দেয়া।

উঠে দাঁড়াল ক্লিফ ফ্যারেল। ওঅশ স্ট্যান্ডের গামলায় ঠাণ্ডা পানি ঢেলে একটা তোয়ালে ভিজিয়ে আস্তে আস্তে সোনিয়ার রক্তাক্ত মুখ মুছে দিল।

ভয়ার্ত চোখে ক্লিফের দিকে তাকাল সোনিয়া, দৃষ্টিতে বেদনা, সীমাহীন গ্লানি। প্রায় নিঃশব্দে নড়ে উঠল ওর ঠোঁটজোড়া। 'ওকে খুন করতে হবে, ক্লিফ! যেভাবে পারো! শাস্তি দাও লোকটাকে, ওর কারণেই আমাদের বিয়ে ভেঙে গেল!'

'কে বলেছে! কেন একথা বলছ? না হয় একটু চোট পেয়েছ, তাতে কী? দুদিনেই সেরে যাবে। বিয়ে ভাঙার প্রশ্নই উঠে না।'

সোনিয়ার চেহারা দেখে লোকটার টুঁটি কামড়ে ছিঁড়তে ইচ্ছে করছে ফ্যারেলের। অস্ফুট কণ্ঠে সোনিয়া বলল, 'আমার মতো মেয়েকে কেউই...' কথা শেষ হলো, না, কান্নায় ভেঙে পড়ল!

'চলো তোমাকে বাড়ি দিয়ে আসি,' বলল ফ্যারেল, 'তারপর ডাক্তারের কাছে যাব।'

এবার আপত্তি করল না সোনিয়া। হতাশার ছাপ ওর চেহারার প্রতিটি রেখায়। ওকে কোলে তুলে নিল ক্লিফ ফ্যারেল। 'সোনি, আমি একবিন্দু বাড়িয়ে বলছি না, তোমাকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্যেও না, বলতে পারো স্বার্থপর

হয়ে পড়েছি, তোমাকে ছাড়া বাঁচব না আমি।'

ওর কথা সোনিয়া শুনেছে কিনা বুঝল না ক্লিফ। ভাষাহীন শূন্য দৃষ্টি ফুটে উঠল ওর চোখে। আতঙ্কে শিউরে উঠল ক্লিফ। সোনিয়াকে নিয়ে জেলহাউস থেকে বেরিয়ে এল, দ্রুত এগোল ওদের বাড়ির দিকে।

একটু পরেই গেটে পৌঁছে গেল, লাথি মেরে গেট খুলে প্রায় ছুটল দরজার উদ্দেশে। পা দিয়ে দরজায় ধাক্কা মেরে, অধৈর্যভাবে অপেক্ষা করতে লাগল। এখন কাঁপছে না সোনিয়া। ওর চেহারা দেখতে পাচ্ছে না ফ্যারেল, কিন্তু বুঝতে পারছে, এখানে আসার ফাঁকে ভয়ঙ্কর পরিবর্তন এসেছে মেয়েটার মাঝে।

ধুলো-মলিন জানালার কাচের ওপাশে আলোর আভাস দেখা গেল। পরমুহূর্তে দরজা খুলে গেল।

'আমি ক্লিফ,' কর্কশ কণ্ঠে বলল ফ্যারেল, 'সোনিকে নিয়ে এলাম। মারাত্মক একটা দুর্ঘটনায় পড়েছিল ও।'

সোনিয়াকে নিয়ে ভেতরে ঢুকল ক্লিফ। প্রথমে হকচকিয়ে গেলেও দ্রুত সামলে নিয়ে একরাশ প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল সোনিয়ার বাবা জুলস ম্যাকনেয়ার। হাউমাউ কান্না জুড়ে দিল সোনিয়ার মা।

দ্রুত দোতলায় এসে সোনিয়াকে বিছানায় শুইয়ে দিল ফ্যারেল। মুহূর্তের জন্যে দাঁড়িয়ে ওর ভীত-সন্ত্রস্ত চেহারার দিকে তাকাল। শারীরিকভাবে সুস্থ হয়ে উঠবে ও···কিন্তু মনের ওপর যে আঘাত লেগেছে···?

ঠোঁটজোড়া বেঁকে গেল ওর; ঘাড় ফিরিয়ে সোনিয়ার বাবা-মায়ের দিকে তাকাল। 'দোহাই লাগে, আপনারা অস্থির হবেন না! চোট পেয়েছে সোনি, আপনারা নন। এখন আপনাদেরই ওকে সাহস যোগাতে হবে। আপনাদের সাহায্য, সহযোগিতা ওর সবচেয়ে বেশি দরকার এই মুহূর্তে।'

ওর কর্কশ কণ্ঠস্বরের কারণেই কিনা কে জানে, সোনিয়ার বাবা মাকে প্রভাবিত করতে সক্ষম হলো ক্লিফ। 'এখুনি ডাক্তার আনছি আমি,' আবার বলল ও।

তাড়াতাড়ি নীচে নেমে অন্ধকার রাস্তায় বেরিয়ে এল ক্লিফ ফ্যারেল। একদৌড়ে দু'ব্লক দূরে ডাক্তারের বাড়িতে পৌঁছুল। হাঁপাতে হাঁপাতে করাঘাত করল দরজায়।

বাড়ির ভেতরে আলো জ্বলল। দরজা খুলে দাঁড়াল ডাক্তার রুফাস বোনার, এম ডি, ঢিলেঢালা ফ্লানেলের শার্ট তার গায়ে, উস্কোখুস্কো মাথাভর্তি চুল।

'জলদি তৈরি হয়ে নাও, ডাক্তার,' বলল ফ্যারেল। 'সোনির অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে!'

'ভেতরে এসো,' কর্কশ অথচ স্পষ্ট ডাক্তারের কণ্ঠস্বর।

ভেতরে ঢুকে দরজা আটকাল ক্লিফ। মুহূর্তের জন্যে ওকে জরিপ করল ডাক্তার। তারপর ঘুরে শোবার ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। 'অ্যাক্সিডেন্ট? কীভাবে?' শোবার ঘর থেকে প্রশ্ন করল সে।

'একটা লোক, সোনিয়া চেনে না, কোরা শর্টের দোকান থেকে ফেরার পথে হামলা করেছে ওকে।'

'ওকে কী...?'

ডাক্তার শব্দটা এড়িয়ে যাওয়ায় সারা শরীর আড়ষ্ট হয়ে গেল ফ্যারেলের। কঠিন কণ্ঠে জবাব দিল, 'হ্যাঁ, মেরেওছে। কেমন যেন করছে এখন। আমি...আতঙ্কে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে আমার ডাক্তার!'

প্যান্ট আর জুতো পরে শার্ট গায়ে চাপাতে চাপাতে বেরিয়ে এল ডাক্তার বোনার। ফ্লানেলের শার্টটা খোলে নি; ওটার নীচের অংশ প্যান্টের নিচে গোঁজায় কোমরের কাছে বেঢপভাবে ফুলে আছে।

বোতাম লাগিয়ে প্যান্টের নীচে ভালো করে শার্টটা টেনে দিল ডাক্তার। কোট, টুপি আর দরজার পাশের টেবিল থেকে ব্যাগ তুলে নিয়ে বলল, 'চলো!'

ডাক্তারের পেছন পেছন বাইরে এসে দরজা আটকে দিল ক্লিফ।

'লোকটাকে ধরতে পেরেছ?'

'না। তবে ধরব।' ডাক্তারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে দ্রুত এগোল ক্লিফ। ক্রমেই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে ও। 'সোনি ভালো হবে তো, ডাক্তার? মেয়েরা এসব সামলে উঠতে পারে?'

'কেউ পারে কেউ পারে না। বিয়েটা ভেঙে দিচ্ছ নাতো?'

'পাগল? সোনির কী দোষ?'

অস্পষ্ট শব্দ করল ডাক্তার, সন্দেহমিশ্রিত কণ্ঠে বলল, 'কিন্তু পরে-শহরের সবাই যখন জানবে?'

'কেউ জানবে না...' থেমে গেল ফ্যারেল। কথাটা ঠিক নয়, যত চেষ্টাই করুক, জানাজানি হবেই, গোপন রাখা যাবে না। 'আর জানাজানি হলেই বা, কী আসে যায়?'

'সেটা অবশ্য তোমার ওপর নির্ভর করে।'

সোনিয়াদের বাড়িতে পৌঁছুল দুজনে, গেট খুলে ভেতরে ঢুকল। দোরগোড়ায় অপেক্ষা করছিল জুলস ম্যাকনেয়ার, নিঃশব্দে ঢোকার জায়গা করে দিল।

দোতলায় উঠে গেল ডাক্তার বোনার। ওপর থেকে সোনির মায়ের কান্নার শব্দ ভেসে আসছে। অসহায়ের মতো সোনির বাবার দিকে তাকাল ক্লিফ।

'বেজন্মাটাকে ধরো, ক্লিফ, জীবন দিয়ে হলেও!' বলল জুলস ম্যাকনেয়ার।

দুই

সোনিয়াদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে দরজা বন্ধ করে, ক্ষণিকের জন্যে পোর্চে দাঁড়াল ক্লিফ, ভুরু কুঁচকে বাট স্ট্রীটের দিকে তাকাল। শহরটা এখন আর অন্ধকারে ডুবে নেই।

ওধারে অন্তত ছ'সাতটা বাড়িতে আলো জ্বলে উঠেছে। জুলস ম্যাকনেয়ারের কাছ থেকে হারিকেন চেয়ে নিয়েছে ক্যারেল, দ্রুত স্যাটারলিদের পরিত্যক্ত বাড়িটার দিকে এগোল ও।

সোনিয়াদের কয়েকটা ঘর পরেই ডেল পোমরয়ের বাড়ি। গেটের সামনে দাঁড়িয়েছিল সে, ক্লিফ কাছে আসলে জানতে চাইল, 'সোনিকে নিয়ে গেলে না তখন? কী ব্যাপার? আমি কোনও কাজে আসতে পারি?'

অসহায় অবস্থায় ফাঁদে পড়েছে বলে মনে হলো ক্লিফের। এতক্ষণ নিশ্চয়ই চুপ করে বসে থাকে নি পোমরয়। সোনিকে নিয়ে যেতে দেখেছে ওকে। এতগুলো ঘরে বাতি জ্বলছে যখন, তার মানে সময় নষ্ট না করে রাষ্ট্র করেছে সে খবরটা।

'ঠিক আছে,' জবাব দিল ক্লিফ, 'এসো।'

'কী হয়েছে?'

'অচেনা এক লোক, সোনিকে...' থেমে গেল ফ্যারেল, কথা বাড়াতে ইচ্ছে করছে না।

'শুয়োরের বাচ্চা!' পোমরয়ের কণ্ঠে নিখাদ বিদ্বেষ ঝরল।

প্রাথমিক ধাক্কা ধীরে ধীরে সামলে নিচ্ছে ক্লিফ, প্রচণ্ড ক্ষোভ জেগে উঠেছে মনে: অতীতে কখনও এরকম অনুভূতি হয় নি; ঘৃণায় যেন কাঁপছে সারা শরীর। পাষণ্ডটাকে এই মুহূর্তে হাতে পেলে ছিঁড়ে কুটি কুটি করে ফেলত ও।

স্যাটারলিদের বাড়ির গেটে পৌঁছুনোর আগেই চারজন লোক যোগ দিল ওদের সঙ্গে। কারও হাতে রাইফেল, কেউ বইছে শটগান। চাপা অথচ হিংস্র কণ্ঠে কথা বলছে সবাই। গেটের সামনে থামল ক্লিফ। 'এখানে দাঁড়াও তোমরা। আমি দেখছি ভেতরে কেউ আছে কি না।'

মেঠো পথ ধরে এগোল ফ্যারেল, দরজা গলে ভেতরে ঢুকল। মেঝেয় সোনিয়ার ছেঁড়া কাপড় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। হারিকেনের ম্লান আলোয় জ্বলজ্বল করে উঠল ক্লিফের দু'চোখ, আগুন জ্বলছে যেন।

হারিকেন টেবিলে রেখে সোনিয়ার পোশাকের ছেঁড়া টুকরোগুলো কুড়িয়ে নিল ফ্যারেল, টেবিলে বিছানো একটা নকশা তোলা রুমালে বাঁধল। তারপর খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল পুরো কামরা। অন্ধ-আক্রোশে রীতিমতো জ্বলছে ও। অনুসরণ করার জন্যে সূত্র চায়, ঘোড়া হাঁকিয়ে বেরিয়ে পড়তে চায়। কিন্তু দিনের আলো ছাড়া ট্রেইল খুঁজে পাওয়া যাবে না, সুতরাং এই মুহূর্তে ধাওয়া করা সম্ভব নয়। পুরো ঘর তন্ন তন্ন করে তল্লাশি করেও কোনও সূত্র পেল না ক্লিফ।

হারিকেন হাতে কাপড়ের পুঁটলিসহ বেরিয়ে এল বাইরে। 'ডেল,' বলল পোমরয়কে, 'যাও, শেরিফকে খবর দাও।'

দ্রুত পা বাড়াল ডেল পোমরয়। আবার কথা বলল ক্লিফ, 'আরেকজন গিয়ে লেক্স মেসির কাছ থেকে জেনে আসো আজ রাতে অপরিচিত কাউকে স্যালুনে দেখেছে কি না: আর ফ্র্যাংক হাইটের কাছে যাও একজন। ওরা কারও খোঁজ দিলে মন দিয়ে বর্ণনা শুনে এসো।'

নির্দেশ পালন করতে এগিয়ে গেল দুজন। এবার অন্য দুজনের দিকে ফিরল ক্লিফ। 'তোমরা বাড়ি ফিরে যেতে পারো। আপাতত তেমন কিছু করার নেই।'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও আদেশ পালন করল ওরা। ভুরুজোড়া ফের কুঁচকে উঠল ফ্যারেলের, সোনিয়ার ক্ষতবিক্ষত বিধ্বস্ত চেহারা ভাসছে চোখের সামনে; ওর ভীত-আতঙ্কিত ভাব, কম্পিত কণ্ঠস্বর আর ভয়ার্ত দৃষ্টি মনে পড়ছে। বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা যেন হারিয়ে ফেলেছে মেয়েটা।

চাপা কণ্ঠে খিস্তি করে উঠল ফ্যারেল। জানোয়ারটাকে ধরতে পারলে নরক যন্ত্রণা দিয়ে হত্যা করত ও, তাতে হয়তো খানিকটা কমত ওর অস্থিরতা।

জেলহাউসের দিকে পা বাড়াল ক্লিফ। অজান্তেই বুকের কাছে হাত উঠে এল, শার্টের পকেটে সাঁটা ব্যাজে আঙুল বোলাল।

মনের এই অবস্থায় ব্যাজ পরে থাকা ঠিক নয়। কারণ তা হলে কাল এটার মর্যাদা রক্ষা করতে ব্যর্থ হবে ও।

কিন্তু ব্যাজ খুলে ফেলল না ক্লিফ ফ্যারেল, হাত নামিয়ে আনল। আইন ফ্যারেলদের পারিবারিক পেশা। মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত ওর দাদা টেক্সাস রেঞ্জার ছিল; বিশ বছরেরও বেশি বাট কাউন্টির শেরিফের দায়িত্ব পালন করেছে ওর বাবা।

হঠাৎ মোড় ঘুরে ডান দিকের একটা শাখা-পথ ধরল ক্লিফ, দ্রুত পা ফেলে এগোল।

রাস্তাটার শেষ মাথায় পৌঁছে ঘুরে ঝোপঝাড়ের মাঝে দাঁড়ানো একটা শ্যাকের দিকে এগিয়ে গেল, দরজার কাছে এসে কড়া নাড়ল।

খানিকপর হারিকেন জ্বলে উঠল ভেতরে। গভীর ফ্যাঁসফেঁসে কণ্ঠস্বর ভেসে এল। 'কে? ঢুকে পড়লেই তো হয়!'

ভেতরে ঢুকল ক্লিফ ফ্যারেল। হারিকেন টেবিলের ওপর রেখে উস্কোখুস্কো চুলে হাত বোলাল ওর বাবা জ্যাকব ফ্যারেল। হাত বাড়িয়ে একটা প্যান্ট নিয়ে পরল, চেয়ার টেনে বসে পড়ল।

জ্যাকব ফ্যারেল, প্রৌঢ়, ছিপছিপে গড়ন, ছ'ফিটের মতো লম্বা; দৈহিক গড়ন দেখেই অনুমান করা যায়, একদিন চমৎকার স্বাস্থ্য ছিল তার। সারা মুখে অসংখ্য ক্ষতচিহ্ন জ্যাকব ফ্যারেলের; শরীর আর হৃদয়টাও ওর ক্ষতবিক্ষত, ভাবল ক্লিফ, কিন্তু বাইরে থেকে একদম টের পাওয়া যায় না।

তবে লোকটার চোখ দুটো আজও অতীতের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির স্মৃতি জাগিয়ে দেয়। পলক তুলে ছেলের দিকে তাকাল জ্যাকব ফ্যারেল। 'মাঝরাতে আমার ঘুম ভাঙানোর কারণ?'

'ব্যাপারটা সত্যিই জরুরি।'

'সেটাই তো জানতে চাইছি!'

'সোনিয়া…কোরা শর্টের দোকান থেকে ঘরে ফিরছিল, আচমকা এক লোক হামলা করেছে ওকে…অকথ্য নির্যাতন চালিয়েছে…'

'রেপ করেছে?'

'হ্যাঁ, মারধোরও করেছে।'

'তো আমার কাছে এসেছ কেন, তাকে ধরতে না গিয়ে? নাকি সেটাও আমাকে বলে দিতে হবে?'

'কী করতে হবে আমি জানি,' বলল ক্লিফ ফ্যারেল। 'সে-জন্যেই তোমার কাছে এসেছি।'

'বাজে বকো না!'

'সকালের আগে ট্রেইল করা সম্ভব নয়, এরই মধ্যে আমাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। ডেপুটি শেরিফ হিসেবে যদি যাই, লোকটাকে জ্যান্ত ফিরিয়ে আনতে বাধ্য থাকব আমি, কিন্তু সেটা সম্ভব হবে কিনা জানি না। এই মুহূর্তে বেজন্মাটার গলা টিপে ধরা ছাড়া অন্য কিছু ভাবতেই পারছি না।'

জ্যাকব ফ্যারেলের চেহারা থেকে বিরক্তির ছাপ খসে পড়ল। তিক্ত স্মৃতির ভারে চোখের পলকে দশ বছর বয়স বেড়ে গেল যেন। দ্বিধা দেখা দিল দৃষ্টিতে। দু'হাঁটুর মাঝে মেঝের দিকে তাকাল সে।

যে কথা জানতে এসেছিল, জেনে গেল ক্লিফ। এককালে আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান কঠিন মানুষ ছিল বাবা, কোমরে ঝোলানো পিস্তল চালাত ক্ষিপ্র হাতে। বহুবার তার চেয়ে ক্ষিপ্রতর লোকের মোকাবিলা করেছে, আইন-শৃঙ্খলাহীন বাট কাউন্টিতে জ্যাকব ফ্যারেলই ছিল একমাত্র আইন।

সেই সময়, যখন কদাচিৎ এদিকে আসত সার্কিট জাজরা, যখন জুরীদের প্রাণের ভয় দেখিয়ে কিংবা অর্থের বিনিময়ে হাত করত অপরাধীরা, তখন, প্রায়শই, একই সঙ্গে বিচারক, জুরী আর জল্লাদের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হত জ্যাকব ফ্যারেলকে। বহু আসামী গ্রেপ্তারে বাধা দিতে গিয়ে মারা পড়েছে ওর হাতে। লাশ নিয়ে মাথা উঁচু করে শহরে ফিরে এসেছে ও

জ্যাকবের মতো মানুষেরাই এই বুনো-বর্বর দেশে আইন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করেছে। কিন্তু অসীম ক্ষমতা উদ্ধত করে তুলেছিল ওকে, নিজেকে স্রষ্টার মতো ক্ষমতাবান ভাবতে শুরু করেছিল সে।

ধীরে ধীরে মুখ তুলে তাকাল বুড়ো ফ্যারেল। 'বুকের ওই ব্যাজ যদি রাখতে চাও, জ্যান্ত ফিরিয়ে এনো ওকে। কিন্তু লোকটাকে খুন করার উদ্দেশে বেরোতে চাইলে, ব্যাজ খুলে রেখে যেয়ো।' ক্লিফের চোখের দিকে তাকাল না সে, ফাঁকা শোনাল তার কণ্ঠস্বর।

ঘুরে দাঁড়াল ক্লিফ ফ্যারেল। নিষ্প্রাণ কণ্ঠে আবার কথা বলল জ্যাকব। 'একান্তই যদি মারতে হয়, আগে নিশ্চিত হয়ে নিয়ো, লোকটা সত্যি অপরাধী কি না।'

'ধন্যবাদ, বাবা,' বলল ক্লিফ। 'তোমার ঘুম ভাঙানোর জন্যে দুঃখিত।'

'ও কিছু না, সারা রাত তো জেগেই থাকি। গুড লাক।'

নীরব-নিথর রাস্তায় বেরিয়ে এল ক্লিফ। ঝোপ আর জংলায় ভরা উঠোনে দাঁড়িয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। কপালে চিন্তার রেখা–বাবার হাতে প্রাণ হারানো শেষ লোকটার কথা মনে পড়ে গেছে।

তখন ওর বয়স পনের, এক সকালে পরিশ্রান্ত ঘোড়ায় চেপে ফিরে এল

বাবা; পেছনে আরেকটা ঘোড়া, সেটাও ক্লান্ত, পিঠে আড়াআড়িভাবে ফেলে রাখা একটা লাশ। এখনও স্পষ্ট মনে আছে লোকটার চেহারাঃ খুব বেশি হলে বছর কুড়ি বয়স; মাথাটা ঝুলছে, বিস্ফারিত ঘোলাটে দুটি চোখ, শক্ত হয়ে চেপে বসা দাঁতের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এসেছে কালচে জিহ্বা ···বীভৎস!

গর্বে ওর বুক ফুলে উঠেছিল সেদিন। একটু বমি বমি ভাব লাগলেও এতটুকু খাদ ছিল না ওর অহঙ্কারে। কিন্তু ঠিক এক সপ্তাহ পর চুরি করতে গিয়ে বমাল ধরা পড়ল এক লোক, প্রচণ্ড মারের মুখে স্বীকার গেলঃ বাবার হাতে প্রাণ হারানো লোকটা নয়, সে-ই আসল অপরাধী।

এখনও মনে আছে ক্লিফের, সেদিন থেকেই ঘুমের ঘোরে প্রলাপ বকতে শুরু করল বাবা, সারারাত বিছানায় গড়াগড়ি যেত, যেন ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন দেখছে। মাত্র ছ'মাসের মাথায় শক্তিমান সুপুরুষ জ্যাকব ফ্যারেলের চেহারা পাল্টে গেল, পরাজিত বিধ্বস্ত এক মানুষে রূপান্তরিত হলো সে।

ব্যথিত মনে দ্রুত প্রধান সড়কে উঠে এল ক্লিফ। বাঁক নিয়ে অন্ধকারে দাঁড়ানো সোনিয়াদের বাড়ির দিকে একবার তাকিয়ে শেরিফের আলোকিত অফিসের দিকে এগোল।

ধেৎ, খামোকাই ভাবছে, তেমন কোনও সিদ্ধান্ত নেয়ার প্রয়োজন না-ও হতে পারে। পলাতক লোকটা গ্রেপ্তারে বাধা দেয়ার চেষ্টা করলে লড়াই অনিবার্য, সেক্ষেত্রে লাশ নিয়েই ফিরতে হবে ওকে।

সোনিয়ার কথা মনে পড়তেই আবার ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল ক্লিফ। অমন ফুলের মতো নিষ্পাপ মেয়ের সর্বনাশ করেছে যে পশু, তাকে খুন করতে বাধা কোথায়? কী লাভ হবে বাঁচিয়ে রেখে? লোকটাকে জ্যান্ত ধরা যদি সম্ভব হয়ও বিচারের ব্যবস্থা করা যাবে নাঃ লিঞ্চ মব ছিনিয়ে নিয়ে ধারেকাছের কোনও একটা গাছে লটকে দেবে তাকে।

পাথুরে জেলহাউসে ঢুকল ক্লিফ ফ্যারেল। শেরিফ জেস স্টোন এসে গেছে। লেক্স মেসি, ফ্রাংক হাইট এবং ওদের খোঁজে যাদের পাঠিয়েছিল, তারাও আছে

ছোটখাট স্বাস্থ্যবান লোক স্টোন, তামাটে চেহারা, জুলফির কাছে চুলে পাক ধরেছে, টাক পড়তে শুরু করেছে মাথায়; মুগুরের মতো প্রকাণ্ড একজোড়া লোমশ হাত, তার সঙ্গে মানানসই আঙুল। বন্দুকবাজ নয় জেস স্টোন, ক্ষিপ্র হাতে অস্ত্র চালাতে জানে না; প্রতি কদমে নিয়ম মেনে চলার চেষ্টা করে। গোঁয়ার অথচ কিছুটা অলস প্রকৃতির লোক সে, প্যসি ছাড়া কিছুতেই কাউকে ধাওয়া করতে বেরোবে না; কিন্তু শূন্যহাতে সে ফিরে এসেছে, এমন নজিরও নেই।

সহানুভূতিশীল দৃষ্টিতে ক্লিফ ফ্যারেলের দিকে তাকাল শেরিফ। 'কী হয়েছে, ক্লিফ? খুলে বলো দেখি আমায়?'

ক্লিফ বলল, 'এখানে পায়চারি করছিলাম, ভাবছিলাম কাজ-কর্ম নেই যখন ঘরে ফিরে যাব কিনা। হঠাৎ জানালা দিয়ে বাইরে তাকাতেই দেখি বিছানার চাদর গায়ে জড়িয়ে দৌড়ে আসছে সোনি, কেমন যেন দিশেহারা একটা ভাব

চেহারায়। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে ওর কাছে গেলাম। ও বলল, দোকান থেকে বাড়ি যাচ্ছিল, হঠাৎ স্যাটারলিদের বাড়ি অন্ধকার ছায়া থেকে বেরিয়ে ওকে আক্রমণ করেছে লোকটা, জোর করে নিয়ে গেছে খালি বাড়িতে।'

কাপড়ের পুঁটুলিটা ডেস্কে রাখল ক্লিফ। 'সোনিকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আবার গিয়েছিলাম ওখানে। এগুলো ছাড়া আর কিছু পাই নি!'

ডেস্কের কাছে এসে হাত বাড়াল স্টোন। বাধা দিল ফ্যারেল। 'না। যেভাবে আছে, থাকুক।'

হাত সরিয়ে নিল স্টোন। ক্লিফ আবার বলল, 'ব্যাপারটা সোনি সংক্রান্ত তাই চেয়েছিলাম যাতে জানাজানি না হয়। কিন্তু ওকে বাড়ি পৌঁছে দেয়ার সময় ডেল পোমরয় দেখে ফেলে, আমি বেরিয়ে আসার আগেই পাড়া-প্রতিবেশীকে জাগিয়ে তোলে সে।'

পোমরয়ের দিকে তাকাল স্টোন। 'দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টাই জানালার কাছে বসে থাকো নাকি?'

লাল হয়ে গেল পোমরয়ের চেহারা। 'অনর্থক আমায় গাল দিচ্ছ, শেরিফ। ইদানীং রাতে আমার ঘুম হয় না, জানালার পাশে বসে বাইরে তাকিয়ে থাকি। তাতে দোষ কী?'

প্রথমে লেক্স মেসি তারপর ফ্র্যাংক হাইটের দিকে তাকাল ক্লিফ। 'অচেনা কাউকে দেখেছ তোমরা?'

মাথা নাড়ল মেসি। কিন্তু হাইট বলল, 'দুজনকে দেখেছি, ভবঘুরে ধরনের ছিল দুজনেই।'

'একসঙ্গে?'

মাথা নাড়ল হাইট। 'না, কেউ কাউকে চেনে বলে মনে হয় নি।'

ভেতরে ভেতরে দমে গেল ক্লিফ। ব্যাপারটাকে সহজ সরল ভেবেছিল, কিন্তু একই সময়ে শহরে দু'জন অপরিচিত লোকের উপস্থিতি জটিল করে দিল সব কিছু। সোনি লোকটার চেহারার একটা বর্ণনা দিতে পারবে কিনা কে জানে! অন্ধকারে কিছু বোঝার কথা নয়। ওর কছ থেকে সাহায্য আশা না করাই ভালো।

'ওদের চেহারার বর্ণনা দিতে পারো?' হঠাৎ প্রশ্ন করল ও।

চোখ কুঁচকে উঠল হাইটের। 'দাঁড়াও, মনে করে দেখি। হায় খোদা, ক্লিফ, রোজ কত অচেনা লোকই তো আসছে যাচ্ছে, সবার চেহারা মনে রাখা কি মুখের কথা?'

'তবু চেষ্টা করো।'

'করছি।' আরও ছোট হয়ে এল হাইটের দুচোখ। 'দুজনই বলিষ্ঠ গড়নের লোক, লম্বা চওড়ায় মোটামুটি তোমার মতোই হবে। পরনে কাউহ্যান্ডের পোশাক ছিল, ধুলো-ময়লায় একাকার। একজনকে একটু বেশি ক্লান্ত মনে হয়েছে আমার, পিস্তল ছিল না এর কাছে; অন্যজনের কোমরে পিস্তল দেখেছি।' আরও কুঁচকে উঠল ওর ভুরু দু'টো। 'আর কিছু মনে পড়ছে না, ক্লিফ। দুঃখিত।'

'ভালো করে ভেবে দেখো। নতুন কিছু মনে আসতে পারে।'

'আচ্ছা। মনে এলে তোমাকে জানাব। এবার তা হলে যাই? খুব ক্লান্ত লাগছে।'

একসঙ্গে মাথা দোলাল ক্লিফ আর স্টোন।

'সবাই বাড়ি চলে যাও,' বলল শেরিফ, 'দরকার হলে ডাকব।'

'প্যাসির ব্যবস্থা করবে?'

'দেখি। পরে জানাব।'

বেরিয়ে গেল ওরা। ক্লিফের দিকে তাকাল স্টোন। 'আমি যা ভাবছি তুমিও কি তাই?'

'হোটেল আর লিভারি বার্ন,' বলল ক্লিফ।

'চলো।'

হারিকেন নিভিয়ে ক্লিফের পিছু পিছু বেরিয়ে এল জেস স্টোন। পাশাপাশি হোটেলের দিকে এগোল। নিঃসঙ্গ একটা হারিকেন টিমটিম করে জ্বলছে হোটেলের লবিতে।

প্রথমে স্টোনকে ঢুকতে দিল ফ্যারেল, তারপর নিজেও ঢুকল। শাদা টাইলের মেঝেতে বুটের শব্দ তুলে ডেস্কের দিকে এগিয়ে গেল ওরা।

ডেস্কের ওপর মাথা রেখে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে ক্লার্ক হিউগি স্মিদারস্।

রেজিস্টার খাতা ঘুরিয়ে দেখল শেরিফ স্টোন। তারপর ক্লিফের দিকে ফিরে মাথা নাড়ল। 'লিভারি বার্ন—এই যেতে হচ্ছে,' বলল সে।

তিন

শেরিফের পাশাপাশি হাঁটছে ক্লিফ, মোটামুটি নিশ্চিত সে, লিভারি বার্ন-এর খড়ের গাদায় অন্তত একজনকে ঘুমন্ত অবস্থায় পাবে।

কিন্তু আস্তাবলে কেউ থাকলে, তার নির্দোষ হবার কথা, অচেনা শহরে কোনও মেয়েকে রেপ করে অপরাধীর পালিয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। তবে লোকটা যদি পাঁড় মাতাল হয় উল্টো কিছু ঘটা বিচিত্র নয়।

যতই প্রতি পদক্ষেপে সম্ভাব্য অপরাধীর সঙ্গে দূরত্ব কমে আসছে ততই অস্থির হয়ে উঠছে ফ্যারেল। দু'হাত মুঠি পাকিয়ে গেছে, রাগ সামলে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। সোনিয়ার ক্ষত-বিক্ষত, রক্তাক্ত চেহারা মনে পড়ছে বারবার; ওর ভাষাহীন দৃষ্টি যেন তাড়া করছে ক্লিফকে।

যাই হোক নির্ধারিত দিনে সোনিকে বিয়ে করবে ও। কিন্তু মেয়েদের ব্যাপারে স্পষ্ট ধারণা না থাকলেও এটুকু বুঝতে পারছে, মন থেকে ওকে সহজভাবে গ্রহণ করতে অনেক সময় নেবে সোনিয়া। চোখদুটো আচমকা কুঁচকে উঠল ফ্যারেলের। সোনিয়াকে ভালোবাসে ও, নিজের করে পেতে চায়: কিন্তু খোদা জানে সেজন্যে কতদিন অপেক্ষা করতে হবে!

আকাশ-ছোঁয়া বিরাট লিভারি বার্ন-এর হলদে কাঠামো আবছাভাবে দেখা যাচ্ছে আঁধারে। এটার চিলেকোঠায় কমপক্ষে পঞ্চাশটন খড় রাখার জায়গা আছে। খড়ের মজুদ এখন শেষ হয়ে এসেছে। সুতরং চিলেকোঠা মোটামুটি ফাঁকাই থাকবে।

আস্তাবলের প্রশস্ত দরজা হাট করে খোলা, বাতাসে ঘোড়ার নাদি, চামড়া আর খড়ের গন্ধ। স্টলগুলো থেকে ঘুমন্ত ঘোড়ার নড়াচড়া টের পাওয়া যাচ্ছে।

'তুমি এখানে অপেক্ষা করো,' মৃদু কণ্ঠে বলল জেস স্টোন। 'আমি নিকোলাসকে জিজ্ঞেস করে আসি।'

বিশাল দরজার সামনে অপেক্ষা করতে লাগল ক্লিফ, চোখ কুঁচকে অন্ধকার ভেদ করে ভেতরটা দেখার চেষ্টা করছে। ও-পাশের খোলা দরজার চৌকো আকৃতি ছাড়া কিছুই চোখে পড়ছে না। ওদিকে কেউ পালানোর কসরত করলে ধরা পড়ে যাবে।

ট্যাকরুমের দরজা খুলল জেস স্টোন। খানিক পর নিকোলাসের ঘুমজড়িত কণ্ঠস্বর শোনা গেল। ধীর পায়ে ফিরে এল শেরিফ। 'নিকোলাস বলছে, একজন আগন্তুককে আজ চিলেকোঠায় ঘুমোতে দিয়েছে সে, ওপরেই আছে এখনও। আমি এই মই বেয়ে উঠছি, তুমি পেছন দিকে চলে যাও।'

দু'পাশের মই বেয়ে ওপরে উঠল ওরা, প্রবল হয়ে উঠল খড়ের গন্ধ। নতুন একটা গন্ধ লাগল নাকে–দুর্গন্ধ।

আধিভৌতিক ছায়াদের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল ক্লিফ ফ্যারেল। টানটান হয়ে রয়েছে ওর শরীরের প্রতিটি পেশী। হারিকেন বাম হাতে চালান করে সম্ভাব্য বিপদ মোকাবেলার জন্যে ডান হাত মুক্ত করে নিল ও। সামনে থেকে স্টোনের চিৎকার শোনা গেল। 'কে আছ এখানে! মাথার ওপর হাত তুলে বেরোও, জলদি!'

অখণ্ড নীরবতা। সাড়া নেই। ডান হাত থাবা পাকিয়ে রেখেছে ক্লিফ। এই মুহূর্তে কাউকে খুন করতে পারলে আর কিছু চায় না, সে দোষী না নির্দোষ কিছু এসে যায় না। এখানে কাউকে পাওয়া গেলে, তার হাত বা মুখে সামান্য আঁচড়ের দাগ দেখলেই হয়তো বিনা দ্বিধায় খুন করে বসবে ও। অন্য কোনও প্রমাণের অপেক্ষা করবে না। কিন্তু একজন আইনের লোকের পক্ষে এ-ধরনের চিন্তাভাবনা কি শোভা পায়?

চিলেকোঠার সামনের দিকে ঈষৎ আলোড়ন ধরা পড়ল ক্লিফের চোখে। একধারের নোংরা খড়ের বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল এক লোক।

পোশাক থেকে খড়ের কুটো ঝাড়ল, আড়মোড়া ভাঙল; তারপর উবু হয়ে সম্ভবত টুপি কিংবা জুতোর দিকে হাত বাড়াল। কিন্তু ফ্যারেলের তীক্ষ্ণ কণ্ঠ তাকে থামিয়ে দিল। 'একদম নড়ো না! মারা পড়বে!'

দুপাশ থেকে এগিয়ে গেল ক্লিফ আর স্টোন। দুজনেরই ডান হাত মুক্ত, বাঁ হাতে হারিকেন। ফ্যালফ্যাল করে প্রথমে ক্লিফ তারপর স্টোনের দিকে তাকাল লোকটা।

মোটামুটি ক্লিফের সমান লম্বা, তবে ওর তুলনায় কিছুটা শুকনো। পরনে নোংরা শতচ্ছিন্ন পোশাক, খড়ের কুটো লেগে আছে। মাথায় দীর্ঘ উস্কোখুস্কো চুল, সারা মুখে দাড়ি গোঁফের জঙ্গল। কতদিন স্নান করে নি খোদা মালুম, বোটকা গন্ধ বেরোচ্ছে।

কর্কশ ঠাণ্ডা কণ্ঠে ওকে জিজ্ঞেস করল স্টোন, 'পিস্তল আছে, মিস্টার?'

মাথা নাড়ল আগন্তুক।

এবার প্রশ্ন করল ক্লিফ ফ্যারেল, কর্কশ কণ্ঠস্বর। 'কী নাম?'

'হেলম্যান। জিম হেলম্যান।'

হারিকেন উঁচিয়ে আগন্তুকের চেহারা খুঁটিয়ে পরখ করল ডেপুটি শেরিফ। ক্ষতচিহ্ন খুঁজছে। আছে, আগন্তুকের ডান গালে, জুলফির কাছে একটা কাটা দাগ।

রাগে জ্বলে উঠল ফ্যারেল; আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত ঘটল যেন। ডান হাতে ঝট করে হেলম্যানের কলার ধরল ও। 'শুয়োরের বাচ্চা, তোমার গাল কাটল কী করে?'

বিস্ময়ে বিস্ফারিত হলো হেলম্যানের চোখজোড়া। অজান্তেই হাত বাড়িয়ে ক্ষতে আঙুল ছোঁয়াল সে। 'কাঁটা গাছের সঙ্গে ঘষা লেগে...' চুপ করে গেল হেলম্যান, ঢোক গিলল।

'নাকি, হারামজাদা, কারও নখের দাগ?'

'ক্লিফ!' ওকে শান্ত করার চেষ্টা করল স্টোন।

সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল হেলম্যান। 'দাঁড়াও! কী করেছি বলবে তো?'

লোকটার কলার ছেড়ে দিল ফ্যারেল; নইলে, জানে, হারিকেন ফেলে বাঁ হাতও উঠিয়ে আনবে ও, হত্যা করার চেষ্টা করবে আগন্তুককে।

'তোমাকে আমাদের সঙ্গে যেতে হচ্ছে,' রূঢ় কণ্ঠে বলল স্টোন।

'কেন? কসম খোদার, কী দোষ করেছি বলো?'

হাত দিয়ে ওকে সামনে ঠেলে দিল জেস স্টোন। ক্লিফের সন্দেহ হলো বাধা দেয়ার চেষ্টা করবে লোকটা। করুক, মনে মনে প্রার্থনা করল ও।

কিন্তু সিদ্ধান্ত বদলাল আগন্তুক। অসংলগ্ন পা ফেলে সামনে এগোল। লোকটার টুপি আর জুতো তুলে নিল ক্লিফ। অনুসরণ করল ওকে।

মই বেয়ে স্টোন নীচে নামল আগে, ওর পেছনে হেলম্যান, জুতো আর টুপি নীচে ফেলে সব শেষে নামল ফ্যারেল। হেলম্যানের পায়ের দুটো মোজাই ছেঁড়া, আঙুল দেখা যাচ্ছে। জুতো পরে নিল সে, টুপিটা মাথায় চাপাল। ফের ওকে ধাক্কা দিল স্টোন। ওদের আগে আগে লিভারি বার্ন ছেড়ে বেরিয়ে এল হেলম্যান।

নিজেকে বঞ্চিত মনে হচ্ছে ক্লিফের; ফলে আরও খেপে উঠছে। ও যাকে খুঁজছে, সে হেলম্যান নয়। নিষ্ঠুর হিংস্র গোঁয়ার কেউ হবে অপরাধী, যাকে দেখলে স্পষ্ট বোঝা যাবে একমাত্র তার পক্ষেই সোনিকে অপমান করা সম্ভব। কিন্তু হেলম্যানের মাঝে অসহায় একটা ভাব ছাড়া কিছু নেই।

জেলহাউসে পৌঁছুল ওরা। হেলম্যানের কয়েক কদম পেছনে থেকে তীক্ষ্ণ

চোখে তাকে জরিপ করছে ফ্যারেল। আগে ভেতরে ঢুকে বাতি জ্বালল স্টোন। তারপর হেলম্যান ঢুকল, পেছনে ফ্যারেল।

হাতের হারিকেন নেভাল ও, নিভিয়ে দিল স্টোনেরটাও। বন্ধ করল দরজাটা।

'এবার, ব্যাটা, কথা বল। সারা রাত ছিলে কোন্ চুলোয়?'

ক্লিফ, স্টোন তারপর আবার ক্লিফের দিকে তাকাল হেলম্যান। 'কেন, ওই চিলেকোঠাতেই। দশটার পর থেকেই ওখানে ছিলাম!'

'নিকোলাস তোমাকে উঠতে দেখেছে?'

'স্ট্যাবলম্যান? একশোবার! আমার কাছ থেকে ম্যাচের কাঠিগুলো সে-ই তো কেড়ে রাখল!'

'তার আগে?' কর্কশ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল ডেপুটি শেরিফ ফ্যারেল।

'স্যালুনে, বাট স্যালুনে।'

'মদ গিলছিলে?'

ঈষৎ লাল হলো হেলম্যানের চেহারা। 'শুধু এক গ্লাস বিয়র খেয়েছি। একটা নিকেল ছিল, সেটা দিয়েই বিয়র কিনেছি, খেয়েছি ফ্রি-লাঞ্চ কাউন্টারে।'

'মেয়েদের সঙ্গে যোগাযোগ নেই কতদিন?'

মেঝের দিকে চেয়ে জবাব দিল হেলম্যান। 'অনেকদিন। আমার মতো লোকের কাছে মেয়েরা আসবে কেন?'

'হাত দু'টো দেখি?'

বিনা আপত্তিতে নির্দেশ পালন করল হেলম্যান।

'উল্টো দিক।'

হাত ওল্টাল হেলম্যান। আঙুলের গিঁটে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ক্ষতচিহ্ন খুঁজল ক্লিফ। সোনিয়াকে আঘাত করার সময় ওর দাঁতে লেগে কেটে থাকতে পারে। কিন্তু তেমন কিছু পাওয়া গেল না। এতে অবশ্য প্রমাণ হয় না লোকটা নির্দোষ।

স্টোন বলল, 'সেলে ঢুকিয়ে দাও ব্যাটাকে।'

সেলব্লকের দরজার দিকে ইশারা করল ক্লিফ। 'হাঁটো।'

আড়ষ্ট হয়ে গেল হেলম্যান। 'কী আশ্চর্য! কি দোষ করেছি বলবে না?'

জবাব দিতে মুখ খুলল ফ্যারেল, কিন্তু আগেই কথা বলে উঠল শেরিফ। 'মনে করো বাউণ্ডুলের মতো ঘুরে বেড়ানোটাই আপাতত তোমার দোষ। যাও, এবার হাজতে ঢোকো।'

হেলম্যানের চেহারায় স্বস্তির ছাপ পড়ল। ক্লিফের সঙ্গে হাজতের দিকে পা বাড়াল। ঢুকে পড়ল একটা সেলে। দড়াম করে দরজা আটকাল ফ্যারেল, তালা লাগাল, শেরিফের ডেস্কের ওপর ছুঁড়ে ফেলল চাবিটা।

ওর দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল স্টোন। 'নাহ্, আমরা যাকে খুঁজছি এলোক সে নয়।'

দরজার সামনে এসে দাঁড়াল ক্লিফ ফ্যারেল, অগ্নিদৃষ্টিতে বাইরে তাকাল।

তারপর হঠাৎ ঘুরে স্টোনের মুখোমুখি হলো। 'ছ'সাতজন লোক দাঁড়িয়ে আছে বাইরে।'

দরজার দিকে এগিয়ে এল স্টোন। কবাটে লাগানো কাচের ফোকর দিয়ে উঁকি দিল।

'কিছু করছে না,' বলল ক্লিফ, 'স্রেফ চুপচাপ দাঁড়িয়ে এদিকে তাকিয়ে আছে।'

জবাব দিল না স্টোন। টান মেরে দরজা খুলল। তারপর কর্কশ কণ্ঠে চিৎকার করে জনতার উদ্দেশে বলল, 'তোমাদের ঘরে যেতে বলেছি না!'

'ব্যাটা ধরা পড়েছে, তাই না, জেস?'

'একজনকে ধরেছি, কিন্তু ও-ই দোষী জোর দিয়ে বলা যাচ্ছে না। যাও ঘরে ফিরে যাও সবাই।'

'ছেলে ভুলানো কথায় লাভ নেই, জেস। তুমি ভালো করে জানো ওটাই আসল হারামজাদা!'

'না, জানি না। কাল আবার জেরা করা হবে ওকে। তখন যদি দেখা যায় সে নির্দোষ, ছেড়ে দেব।'

চেঁচিয়ে উঠল কেউ একজন। 'জেলে যখন ঢুকিয়েছ, ওই শালাই দোষী!'

বিদ্রূপ ঝরল জেস স্টোনের কণ্ঠে। 'কাউন্টি পে-রোলে তোমার নাম লেখাব ভাবছি, পোমরয়, কিছু টাকা বেঁচে যাবে। একাই জুরী আর জাজের কাজ চালিয়ে নিতে পারবে অনায়াসে।' ফিরে এসে সশব্দে দরজা বন্ধ করল স্টোন, যথাস্থানে বসাল হুড়কোটা।

দরজার দিকে ফিরল ক্লিফ ফ্যারেল। পাঁচশো মাইলের মধ্যে এত মজবুত, সুরক্ষিত জেল কোথাও নেই, ভাবল ও। দু'ফুট চওড়া, আগাগোড়া পাথরের তৈরি দেয়াল, চৌকো বীমের ওপর বসানো ছাদ, কমপক্ষে চোদ্দ ইঞ্চি পুরু দুই বর্গ ফুটের একেকটা পাথরখণ্ড দিয়ে তৈরি হয়েছে মেঝে। এই জেল ভেঙে আসামীকে বের করে নেবে, এমন কেউ এখনও জন্ম নেয় নি।

জানালার শিকগুলো প্রায় এক ইঞ্চি মোটা, মাত্র তিন ইঞ্চি পর পর বসানো পাথরের বেশ গভীরে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে ওগুলোর দু'প্রান্ত। বাইরে যাবার একমাত্র দরজা দুই ইঞ্চি পুরু ওক কাঠের তক্তায় তৈরি, ভেতর থেকে খুলে না দিলে জোর করে এখানে ঢোকা কঠিন।

ঘড়ির দিকে তাকাল ক্লিফ। রাত দুটো। ঘণ্টাখানেকের ভেতর ট্রেইল করার মতো পর্যাপ্ত আলো ফুটে উঠবে। স্টোনের উদ্দেশে ও বলল, 'আমাদের একজনের এখানে থাকা উচিত। তোমার আপত্তি না থাকলে আমি ট্রেইল করতে চাই, জেস।'

কাঁধ ঝাঁকাল জেস স্টোন, 'আপত্তির কী আছে। তোমারই তো যাওয়া দরকার।'

'ধন্যবাদ।'

'প্যাসি লাগবে?'

এক মুহূর্তের জন্যে দোটানায় ভুগল ক্লিফ ফ্যারেল। তারপর মাথা নেড়ে

অসম্মতি জানাল। 'প্যসি ছাড়াই অনেক ঝামেলা সামাল দিতে হবে আমাকে।' দরজার দিকে তাকাল ও। লিঞ্চিংয়ের পাঁয়তারা করছে শহরবাসীরা, ভাবল।

'যেমন তোমার ইচ্ছে,' বলে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল স্টোন, তারপর নিরাসক্ত কণ্ঠে বলল, 'নিজে সবার বিচার করত তোমার বাবা, সেটাই তার কাল হয়েছিল জীবনে। একবার মাত্র ভুল করেছে এবং একটা ভুলই ধ্বংস করে দিয়েছে তাকে। তুমিও একই ভুল করো না যেন।'

একদৃষ্টে কয়েক মুহূর্ত স্টোনের দিকে তাকিয়ে থাকল ক্লিফ ফ্যারেল। কী করবে নিজেই বুঝতে পারছে না। খানিক আগে হেলম্যানের গালে ক্ষতচিহ্ন দেখেই তাকে খুন করতে খেপে উঠেছিল ও।

অপর লোকটার মুখোমুখি হবার পর কী ঘটবে কে জানে? জানতে পারলে ভবিষ্যতে ও শেরিফ হতে পারবে কিনা বোঝা যেত।

'আস্তাবল থেকে ঘোড়া নিয়ে আসি,' স্টোনের উদ্দেশে বলল ক্লিফ ফ্যারেল।

মাথা দুলিয়ে সায় দিল শেরিফ। বাইরে বেরিয়ে এল ফ্যারেল। দরজা বন্ধ করে হুড়কো বসাল স্টোন, বুঝিয়ে দিল, জনতাকে গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করেছে।

চেঁচিয়ে উঠল পোমরয়। 'কোথায় যাচ্ছ, ক্লিফ?'

'ঘোড়া আনতে।'

'প্যসি নিয়ে বেরোবে?'

'না। আমি একাই যাচ্ছি।'

ভিড়ের মাঝে হেসে উঠল কে যেন। আরেকজন বলল, 'বাপকা বেটা!'

লিভারি বার্ন-এর দিকে এগোল ক্লিফ ফ্যারেল। ওর বাবা সব সময় যেভাবে ফিরে আসত—ঘোড়ার পিঠে পলাতক আসামীর লাশ ফেলে—ওর কাছেও তেমনি কিছুই আশা করছে শহরবাসীরা।

হয়তো সেরকম কিছুই করবে ও। কে জানে? কানের কাছে সোনির কণ্ঠস্বর বাজছে: *'ওকে খুন কর, ক্লিফ। খুঁজে বের করে ওকে খুন কর!'*

সোনির ইচ্ছে তাই। ও নিজেও তা-ই চায়।

আস্তাবল থেকে একটা বিশাল বাদামী গেল্ডিং ভাড়া করল ক্লিফ। এই শহরে এর চেয়ে শক্তিশালী ঘোড়া আর নেই। সযত্নে ঘোড়ার পিঠে জিন চাপিয়ে জেলহাউসে ফিরে এল ফ্যারেল। ইতিমধ্যে আলোর আভাস দেখা দিয়েছে পুব দিগন্তে; ভোরের আগমনবার্তা ঘোষণা করছে।

জেলহাউসে ঢুকল ফ্যারেল। একটা রাইফেল বাছাই করল, দু'বাক্স কার্তুজ নিল। অতিরিক্ত এক বাক্স কার্তুজ নিল পয়েন্ট ফোর-ফোর পিস্তলটার জন্যে। চাদর আর বর্ষাতি নিতে ভুল করল না।

বাইরে এসে স্যাডলে বাঁধল সব। রাস্তার ওধারে এখনও দাঁড়িয়ে আছে জনতা, তাকিয়ে আছে জেলহাউসের দিকে। একটা বোতল থেকে মদ খাচ্ছে পাল্লা করে।

স্যাডলে চেপে সোনিয়াদের বাড়ির দিকে এগোল ক্লিফ। চারদিকে আবছা অন্ধকার। কী ভেবে হঠাৎ ঘুরে ডাক্তার বাড়ির পথ ধরল ও। রান্নাঘরে আলো জ্বলছে দেখে পেছনের দরজায় টোকা দিল।

নাশতা সারছিল ডাক্তার, স্বাগত জানাল ওকে। 'এসো। এসো, নাশতা করে নাও।'

ভেতরে ঢুকল ক্লিফ। কফি ঢেলে দিল ডাক্তার। কাপে চুমুক দিল ডেপুটি। যে প্রশ্নটা এতক্ষণ খুঁচিয়ে চলছিল, অবশেষে জিজ্ঞেস করল। 'ওকে কেমন দেখলে, ডাক্তার? ভালো হবে তো?'

মুখ ভর্তি রুটি নিয়ে মাথা দোলাল ডাক্তার। উঠে দাঁড়াল সে। তাওয়ায় চাপানো রুটিটা উল্টে দিল। তারপর ক্লিফের দিকে না ফিরেই বলল, 'ঘুমের ওষুধ দিয়ে এসেছি, ঘুমোচ্ছে ও, ঘুম থেকে উঠলে মোটামুটি সুস্থ হয়ে উঠবে। দেহ-মনে মারাত্মক চোট পেয়েছে মেয়েটা, সেই সঙ্গে একটা প্রবল ধাক্কা। দৈহিক আঘাত সামলে নিতে পারলেও মানসিক ধাক্কা সামলে উঠতে স্বভাবতই সময় লাগবে কিছুটা।'

'বিয়েটা পিছাতে হবে না তো?'

মুহূর্তের জন্যে ফ্যারেলের দিকে তাকিয়েই দৃষ্টি সরিয়ে নিল ডাক্তার। 'সেটা করলে মারাত্মক ক্ষতি করা হবে মেয়েটার। যে ভাবে হোক বিয়েটা সেরে ফেল। কিন্তু শুরুতে ওর কাছ থেকে বেশি কিছু আশা করতে যেয়ো না।'

কফি পান শেষে ডাক্তারকে ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে এল ক্লিফ ফ্যারেল। খালি চোখে মাটি দেখা যাচ্ছে, ট্রেইল করার সময় হয়েছে।

চার

কোনওদিকে না তাকিয়ে সোজা হোটেলের দিকে এগোল ফ্যারেল। ভোরের হিমেল হাওয়া বইছে। চারদিক কেমন যেন থমথম করছে। হোটেলের রান্নাঘরে বাতি জ্বলছে, পেছনের দরজার দিকে পা বাড়াল ও।

হোটেলের বাবুর্চির কাছ থেকে কফি, বেকন, ময়দা আর কিছু শুকনো মাংস নিল সঙ্গে নেয়ার জন্যে। সব কিছু একটা ব্যাগে ভরে স্যাডলের পেছনে বেঁধে ফেলল ওটা। তারপর স্যাডলে চেপে ঘোড়াকে হাঁটিয়ে নিয়ে শহর ছেড়ে বেরিয়ে এল। জেলহাউসের সামনে যারা জটলা পাকাচ্ছিল তারা আপাতত বিদায় নিয়েছে। কফির-কাপে চুমুক দিয়ে সময় কাটাতে গেছে হয়তো—ভাবল ফ্যারেল।

সঠিক ট্রেইল খুঁজে পেতে কষ্ট হবে। ভুল হবার আশঙ্কা ষোল আনা। তবে যতটা ভাবছে ততটা অসুবিধে নাও হতে পারে; ও যাকে খুঁজছে, সাধারণ অশ্বারোহীর তুলনায় নিঃসন্দেহে দ্রুত ঘোড়া হাঁকাবে সে; সুতরাং তার ট্রেইল আলাদা করে চেনা যাবে।

শহর সীমান্তে পৌঁছে হঠাৎ দুপাশ থেকে চেপে এসেছে বাট স্ট্রীট, রাসলার ক্রিকের এপাশে ডানে বাঁক নিয়েছে, চলে গেছে দক্ষিণে। সেতু পেরিয়ে স্যাডল থেকে নামল ফ্যারেল, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রাস্তা জরিপ করল।

শুকনো বালিতে অসংখ্য ট্র্যাক, কিন্তু ট্র্যাকিংয়ে দক্ষ ক্লিফ ফ্যারেল, কয়েক মুহূর্তের পর্যবেক্ষণেই দ্রুত গতিতে ছুটে যাওয়া একটা ঘোড়ার ট্র্যাক আবিষ্কার করল।

ধীরে ধীরে ঘুম ভেঙে জেগে উঠছে প্রকৃতি। রক্তিম আভা লেগেছে পুব আকাশে।

আবার স্যাডলে উঠে বসল ফ্যারেল। ভুরু কুঁচকে রাস্তার দিকে তাকাল। এগোতে শুরু করেছে গেল্ডিং। ঘোড়ার ট্র্যাক দেখতে তেমন অসুবিধে না হলেও অসংখ্য ট্র্যাকের মাঝে নির্দিষ্ট ছাপটা প্রতিক্ষণে আলাদা করে নজরে রাখতে চোখের ওপর চাপ পড়ছে।

ট্র্যাক অনুসরণ করে প্রায় মাইল খানেক এগোল ফ্যারেল। এখানে ঘোড়া ঘুরিয়েছে অশ্বারোহী। ক্লিফও তাই করল। এবার অনেকটা সহজ হয়ে এল অনুসরণের কাজ। ছোটার গতি বাড়াল ও। কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করছে যেন এটাই আসল ট্র্যাক হয়।

পুব আকাশ ফর্সা হলো। আরও একবার ঘোড়া থেকে নামল ফ্যারেল। হাঁটু গেড়ে বসে ঘোড়ার পায়ের ছাপ পর্যবেক্ষণ করল।

কয়েক ঘণ্টা আগে এপথে গেছে অশ্বারোহী, আন্দাজ করল। ট্র্যাক চিনতে ভুল না হলে সময়ের অনুমান সঠিক হওয়ার কথা।

এখানে এসে চলার গতি কমিয়ে এনেছে আগন্তুক, বুঝতে পারল ক্লিফ। মিলে যাচ্ছে। অপরাধ সংঘটনের পর ঝড়ের গতিতে ঘোড়া দাবড়ে শহর থেকে বেরিয়ে এসেছে লোকটা। কিন্তু ঘোড়াটাকে মেরে ফেলার ইচ্ছে নেই তার, তাই গতি কমাতে বাধ্য হয়েছে।

আরেকটা ব্যাপার লক্ষ্য করল ফ্যারেল, সামনের ঘোড়াটার খুরে ক্ষয়ে যাওয়া নাল পরানো। পেছনের দুপায়ের নাল অপেক্ষাকৃত নতুন, তবে ওগুলোরও পেছনের দিক ক্ষয় হয়ে গেছে। সম্ভবত অনেকদিন ধরে রুক্ষ বন্ধুর পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে লোকটা।

ট্রেইল অনেকটা মানুষের চেহারার মতো, ভাবল ক্লিফ, একজন মানুষের চেহারার বর্ণনা দিতে গেলে অনেক সময় এমন দাঁড়ায়, ওই বর্ণনার সঙ্গে অন্তত হাজারখানেক লোকের মিল পাওয়া যায়। কিন্তু লোকটার চেহারা কেমন জানা থাকলে, অন্য কারও সঙ্গে গুলিয়ে ফেলার ভয় থাকে না।

সন্তুষ্ট ক্লিফ আবার স্যাডলে চেপে সামনে বাড়াল। এপথ শেষ হওয়ার আগেই ফেরারী সম্পর্কে অনেক তথ্য জানা যাবে। বোঝা যাবে, আগন্তুক ভদ্রলোকের মতো স্বাভাবিকভাবে খোলা প্রান্তরের ওপর দিয়ে গেছে না ধরা পড়ার ভয়ে ট্রেইল গোপনের চেষ্টা চালিয়েছে।

ইতিমধ্যে সূর্য উঠে পড়েছে, গরল ঢালছে অকৃপণ হাতে। যেদিকে তাকাও বিস্তৃত বিরান সমভূমি। মাঝে মাঝে দূরে দিগন্তের কাছে গ্রে বাটের মতো দু-

একটা পাহাড় দেখা যায়, সতর্ক প্রহরীর মতো মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কখনও কখনও সংকীর্ণ ওঅশ চোখে পড়ছে, খাড়া পাহাড়ের মতো ওগুলোর তীর।

এ-এলাকার অন্ধি-সন্ধি ক্লিফ ফ্যারেলের নখদর্পণে। জানে একশো মাইলের মধ্যে কোনও জনবসতি নেই। পায়ের নীচের মাটি ঢালু হয়ে ক্রমশ ওপর দিকে উঠে গেছে, প্রায় পঞ্চাশ-ষাট মাইল দূরে সিডার আর পিনন পাইনে ছাওয়া একটা গিরিপথ অতিক্রম করে আবার নীচে নেমেছে। মরুভূমির মতো বিশুষ্ক একটা প্রান্তর পেছনে ফেলে শোশন ক্রিকের উপত্যকায় শেষ হয়েছে পথের। শোশন ক্রিকে পৌঁছার আগেই পলাতক লোকটাকে ধরতে হবে, নইলে ফসকে যাবে শিকার।

ক্লিফের দুই চোখে বরফের শীতলতা; চেহারায় ইস্পাতের কাঠিন্য। আজ শিকারীতে পরিণত হয়েছে ও, সীমাহীন আক্রোশ নিয়ে চলেছে শিকারের সন্ধানে।

সহসা বুঝতে পারল ক্লিফ, সামনের লোকটা ট্রেইল গোপনের চেষ্টা করুক, এটাই চাইছে সে। অপরাধের প্রমাণস্বরূপ এরকম কিছু সাক্ষ্য পাওয়া দরকার।

অবশ্য এমনও হতে পারে, লাঞ্ছিত মেয়েটা লজ্জার কথা গোপন রাখবে ভেবে ট্রেইল আড়াল করার প্রয়োজনই বোধ করবে না সে।

ক্লিফের বিষণ্ন চেহারায় করুণ হাসি ফুটে উঠল। দুনিয়ার কোনও ল-অফিসার কখনও এমন করবে না–নিজেই আসামীর বিচার করতে চাইছে, তার মৃত্যুদণ্ড কামনা করছে মনে প্রাণে।

আসামীকে ধরার পর কী করবে? বিবেকের কাছে জবাব খুঁজল ফ্যারেল। অনেক ভেবেও যুক্তিগ্রাহ্য উত্তর মিলল না। কী করবে জানে না ও। তবে ফেরারী লোকটার আচরণের ওপর অনেক কিছু নির্ভর করছে, সে বাধা দিলে...হত্যা করা ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না; কিন্তু আত্মসমর্পণ করলে...

এসব ভাবনা ঝেড়ে ফেলে সোনিয়ার কথা ভাবতে চাইল ফ্যারেল। মনে পড়ল কাল কীভাবে দৌড়ে আসতে দেখেছিল ওকে। শেরিফের অফিসের তুলনায় বাসা কাছে হওয়া সত্ত্বেও ওর কাছেই ছুটে এসেছে সোনিয়া।

ওর ওপর পুরোপুরি নির্ভর করেছে সোনি, বলেছে অপমানের প্রতিশোধ নিতে। সক্রোধে মাথা নাড়ল ক্লিফ, না চাইলেও মনের গভীরে বার-বার জেগে উঠছে একটা প্রশ্ন: *'লোকটা যদি দোষী না হয়?'*

আরও কথা আছে: *কে অপরাধী সে বিচার করার অধিকার কি ওর আছে? যদি ভুল করে ফেলে?'*

অনুসরণ করতে এখন কষ্ট হচ্ছে। আরও কয়েক মাইল পথ অতিক্রম করার পরও অবস্থার পরিবর্তন হলো না। কখনও কখনও পাথুরে এলাকা বেছে নিয়ে এগিয়েছে পলাতক ঘোড়সওয়ার, ফলে আরও দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে কাজটা। কয়েকবার ক্যাটল-ট্রেইলের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল সামনের ট্র্যাক। এদিকে কোনও জলাশয়ের দিকে গেছে হয়তো জানোয়ারের

দল। ধূর্ত লোকের পাল্লাতেই পড়া গেছে!–ভাবল ফ্যারেল, ট্রেইল গোপনে ইন্ডিয়ানদের মতো দক্ষ সে। তবে ট্র্যাকিংয়ে ক্লিফ কম যায় না। লোকটার ক্যাটল-ট্রেইল বেছে নেয়ার কারণ জলের মতো পরিষ্কার: গরু-মোষের আরেকটা পাল গেলেই তার ট্র্যাক নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে; কিন্তু অঘটন ঘটার আগেই পৌঁছুতে পেরেছে ফ্যারেল।

ভুরু কুঁচকে ট্রেইলের দিকে তাকিয়ে আছে ক্লিফ, ভাবছে, এ গতিতে এগোলে শোশন ক্রিকে পৌঁছুনোর আগেই লোকটার দেখা পাওয়া যাবে তো?

ব্যাকুল চেহারায় ফেরারীর ছোটার গতি আন্দাজ করার চেষ্টা করল ক্লিফ, নিজের গতি তুলনা করল, স্পষ্ট হয়ে গেল: এখনও বিস্তর ব্যবধান দুজনের মাঝে।

কমপক্ষে ওর পাঁচ ঘণ্টা আগে যাত্রা শুরু করেছে লোকটা, ট্রেইল অনুসরণের ঝামেলা নেই তার, অনায়াসে দ্রুত ছুটতে পারছে। কিন্তু ক্লিফের অবস্থা এর ঠিক উল্টো।

দূরত্ব ক্রমে বাড়ছে। লোকটাকে অতিক্রম করে সামনে যাবার একটা উপায় বের করতে না পারলে ব্যবধান বাড়তেই থাকবে, চিরদিনের মতো হাতছাড়া হয়ে যাবে শিকার।

চোখ কুঁচকে আছে ফ্যারেলের। এলাকা সম্পর্কে জানা খুঁটিনাটি প্রতিটি তথ্য মনে মনে নেড়েচেড়ে দেখল। তারপর, হঠাৎ স্পারের খোঁচা লাগাল ঘোড়ার পেটে।

ঠিক যেখানে মরুভূমির শুরু, একটা খাড়া পাথুরে ব্লাফ আছে ওখানে। ওইপথে মরুভূমিতে পৌঁছুনোর মাত্র তিনটে ট্রেইল। তিনটেই সংকীর্ণ। ওগুলোরই একটা ব্যবহার করতে হবে লোকটাকে।

কিন্তু ওদিকে না গিয়ে যদি পুব কিংবা পশ্চিমে যায় তাকে আর ধরা যাবে না। আবার ট্রেইল ধরে এগোলেও তার নাগাল পাওয়া অসম্ভব, অনায়াসে কেটে পড়বে আগন্তুক। শোশন ক্রিকে একবার পৌঁছুতে পারলে মাইলকে মাইল কোনও চিহ্ন না রেখে উধাও হয়ে যাবে সে। সুতরাং ঝুঁকি না নিয়ে উপায় নেই।

সিদ্ধান্ত নিতে যা দেরি, প্রাণপণে ঘোড়া হাঁকলো ক্লিফ। ফেরারীর সঙ্গে দূরত্ব কমানোই এখন জরুরি, প্রয়োজনে সারারাত ঘোড়া হাঁকাতে রাজি আছে ও।

ট্রেইল ছেড়ে এলেও, এগোনোর সময় মাটির দিকে নজর রাখতে ভুল করছে না ক্লিফ। বলা যায় না ট্র্যাক মিলেও যেতে পারে।

সারা দিনে দু'বার লোকটার ট্র্যাকের দেখা পেল ফ্যারেল, খানিকটা স্বস্তি পেল ও, ওর অনুমান ভুল হয় নি।

দুপুর গড়িয়ে গেল। ঘোড়া থামিয়ে পনের মিনিটের মতো বিশ্রাম নিল ফ্যারেল। ঘোড়াকে পানি খাওয়াল। গোটা কয়েক শুকনো ফল খেয়ে ক্যান্টিন থেকে ঢকঢক করে পানি খেলো। তারপর আবার পথে নামল, এগোল দ্রুত গতিতে।

আস্তে আস্তে ওপর দিকে উঠছে মাটি, সেজ আর সিডারে ঢাকা এবড়োখেবড়ো রুক্ষ প্রান্তরে পৌঁছুল ফ্যারেল। এখানে পলাতকের সঙ্গে দূরত্ব যদি মাইলখানেক হয়, টের পাবেন না ও। আরও ওপরে উঠে এল ক্লিফ। সিডারের স্থানও দখল করল স্ক্রাব পাইন।

বিকেল হলো। উত্তপ্ত প্রকৃতি, বালি উড়ছে চারদিকে। ক্লান্ত ঘোড়া নিয়ে একই গতিতে ছুটছে ফ্যারেল। এতক্ষণে আগন্তুকের সঙ্গে দূরত্ব আরও কমে আসার কথা। সন্ধ্যা নাগাদ তাকে অতিক্রম করে যাবার ক্ষীণ একটা আশা আছে।

তখন অনুমান করতে হবে, খাড়া ব্লাফ থেকে নেমে যাওয়া তিনটে ট্রেইলের কোনটা পাহারা দেয়া লাগবে। তারপরও ভুল করেছে কিনা ভেবে উৎকণ্ঠায় থাকতে হবে প্রতিটি মুহূর্ত।

সূর্যাস্তের আধ ঘণ্টা আগে আবার থামল ক্লিফ ফ্যারেল। ছোট করে আগুন জ্বেলে বেকন ভেজে রুটি সেঁকল; তারপর কফি তৈরি করে রুটি আর বেকন ভাজা দিয়ে তৃপ্তির সঙ্গে খেল। ওদিকে, নিশ্চিন্ত মনে ঘাস খেয়ে চলছে ঘোড়াটা। খাওয়া শেষ হলে ঘাসের ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল ক্লিফ, চোখ মেলে দিল আকাশের দিকে; নানা রঙের খেলা চলছে ওখানে।

সারা দিন এড়িয়ে গেলেও এবার সিদ্ধান্ত নেয়ার চেষ্টা করল ক্লিফ। সরাসরি সমস্যার কথা ভাবতে চায় না ও, কিন্তু না চাইলে কী হবে, মনে পড়ে যায়। সোনিয়ার কথা ভাবলেই অনিবার্যভাবে মনে আসে ওর লাঞ্ছনার কথা, কী করবে ভাবলে চোখে ভাসে বাবার বিধ্বস্ত চেহারা; একবার, একটা ভুল সিদ্ধান্তের কারণে আজ তিলেতিলে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে মানুষটা। সিদ্ধান্ত নিতে ভুল হলে ওর পরিণতিও বাবার মতো হবে।

সারা দিন অনুসরণ করার পর ক্লিফ মোটামুটি নিঃসন্দেহ, সামনের লোকটা ট্রেইল গোপনের যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে। তাতে অবশ্য প্রমাণ হয় না সে-ই কাল সোনিয়াকে রেপ করেছে। হয়তো অন্য কোথাও কোন অপরাধ করেছে, তাই আইনের হাত থেকে পালানোর চেষ্টা করছে সে।

চিন্তিত এবং উদ্বিগ্ন মনে উঠে বসল ফ্যারেল। আগুন নিভিয়ে দিল। ল্যাসো ছুঁড়ে ঘোড়া ধরে পিঠে জিন চাপাল, গুটিয়ে নিল দড়িটা, তারপর স্যাডলে উঠে দক্ষিণে রওনা হলো।

এগিয়ে চলেছে ফ্যারেল। আস্তে আস্তে রঙ পাল্টে ধূসর হলো আকাশ, গোধূলি লগ্ন। একটা দুটো তারা দেখা দিল আকাশে। কিছুক্ষণ পর চাঁদ উঠবে, রূপালি ছটা তার আগমনবার্তা ঘোষণা করছে।

গ্রে বাট থেকে ষাট মাইল দূরে এসে পড়েছে ক্লিফ, আরও অন্তত তিরিশ মাইল পথ পাড়ি দিতে হবে।

ঘোড়াকে বিশ্রাম দেয়ার জন্যে কিছুটা মন্থর গতিতে এগোচ্ছে ও। উত্তেজিত স্নায়ু শান্ত করার চেষ্টা করছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যাচ্ছে।

মাঝরাতের দিকে ব্লাফের কাছে পৌঁছুল ক্লিফ ফ্যারেল। সামনে, নীচে বিস্তীর্ণ ঊষর প্রান্তর, বিরান; ভেসে যাচ্ছে চাঁদের আলোয়। কয়েক মাইল আগে

একটা ঝর্নায় ঘোড়াকে পানি খাইয়ে ক্যান্টিন ভরে নিয়েছে ক্লিফ। ঘোড়াটা একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে ব্লাফের কিনারে বসে পড়ল ও, শুরু হলো অপেক্ষা।

এখান থেকে মরুপ্রান্তরের অনেকদূর পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা যায়, অপেক্ষা করার জন্যে উপযুক্ত স্থান। সকালে আবার পথে নামলে ফেরারীর ঘোড়ার খুরের ঘায়ে ধুলো উড়বে; স্পষ্ট দেখা যাবে।

চোখ দু'টো বারবার বুজে আসতে চাইছে ফ্যারেলের, এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল ও। স্বপ্ন দেখল, ভয়াবহ অদ্ভুত সব স্বপ্ন; চমকে থেকে থেকে উঠে বসল। রাতের হিমেল হাওয়াতেও ঘেমে নেয়ে উঠেছে।

অবশেষে গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল। যখন ঘুম ভাঙল, রাত পেরিয়ে গেছে, দিগন্তে ভোরের আভাস।

উৎকণ্ঠায় একলাফে উঠে দাঁড়াল ক্লিফ। পুরোপুরি ভোর হতে এখনও অনেক দেরি বুঝতে পেরে হাঁপ ছাড়ল। ব্লাফের কিনারায় দাঁড়িয়ে মরুভূমির দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল।

কিছু দেখা গেল না, দেখা যাবার কথাও নয়, এত তাড়াতাড়ি লোকটার বেরোবার সম্ভাবনা কম।

কয়েকটা বাসী রুটি আর বেকন ছিল, ওগুলো দিয়েই নাশতা সেরে নিল ফ্যারেল। পেট পুরে পানি খেল ক্যান্টিন থেকে। তারপর সিগারেট বানিয়ে একটা পাইন গাছে ঠেস দিয়ে বসে আয়েশ করে টানতে লাগল। মরুভূমির দিক থেকে নজর সরাল না।

কোন স্পন্দন নেই। এদিকে তাপ-তরঙ্গের তাণ্ডব নৃত্য শুরু হয়েছে মরুর বুকে। মরুভূমির একঘেয়ে দৃশ্যে ঈষৎ বৈচিত্র্যের ছোঁয়া দিয়েছে ছড়ানো ছিটানো কিছু ক্যাকটাস, বৈরী প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে অদ্ভুত চেহারা নিয়ে টিকে আছে কোনওমতে।

সময় বয়ে যাচ্ছে। সূর্য উঠে এসেছে আকাশে। কিন্তু কোথাও কোনও নড়াচড়া নেই।

ভুল করে ফেলল না তো, ভাবল ফ্যারেল। উদ্বেগে কুঁচকে উঠল ভুরুজোড়া। কিন্তু ভুল হলেও এখন শোধরানোর উপায় নেই। দুপুর পর্যন্ত এখানে অপেক্ষা করবে ও, এর মধ্যে যদি লোকটাকে দেখা না যায়, ব্যাকট্র্যাক করে আবার তার ট্রেইল খুঁজে বের করতে হবে। ওকে পাকড়াও না করে ফিরবে না ক্লিফ।

একটা মাছরঙা পাখি কিছুক্ষণ আশপাশে উড়ে বেড়াল, তারপর পালিয়ে গেল। বাচ্চাসহ একটা হরিণ একশো গজের মধ্যে এসে পড়েছিল, হঠাৎ গেল্ডিংটা লাফিয়ে উঠলে ভয়ে পালাল।

গরম বাড়ছে। সূর্যরশ্মি পাথর আর নীচের মরুভূমিতে প্রতিফলিত হয়ে চোখ ঝলসে দিচ্ছে।

আচমকা অকাঙ্ক্ষিত বস্তুর দেখা পেল ক্লিফ। ডানে, দু'এক মাইল দূরে, মরুভূমিতে ধুলোর মেঘ। একটা শুকনো ওঅশ থেকে সমতল মরুপ্রান্তরে উঠে এল এক ঘোড়সওয়ার।

ঝটপট তৈরি হয়ে নিল ক্লিফ ফ্যারেল। কিছুক্ষণ পর দেখা গেল সামনের অশ্বারোহীর ট্রেইলের উদ্দেশে দ্রুত ছুটছে ও।

উত্তেজিত হয়ে পড়েছে ক্লিফ। ওর অনুমান মোটেই ভুল হয় নি।

ঝড়ের বেগে ঝাড়া দশ মিনিট ঘোড়া হাঁকাল ক্লিফ, ট্রেইলের মাথায় এসে পড়ল। ঘোড়া ঘুরিয়ে নামতে শুরু করল ঢাল বেয়ে।

প্রায় মাইল তিনেক এগিয়ে রয়েছে লোকটা। ওপর থেকে দূরের মরুভূমির দিকে তাকাল ফ্যারেল, কোন দিকে যাওয়া যায়?

ডানে একটা দীর্ঘ অথচ নিচু রিজ দেখা যাচ্ছে। সামনের অশ্বারোহীকে অতিক্রম করে যেতে চায় ও, রিজের বামে রয়েছে সে।

উচ্চতায় বিশ থেকে পঁচিশ ফুটের মতো হবে রিজটা, ওপাশ দিয়ে এগোলে এদিক থেকে ওদের দেখতে পাবে না লোকটা।

ট্রেইলের শেষ মাথায় পৌঁছে ডানে ঘোড়া ঘোরাল ফ্যারেল। রিজের মাথা পেরিয়ে ছুটল। একনাগাড়ে কিছুক্ষণ সামনে এগোল ও, মাঝে মাঝে বাঁয়ে তাকিয়ে নিশ্চিত হলো, আগন্তুক ওর উপস্থিতি টের পায় নি।

মোটামুটি প্রয়োজনীয় দূরত্ব অতিক্রম করা গেছে নিশ্চিত হয়ে বাঁ দিকে বাঁক নিল ও। আরও আধ মাইলের মতো এগিয়ে রিজের চূড়ায় উঠল, তাকাল পেছনে।

মুহূর্তের জন্যে থমকে গেল ফ্যারেল। অশ্বারোহীকে যেখানে দেখবে ভেবেছিল, নেই। আরও পেছনে, ব্লাফের দিকে তাকাতেই ধড়ে প্রাণ এল, আসছে অশ্বারোহী, মাইল দেড়েক দূরে রয়েছে।

ক্লান্ত হয়ে পড়েছে ক্লিফের ঘোড়া, হাঁপাচ্ছে। আর আত্মগোপন করার দরকার নেই, ঘোড়া নিয়ে মন্থর গতিতে সোজা আগন্তুকের দিকে এগোল ক্লিফ।

থমকে দাঁড়াল অশ্বারোহী। মুহূর্তের জন্যে নিশ্চল পাথরের মূর্তিতে পরিণত হলো। ঘোড়াকে বিশ্রামের সুযোগ দিয়ে ধীরে ধীরে এগোচ্ছে ক্লিফ। আবার পিছু ধাওয়া করার প্রয়োজন হলে ছোটার জন্যে প্রচুর শক্তি লাগবে ঘোড়াটার।

আচমকা পুব দিকে ঘোড়া ঘোরাল আগন্তুক। অনুসরণ করল ক্লিফ। গতি বাড়াল সে। ক্লিফও গতি বাড়াল।

হঠাৎ রাশ টেনে ঘোড়া থামাল লোকটা। ধোঁয়ার একটা কুণ্ডলী দেখল ক্লিফ মুহূর্তের জন্যে। শ'খানেক গজ দূরে ছিটকে উঠল বালি। তার পরপরই রাইফেলের গর্জন শুনতে পেল।

সতর্ক সঙ্কেত। পরিষ্কার জানিয়ে দিল লোকটা: *যেই হও, দূরে থাকো!*

কিন্তু থামল না ফ্যারেল। নতুন ধোঁয়ার কুণ্ডলীও চোখে পড়ল না। আবার দিক বদল করল আগন্তুক। সোজা পুবে যাচ্ছে, একতালে ছুটছে তার ঘোড়া।

ওর সমান্তরাল পথে ঘোড়া হাঁকাল ক্লিফ। গতিপথ বদল করার ফলে পিছিয়ে পড়েছে। মাইল খানেক সামনে রয়েছে ফেরারী। সমান তালে ঘোড়া ছুটিয়ে দূরত্ব কমিয়ে আনতে শুরু করল ক্লিফ।

ছোটার গতি একটু না কমিয়ে কোনাকুনি বামে এগোতে শুরু করল ও।

হাসি ফুটে উঠল ঠোঁটে। দুপুরের আগেই অবসান ঘটবে এ নাটকের। আগন্তুকের ঘোড়া পরিশ্রান্ত, এভাবে বেশিক্ষণ ছুটতে পারবে না ওটা।

ধীরে ধীরে মাঝের দূরত্ব আধমাইলে নামিয়ে আনল ফ্যারেল…পোয়া মাইল…হাত তুলে চেঁচিয়ে উঠল ও, 'থামো!'

লোকটা শুনেছে কিনা বোঝা গেল না, কিন্তু ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরেছে নিশ্চয়ই। ক্লান্ত ঘোড়ার পেটে স্পার দাবাল সে।

ফ্যারেলও স্পারের খোঁচা দিল গেল্ডিংয়ের পেটে, লাফিয়ে সামনে ছুটল ওটা।

গুলি করার চেষ্টা করছে না আগন্তুক, সামনে ঝুঁকে ঘোড়ার পিঠের সঙ্গে মিশে গিয়ে ছুটছে। কিন্তু ক্রমশ দূরত্ব কমিয়ে আনছে ক্লিফ।

আবার চিৎকার করে উঠল ও, 'দাঁড়াও! তোমাকে গ্রেপ্তার করা হলো!'

ক্লিফ আগন্তুকের আনুমানিক পঞ্চাশগজের মধ্যে পৌঁছুতে লাফিয়ে স্যাডল থেকে নামল সে, ডিগবাজি খেয়ে উঠে দাঁড়াল, চট করে উঠে এল তার রাইফেল, খেঁকিয়ে উঠল।

আগেই পিস্তল বের করে নিয়েছে ফ্যারেল, আগন্তুকের বড়.জোর বার-চোদ্দগজ দূরে রয়েছে ও। দূরত্ব কমছে, দ্রুত। ইচ্ছে করলে এখুনি লোকটাকে হত্যা করতে পারে, আত্মরক্ষার খাতিরে সে অধিকার ওর আছে।

কিন্তু হৃৎপিণ্ড বরাবর গুলি ঢুকিয়ে মুহূর্তে মেরে ফেলে ওকে বাঁচিয়ে দিতে চায় না ক্লিফ।

সোনিয়ার মতো প্রচণ্ড মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে একে। অবশ্য এটাই লোকটাকে বাঁচিয়ে রাখার একমাত্র কারণ নয়। হঠাৎ বাবার শেষ প্রত্যাবর্তনের কথা মনে পড়ে গেছে ওর…একই ভুলের পুনরাবৃত্তি চায় না ক্লিফ।

একলাফে স্যাডল থেকে নেমে গড়িয়ে সরে গেল ও। আবার গর্জে উঠল আগন্তুকের রাইফেল। পায়ের কাফে বুলেটের ধাক্কা অনুভব করল ও।

ক্রোধে অন্ধ হয়ে গেল ফ্যারেল, ঝাঁপিয়ে পড়ল লোকটার ওপর। রাইফেলের উত্তপ্ত ব্যারেল জাপটে ধরল দুই হাতে, হ্যাঁচকা টানে কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল পঞ্চাশ ফুট দূরে। হোলস্টারের পিস্তলের দিকে হাত বাড়াল লোকটা, পরক্ষণে ক্লিফের হাঁটু আঘাত হানল তার মুখে, পিস্তল ধরা হাতের কব্জি ধরে মুচড়ে দিল ক্লিফ। খসে পড়ল অস্ত্রটা, লুফে নিল ক্লিফ, ঘুরিয়ে সজোরে নামিয়ে আনল আগন্তুকের মাথায়, একপাশে লাগাল আঘাতটা। ভাঙাচোরা ভঙ্গিতে উত্তপ্ত বালিতে লুটিয়ে পড়ল লোকটা।

হাঁপাচ্ছে ক্লিফ, ঘন ঘন ওঠানামা করছে বুক, লোকটার দিকে তাকাল ও। তারপর এলোমেলো পায়ে ঘোড়ার কাছে এসে স্যাডল থেকে ক্যান্টিন খুলে ঢকঢক করে পানি খেল, ক্যান্টিনটা রেখে ঘোড়া নিয়ে ধরাশায়ী শত্রুর কাছে ফিরে এল। একে বাঁচিয়ে রাখা কি ঠিক হলো? কিন্তু এ ছাড়া আর কী করার আছে?

পাঁচ

অপেক্ষা করছে ক্লিফ ফ্যারেল। পিস্তলের আঘাতে আগন্তুকের কপালের এক পাশে কেটে গেছে, রক্ত বেরোচ্ছে ক্ষতস্থান থেকে: খোলা মুখ থেকে ক্ষীণ ধারায় রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। আধ বোজা দুচোখে ঘোলাটে দৃষ্টি, ঘোরের মধ্যে আছে যেন লোকটা।

ক্লিফ যা আন্দাজ করেছিল, লোকটার বয়স তার চেয়ে কম, চব্বিশ-পঁচিশের বেশি নয়।

রুক্ষ অথচ সুদর্শন চেহারা, খোঁচা খোঁচা দাড়ির আড়ালে প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে মুখটা; মুখাবয়বে হতাশার ছাপ।

অনেকদিন পালিয়ে বেড়াচ্ছে লোকটা, ভাবল ফ্যারেল। অনবরত অপরাধ করছে আর ছুটছে এখান থেকে সেখানে।

আগন্তুকের পাঁজরে বুটের ডগা দিয়ে গুঁতো দিল ফ্যারেল। 'ওঠো, শুয়োরের বাচ্চা!'

ককিয়ে উঠল লোকটা। কুঁকড়ে দুভাঁজ হয়ে গেল, যেন আত্মরক্ষা করতে চাইছে। সাবধানে আবার খোঁচা লাগাল ক্লিফ, ডান হাতে তৈরি রেখেছে পিস্তল।

আস্তে আস্তে উঠে বসল আসামী, যন্ত্রণায় বিকৃত চেহারা। এক মুহূর্ত পর নিষ্পলক চোখে ফ্যারেলের দিকে তাকাল সে, দৃষ্টিতে বিষ ঝরছে। দাঁত মুখ খিঁচে খেঁকিয়ে উঠল লোকটা। 'এর মানে?'

'ধর্ষণের অভিযোগে তোমাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এখনও মারা যাও নি সেটা তোমার সাত পুরুষের ভাগ্য।'

মুহূর্তে লোকটার চোখে আতঙ্ক ঠাঁই নিল।

ক্লিফ বলল, 'ওঠো, ঘোড়ায় চাপো।'

উঠে দাঁড়াল আগন্তুক। টলতে টলতে পা বাড়াল ঘোড়ার দিকে, কোনওমতে স্যাডলে উঠে বসল। পায়ের ক্ষত থেকে রক্ত ঝরছে, বুঝতে পারছে ক্লিফ, হাঁটুর নীচ থেকে গোড়ালি পর্যন্ত প্যান্ট রক্তে ভিজে সপসপ করছে। কিন্তু আপাতত কিছু করার নেই।

হঠাৎ ঘোড়ার খুরের শব্দে ঝট করে ঘাড় ফেরাল ফ্যারেল। ঊর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়া হাঁকিয়ে পালানোর চেষ্টা করছে আসামী।

দাঁতে দাঁত চেপে খিস্তি করল ক্লিফ। চোখের পলকে স্যাডলে চেপে সাঁই করে ঘোড়া ঘুরিয়ে আগন্তুকের পিছু নিল। পিস্তলটা কোমরে গুঁজে ল্যাসো তুলে নিল হাতে।

ধর্ষণের অভিযোগ শুনলে যে কোনও লোকের বুদ্ধি-শুদ্ধি লোপ পাওয়া স্বাভাবিক, ভাবল ফ্যারেল। এরকম অভিযোগে অভিযুক্ত বেশিরভাগ লোকই

আদালতে দাঁড়ানোর সুযোগ পায় না। তাই বলে একে পালাতে দেবে না ক্লিফ।

অল্পক্ষণেই আগন্তুকের কাছাকাছি এসে পড়ল ও, ল্যাসো ছুঁড়ে দিল। নির্ভুল নিশানা, লোকটার মাথার ওপর দিয়ে নেমে এসে বুকের ওপর চেপে বসল ফাঁসটা, হাত দুটোও আটকা পড়ল। রাশ টানল ফ্যারেল, দাঁড়িয়ে পড়ল গেল্ডিংটা। অদৃশ্য টানে শূন্যে উঠে গেল আসামী, পরমুহূর্তে ধপাস করে আছড়ে পড়ল তপ্ত ধুলোয়।

দৈহিক ক্লান্তি, ক্ষতস্থানের যন্ত্রণা আর সুযোগ পেয়েও লোকটাকে হত্যা করে নি বলে নিজের ওপর ক্ষোভ–সব মিলে হঠাৎ যেন দিশেহারা করে দিল ফ্যারেলকে। ঝট করে ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল ও, গায়ের জোরে স্পার দাবাল ওটার পেটে।

ছুটতে শুরু করল ঘোড়াটা, পেছনে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চলল বন্দীকে। প্রায় একশো গজ এগোনোর পর থামল ফ্যারেল, মাটিতে শায়িত আগন্তুকের কাছে এসে শীতল চোখে তাকাল। 'যাও, ঘোড়ায় চাপো। ফের এরকম করলে খারাপ হয়ে যাবে।'

কোনওমতে উঠে দাঁড়াল আগন্তুক, পরমুহূর্তে দড়াম করে আছাড় খেলো। আবার উঠল সে, আপ্রাণ চেষ্টায় ল্যাসোর ফাঁস থেকে মুক্ত করল নিজেকে। দড়িটা গুটিয়ে ফেলল ক্লিফ। আগন্তুকের গায়ের সঙ্গে সেঁটে থেকে ঘোড়ার কাছে এসে লোকটা স্যাডলে ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করল। লালচে চোখে ঘৃণা ভরা দৃষ্টি নিয়ে ক্লিফের দিকে তাকাল আগন্তুক। 'গ্রে বাট-এ ফিরে যাচ্ছ তুমি,' বলল ক্লিফ। 'এগোও।'

নড়ল না আগন্তুক, চাপা কণ্ঠে বলল, 'এর জন্যে তোমাকে পস্তাতে হবে! ওখানে পৌঁছুনোর আগেই তোমাকে খুন করব আমি!'

'এসব কথা শুনতে শুনতে কান পচে গেল! কী নাম?'

'রেগান। ল্যুক রেগান।'

'আচ্ছা। এবার এগোও। রাস্তা তো চেনাই আছে।'

'আমার রাইফেল?'

'বিচারে যদি খালাস পাও, ফিরে এসে নিতে পারবে।'

'কীসের বিচার! বিচারের পরোয়া আমি করি না! আর এমন একটা অভিযোগ মাথায় নিয়ে কাঠগড়ায় দাঁড়াব? অসম্ভব!'

কঠিন দৃষ্টিতে ল্যুক রেগানের দিকে তাকাল ক্লিফ ফ্যারেল। 'তা তো ঠিকই। কাল রাতে কাকে রেপ করে এসেছ, জানো?'

'আমি কোনও মেয়ের গায়ে হাত দিই নি।'

ধমকে উঠল ক্লিফ ফ্যারেল। 'মিথ্যুক! এই মুহূর্তে স্যাডলের ওপর তোমার লাশ পড়ে থাকার কথা! আগামী হপ্তায় ওই মেয়েটার সাথে আমার বিয়ের কথা ঠিক হয়ে আছে!'

রক্ত, ধুলো আর দাড়িতে ঢাকা থাকলেও রেগানের চেহারা রক্তশূন্য হয়ে গেছে বুঝতে বেগ পেতে হলো না। বিস্ফারিত হয়ে গেল তার চোখ, ভয়ের

ছাপ পড়ল। 'ডাহা মিথ্যে কথা!' বলল সে। 'কাল কোনও মেয়েকে ছুঁয়েও দেখি নি আমি! খোদার কসম, সত্যি বলছি, কোন মেয়ের গায়ে হাত দিই নি!'

জবাব দেয়ার প্রবৃত্তি হলো না ফ্যারেলের। নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে রইল রেগানের দিকে। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইল রেগান, তারপর কম্পিত ভয়মেশানো কণ্ঠে বলল, 'আসলে তুমি আমার বিচার চাও না! আমি জানি, সুযোগ পেলেই আমাকে খুন করবে তুমি!'

'সুতরাং সুযোগটা যাতে না পাই সেদিকে খেয়াল রেখো। আবার পালানোর চেষ্টা কোরো না। অনেক কষ্টে সামলে রেখেছি নিজেকে, অনন্তকাল এভাবে চলবে না। তোমাকে খুন করার জন্যে আমার হাত নিশপিশ করছে, খোদার ওয়াস্তে কথাটা মনে রাখার চেষ্টা করো।'

ক্লিফের অগ্নিদৃষ্টির সামনে নুয়ে এল রেগানের মাথা। ঘোড়া ঘুরিয়ে ফিরতি পথ ধরল সে।

পেছনে রইল ক্লিফ। রেগানকে ধরে বিন্দুমাত্র গর্ব অনুভব করছে না ও, নিজের ওপর বিরক্তি বোধ করছে। রেগানকে জীবিত ফিরিয়ে নিয়ে সোনির কতখানি ক্ষতি করতে যাচ্ছে, ওর চেয়ে বেশি কেউ জানে না।

জোর করে রেগানকে আদালতে দাঁড় করাতে চায় ও। এর ফলে সবার সামনে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে সোনিকে, বিচার যত সংক্ষিপ্ত হোক, ঘটনাটার কথা সহজে ভুলবে না কেউ।

পিস্তলের আঘাত ছাড়াও রেগানের মুখে আরও কিছু ক্ষতচিহ্ন রয়েছে। আত্মরক্ষার তাগিদে হয়তো ওকে আহত করার চেষ্টা করছে সোনি, ঝোপ ঝাড়ে খোঁচা লেগেও কেটে গিয়ে থাকতে পারে। রেগানের চওড়া কাঁধের দিকে ঘৃণাভরা দৃষ্টিতে তাকাল ফ্যারেল।

গ্রে বাট-এর জেলখানায় আটক হেলম্যানের কথা মনে পড়ল। দুজনের মধ্যে রেগানই অপেক্ষাকৃত নীচ প্রকৃতির। ত্বরিত সিদ্ধান্ত নেয়ার প্রয়োজন হলে রেগানকেই দোষী হিশেবে বেছে নেবে ও নির্দ্বিধায়। কিন্তু ও জানে, এভাবে কাউকে বিচার করা অযৌক্তিক, নিরীহ গোবেচারা চেহারার লোককেও অনেক সময় ভয়ঙ্কর অপরাধী হতে দেখা যায়।

হঠাৎ এসব চিন্তা ঝেড়ে ফেলল ফ্যারেল। কে অপরাধী স্থির করার দায়িত্ব ওর নয়, আদালতের; আদালতই নির্ধারণ করবে দোষী কে, রেগান না হেলম্যান?

আস্তে আস্তে মরু-প্রান্তর পেরিয়ে এল ওরা। খাড়া ট্রেইল বেয়ে উঠে এল ব্লাফের চূড়ায়। আরও এগিয়ে পাইন আর সিডারের নিবিড় অরণ্যে ঢুকল। পর্বতমালা পার হয়ে ঢাল বেয়ে নামল সমতল তৃণভূমিতে।

একটা ঝর্না দেখে সেদিকে এগিয়ে গেল ওরা। ঘোড়াদুটোকে পানি খাওয়াল, দুজনের ক্যান্টিন ভরে নিল। তারপর রেগানকে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামিয়ে দু'হাত বেঁধে দড়ির শেষ মাথা ওর গেল্ডিংয়ের স্যাডলহর্নের সঙ্গে পেঁচিয়ে দিল। এবার ঝর্নার ধারে বসে পড়ল ও, আহত পায়ের প্যান্টের পায়া গুটিয়ে নিল।

গত কয়েক ঘণ্টায় অসাড় হয়ে গেছে পা-টা। এতক্ষণ যতদূর সম্ভব আলতোভাবে স্যাডলে পা রেখেছিল ও। ভারসাম্য রক্ষার জন্যে আহত পা ব্যবহার করতে গেলেই নরক যন্ত্রণায় ভুগতে হয়েছে।

দাঁতে দাঁত চেপে ঝর্নার পানিতে ক্ষতস্থান পরিষ্কার করে নিল ফ্যারেল। যন্ত্রণায় ফ্যাকাসে হয়ে গেল চেহারা। শার্টের কোনা ছিঁড়ে টাইট করে ব্যান্ডেজ বাঁধল–প্রায় পোয়া ইঞ্চি গভীর, আধ ইঞ্চি চওড়া আর প্রায় ছ' থেকে আট ইঞ্চি দীর্ঘ ক্ষতস্থানে। ঘেমে নেয়ে উঠল ও। ক্ষতটা অবশ্য মারাত্মক নয়, ওর পঙ্গু হয়ে পড়ার ভয় নেই।

ব্যান্ডেজ বাঁধা শেষ করে উঠে দাঁড়াল ক্লিফ। খুঁড়িয়ে রেগানের কাছে গেল, ঘোড়ায় চাপতে সাহায্য করল ওকে। নিজেও স্যাডলে উঠে বসল। এগোতে শুরু করল রেগান, ওকে অনুসরণ করল ক্লিফ, ঢিল দিয়ে ধরে রাখল দড়িটা।

বেশ কয়েক ঘণ্টা কেটে গেল। বহু মাইল পথ পেছনে ফেলে এল ওরা। সূর্য ডুবল। খোলা প্রান্তরের ওপর দিয়ে ছুটে আসছে ঠাণ্ডা হাওয়া। যাত্রা বিরতি করল ক্লিফ ফ্যারেল। আগুন জ্বেলে অবশিষ্ট বেকনটুকু ভেজে নিল; গোটাকতক রুটি বানাল। রেগানের হাতের বাঁধন খুলে খেতে দিল তাকে।

খাওয়া শেষ হলে রেগানকে সিগারেট খাওয়ার জন্যে খানিকটা সময় দিল ও। তারপর আবার বেঁধে ফেলল ওকে, ওর তীব্র আপত্তি উপেক্ষা করে পা দু'টোও বাঁধল। ঘাসের ওপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল ক্লিফ, আকাশের মিটিমিটি তারার দিকে তাকাল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল ও। ঘুমোলেও সবগুলো ইন্দ্রিয় সজাগ, সামান্য শব্দে ঘুম টুটে যাচ্ছে, তাকাচ্ছে রেগানের দিকে। কিন্তু গভীর ঘুমে অচেতন বন্দী, একটুও নড়াচড়া নেই।

সকালে ঘুম থেকে উঠল ফ্যারেল। আগুন জ্বেলে কফি তৈরি করল। অবশিষ্ট শুকনো ফলের অর্ধেক রেগানকে দিয়ে বাকি অর্ধেক নিজে খেলো। তিন কাপ কফি খেলো ও, রেগান দুকাপ।

আগের মতো হাত বাঁধা অবস্থায় ঘোড়ায় চাপল রেগান, দড়ির প্রান্ত ক্লিফের হাতে রইল। রওনা হলো ওরা। গ্রে বাটে পৌছুতে অনেক বাকি। কেমন আছে সোনি?–ভাবল ফ্যারেল।

গত দু'দিনে মুখের ক্ষত হয়তো শুকিয়ে এসেছে, ব্যথাও কমেছে হয়তো, কিন্তু ওর মনের অবস্থা?

ক্রোধের সঙ্গে রেগানের দিকে তাকাল ফ্যারেল।

আজই গ্রে বাট-এ পৌছুবে ওরা। ঘোড়া দুটো সুস্থ থাকলে দুপুর নাগাদ গ্রে বাট-এর দেখা পাওয়া যাবে।

শহরে ফেরার কথা মনে হতেই ম্লান হয়ে গেল ফ্যারেলের চেহারা। বীরের সম্বর্ধনা ওর জন্যে অপেক্ষা করছে না। স্টোন ছাড়া গ্রে বাট-এর অন্য কেউ ওর কাজের যৌক্তিকা স্বীকার করবে না।

পায়ের ক্ষত সাক্ষ্য দিচ্ছে রেগানকে হত্যা করার সুযোগ এবং অধিকার ছিল ওর। হত্যা করাটাই ন্যায়সঙ্গত ছিল। কিন্তু তা না করায় সোনিও ওর

ভালোবাসা সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে পড়বে, কাঠগড়ায় দাঁড়ানোর পরিস্থিতি সৃষ্টি করায় হয়তো ঘৃণা করবে।

দুপুর দুটোর দিকে গ্রে বাট-এর চূড়া নজরে এল ক্লিফের। সেতু পেরিয়ে বাট স্ট্রীটের মাথায় পৌঁছুতে শোয়া চারটে বেজে গেল।

ঘাড় ফিরিয়ে ক্লিফের দিকে তাকাল ল্যুক রেগান। দুচোখে কেমন যেন দিশেহারা ভাব। এতক্ষণ যে উদ্ধত ভাব ছিল, আত্মবিশ্বাস ছিল, হঠাৎ করে সব উধাও হয়ে গেছে, তীব্র আতঙ্ক ভর করেছে তার মনে।

'লিঞ্চ মবের হাতে ছেড়ে দিতে নিশ্চয়ই এত দূর আনো নি আমায়?' জিজ্ঞেস করল সে।

রাস্তার দিকে চোখ ফেরাল ফ্যারেল। বাট স্ট্রীটের প্রতিটি লোক দাঁড়িয়ে পড়েছে, পাথর হয়ে গেছে যেন জাদুমন্ত্র বলে, নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে আছে এদিকে।

হঠাৎ একদল লোক দৌড়ে গেল জেলহাউসের দিকে, ভিড় করে দাঁড়াল।

'একসঙ্গে দ্রুত এগিয়ে যাব আমরা,' রেগানকে বলল ফ্যারেল, 'জেলের সামনে পৌঁছেই স্যাডল থেকে নেমে দরজার দিকে খিঁচে দৌড় লাগাবে। কোনও বদমতলব থাকলে ভুলে যাও, নইলে, কসম খোদার, জনতার হাতে ছেড়ে দেব তোমাকে। বোঝা গেছে?'

'কীসের মতলব! বিশ্বাস করো, জেলে ঢুকতে আর কখনও এত উতলা হই নি আমি!'

'তা হলে ছোট!'

নিষ্ঠুরভাবে ক্লান্ত ঘোড়ার পেটে স্পার দাবাল ক্লিফ আর ল্যুক রেগান। ধূলি-ধূসর রাজপথে ঝড় তুলে ছুটল ঘোড়া দুটো, ধুলোর মেঘ উড়ল পেছনে।

ফুটপাথে দাঁড়ানো জনতা, তাকিয়ে আছে ওদের দিকে, কঠিন চেহারা। জেলের সামনে লোকের ভিড় বাড়ছে, আরও অনেকে ছুটে যাচ্ছে ওদিকে।

বাবার মতো আস্তে ধীরে এগোলেই হয়তো ভালো হত, ভাবল ফ্যারেল, কঠিন চোখে জনতার দিকে তাকিয়ে হঠকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা থেকে বিরত রাখা যেত ওদের।

কিন্তু ওকে দিয়ে তা সম্ভব নয়। ওর বয়স কম, বাবার আত্মবিশ্বাস আর অভিজ্ঞতা দুটোরই অভাব রয়েছে।

এগোতে শুরু করল জনতা। মিছিলের ওপাশে পড়েছে জেলভবন।

চেঁচিয়ে উঠল ফ্যারেল, 'পিছিয়ে এসো!'

ঘাড় ফিরিয়ে ওর দিকে তাকাল ল্যুক। ছাইয়ের মতো ফ্যাকাসে হয়ে গেছে চেহারা, ঠোঁটজোড়া ফাঁকা হয়ে আছে, লালা ঝরছে।

রেগানকে জ্যান্ত ফিরিয়ে এনে এই প্রথম কিঞ্চিৎ তৃপ্তি বোধ করল ফ্যারেল। সোনির মতো আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে পড়েছে লোকটা। মরুভূমিতে হত্যা করলে আসলে দয়া দেখানো হত একে। নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করছে সে; আদালতে দাঁড়ানোর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষণ, প্রতিটি ঘণ্টা, এই রকম অসহনীয় যন্ত্রণা কুঁড়ে কুঁড়ে খাবে ওকে। দোষী সাব্যস্ত হবার পরও

রেহাই পাবে না, মৃত্যুই তার রক্ষা পাওয়ার একমাত্র উপায়।

পিছিয়ে ফ্যারেলের কাছে চলে এল রেগান। চেচিয়ে কী যেন বলল, বুঝতে পারল না ক্লিফ।

রেগানের হাতে বাঁধা দড়ির প্রান্ত শক্ত করে ধরে রেখেছে ও। ক্লান্ত হলেও দ্রুত ছুটছে ঘোড়া দুটো। ঢাল বেয়ে উঠছে যদিও, গতি কমছে না।

জঙ্গী জনতা আরও কাছে এসে গেছে। সবার চেহারা আলাদা করে শনাক্ত করতে পারছে ফ্যারেল, পরিষ্কার বুঝতে পারছে ওদের মনোভাব।

ও যাবার পর থেকেই লিঞ্চিংয়ের প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে শহরবাসীরা। স্টোনের জন্যে হেলম্যানকে স্পর্শ করতে পারে নি, তাই রেগানকে ছিনিয়ে নেয়ার জন্যে খেপে উঠেছে। ওদের আক্রোশের বেদীতে বলি চড়াবে ওকে।

আর একশো গজ...সত্তর...পঞ্চাশ...জেলহাউসে আর ক্লিফের মাঝে দুর্ভেদ্য এক দেয়াল তৈরি করেছে ক্ষিপ্ত জনতা।

বাঁয়ে, খানিকটা পেছনে রেগানের ঘোড়ার উপস্থিতি অনুভব করছে ক্লিফ। চিৎকার করে ঘোড়ার পেটে স্পর দাবাল ও।

আর বিশ গজ!

দশ গজ!

জনতার দিকে তেড়ে গেল ফ্যারেল। ওকে ঠেকানো যাবে না বুঝতে পেরে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল ওরা। গেল্ডিংয়ের পেটে আবার স্পারের খোঁচা লাগাল ক্লিফ।

ঘোড়ার কাঁধের সঙ্গে শক্ত কিছু ধাক্কা লাগল, ব্যথায় আর্তরব করে উঠল কে যেন। দু'তিনজনকে সঙ্গে নিয়ে দড়াম করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল একজন।

লাফিয়ে ঘোড়ার লাগাম ধরার চেষ্টা করল কয়েকজন লোক। দড়ির প্রান্ত দিয়ে সজোরে আঘাত হানল ক্লিফ। পিস্তল ছুঁড়ল কেউ একজন। বিশ্রী শব্দ তুলে মাথার ওপর দিয়ে ছুটে গেল বুলেট।

পরক্ষণে জনতাকে পেছনে ফেলে এল ওরা। ঘুরে দাঁড়াল মিছিলের সবাই।

রাস্তার দিকে ঘুরল ফ্যারেল। রেগানের হাতে বাঁধা দড়ির প্রান্ত হাতছাড়া করে নি। একসঙ্গে সামনে বাড়ল দুটো ঘোড়া।

রেগানের ঘোড়ার সঙ্গে সংঘর্ষ বাঁচাতে এক পাশে সরে গেল ফ্যারেল। ল্যুকের চোখমুখ হঠাৎ এক অজানা প্রত্যাশায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ঘোড়ার পেটে সজোরে স্পারের আঘাত করল সে।

লাফিয়ে তেড়ে গেল ওর ঘোড়াটা। স্যাঁৎ করে ঘোড়া ঘোরাল ক্লিফ, শরীরের সঙ্গে পেঁচিয়ে ফেলল হাতের রশি। মনে মনে প্রস্তুত হলো একটা হ্যাঁচকা টানের জন্যে। বেহালার তারের মতো টান টান হয়ে গেল দড়ি, স্যাডল থেকে পিছলে পড়ল ক্লিফ, হিঁচড়ে কয়েক ফুট টেনে নিয়ে গেল ওকে রেগান, তারপর ঢিল পড়ল রশিতে।

আচমকা শূন্যে উঠে গেল ল্যুক রেগান। হাত পা ছড়িয়ে বাতাসে ভেসে রইল এক মুহূর্ত, কান্নার মতো শব্দ বেরুল গলা চিরে, সশব্দে মাটিতে পড়ল তার ভারি শরীর।

ঘাড় ফিরিয়ে জনতার দিকে তাকাল ফ্যারেল। এগিয়ে আসছে আবার। চারদিকে ধুলো উড়ছে। হঠাৎ ক্লিফের মুখে হাসি দেখা দিল।

জেলখানার দরজা খুলে গেছে। দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে শেরিফ স্টোন, হাতে একটা ডাবল ব্যারেল্ড শটগান।

অচেতন রেগানকে কোলে তুলে নিল ফ্যারেল, ঢুকে পড়ল জেলহাউসে। ওকে কাভার দিল স্টোন। ক্লিফ ঢুকলে দড়াম করে দরজা বন্ধ করে হুড়কোটা যথাস্থানে বসিয়ে দিল। হঠাৎ রাজ্যের ক্লান্তি ভর করল ক্লিফের দেহে, ধপাস করে শেরিফের চেয়ারে বসে পড়ল, শূন্য দৃষ্টিতে তাকাল দরজার দিকে।

ছয়

অনেকক্ষণ একই ভঙ্গিতে বসে রইল ফ্যারেল। বাইরে চিৎকার করছে জনতা, পাথর ছুঁড়ছে দরজার ওপর, ভোঁতা শব্দ হচ্ছে। লক্ষ্য অর্জিত না হওয়ায় ক্রমেই খেপে উঠছে।

টেনে হিঁচড়ে রেগানকে একটা সেলে ঢোকাল শেরিফ। দরজায় তালা লাগানোর আওয়াজ শুনল ফ্যারেল। একটু পরে অফিস রুমে ফিরল স্টোন। 'ডাক্তারকে খবর দেয়া দরকার,' বলল সে, 'যেভাবে আছাড় খেয়েছে হাড়গোড় ভেঙেছে কিনা কে জানে!'

ফ্যারেলের রক্তাক্ত পায়ের দিকে তাকাল শেরিফ। 'কী হয়েছে শোনাও তো!'

'একরকম অনায়াসেই ওর ট্রেইল খুঁজে পেয়েছি,' বলল ক্লিফ। 'কিন্তু আমার চেয়ে অনেক দূর এগিয়ে ছিল সে। তাই শর্টকাট রাস্তায় ব্যাটাকে অতিক্রম করে গেলাম। এখান থেকে প্রায় আশি মাইল দূরে, দক্ষিণে ব্লাফটার কাছে গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম, যতক্ষণ ছিলাম, মরুভূমির ওপর থেকে একবারও চোখ ফেরাই নি। অনেকক্ষণ অপেক্ষার পর ব্যাটার দেখা পাওয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে ধাওয়া করলাম।'

নিষ্পলক চোখে ক্লিফের দিকে তাকিয়ে হেসে উঠল জেস স্টোন। 'এমনভাবে বলছ যেন মামুলী ব্যাপার! পায়ের কী হয়েছে?'

'গুলি করেছে হারামাজাদা।' স্টোনের মুখের ভাব বদলে যাচ্ছে দেখে আত্মপক্ষ সমর্থনের ভঙ্গিতে ক্লিফ আবার বলল, 'হ্যাঁ, ইচ্ছে করলে ওকে মেরে ফেলতে পারতাম, সবাই খুশি হত, কিন্তু করি নি। প্রথম কথা ও-ই অপরাধী কি না জানি না; তাছাড়া যদি দোষী হয়েও থাকে, মেরে ফেললে তাকে দয়া দেখানো হত, সেজন্যেই ফিরিয়ে এনেছি।'

মাথা দোলাল জেস স্টোন, সম্মতিসূচক না নেতিবাচক বোঝা গেল না। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে ফ্যারেল জানতে চাইল, 'সোনির কোনও খবর? কেমন আছে ও?'

'জানি না। তুমি যাবার পর কারও সঙ্গে দেখা করে নি ও। এক মুহূর্তের

জন্যেও বাড়ির বাইরে আসে নি। সেজন্যে ওকে দোষও দেয়া যায় না।'

'ডাক্তারের সঙ্গে দেখা হয় নি?'

'হ্যাঁ। ডাক্তার বলেছে, যেমন থাকার কথা তেমনই আছে সোনি। এর মানে আমি বুঝি নি।'

আড়ষ্ট ভঙ্গিতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ফ্যারেল। উত্তেজনাকর কয়েকটা দিন কাটানোর পর অবসাদে ভেঙ্গে পড়তে চাইছে শরীর। একটানা সপ্তাহ খানেক ঘুমোতে পারলে হত। দরজার সামনে এসে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ও, মাথা হেলিয়ে বলল, 'চেঁচামেচি, হৈচৈ ছাড়া আর কিছু করবে না তো ওরা?'

কাঁধ ঝাঁকাল স্টোন। 'কী জানি, জনতার কথা কিছু বলা যায়?'

'আসামী দুজন হওয়ায় ভালোই হয়েছে, কী বলো?'

'মনে হয় না। একটু আগে যাকে নিয়ে ফিরলে, দেখে হাড় বজ্জাত বলে মনে হচ্ছে, ওর কাছে হেলম্যান ফেরেশতা।'

জনতার বক্তব্য শোনার চেষ্টা করল ক্লিফ ফ্যারেল।

'খামোকা ওদের দোষ দিয়ে লাভ নেই,' বলল স্টোন। 'সোনি চমৎকার মেয়ে, সবাই ওকে ভালোবাসে, সেজন্যেই তোমার ওপর খেপে গেছে। ব্যাটাকে মেরে স্যাডলে লাশ ফেলে নিয়ে এলেই ভালো করতে, তোমার বাবা হলেও তাই করত; কিন্তু তুমি যেটা করেছ, সোনি নিজেই মেনে নেবে কিনা সন্দেহ।'

অগ্নিদৃষ্টিতে স্টোনের দিকে তাকাল ফ্যারেল। 'তুমি? তুমিও চেয়েছিলে লাশ নিয়ে ফিরে আসি? কিন্তু আমি যাবার সময় তোমার সুর অন্যরকম ছিল।'

কয়েক মুহূর্ত পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইল ওরা। দ্বিধা ফুটে উঠল স্টোনের চোখে। দৃষ্টি সরিয়ে অন্য দিকে তাকাল সে। 'জানি না, সত্যি জানি না,' বলল, 'কিন্তু আমার মন বলছে, সেটা করলেই বোধ হয় সবদিক রক্ষা পেত।'

'কিন্তু লোকটা নির্দোষও হতে পারে?'

'গ্রেপ্তারে বাধা দেয় নি ল্যুক? এটা মারাত্মক অপরাধ নয়?'

দায়িত্ব এড়াতে চাইছে স্টোন, ভাবল ফ্যারেল। 'এখানে থাকতে চাইলে আমাকে আমার দায়িত্ব পালন করতে হবে,' শীতল কণ্ঠে বলল ও, 'বিবেকের কাছে পরিষ্কার থাকতে না পারলে তা কীভাবে সম্ভব? আমি স্রষ্টা নই, অন্তর্যামী হয়ে সবাইকে বিচার করার ক্ষমতা নেই আমার। আর বাবার মতো সারা জীবন জ্বলেপুড়ে শেষ হতে চাই না আমি।'

'জানতাম একথা বলবে।'

'অন্যায় কিছু বলেছি?'

'না। থাক, এবার যাও, ডাক্তারকে খবর দাও, না আমিই যাব?'

'বাইরে যেতে ভয় পাই ভেবেছ?'

কয়েক মুহূর্ত ওর দিকে তাকিয়ে রইল স্টোন, তারপর মাথা নাড়ল। 'না, তা নয়, কিন্তু তুমি আহত, ক্লান্ত, বিশ্রামের দরকার। আমিই বরং ডাক্তারের কাছে যাই।'

মাথা নাড়ল ফ্যারেল। একটানে দরজা খুলে পা বাড়াল বাইরে। সশব্দে

কবাট আটকে দিল জেস স্টোন।

হঠাৎ একটা ঢিল এসে লাগল ক্লিফের বুকে, সম্ভবত দরজার দিকে ছুঁড়েছিল কেউ, লেগে গেছে। তবু প্রচণ্ড রাগে মাথায় রক্ত চড়ে গেল ওর, জনতার দিকে চোখ রাঙিয়ে তাকাল।

এক এক করে সবার চেহারা জরিপ করল। নিজের চেহারা কেমন লাগছে ভাবল। তিন চারদিন দাড়ি কামানো হয় নি, খসখস করছে গাল, রোদ আর অনিদ্রায় লাল হয়ে গেছে চোখ দুটো। নিঃসন্দেহে অসভ্য বর্বরের মতো লাগছে।

ওর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই দৃষ্টি সরিয়ে নিল সবাই। অশ্রাব্য গালিগালাজ করছে পেছনের সারির লোকজন।

রাস্তায় নেমে দ্রুত হাঁটতে শুরু করল ক্লিফ ফ্যারেল। কনুইয়ের ধাক্কায় পথ করে নিল, কারও প্রতিবাদ গ্রাহ্য করল না, আহত পায়ে যদ্দূর সম্ভব স্বাভাবিকভাবে পা ফেলার চেষ্টা করছে ও।

পেছন থেকে চিৎকার করে উঠল কে যেন। 'সোনি তোমার ওপর কী যে খুশি হবে, বলার নয়!'

আরেকজন বলল, 'হারামজাদাকে কী করবে, ছেড়ে দেবে?'

জবাব দেয়ার প্রবৃত্তি হলো না ফ্যারেলের। মাঝ রাস্তায় জনতার মাঝে এভাবে সোনির নাম উচ্চারিত হচ্ছে বলে খারাপ লাগছে। সোনিয়ার লাঞ্ছনার কথা কারও অজানা নেই। এরপর কেমন করে এখানে সংসার করবে ওরা?

ভীড় ছেড়ে দূরে এসে পড়েছে ফ্যারেল, কিন্তু চিৎকারের শব্দ কানে আসছে এখনও। হাঁটার গতি বাড়াল ও, ডাক্তার বাড়ির সামনে মুহূর্তের জন্যে থামল, তারপর সোনিয়াদের বাড়ির দিকে এগোল। ডাক্তারের কাছে পরে গেলেও চলবে।

মাঝপথে নিকোলাসের সঙ্গে দেখা হলো, একজোড়া ঘোড়া নিয়ে আসছে। বিড়বিড় করে কী বলে কঠিন দৃষ্টিতে ক্লিফের দিকে তাকাল সে। কিছু বলল না ক্লিফ। যথেষ্ট বাজে কথা শোনা গেছে আজ, আর দরকার নেই। নিকোলাসের ক্ষুব্ধ হওয়ার কারণ বোঝে, কিন্তু কী করার আছে? ফেরারীর মতোই ঝড়ের বেগে ছুটতে হয় অফিসারকে, নইলে আসামীকে ধরা যাবে কীভাবে?

মাথার ওপর অকৃপণ হাতে আগুন ঢালছে সূর্য, স্থির হয়ে আছে বাতাস। জেলহাউসে সামনের কোলাহলের শব্দ ক্ষীণ হয়ে এসেছে। শহরের সীমানায় গ্রে বাট পাহাড়ের বিশাল কাঠামো, কিছুক্ষণ পর ওটার আড়ালে চলে যাবে সূর্য, দীর্ঘ ছায়ায় ঢাকা পড়বে শহর, স্বস্তি ফিরে আসবে।

সোনিয়াদের বাড়িতে পৌঁছুল ফ্যারেল, গেট খুলে এগিয়ে গেল। দরজায় দাঁড়িয়ে বেল টিপে অপেক্ষা করল। কয়েক মুহূর্ত পর দরজা খুলে মুখোমুখি হলো সোনিয়ার মা। সমবেদনার দৃষ্টিতে ক্লিফের দিকে তাকাল। ওর ধূলিমলিন পোশাক আর রক্তাক্ত পা লক্ষ্য করল। 'এসো, ক্লিফ,' বলল অবশেষে। 'খোদাকে ধন্যবাদ তোমার কোনও বিপদ হয় নি। আর খুশি হয়েছি ওই

পিশাচটাকে···এভাবে বলা ঠিক নয়···তবু বলছি···খুব খুশি হয়েছি!'

ভেঁতরে ঢুকে পার্লারের দরজায় বোকার মতো দাঁড়িয়ে রইল ক্লিফ। সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে চড়া গলায় সোনিকে ডাকল মহিলা। একটু পর সিঁড়িতে পদশব্দ শোনা গেল।

এ-বাড়িতে এলে কেন যেন অস্বস্তি বোধ করে ফ্যারেল, সবগুলো কামরা এত সুবিন্যস্ত আর পরিষ্কার, অন্য কোনও জগতে এসে পড়েছে বলে মনে হয়। সোনি যদি ওদের ঘরও এভাবে গুছিয়ে রাখে, মুশকিল হবে, ভাবল ক্লিফ। এ-রকম পরিষ্কার চেয়ার-টেবিলে বসতেই ভয় লাগে, ময়লা হয়ে যায় যদি!

একটা অজুহাত দেখিয়ে রান্নাঘরে চলে গেল সোনিয়ার মা। কামরায় এল সোনি, মায়ের মতোই সহানুভূতির চোখে ওকে দেখল। সোনিয়ার চোখে মুখে অবসাদের ছাপ। নিষ্প্রাণ কণ্ঠে জানতে চাইল মেয়েটা। 'পেয়েছ?'

মাথা দোলাল ফ্যারেল।

সামনে ঝুঁকে এল সোনি। 'মরেছে?'

মুহূর্তের জন্যে নির্বাক পাথরে পরিণত হলো ক্লিফ। অপরাধী মনে হলো নিজেকে, মারাত্মক পাপ করে হাতেনাতে ধরা পড়ে গেছে যেন। মাথা নাড়ল ও। 'না। জেলে আটকে রেখেছি।'

পরিপূর্ণ অবিশ্বাস ভরা দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল সোনিয়া। 'আমি···আমি বলেছিলাম···'

শান্ত কণ্ঠে ফ্যারেল বলল, 'ও-ই অপরাধী কীভাবে বুঝব, বলো? 'সেদিন দুজন অচেনা লোক ছিল এখানে।' সোনিয়ার দিকে তাকিয়ে আছে ক্লিফ, হঠাৎ মনে হলো, হাজার যোজন দূরে সরে গেছে যেন মেয়েটা। ওর মুখের ক্ষত এখন ভালোর দিকে, ফোলা কমেছে, কিন্তু গালের কালো দাগ এখনও আছে, দৃষ্টির স্বচ্ছতা ফেরে নি। 'কেমন আছ, সোনি?' জিজ্ঞেস করল ক্লিফ।

ওর কথা সোনিয়া শুনেছে কিনা বুঝল না। বিড়বিড় করে কথা বলে উঠল মেয়েটা। 'তাহলে··· আমাকে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে!'

'হ্যাঁ।'

'যদি না শহরবাসীরা···' প্রাণহীন দৃষ্টিতে ফ্যারেলের দিকে তাকাল সোনিয়া। 'তুমি যাবার পর থেকেই বলাবলি করছে সবাই, শুনেছ তো।'

'লিঞ্চিংয়ের কথা বলছ? হ্যাঁ, শুনেছি। নিকোলাসের আস্তাবলে যে লোকটাকে ধরলাম তাকেও তো ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করেছিল ওরা। এখন আবার একে চাইছে। কে দোষী জানতে না পারলে হয়তো দুজনকেই ফাঁসিতে ঝোলাবে। ঝামেলা চুকে যাবে–' নিজের কণ্ঠস্বরের তিক্ততা বুঝতে পেরে থেমে গেল ফ্যারেল।

প্রাণপণে সংযত রাখল নিজেকে, মনটা শান্ত রাখতে কষ্ট হচ্ছে, একটু বিরতি দিয়ে মৃদু কণ্ঠে আবার বলল, 'তোমাকে অপমান করেছে যে লোক, উপযুক্ত শাস্তি সে পাবেই, চিন্তা কোরো না। মনটা শক্ত রাখো। দেখবে কিছুই বদলায় নি। শিগগির ভালো হয়ে উঠবে তুমি, এসব কথা ভুলে যাবে, শান্তিতে সংসার করব আমরা।'

‘সেটা বোধ হয় সম্ভব হবে না…’ ভয়ার্ত দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে থেমে গেল সোনিয়া।

এগিয়ে গেল ক্লিফ, কাছে টানল সোনিয়াকে। ‘এভাবে বলো না। আমি তো খুনী নই, একজন খুনী তোমাকে বিয়ে করুক এটা নিশ্চয়ই চাইবে না?’

হঠাৎ কাঁপতে শুরু করল সোনিয়া। চিবুক ধরে ওর মুখ উঁচু করে ধরল ফ্যারেল। এক বিন্দু অশ্রু নেই দুচোখে। চড়া গলায় সোনিয়া বলল, ‘কাঠগড়ায় সবার সামনে এ-লজ্জার কথা বলতে হবে…ওহ্, আমি পারব না, ক্লিফ!’

‘হয়তো দরকারই হবে না।’

পেছনে কারও উপস্থিতি টের পেয়ে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ফ্যারেল। হলরুমে দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে সোনিয়ার মা।

দুচোখে আগুন জ্বলছে; কঠিন চেহারা, রাগে রক্তশূন্য হয়ে গেছে। ‘ভুল শুনলাম না তো, ফ্যারেল? লোকটা এখনও মরে নি?’

মাথা নাড়ল ফ্যারেল, ছেড়ে দিল সোনিয়াকে।

এগিয়ে এল মিসেস ম্যাকনেয়ার, একটা হাত নড়ে উঠল, প্রচণ্ড চড় কষাল ফ্যারেলকে। কাঁপা গলায় চিৎকার করে উঠল, ‘বেরোও! এখুনি বেরিয়ে যাও আমার বাড়ি থকে। আর কখনও এখানে আসবে না! কাপুরুষ কোথাকার !’

জবাব দেয়ার জন্যে মুখ খুলেও চুপ করে গেল ফ্যারেল। সোনিয়ার দিকে তাকাল। ‘সোনি, পরে দেখা হবে–’

চেঁচিয়ে উঠল ম্যাকনেয়ার। ‘আর কোনওদিন নয়, আমি বেঁচে থাকতে না!’

অস্পষ্টভাবে ওর উদ্দেশে মাথা দোলাল সোনিয়া। ক্রোধান্ধ সোনির মাকে এড়িয়ে দ্রুত দরজার দিকে এগোল ফ্যারেল। এখন এখানে থাকলে আপত্তিকর মন্তব্য করতে বাধ্য হবে ও, তার চেয়ে চলে যাওয়া ভালো।

বাইরে এল ফ্যারেল। ভেতরে থেকে সোনির মায়ের উচ্চকণ্ঠের চিৎকার ভেসে আসছে। গেট খুলে রাস্তায় নেমে চিন্তিত চেহারায় ডাক্তার বোনারের বাড়ির দিকে এগোল। এ-শহর অপমানের চূড়ান্ত করে ছেড়েছে ওকে।

ডাক্তার বাড়ি পৌঁছুল ক্লিফ। বাকবোর্ডে চেপে কোথায় যাচ্ছিল ডাক্তার, তার পাশে উঠে বসল। ‘আমাকে জেল পর্যন্ত পৌঁছে দাও, ডাক্তার,’ বলল ও। ‘সম্ভব হলে আসামীকে একটু দেখে যাবে।’

‘খুব খারাপ অবস্থা নাকি?’

‘তা নয়। শহরবাসীরা ওকে যা করতে চায়, তার চেয়ে ঢের ভালো।’

হাসল ডাক্তার। ঘোড়া ছোটাল জেলহাউসের দিকে। আবার শোরগোল শোনা যাচ্ছে। ‘কী জানো,’ বলল ডাক্তার, ‘যা ন্যায়সঙ্গত মানুষের তা-ই করা উচিত, নইলে সে কীসের মানুষ?’

জেলহাউসের সামনে বাকবোর্ড থামিয়ে নামল ডাক্তার বোনার। ধাক্কা মেরে পোমরয় আর অন্য একজনকে সরিয়ে এগিয়ে গেল ফ্যারেল, সজোরে ধাক্কা দিল দরজায়। স্টোন দরজা খুললে আগে ডাক্তারকে ঢোকার সুযোগ করে দিল, তারপর নিজে ঢুকল। দরজা আটকাতে যেতেই ফাঁক দিয়ে সবুট পা সেঁধিয়ে দিল কে যেন। গোড়ালি দিয়ে সজোরে আঘাত হানল ফ্যারেল, সঙ্গে

সঙ্গে অদৃশ্য হলো জুতোর ডগা। ক্রুর হাসি ফুটে উঠল ক্লিফের ঠোঁটে। দড়াম করে দরজা আটকে হুড়কো বসিয়ে দিল।

সময় অপচয় না করে ব্যাগ হাতে সেলের দিকে এগোল ডাক্তার, স্টোনও তার সঙ্গে গেল। খানিক পর এক টুকরো কাগজ হাতে ফিরে এল সে, ক্লিফকে দিয়ে বলল, 'এই টেলিগ্রামটা পাঠাতে চাইছে রেগান। আমার মনে হয় অনুমতি দেয়া যায়। টেলিগ্রাফ অফিসে যেতে পারবে? ফেরার পথে সাপার সেরে এসো? রাতে আমাদের দুজনকেই এখানে থাকতে হবে।'

টেলিগ্রামটা নিয়ে পড়ল ফ্যারেল। ম্যাথ্যু রেগানের নামে পশ্চিমে শ'দেড়েক মাইল দূরের একটা শহরের ঠিকানায় পাঠাতে হবে। ল্যুক লিখেছে, 'এখানে জেলে আটকা পড়েছি, তোমাদের সাহায্য দরকার।'

কাগজটা পকেটে ঢুকিয়ে জেল থেকে বেরিয়ে এল ফ্যারেল। ভিড় ঠেলে এগোল টেলিগ্রাফ অফিসের দিকে।

কাউন্টারে কাগজটা ঠেলে দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল ও। উইল অ্যাংগারম্যান বার্তা পাঠানো শেষ করলে আবার ফিরতি পথ ধরল। রাস্তার উল্টোদিক দিয়ে জেলহাউসের অতিক্রম করে এল।

হোটেলে এসে ক্লান্ত পায়ে দোতলায় নিজের কামরায় উঠে এল। দাড়ি কামিয়ে হাত মুখ ধুয়ে পরিষ্কার জামা কাপড় পরল। তারপর নীচে ডাইনিং রুমে এসে এক পাশে খালি টেবিল বেছে নিয়ে বসে পড়ল। ডাইনিং রুমে ওর উপস্থিতি অন্যান্য খদ্দেরের সহ্য হচ্ছে না, বুঝতে পারছে, কিন্তু তোয়াক্কা করে না। শিগগির ও আরও অসহনীয় হয়ে উঠবে সবার কাছে।

সাত

খাওয়া শেষ করে সবার সম্মিলিত দৃষ্টি উপেক্ষা করে দৃঢ় পদক্ষেপে রাস্তায় বেরিয়ে এল ক্লিফ ফ্যারেল। জেলহাউসের সামনে ভিড় পাতলা হয়ে এসেছে। সব মিলিয়ে দশ বারজন লোক জটলা পাকাচ্ছে এখন। এরা নিঃসঙ্গ মানুষ, হেটেল, শ্যাক কিংবা কোনও স্যালুনের অতিরিক্ত রুমে রাত কাটায়, হাতে কোনও কাজ নেই বোধহয়, জেলের সামনে রয়ে গেছে।

এতক্ষণ, সন্দেহ নেই, সবাই মিলে মদ গিলেছে। কিন্তু হৈচৈ করছে না ওরা। সবাই শান্ত। রাস্তা ধরে সামনে এগোলে ক্লিফ, জেলহাউসে ফিরে এল। নিষ্করুণ চোখে ওকে জরিপ করল জনতা।

জেলের ভেতরে ঢুকে স্টোনের দিকে তাকাল ক্লিফ। 'লোকজনের চেহারা দেখে মনে হচ্ছে মহা পাপ করে ফেলেছি!'

'এ-রকম হবে জানতাম, বলেছি না?' বলল স্টোন।

'তা বলেছ।' ঘুরে কাচের ফোকর দিয়ে বাইরে চোখ রাখল ফ্যারেল। পাহাড়ের আড়ালে সূর্য লুকিয়ে পড়েছে, তবে এখনও আঁধার নামে নি। ঘড়ি

দেখল ও, সোয়া ছ'টা, অন্ধকার হতে এখনও প্রায় দু'ঘণ্টা দেরি।

ফিরে এসে বিছানায় বসল ও। 'রেগানের কী অবস্থা?'

'ভালোই। হাড়গোড় ভাঙে নি।'

চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল ফ্যারেল, টুপিটা টেনে চোখ ঢাকল। অবসাদে ভেঙে পড়তে চাইছে শরীর, কিছু ভাবতে ইচ্ছে করছে না; ঘুম দরকার ওর। কাল রাতে ঘুমুতে পারে নি; দশ বার হাত দূরে একজন খুনীকে নিয়ে নিশ্চিতে ঘুমানো যায় না।

ঘুম নেমে এল ক্লিফের দু'চোখে। হঠাৎ প্রচণ্ড শব্দে তড়াক করে উঠে বসল ও। সন্ধ্যা হয়ে গেছে, চারদিকে অন্ধকার। দরজার গায়ে গাছের গুঁড়ি দিয়ে ধাক্কা মারছে জনতা।

দ্বিধান্বিত, হতবাক চেহারায় ইতিউতি তাকাল ক্লিফ। গানর‍্যাকের সামনে দাঁড়িয়ে আছে জেস স্টোন, কিন্তু ওর হাতে অস্ত্র নেই।

বিছানা থেকে নামল ক্লিফ, র‍্যাকের সামনে এসে একটা ডাবল ব্যারেল্ড শটগান তুলে নিল। ডেস্কের ড্রয়ার থেকে কার্তুজ নিয়ে দ্রুত তৈরি করে নিল অস্ত্রটা। রাগত চেহারায় স্টোনের দিকে তাকাল। 'তোমার কী হলো? দেখছ না জেল ভাঙার চেষ্টা করছে ওরা?'

কাঁধ ঝাঁকাল স্টোন। 'দেখেছি। কিন্তু কী করব? একটা বদমাশ রেপিস্টকে বাঁচাতে নিরীহ শহরবাসীর ওপর গুলি ছুড়ব?'

'নিরীহ? বলে কী! নিরীহ হলে এমন করে? কে আসল রেপিস্ট ওরা জানে? না দুজনকেই ঝোলাতে চায়? একজন তো দোষী হবেই, তাই না?'

রাগে জ্বলে উঠল স্টোন। 'দেখো, আমার সাথে মেজাজ দেখিয়ো না! এখানে আমি শেরিফ, তুমি ডেপুটি মাত্র!'

মুখ দিয়ে বিরক্তিসূচক শব্দ করল ক্লিফ ফ্যারেল। 'আমার বাবা একবার লোক চিনতে ভুল করেছিল, ঠিক, কিন্তু আসামীকে কখনও লিঞ্চিং মব-এর হাতে তুলে দেয় নি। আমিও তা করতে দেব না!'

'চাইলে তোমাকে বরখাস্ত করতে পারি আমি, জানো! কেড়ে নিতে পারি ওই ব্যাজ!'

ঝট করে জেস স্টোনের দিকে তাকাল ফ্যারেল। 'চেষ্টা করেই দেখো!'

দরজার দিকে এগোল ও। অপেক্ষা করল কয়েক মুহূর্ত। গাছের গুঁড়ি আবার কবাটে আঘাত করতেই এক টানে দরজা খুলে ফেলল। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল জনতা, নড়তেও ভুলে গেল।

প্রায় ডজনখানেক হারিকেনের আলোয় ঝলমল করছে জেলখানার সামনের রাস্তা। জনাপঞ্চাশেক লোক দেখা যাচ্ছে। কোত্থেকে একটা উপড়ানো টেলিগ্রাফের খুঁটি যোগাড় করে এনেছে, সেটা দিয়েই দশবার জন লোক দরজা ভাঙার চেষ্টা করছিল। এখন প্রস্তর মূর্তিতে পরিণত হয়েছে সবাই।

'কাকে ঝোলাতে চাও তোমরা?' চেঁচিয়ে জানতে চাইল ফ্যারেল।

'যাকে ধরে এনেছো'

'ও-ই দোষী কীভাবে জানলে?'

'জানাজানির আবার কী আছে? ওটা-ই আসল হারামজাদা, দেখলেই বোঝা যায়!'

হাসল ক্লিফ। 'পোমরয়ের গলা না?'

জনতার মাঝে হাসির রোল পড়ল। হাসি থামতেই তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল ক্লিফ। 'এখানে গোলমাল না করে বাড়ি ফিরে যাও। জেস হয়তো তোমাদের পথ ছেড়ে দিত, কিন্তু আমি ছাড়ব না। সারা রাত দরজার দিকে শটগান ধরে বসে থাকব, ফের যদি দরজায় বাড়ি পড়ে সঙ্গে সঙ্গে ট্রিগার টিপব, মনে রেখো এটায় বাকশট ঢোকানো! যার গায়ে লাগবে, সোজা জাহান্নামে চলে যাবে।'

হঠাৎ নীরবতা নামল রাস্তায়। কঠিন চোখে আরও একবার জনতার দিকে তাকাল ফ্যারেল, তারপর ভেতরে ঢুকে দরজা আটকে দিল। পা দিয়ে একটা চেয়ার টেনে ঠিক দরজার মুখে বসে পড়ল।

হঠাৎ চোখ তুলে দেখল কাচের ফোকর দিয়ে ওকে দেখছে কে যেন, চোখাচোখি হতেই অদৃশ্য হলো মুখটা।

ক্লিফ জানে, এবার আলোচনার ঝড় উঠবে জনতার মাঝে, মদ গিলে মাতাল হবে ওরা, হুমকি দেবে ওকে। কিন্তু জেল ভাঙার আর চেষ্টা করবে না। আর জেল না ভেঙে আসামীকে ছিনিয়ে নেয়ার কোনও উপায় নেই। শটগানের একটা ট্রিগারে হাত রেখে সতর্ক পাহারায় রইল ক্লিফ। যাবার আগে ওকে বাজিয়ে দেখবে জনতা, জানে, ওদের নিরাশ করবে না।

পাঁচ মিনিটের মতো কেটে গেল নীরবে। বিছানায় শুয়ে পড়ল স্টোন। সেলের ভেতর কথা বলছে দুই কয়েদী, কিন্তু কী বলছে বোঝা যাচ্ছে না।

অকস্মাৎ এল হামলা। হামলা আসবে জানা থাকা সত্ত্বেও চমকে উঠল ফ্যারেল। প্রচণ্ড বাড়ি পড়ল দরজায়। গাছের গুঁড়ি নয়, বড়সড় পাথর ছুঁড়ে দিয়েছে কেউ।

দরজার মাত্র ছ'ইঞ্চি দূর থেকে শটগানের ট্রিগার টিপল ক্লিফ।

বদ্ধ ঘরে বিস্ফোরণের প্রচণ্ড শব্দ হলো, কানে তালা লেগে গেল। শটগানের মাযলে ধোঁয়া উড়ল। ধোঁয়া কেটে যাবার পর দেখা গেল, দরজার গায়ে প্রায় দু'ইঞ্চি প্রস্থচ্ছেদের একটা ফোকর তৈরি হয়েছে; কিন্তু বাইরে থেকে কারও আর্তনাদ শোনা গেল না।

দ্রুত শটগান লোড করে নিল ক্লিফ, হ্যামার কক করল।

অস্ত্রটা কোলের ওপর রেখে পকেট থেকে কাগজ তামাক বের করে সিগারেট বানিয়ে ধরাল। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল শেরিফের দিকে।

আজ রাতে আর উৎপাত করবে না কেউ। দরজার ফোকর দিয়ে ওকে গুলি করে মারতে চাইলে অবশ্য ভিন্ন কথা। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি ওরা চরম সিদ্ধান্ত নেবে বলে মনে হয় না।

ধীরে ধীরে স্তিমিত হলো বাইরের কোলাহল। হারিকেনগুলো অদৃশ্য হলো। দরজার বিকট ফোকরটার দিকে বিষণ্ণ চেহারায় তাকিয়ে বসে রইল ফ্যারেল।

শটগানের গোলায় দরজায় ফোকর তৈরি হয়েছে, কিন্তু বিপদ কাটে নি। কেন যেন অস্বস্তি বোধ করছে ফ্যারেল, আশঙ্কায় কেঁপে উঠছে বুক; সামনে আরও গোলযোগ, রক্তপাত আর মৃত্যু অপেক্ষা করছে বলে মনে হচ্ছে।

ল্যুক রেগানকে হত্যা না করে ভুল করল না তো?

আট

ভোর।

নিঃশব্দে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ক্লিফ ফ্যারেল, দরজা খুলে বাইরে এল। সকালের ঠাণ্ডা হাওয়া শান্তির পরশ বুলিয়ে দিল গায়ে। নির্জন নিস্তব্ধ পথ-ঘাট। নিঃসঙ্গ একটা কুকুর ঘুর-ঘুর করছিল, হঠাৎ বসে গা চুলকাল, তারপর লেজ নেড়ে এগিয়ে এল ক্লিফের দিকে। সামনে ঝুঁকে ওটার মাথায় হাত বুলিয়ে দিল ফ্যারেল। লেজ নেড়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল কুকুরটা, পরমুহূর্তে এক দৌড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

গত কয়েকদিনের ঘটনাগুলো একে একে ভাবল ক্লিফ। সোনির মানহানি, হেলম্যানের গ্রেপ্তার, রেগানের পিছু ধাওয়া করে তাকে আটক করা, আসামীকে ছিনিয়ে নেয়ার জন্যে শহরবাসীদের প্রচেষ্টা—ছবির মতো ভেসে উঠল চোখের সামনে। কিন্তু নির্জন রাস্তাঘাট দেখে বিশ্বাস হতে চায় না এত কিছু ঘটে গেছে। যেন একটা দুঃস্বপ্ন, একটু পরে ঘুম ভাঙবে শহরের, সব শঙ্কা কেটে যাবে।

কিন্তু আসলে তা নয়, এসবই রূঢ় বাস্তব। ভোরের শান্ত সমাহিত পরিবেশ আর মৃদুমন্দ হাওয়া বিভ্রান্ত করতে চাইছে ওকে। এই নীরবতা বিপদের পূর্বাভাসই ঘোষণা করছে।

জেলহাউসে ফিরে দরজা আটকে হুড়কোটা জায়গামতো বসাল ক্লিফ। এখনও বিকট শব্দে নাক ডাকছে শেরিফ, তার দিকে চাইল।

কাল রাতে লোকটার অস্বাভাবিক আচরণ বিস্মিত করেছে ওকে। স্টোনের স্বভাবের সঙ্গে ঠিক মানায় না, লোকটাকে কখনও ভীতু বলে মনে হয় নি ওর; ভীতু না হওয়ারই কথা। শেরিফমাত্রই একজন রেপিস্টকে বাঁচাতে শহরবাসীর ওপর গুলি চালানোর আগে দু'বার চিন্তা করবে, হোক না সে বিচারাধীন আসামী।

মৃদু কাঁধ ঝাঁকিয়ে ঘুরে দাঁড়াল ফ্যারেল। স্টোন কাপুরুষ হলে শিগগিরই জানা যাবে সেটা।

জানালার সামনে এসে বাইরে চোখ ফেরাল ও। নিজেই অন্যায় করছে কিনা কে বলবে? রেগানকে জ্যান্ত ধরে আনা হয়তো মারাত্মক ভুল হয়ে গেছে। কিন্তু বাবার অনুতপ্ত, বিধ্বস্ত চেহারা হাজারবার দেখেছে ও, তিলেতিলে দগ্ধ হতে দেখেছে তাকে, এসবের গভীর প্রভাব পড়েছে মনের ওপর, যেজন্যে

রেগানকে হত্যা করতে পারে নি।

অধৈর্যের সঙ্গে মাথা নাড়ল ফ্যারেল। সেলব্লক থেকে বিছানা ককিয়ে ওঠার শব্দ এল, পরমুহূর্তে শোনা গেল রেগানের কণ্ঠস্বর। 'অ্যাই, শেরিফ, গেলে কোথায়?'

সেলের দিকে পা বাড়াল ক্লিফ। দরজা পেরোলেই করিডর, দালানের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত চলে গেছে, দুপাশে সারিবদ্ধ সেল। ডানপাশের প্রথম সেলে ল্যুক রেগানকে আটক রাখা হয়েছে; ডানে হেলম্যান, ঘুমোচ্ছে সে।

উদ্‌ভ্রান্ত চেহারায় গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে আছে ল্যুক রেগান, অনিদ্রার ছাপ চেহারায়। ক্লিফকে দেখে চেঁচিয়ে উঠল, 'অ্যাই, ডেপুটি, খাবার দিচ্ছ কখন?'

'ছটায়,' রুক্ষ কণ্ঠে জবাব দিল ফ্যারেল, 'এখন মোটে সাড়ে চারটে। আরও ঘণ্টা দেড়েক ঘুমিয়ে নিতে পারো।'

'কাগজ তামাক হবে?'

তামাকের প্যাকেট আর কাগজ বের করে দিল ক্লিফ। সিগারেট বানিয়ে প্যাকেটটা নিজের কাছে রেখে দিল রেগান।

'ম্যাচ?'

বিরক্তির সঙ্গে কয়েকটা দেশলাইয়ের কাঠি ল্যুকের হাতে দিল ফ্যারেল।

'টেলিগ্রামটা পাঠিয়েছ?' জানতে চাইল রেগান।

মাথা দুলিয়ে সায় দিল ক্লিফ।

'ঠিক তো?'

'নিজে দাঁড়িয়ে থেকে পাঠিয়েছি।'

রেগানের চেহারায় সূক্ষ্ম পরিবর্তন লক্ষ্য করল ক্লিফ। 'ভাই-টাইয়ের ওপর বেশি ভরসা কোরো না,' বলল ও, 'খোদ শয়তানও এখন তোমাকে রক্ষা করতে পারবে না!'

সদন্ত হাসল রেগান, সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে ক্লিফের মুখ বরাবর ভুশ্ করে ধোঁয়া ছাড়ল।

বিদ্যুৎচমকের মতো গরাদের ফাঁক দিয়ে হাত ঢুকিয়ে রেগানের শার্টের কলার জাপটে ধরল ফ্যারেল, পরক্ষণে হ্যাঁচকা টানে সামনে নিয়ে এল তাকে। লোহার শিকের সাথে ঠোক্কর খেলো রেগান, নাকটা থেঁতলে গেল, গলগল করে রক্ত বেরিয়ে এল। সজোরে তাকে পেছনে ঠেলে দিল ফ্যারেল, বেমক্কা ধাক্কায় তাল হারাল ল্যুক। এলোমেলো পায়ে পেছনের দেয়ালে গিয়ে বাড়ি খেলো, আছড়ে পড়ল মেঝেয়, কোনওমতে উঠে দাঁড়াল আবার, দৃষ্টিতে আগুন ঝরিয়ে ক্লিফের দিকে চাইল।

'আর কক্ষনো আমার সঙ্গে ইয়ার্কি মারবে না!' হিসহিস করে বলল ফ্যারেল। 'আর, মনে রেখো, এদেশে মৃত্যুদণ্ডই রেপের একমাত্র শাস্তি, বাপ এলেও বাঁচাতে পারবে না তোমাকে!'

হাতের পিঠে নাকের রক্ত মুছল ল্যুক লেগান, হিংস্র অথচ চাপা কণ্ঠে বলে উঠল, 'হারামজাদা! তোমাকে খুন করে তারপর এখানে থেকে যাব আমি!'

'ঠিক আছে, দেখা যাবে কে কাকে খুন করে!'

সক্রোধে দড়াম করে দরজা আটকে সেল-ব্লক থেকে অফিসরুমে ফিরে এল ফ্যারেল। প্রচণ্ড শব্দে ধড়মড় করে জেগে উঠল স্টোন, নগ্ন পায়ে বিছানা থেকে মেঝেয় নেমে রুক্ষ কণ্ঠে জানতে চাইল, 'কী-কী হয়েছে?'

'কিছু না। চিন্তার কিছু নেই,' জবাব দিল ফ্যারেল। একটু বিরতির পর জিজ্ঞেস করল, 'নাশতা করতে চাও?'

'করতে পারলে ভালো হত, ভাল খিদে পেয়েছে।'

'ঠিক আছে, নিয়ে আসছি,' বলল ক্লিফ। 'মাংস আর ডিম, চলবে?'

'চলবে।'

মাথায় টুপি চাপিয়ে বাইরে এল ফ্যারেল। হুড়কো আটকে দিল শেরিফ। হোটেলের দিকে পা বাড়াল ক্লিফ। এক লোক হোটেলের বারান্দা আর সামনের ফুটপাথ ঝাড়ু দিচ্ছে। একে ক্লিফ চেনে না, ভবঘুরে জাতীয় কেউ হবে, থাকা খাওয়া বিনিময়ে কাজ করে দিচ্ছে। কোনওদিকে না তাকিয়ে সোজা ভেতরে ঢুকে পড়ল ও।

খাঁ খাঁ করছে ডাইনিং রুম, এত ভোরে কেউ আসে নি। রান্নাঘরে থালাবাসনের ঝনঝন শব্দ হচ্ছে। সেদিকে এগোল ক্লিফ, ধাক্কা দিতেই দরজা খুলে গেল।

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল বাবুর্চি জন ক্যাশ।

'কফি হবে?' জানতে চাইল ফ্যারেল।

মাথা দোলাল জন। ভেতরে ঢুকল ক্লিফ। মগ ভর্তি ধূমায়িত কফি বাড়িয়ে দিল ক্যাশ। কফিতে চুমুক দিয়ে ফ্যারেল বলল, 'আমাদের দুজনের জন্যে মাংস আর ডিম ভেজে দাও। পরে আসামীদের জন্যে দুই প্লেট নাশতা পাঠিয়ে দিয়ো, ঠিক আছে?'

মাথা দুলিয়ে সম্মতি জানাল ক্যাশ, চুলোর দিকে এগিয়ে গেল, নাশতা তৈরির কাজে হাত দিল।

জন ক্যাশের দিকে তাকাল ফ্যারেল। রেগানের গ্রেপ্তার প্রসঙ্গে কিছুই বলে নি লোকটা। তার অবশ্য দরকারও নেই, ও ঢুকতেই যেভাবে তাকিয়েছে, যথেষ্ট; অপরিচিত কাউকে দেখেছে যেন। এর আগে যখনই দেখা হয়েছে নানারকম রসিকতা করেছে ক্যাশ, কিন্তু আজ পুরোপুরি ভিন্ন চেহারা।

শহরবাসীরা নিজেদের ক্লিফের জায়গায় কল্পনা করে বর্তমান পরিস্থিতি বিচার করতে চাইছে, একই সিদ্ধান্ত নেয়ার কথা ভাবছে ওরা। সমস্যা সেখানেই, একটা কথা ভুলে যাচ্ছে সবাই, দায়িত্ব পালনের সময় কোনও অফিসারের ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথা ভাবা উচিত নয়, তার নিরপেক্ষ থাকা বাঞ্ছনীয়। নিজের কাছে পরিষ্কার থাকার জন্যে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে শুরুতেই দোষী ধরে নিতে পারে না সে।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে সব ভাবনা দূর করে দিতে চাইল ফ্যারেল। জাহান্নামে যাক! লোকে পছন্দ করুক না করুক, দায়িত্ব পালন করতে হবে ওকে। শহরবাসীদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার ইচ্ছে থাকলে গ্রেপ্তারে বাধা দেয়ার অজুহাতে অনেক আগেই হত্যা করতে পারত আসামীকে।

কফি শেষ করে চুলোয় চাপানো কেতলি থেকে আবার কফি ঢেলে নিল ফ্যারেল। জনশূন্য ডাইনিং-রুমে এসে একটা টেবিলে বসল। পকেট হাতড়ে কাগজ তামাক খুঁজল ও,. নেই; রেগান রেখে দিয়েছে ওগুলো। উঠে লবিতে চলে এল ফ্যারেল, ডেস্কের দিকে পা বাড়াল, কেউ নেই ওখানে। ডেস্কের উল্টোদিক থেকে তামাক আর কাগজের প্যাকেট বের করে ডেস্কের ওপর দাম রেখে আবার ডাইনিং রুমে ফিরে এল। চেয়ারে বসে সিগারেট বানিয়ে ঠোঁটে ঝোলাল। কিছুক্ষণ পর দুই ট্রে নাশতা হাতে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল জন ক্যাশ।

নাশতা নিয়ে হোটেল থেকে রাস্তায় নামল ক্লিফ ফ্যারেল। ফিরতি পথ ধরে জেলহাউসে ফিরল। লাথি হাঁকাল জেলের দরজায়। একটু পর দরজা খুলে দিল জেস স্টোন। ক্লিফ ভেতরে ঢুকতেই আবার দরজা আটকে দিল সে। নিঃশব্দে খাওয়ার পাট চুকাল ওরা। আবার সিগারেট বানাল ক্লিফ, তামাক ভরে পাইপ ধরাল স্টোন।

'জাজ কেনেডির কবে আসার কথা, জানো?' জিজ্ঞেস করল ফ্যারেল।

'দু'সপ্তাহ্ পর।'

ইশ্, এই মুহূর্তে জাজকে যদি পাওয়া যেত, ভাবল ক্লিফ, ঝটপট রেগানের বিচারের ব্যবস্থা করে ফেলত ও। কিন্তু সেটা যখন সম্ভব নয়, জাজ দুদিন কি দুসপ্তাহ পরে আসুক, ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। জাজ আসার আগে দু'টো ব্যাপার ঘটতে পারে: শহরের উত্তেজনা স্তিমিত হয়ে আসবে; অথবা আরও অবনতি ঘটবে পরিস্থিতির। আগামী আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্য কিছু একটা পরিণতি হয়ে যাবে।

'বাইরে কোনও কাজ আছে তোমার?' স্টোনকে জিজ্ঞেস করল ফ্যারেল।

মাথা নাড়ল স্টোন। 'না, কেন?'

'সোনিকে দেখে আসব ভাবছিলাম।'

বিস্মিত দৃষ্টিতে ক্লিফের দিকে তাকাল স্টোন, পরমুহূর্তে দৃষ্টি সরিয়ে নিল। 'বেশ তো, যাও।'

আবার রাস্তায় নামল ফ্যারেল। দু'তিনজন লোককে দেখা যাচ্ছে, বিতৃষ্ণ নয়নে তাকাল তারা ওর দিকে। হনহন করে সোনিয়াদের বাড়ির দিকে এগোল ও।

আজ মারাত্মক কিছু ঘটার আশঙ্কা নেই, তবু জেলখানার আশপাশে থাকবে স্থির করল ফ্যারেল। শহরবাসীরা কালরাতের মতো উত্তেজিত হয়ে পড়লে একা সামলাতে পারবে না স্টোন, হার স্বীকার করে বসবে।

আজ সারাদিন জটলা বেঁধে ক্লিফকে গালমন্দ করবে ওরা। কিন্তু রাতের কথা ভিন্ন, রাতে মদ খেয়ে মাতাল হয়ে যাবে ওরা···তারপর···

সোনিয়াদের গেটের সামনে মুহূর্তের জন্যেই ইতস্তত করল ফ্যারেল। সোনিকে আবার দেখতে চায় ও, কাছে পেতে চায়, দেখতে চায় ওর দুচোখের ভয় আর শঙ্কা মুছেছে কিনা···অথচ ভেতরে ঢুকতে সংকোচ হচ্ছে। অপমানিত হওয়ার আশঙ্কায় সোনির মা বাবার সামনে যাবার সাহস পাচ্ছে না। সোনি

নিজেই দুর্ব্যবহার করবে কি না কে জানে?

অবশেষে ভেতরে ঢুকল ও, হাঁটতে হাঁটতে দরজার সামনে দাঁড়াল। কড়া নাড়ার জন্যে হাত তুলল, সঙ্গে সঙ্গে খুলে গেল দরজাটা।

সোনির মায়ের মুখোমুখি হলো ক্লিফ। বিবর্ণ, ফ্যাকাসে চেহারা মহিলার, ঠোঁটজোড়া পরস্পর চেপে রেখেছে, ঘৃণা ঝরছে দু'চোখে। প্রায় চাপা কণ্ঠে হিসহিস করে কথা বলে উঠল সে। 'দূর হও! আর কক্ষনো এসো না এদিকে! সোনির সঙ্গে তোমার দেখা হবে না! উফ্, তোমার চেহারা দেখতে ইচ্ছে করছে না!'

'তুমি চাও না আমি ওর সঙ্গে দেখা করি?' জানতে চাইল ক্লিফ ফ্যারেল।

'যে লোক আপনজনকে আগলে রাখতে পারে না তার সঙ্গে কিসের সম্পর্ক! তোমার মতো কাপুরুষের সঙ্গে সোনির সম্পর্ক থাকতে পারে না চাবুক হাতে তাড়া করার আগেই দয়া করে বিদেয় হও!'

কাঁধ ঝাঁকাল ফ্যারেল। জোর করে ভেতরে ঢোকা সম্ভব নয়, সেক্ষেত্রে সোনিয়ার মাকে আক্রমণ করতে হবে। ঘুরে আবার গেটের দিকে এগোল ও, রাস্তায় ওঠার আগে থেমে ঘাড় ফিরিয়ে দোতলায় সোনির ঘরের দিকে তাকাল। একটু দুলে উঠল না পর্দাটা? না চোখের ভুল?

মায়ের মতো সোনিও কি ঘৃণা করে ওকে? অসম্ভব নয়। ও তো রেগানকে হত্যা করতে বলেছিল, ওর মনের অবস্থা এখনও আগের মতোই আছে হয়তো, অদূর ভবিষ্যতে বদলানোর সম্ভাবনা ক্ষীণ।

হাঁটতে হাঁটতে আবার জেলে ফিরল ফ্যারেল। হতাশায় ঝুলে পড়েছে কাঁধ, নিস্তেজ মনে হচ্ছে। বিবেকের কাছে নির্দোষ থাকার আদৌ প্রয়োজন আছে? এতই কি গুরুত্বপূর্ণ সেটা? বিচারে দোষী সাব্যস্ত হলেও বুকে হাত দিয়ে কেউ বলতে পারবে, রেগানই অপরাধী? মাথা নাড়ল ক্লিফ। গ্রে বাট-এর কোনও অবস্থায় নিরপেক্ষ বিচার আশা করতে পারে না রেগান…কেন না ঘটনার সঙ্গে সোনি জড়িত।

দোষী বা নির্দোষ যাই হোক, ফাঁসিতেই মরতে হবে রেগানকে, তাকে ফিরিয়ে এনে কী লাভ হলো তাহলে? মরতে ওকে হবেই, ফাঁসিতে ঝোলার চেয়ে গুলি খেয়ে মরা ভালো নয়?

হঠাৎ ঘুরে জ্যাকব ফ্যারেলের বাড়ির পথ ধরল ফ্যারেল, মোড়ে একবার থামল, তারপর আবার এগোল। এখনও তেমন বেলা হয় নি, কিন্তু বাবাকে জাগা অবস্থায় পাওয়া যাবে, জানে ও।

নিজের ওপর বিরক্ত ক্লিফ, সমস্যায় পড়লে আগেও বাবার কাছে গেছে, কিন্তু এরকম হয় নি। বাবার পরামর্শ সব সময় কাজে লাগে, তা নয়; প্রায়শ তাকে সমস্যাটা বোঝানোই কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। তবু ও বাবার কাছে যায়, আশা থাকে, হয়তো বাবা সমস্যার গুরুত্ব বুঝতে পারবে।

কারও কাছে পরামর্শ চেয়ে কখনও সন্তুষ্ট হওয়া যায় না। পছন্দসই জবাব বড়ই দুর্লভ। মলিন হাসি ফুটে উঠল ক্লিফের ঠোঁটে। আজ বাবার কাছে

পরামর্শের জন্যে যাচ্ছে না ও, কী করবে স্থির করে ফেলেছে, বাবার অনুমোদন প্রয়োজন।

জ্যাকব ফ্যারেলের জীর্ণ শ্যাকের চিমনি থেকে ক্ষীণ রেখায় ধোঁয়া উঠছে। আগাছা আর বুনো ঝোপের মাঝ দিয়ে এগোল ক্লিফ। দরজা খোলা ছিল। 'বাবা?' ডাকল ও।

'এসো।'

ঘরে ঢুকল ক্লিফ। যথারীতি অগোছাল অবস্থা রান্নাঘরের, অবাক হলো না ও। কাবার্ড থেকে কাপ বের করে চুলোয় চাপানো কেতলি থেকে কফি ঢালল।

টেবিলে নাশতা সারছিল জ্যাকব ফ্যারেল, তার সামনে একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ল। 'সোনিয়ার মা আজ দরজা থেকে আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে,' বলল ও।

কিছু বলল না প্রাক্তন শেরিফ।

চোখ তুলে বাবার দিকে তাকাল ক্লিফ, 'আমি কি ভুল করেছি, বাবা?' জিজ্ঞেস করল।

খাবার প্লেট থেকে চোখ সরাল না জ্যাকব ফ্যারেল। কিন্তু ক্লিফ লক্ষ্য করল, মৃদু কাঁপছে তার দু'হাত। 'বাবা?' আবার ডাকল ও।

মুখ তুলে তাকাল জ্যাকব ফ্যারেল, বোঝা যাচ্ছে, মনের সঙ্গে লড়াই করছে। অবশেষে মুখ খুলল সে। 'যে যাই বলুক, আমার মতে ঠিক পথেই আছ তুমি। তবে, সাবধান, সামনে বিপদ অপেক্ষা করছে তোমার জন্যে।'

'জানি।'

'স্টোনের ওপর ভরসা করো না। বেগতিক দেখলে কেটে পড়বে সে।'

সামনে ঝুঁকে পড়ল ক্লিফ। 'মানে?'

কাঁধ ঝাঁকাল জ্যাকব ফ্যারেল। 'ওকে ভালো করে চিনি আমি। সাবধানী লোক। দেখেছ তো, প্যাসি ছাড়া কখনও কোথাও যায় না, পরিস্থিতি যাতে আয়ত্তের বাইরে না যায় সেদিকে কড়া নজর রাখে। কিন্তু এবার ওর হিশেবে ভুল হতে যাচ্ছে। যত চেষ্টাই করুক সে, পরিস্থিতি আরও খারাপের দিকে যাবে, লক্ষণ ভালো নয়।'

'কত খারাপ, বাবা? ওরা জেল ভাঙার চেষ্টা করবে?'

মাথা ঝাঁকাল জ্যাকব। 'অবশ্যই।'

দীর্ঘ সময় নীরব রইল ক্লিফ ফ্যারেল। তারপর চোখ ছোট করে বাবার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করল, 'রেগানের মতো একটা বেজন্মাকে বাঁচাতে তুমি মানুষ হত্যা করতে, বাবা?'

এবার নীরব থাকার পালা জ্যাকবের। অনেকক্ষণ পর নরম কণ্ঠে জবাব দিল সে। 'আগে হলে হয়তো করতাম। এখনকার কথা জানি না। কী করা উচিত সেটা জানতে চাও তুমি, তাই না? কী করবে তোমাকেই স্থির করতে হবে, তবে একটা কথা মনে রেখো, আসামীকে লিঞ্চ মবের হাতে তুলে দিলে কি নিজের পায়ে কুড়োল মারলে! এর চেয়ে মারাত্মক ভুল আর হতে পারে না। সব উত্তেজনা স্তিমিত হয়ে আসার পর, পরিণামে তোমাকেই দুষবে সবাই,

নিজেদের দোষ স্বীকার করবে না।'

মাথা ঝাঁকাল ক্লিফ, চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। 'তোমার কথায় সাহস পেলাম, বাবা।'

একটু যেন আড়ষ্ট হয়ে গেল জ্যাকব ফ্যারেল। উজ্জ্বল হয়ে উঠল দুচোখের দৃষ্টি। উঠে দাঁড়াতে গিয়েও বসে পড়ল, ফিসফিস করে বলল, 'দরকার হলে ডেকো।'

'আচ্ছা।' বাবা ওকে সরাসরি সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, অপ্রত্যাশিত ঘটনা। তবে এই আশ্বাসের ওপর নির্ভর করে লাভ নেই। এখন প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে একটু পরেই হয়তো বেমালুম ভুলে যাবে। তবে যে কথা শুনতে বাবার কাছে আসা, শুনেছ; এবার নির্দ্বিধায়, নিঃসংকোচে এগোনো যায়।

নয়

জেলে ফিরল ক্লিফ ফ্যারেল। সময় গড়িয়ে চলল মন্থর গতিতে। দুপুর হলো। বিশ্রাম নিতে বেরিয়ে গেল শেরিফ জেস স্টোন। বাইরে কড়া রোদ, জেলের ভেতর একাকী ঘামছে ফ্যারেল।

ডেস্কে পা তুলে দিয়ে শেরিফের চেয়ারে বসে রয়েছে ও, ভারি হয়ে আসছে চোখের পাতা। কীভাবে যেন একটা মাছি ঢুকে পড়েছে ঘরে, খুব জ্বালাতন করছে, তন্দ্রা টুটে যাচ্ছে বারবার।

কিছুক্ষণ পর পর চেঁচিয়ে এটা ওটা চাইছে ল্যুক রেগান। না শোনার ভান করছে ক্লিফ।

গ্রে বাট এখন শান্ত, কিন্তু ফ্যারেল জানে, এই শান্তি বিপদের পূর্বাভাস মাত্র। চেয়ার ছেড়ে জানালার দিকে এগিয়ে গেল ও, বাইরে তাকাল। স্যালুন দুটোর সামনে স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি লোকের আনাগোনা, এছাড়া পথঘাট মোটামুটি অন্যান্য দিনের মতো। তবু মনে হচ্ছে কোথাও একটা অস্বাভাবিকতা রয়েছে…জেলের সামনে দিয়ে যাবার সময় বাঁকা চোখে এদিকে চাইছে সবাই…ক্রমশ খেপে উঠেছে ওরা…দিনের আলোয় অবশ্য অঘটন ঘটার আশঙ্কা নেই, রাতের অপেক্ষায় থাকবে জনতা…আঁধারে পরিচয় গোপন করা সহজ।

ঘুরে গানর্যাকের সামনে এসে দাঁড়াল ক্লিফ। একটা ডাবল ব্যারেল্ড শটগান বের করল, কাল রাতে এটা দিয়েই দরজা ফুটো করেছে। আজও প্রয়োজন হতে পারে।

শটগান ভয় পায় না এমন লোক বিরল। স্বল্প দূরত্বে এটার ক্ষমতা ভয়ঙ্কর, সবচেয়ে বড় কথা শটগানের গুলি সাধারণত ফস্কায় না।

কিন্তু আসামীর প্রাণ রক্ষা করার জন্যে ও কি পারবে শহরবাসীর ওপর গুলি চালাতে?—সময়েই এ-প্রশ্নের জবাব মিলবে। কিন্তু সঠিক সময় চিনে নিতে

আবার ভুল হয়ে যাবে না তো?

গ্রে বাট-এর পেছনে পশ্চিমে ডুব দিল সূর্য। অন্ধকারের সাথে ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা নেমে এল শহরের বুকে। বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে ফিরে এল স্টোন। দরজা খুলে দিল ক্লিফ ভেতরে ঢুকে ঠেলে কপালের ওপর থেকে টুপি পেছনে সরিয়ে শার্টের হাতায় মুখের ঘাম মুছে শেরিফ বলল, 'তুমি খেয়ে এসো গে, যাও।'

'আচ্ছা। শিগগিরই ফিরে আসব।'

'তাড়াহুড়োর কিছু নেই। বিপদের কোনও আশঙ্কা নেই এই মুহূর্তে।'

তীক্ষ্ণ চোখে শেরিফকে জরিফ করল ক্লিফ। স্বাভাবিক চেহারা, উত্তেজনার লেশমাত্র নেই। জেল থেকে বাইরে এসে দরজা ভিড়িয়ে দিল ফ্যারেল। ভেতর থেকে হুড়কো লাগানোর আওয়াজ পাওয়া গেল না।

একটু ইতস্তত করল ক্লিফ, তারপর পা বাড়াল সামনে। চিন্তা নেই, হুড়কো লাগাতে স্টোনের ভুল হবে না।

এতক্ষণ জেলের ভেতর গুমোট পরিবেশে থাকার পর বাইরে আসায় বেশ ভালো লাগছে। শীতল হাওয়ার ছোঁয়া লাগছে গায়ে, হাঁটতে হাঁটতে হোটেলের দিকে এগোল ফ্যারেল

হোটেলে পৌঁছে জন ক্যাশকে সাপারের ফরমাশ দিয়ে জানালার কাছে একটা টেবিল বেছে নিয়ে বসল ও, তাকাল বাইরে। চারদিক থমথমে। এই মুহূর্তে দুই স্যালুনের সামনে মহা হট্টগোল হওয়ার কথা, বেহেড মাতাল হয়ে জেলের সামনে লোকে ভিড় করলেই স্বাভাবিক দেখাত।

অস্বস্তিকর একটা অনুভূতি ছেঁকে ধরল ক্লিফকে।

ট্রে-তে করে খাবার নিয়ে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল জুলি ক্যাশ। ক্লিফের ভাবনায় ছেদ পড়ল। বাঁকা চোখে ওর দিকে তাকাল জুলি, ভাবটা: *এ-শহরে মেয়েরা বোধহয় আর নিরাপদে থাকতে পারবে না।* খাবার রেখে চলে গেল জুলি। করুণ হাসি হাসল ফ্যারেল। ঠাণ্ডা মাথায় ভাবলে একথা বুঝতে কারও কষ্ট হবার কথা নয়, গ্রেপ্তারের পর বিচারে দোষী সাব্যস্ত আসামীকে ফাঁসি দেয়াই ন্যায়সঙ্গত, তাকে লিঞ্চিং মবের হাতে তুলে দেয়া নয়। কিন্তু বর্তমান মুহূর্তে এই সহজ সত্যটা স্বীকার করবে না কেউ।

জানালা দিয়ে আবার বাইরে তাকাল ফ্যারেল। ক্রমশ গাঢ় হয়ে আসছে অন্ধকার।

খাবার শেষ করে কফির কাপ তুলে নিল ও। দ্রুত কফি শেষ করে ঝট করে উঠে দাঁড়াল, টেবিলের ওপর একটা মুদ্রা রেখে ত্বরিৎ পদক্ষেপে হোটেল থেকে বেরিয়ে এল। প্রয়োজনে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বাবা...জ্যাকব ফ্যারেল শহরবাসীদের আদর্শ; আপোসহীন নিষ্ঠুর আইনের প্রতীক।

গত কয়েক বছর ধরে হতাশার সীমাহীন সাগরে ডুবে থাকলেও, এখনও সবার মনে আছে স্পষ্ট, জেল ডাণ্ডার বিরুদ্ধে অতীতে এই লোক প্রচণ্ড প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল।

কেন যেন ক্লিফের মনে হচ্ছে, স্টোনের একার পক্ষে এখন আর পরিস্থিতি সামাল দেয়া সম্ভব হবে না। তাছাড়া ওর চালচলনও সুবিধের ঠেকছে না, অচিরেই হয়তো রণেভঙ্গ দেবে সে। কিন্তু তিনজন একাট্টা হতে পারলে…বাবা সাহায্য করলে…হয়তো… জেলখানার ওপর হামলা এলে ঠেকাতে পারবে ওরা।

হনহন করে প্রাক্তন শেরিফের বাড়ির দিকে এগোল ক্লিফ। কী ভেবে পেছনে তাকাল কয়েকবার। কেউ নেই কোথাও। খামোকা উত্তেজিত হচ্ছে, ভাবল ও।

বাবার বাড়ি থেকে আধ ব্লক দূরে পৌঁছুতেই আচমকা রাস্তার দুপাশ থেকে তিনজন লোক সামনে এসে দাঁড়াল। বুকটা ধক করে উঠল ফ্যারেলের ঘাড় ফিরিয়ে পেছনে তাকাল ধীর কদমে এগিয়ে আসছে আরও চারজন।

হঠাৎ বুঝতে পারল ক্লিফ, ওর আশঙ্কা অমূলক ছিল না। জেলের বাইরে পা রাখার পর থেকেই ওর ওপর নজর রাখা হয়েছে। এদিকে না এলে হোটেল আর জেলহাউসের মাঝামাঝি কোথাও আক্রমণের মুখে পড়তে হত।

ওর জন্যেই শহরবাসীরা এখন ল্যাক রেগানকে ছিনিয়ে নিতে পারে নি। সুতরাং ওকে অক্ষম করে দেয়া গেলে রেগানকে জেল থেকে বের করে নেয়া পানির মতো সহজ হয়ে যাবে।

ঘাড় ফিরিয়ে আবার পেছনে দেখল ফ্যারেল। ইচ্ছে করলে দৌড়ে পালাতে পারে ও। জেল পর্যন্ত সবগুলো গলিপথ, সন্দেহ নেই, পাহারা দেয়ার ব্যবস্থা করেছে ওরা; তবু ঝেড়ে দৌড় লাগালে পৌঁছুনো কঠিন হবে না।

কিন্তু পালাবে না ও। পালালে, এখনও যা আছে, সেই কর্তৃত্বটুকুও হারাতে হবে।

চট করে ফুটপাথ-এ উঠে পড়ল ক্লিফ, দৃঢ় পদক্ষেপে সামনে এগোল। ওর দেখাদেখি সামনের তিনজনও ফুটপাথ-এ উঠল।

ঝড়ের গতিতে চিন্তা চলছে ক্লিফের মাথায়। এ মুহূর্তে বাবার সাহায্য আশা করা বৃথা, গলা ফাটিয়ে চিৎকার করলেও বাবা শুনবে না। পিস্তল বের করে ফাঁকা গুলি করা যেতে পারে, সেটাকেও মাতাল কাউহ্যান্ডের কাণ্ড বলে উড়িয়ে দেয়ার সম্ভাবনা রয়েছে পুরোপুরি।

স্টোনের কাছ থেকেও সাহায্য মিলবে না। জেলে পাহারা দিচ্ছে সে, শত কোলাহলেও বেরোবে না। তাহলে সঙ্গে সঙ্গে রেগানকে হারাতে হবে।

কোমরে পিস্তল আছে, খাপমুক্ত করে এদের ভয় দেখানোর চেষ্টা করা যায়। কিন্তু গুলি ছোঁড়া ওর পক্ষে সম্ভব হবে না; এবং এরা সেটা ভালো করেই জানে। আত্মরক্ষার তাগিদ ছাড়া মানুষ খুন করতে পারবে না ও।

এখন গজ পঞ্চাশেক দূরে আছে সামনের তিনজন। পেছনের চারজনও এগিয়ে আসছে দ্রুত।

থামল না ক্লিফ ফ্যারেল। দৃপ্ত পদক্ষেপে এগিয়ে চলল। এখন থামলে দুর্বলতা প্রকাশ পাবে, মারাত্মক ক্ষতি হয়ে যাবে তাহলে। দিগুণ উৎসাহে ছুটে

আসবে ওরা। সুতরাং এমন কিছু করা যাবে না যাতে মনে হয় ও ভয় পেয়েছে।

আরও কমে এল মাঝের দূরত্ব।

তিরিশ ফুট…

পঁচিশ ফুট…

এগিয়ে চলল ক্লিফ, স্থির দৃষ্টিতে সামনে তাকিয়ে আছে।

সামনের একজন হঠাৎ নড়ে উঠল, পথ ছেড়ে দিচ্ছে বলে মনে হলো। কিন্তু সরল না ওরা।

পেছনে সমবেত ছুটন্ত পায়ের শব্দ, আসছে ওরা…

'শালাকে মার!' চিৎকার করে উঠল কে যেন, 'শুইয়ে দাও! তারপর বদমাশটাকে জেল থেকে বের করে ঝোলাও!'

আর পাঁচ ফুট…পাঁচশো গজ হলেই কী! প্রাচীরের মতো পথ আগলে রেখেছে সামনের তিনজন।

সোজা গিয়ে ওদের ওপর পড়ল ক্লিফ ফ্যারেল। সঙ্গে সঙ্গে পেছন থেকে ধাক্কা মারল একজন।

তাল হারিয়ে হুড়মুড় করে মাটিতে পড়ল ক্লিফ, পড়তে পড়তে পিস্তল বের করে আনল হোলস্টার থেকে। ফুটপাথ-এ শায়িত অবস্থাতে আক্রমণকারীর মাথায় পিস্তল তাক করল।

ঘাবড়ে গিয়ে ওকে ছেড়ে দিল লোকটা। কিন্তু ওঠার সুযোগ পেল না ক্লিফ। বৃষ্টির মতো কিল, চড় আর লাথি পড়তে শুরু করেছে। যন্ত্রণায় কুঁকড়ে গেল। বুটের প্রচণ্ড আঘাতে মট করে পাঁজরের হাড় ভাঙার শব্দ হলো।

সবচেয়ে কাছের লোকটার পা আঁকড়ে ধরল ক্লিফ, শরীরের সমস্ত শক্তি এক করে হ্যাঁচকা টান মারল। কাটা কলাগাছের মতো মুখ থুবড়ে পড়ল লোকটা। প্রাণপণ চেষ্টায় এই সুযোগে হাঁটু গেড়ে বসল ক্লিফ।

ডান হাতের কব্জিতে রিভলবারের ব্যারেলের বাড়ি লাগাল কেউ একজন। মুহূর্তে অসাড় হয়ে গেল হাতটা। খসে পড়ল হাতের পিস্তল। লাথি মেরে ওটা দূরে সরিয়ে দিল আরেকজন।

নিরস্ত্র ক্লিফ ফ্যারেল, অসহায়। সাতজনের বিরুদ্ধে একা। তবু হার মানবে না ও, প্রাণ গেলেও না।

আচমকা সামনে ঝাঁপ দিল ও। সংঘর্ষ হলো প্রতিপক্ষের একজনের সঙ্গে। একসঙ্গে আছাড় খেলো ওরা। পরক্ষণে আরও একজনকে ধরাশায়ী করল, কনুইয়ের আঘাত হানল তার কণ্ঠনালীতে। হাঁ হয়ে গেল লোকটার মুখ, বাতাসের জন্যে হাঁসফাঁস শুরু করে দিল।

একলাফে ফাঁকায় বেরিয়ে এল ফ্যারেল, পড়তে পড়তে কোনওমতে সামলে নিল নিজেকে; তারপরই চরকির মতো ঘুরে মুখোমুখি হলো জনতার।

এখনও কেটে পড়া যায়। আর হয়তো বাধা দেবে না। প্রতিপক্ষের একজন জ্ঞান হারিয়েছে; জবাই করা মুরগীর মতো তড়পাচ্ছে আরেকজন, দুহাতে গলা চেপে ধরেছে, যন্ত্রণায় কুঁকড়ে যাচ্ছে প্রতিক্ষণে। খানিক দূরে সরে

দাঁড়িয়েছে অন্য একজন, চেহারা বলছে চোট পেয়েছে সে।

হাঁপাচ্ছে ক্লিফ, হাপরের মতো অনবরত ওঠানামা করছে বুক। না, পালাবে না ও, শেষ দেখে ছাড়বে।

চারদিক থেকে ক্লিফের দিকে এগোতে শুরু করল অবশিষ্ট চারজন, সতর্ক ভঙ্গি। পিছোতে লাগল ফ্যারেল। বারবার পেছনে তাকাচ্ছে। দেখছে কোনও দেয়াল আছে কিনা···

এগোচ্ছে চারজন, পিছিয়ে আসছে ক্লিফ। ওকে দিশেহারা করে দিতে চায় ওরা। ক্ষোভ হচ্ছে ক্লিফের। এরা ওর চেনা মানুষ, এই শহরেরই লোক···অথচ শত্রুর মতো আচরণ করছে!

'শোনো!' চাপা কণ্ঠে ফুঁসে উঠল ফ্যারেল, 'আমি বলছি সবাই ফিরে যাও! রেগানকে ঝোলাতে চাইছ, কিন্তু জানো তারপর তোমাদের অবস্থা কী হবে? দু-তিনদিন পর যখন রাগ কমে যাবে তখন বিবেককে বোঝাবে কী করে?'

দ্বিধান্বিত হয়ে পড়ল লোকগুলো। সুযোগটা হাতছাড়া করল না ক্লিফ, ছুটে গিয়ে একটা দালানের দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল।

'তুমি একটা হারামজাদা, ফ্যারেল!' ক্রুদ্ধ কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল একজন। 'সোনি আমার বউ হলে···!'

ঘৃণায় কেঁপে উঠল ক্লিফের শরীর। বুঝতে পারছে যুক্তি-জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে এরা। এখন এদের বোঝানোর চেষ্টা করে লাভ নেই। 'আর দেরি কেন?' পাল্টা জবাব দিল ও, 'এসো যা করার করো!'

অদ্ভুত এক উন্মাদনা জেগেছে জনতার মাঝে···চেনা মানুষগুলো একেবারে বদলে গেছে! বিশ্বাস হতে চায় না। গলা পর্যন্ত মদ গিলে বেসামাল হয়ে গেছে, কিন্তু ওদের উন্মত্ততার কারণ মদ নয়, অন্ধ আক্রোশে জ্বলছে ওরা, খুনের নেশায় মেতেছে, তার ছাপই পড়েছে চেহারায়।

ধীর অথচ অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে আসছে চারজন। আর কয়েক ফুট। হঠাৎ ছুটে এসে ডান হাতে ক্লিফের দিকে ঘুসি ছুঁড়ল একজন, তারপর হাঁটু চালাল তলপেট লক্ষ্য করে। সাথে সাথে তার চোয়াল বরাবর সজোরে পাল্টা ঘুসি ঝাড়ল ক্লিফ। 'থপ' করে শব্দ হলো। পরক্ষণে পেটে ঘুসি খেয়ে উবু হয়ে গেল লোকটা, লুটিয়ে পড়ল।

এবার অন্য তিনজন ঝাঁপিয়ে পড়ল ক্লিফের ওপর। ওদের পায়ের নীচে পড়ে চিঁড়ে চ্যাপটা হলো ধরাশায়ী লোকটা।

যা ভেবেছিল ক্লিফ, সংক্ষেপেই চুকে গেল ব্যাপারটা। ওর প্রতিটি ঘুসি লক্ষ্য ভেদ করলেও সামান্যতম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিতে ব্যর্থ হলো; কিন্তু প্রতিপক্ষ আঘাতে আঘাতে চেহারা পাল্টে দিল ওর। অসহনীয় যন্ত্রণায় কুঁকড়ে গেল ও; নির্দয় প্রহারে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

এভাবে মার খেলে আর উঠতে হবে না, ভাবল ফ্যারেল।

বারান্দার পাটাতন থেকে এক টুকরো কাঠ ভেঙে নিল একজন। এলোপাতাড়ি মারতে শুরু করল ওকে।

জীবনে এই প্রথম অদম্য ক্রোধ মাথাচাড়া দিয়ে উঠল ক্লিফের। বুকে হেঁটে

সরে যেতে চাইল ও, ওঠার চেষ্টা করল। মরার আগেই মরবে না পাল্টা আঘাত হানবে।

কিন্তু কঠিন আর বেপরোয়া হলেও এক সময় সহ্যের শেষ সীমা ছাড়িয়ে গেল ফ্যারেলের। চোখের সামনে নিকষ কালো পর্দা নেমে এলো। ধূলিধূসর রাস্তায় পড়ে রইল ওর জ্ঞানহীন দেহ।

অবশেষে মার থামাল লোকগুলো ঘোলাটে চোখে পরস্পরের দিকে তাকাল, তারপর ঘুরে ক্লান্ত দেহে হাঁটতে শুরু করল। উদ্দেশ্য সফল হয়েছে. এখন আর ওদের বাধা দিতে পারবে না ফ্যারেল—ধীরে সুস্থে রেগানকে লটকে দেয়া যাবে।

নিসঙ্গ অচেতন ফ্যারেল পড়ে রইল।

অন্ধকার আরও গাঢ় হলো।

প্রচণ্ড ঝাঁকুনিতে জ্ঞান ফিরল ক্লিফের। যেন জাগানোর চেষ্টা করছে ওকে। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করছে। লোকটাকে চেনার চেষ্টা করল ও। কে? অবশেষে চিনতে পারল।

জ্যাকব ফ্যারেল, ওর বাবা। প্রয়োজনের মুহূর্তে ঠিক এগিয়ে এসেছে। চারদিকে রাতের অন্ধকার, তবু বাবাকে চিনতে পারছে ও।

'শুয়োরের বাচ্চারা!' ক্ষোভের সঙ্গে বলল প্রাক্তন শেরিফ, 'সব কটাকে ধরে ফাঁসি দেওয়া উচিত! দেখি, ক্লিফ আমার ওপর ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াও। ঘরে চলো, হাত মুখ ধোও; তারপর একসঙ্গে জেলে ফিরব আমরা, শহরের লোকেরা কী করতে পারে দেখব!'

বাবার সাহায্যে উঠে দাঁড়াল ফ্যারেল। সারা শরীরে অসহ্য ব্যথা, হাঁপাচ্ছে, জ্যাকব ফ্যারেলের কাঁধে ভর দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এগোল। গজ পঞ্চাশেক এগিয়ে থমকে দাঁড়াল। 'আমার পিস্তল ফেলে এসেছি।'

'ঠিক আছে, নিয়ে আসছি।' পিস্তল আনতে ফিরে গেল জ্যাকব ফ্যারেল কোনওমতে দাঁড়িয়ে রইল ক্লিফ একটু পরেই ফিরল জ্যাকব। মন্থর গতিতে আবার এগোল ওরা।

ঘরে ঢুকেই একটা চেয়ারে এলিয়ে পড়ল ক্লিফ আলমারি থেকে হুইস্কির বোতল বের করে এগিয়ে দিল বুড়ো ফ্যারেল। 'খানিকটা গলায় ঢালো, ভালো লাগবে!'

বিনা আপত্তিতে নির্দেশ পালন করল ক্লিফ। জ্বলতে জ্বলতে গলা বেয়ে নীচে নেমে গেল তরল আগুন। মুহূর্তে চাঙা বোধ করল ও। বোতলের হুইস্কি দিয়ে এক টুকরো কাপড় ভিজিয়ে ক্লিফের মুখ মুছে দিল জ্যাকব।

ক্ষতস্থানে হুইস্কি লাগতেই জ্বলে উঠল, তবে কিছুটা কমল যন্ত্রণা।

মুখ মোছা শেষ করে জ্যাকব ফ্যারেল জানতে চাইল, 'হাড়টাড় ভাঙেনি তো?'

'পাঁজরের একটা হাড় বোধহয় ভেঙেছে। যাকগে, ও নিয়ে পরে ভাবা যাবে। এখন জলদি চলো জেলে ফিরি সময় বয়ে যাচ্ছে!'

উঠে দাঁড়াল ক্লিফ। দুলে উঠল পৃথিবী। তারপর ধীরে ধীরে দৃষ্টি স্বচ্ছ হয়ে এল। অসংলগ্ন পা ফেলে দরজার দিকে এগোল ও, ওকে অনুসরণ করল জ্যাকব। 'এখনও যদি রেগানকে কেড়ে না নিয়ে থাকে,' বলল সে, 'আর পারবে না!'

দশ

প্রতি পদক্ষেপে প্রাণ বেরিয়ে যেতে চাইছে ক্লিফের, দেহের প্রতি ইঞ্চিতে চোট পেয়েছে, অসাড় হয়ে গেছে পেশীগুলো, তারপরও ব্যথা লাগছে। নিঃশ্বাস ফেলার সময় পাঁজরে ভাঙা হাড়ের খোঁচা লাগছে।

জ্যাকব ফ্যারেলের রাস্তা বরাবর এগোল ওরা। আক্রান্ত হওয়ার জায়গাটা পেরোনোর সময় রাগে কেঁপে উঠল ক্লিফ। বাবার উদ্দেশে বলল, 'আচ্ছা বাবা, শহরের লোকজন হঠাৎ এমন শুরু করল কেন?'

'কাঁধে শয়তান চেপেছে,' বলল জ্যাকব ফ্যারেল।

'জনতার এমন জঙ্গী চেহারা আগে দেখেছ?'

'হ্যাঁ।'

'কোথায়, এখানে?'

'না, মেক্সিকোয়।'

'কী ঘটেছিল?'

'যা হয়,' তিক্ত শোনাল জ্যাকব ফ্যারেলের কণ্ঠস্বর, 'একটা মেয়েকে হত্যার অভিযোগে শহরের লোকজন মিলে এক লোককে ফ্ল্যাগ পোলের সঙ্গে ঝুলিয়ে দিয়েছিল।' কাঁধ ঝাঁকাল জ্যাকব ফ্যারেল। 'লোকটা সত্যিই অপরাধী কিনা তা আর জানা যায় নি। জানার চেষ্টাও করে নি কেউ। "আমি নির্দোষ! আমি নির্দোষ!" বলতে বলতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিল লোকটা।'

'ওকে যারা ফাঁসি দিয়েছিল তাদের কিছু হয় নি?'

'শাস্তি পেয়েছে কিনা? না, কারোই সাজা হয় নি, কিন্তু অনুশোচনায় জ্বলে মরেছে সবাই। পর পর তিনদিন খুঁটির সঙ্গে ঝুলেছিল বেচারার লাশ, কারো নামানোর সাহস হয় নি।'

জেলহাউসের দিক থেকে চিৎকার ভেসে এল, অস্পষ্ট।

'জলদি চলো!' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল ক্লিফ। একটানে হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করল ও, ধুলো ঝাড়ল, ফুঁ দিয়ে ব্যারেল পরিষ্কার করল।

'ভেবেছে,' আবার বলল ক্লিফ, 'আমাকে পথ থেকে সরানো গেছে! ওরা ভালো করে জানে, ওদের ঠেকানোর মুরোদ স্টোনের নেই।'

তীব্র ব্যথা উপেক্ষা করে দ্রুত এগোল ক্লিফ, তাল মিলিয়ে চলার গতি বাড়াল জ্যাকব ফ্যারেল।

'দেরি হয়ে গেল কিনা কে জানে!' বলল ক্লিফ।

'প্রয়োজনে ওদের ওপর গুলি চালাতে পারবে?' জানতে চাইল বুড়ো ফ্যারেল।

ক্লিফ বুঝতে পারছে, বাবা ওর দিকে তাকিয়ে আছে। 'একশো বার!' তিক্ত কণ্ঠে জবাব দিল ও। 'এক ঘণ্টা আগে হয়তো পারতাম না, কিন্তু এখন পারব।'

'মার খেয়েছ বলে?'

মাথা নাড়ল ক্লিফ। চিন্তিত কণ্ঠে বলল, 'সে জন্যে নয়। আমাকে মারার সময় ওদের চেহারা দেখেছি, সিদ্ধান্ত বদলাতে বাধ্য হয়েছে তাই।'

মোড় ঘুরে রাস্তায় উঠল জন। জনতাকে দেখা যাচ্ছে এখন জেলহাউসের সামনে এক থোকা জমাট অন্ধকার, মৃত জানোয়ারের লাশের ওপর জেঁকে বসেছে যেন সহস্র কীট। কয়েকজনের হাতে হারিকেন আছে। দূরত্ব কমে আসার সঙ্গে সঙ্গে ভীতিকর হয়ে উঠছে জনতার চিৎকার। 'অ্যাই, স্টোন! দরজা খোলো, হারামজাদা! ডেপুটি ব্যাটাকে তক্তা বানিয়ে দিয়েছি! একা কী করবে তুমি! ভেঙে চুরমার করার আগে জলদি দরজা খোলো!'

সাড়া নেই স্টোনের। জেলের ভেতর অন্ধকার। কল্পনার চোখে দেখছে ক্লিফ, অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দরজা খুলবে কিনা ভেবে দ্বিধায় ভুগছে স্টোন। সেলে আটক আসামী দুজনের চেহারাও আন্দাজ করতে পারছে, ওদের চার চোখে এখন মৃত্যুর ছায়া।

বিষণ্ন হাসি দেখা দিল ক্লিফের ঠোঁটে। রেগানের চেহারায় ভয়ের ছাপ, ভাবতেই আনন্দ বোধ করছে। কিন্তু জনতার হাতে তার মৃত্যু চায় না ও। ফিরিয়ে না এনে মরুভূমিতে হত্যা করলে রেগানের মৃত্যু কত আরামের হত আবার সেটা উপলব্ধি করল ক্লিফ। এখানে, এখন নরক যন্ত্রণায় ভুগছে শয়তানটা, যেমন সোনিকে ভুগিয়েছে। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এরকম মানসিক উদ্বেগের মধ্যে কাটাতে হবে তাকে প্রতিটি মুহূর্ত।

জেলহাউস আর আধ ব্লক দূরে। যথাসম্ভব দ্রুত হাঁটছে ক্লিফ, ব্যথায় মনে হচ্ছে মরে যাবে!

এতক্ষণে বাবার অস্ত্রটার দিকে চোখ গেল ওর। পুরোনো একটা ডাবল ব্যারেল্ড শটগান। জ্যাকব ফ্যারেলের মুখের দিকে তাকাল ও। হারিকেনের ফ্যাকাসে আলোয় দেখল, হতাশার ছাপ মুছে গেছে ওর চেহারা থেকে, চোখ ছোট করে তাকিয়ে আছে সামনে, নিষ্পলক দৃষ্টি। ক্রুদ্ধ দেখাচ্ছে।

'গুলি আছে?' জানতে চাইল ক্লিফ।

'হ্যাঁ।'

'তা হলে এক্ষুনি ওদের মাথার ওপর একটা ব্যারেল খালি করো!'

শটগানের মাযল উঁচু করল জ্যাকব, টিপ দিল ট্রিগারে। ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখা গেল নলের মুখে, পাগলা ঘোড়ার মতো ছুটে গেল গোলা, জেলখানার দোতালার দেয়ালে লাগল, প্রতিধ্বনি উঠল চারদিকে। ঝনঝনাৎ শব্দে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল সবগুলো জানালার কাচ। চিৎকার ছাড়ল ক্লিফ, 'সরে এসো সবাই!'

একসঙ্গে ঘুরে ফ্যারেলদের মুখোমুখি হলো জনতা. ওর কথায় আমল দিল না।

আবার চেঁচাল ক্লিফ, 'কই, এসো!'

তবুও অবিচল জনতা, নির্মম। পাল্টা চিৎকার করে উঠল কে যেন, 'ওকে পাত্তা দিয়ো না! ব্যাটাকে অ্যায়সা ধোলাই দিয়েছি, এখন কিস্যু করতে পারবে না···আর জ্যাকভ তো একটা অপদার্থ!'

'ওদের মাথার ওপর দিয়ে ওপাশের দালানটার দিকে আবার গুলি করো, বাবা। সঙ্গে সঙ্গে আবার রিলোড করে নিয়ো বন্দুকটা।'

ঘাড় ফিরিয়ে চাইল জ্যাকব ফ্যারেল, তারপর কাঁধের ওপর তুলল শটগান, গুলি করল। ফের ধোঁয়া দেখা দিল মাযলে। রাস্তার উল্টো দিকের দালানের দেয়ালে লাগল গোলাটা। আবার কাচ ভাঙার ঝনঝন শব্দে পিলে চমকে উঠল সবার।

এক মুহূর্ত অপচয় না করে শটগান রিলোড করল জ্যাকব ফ্যারেল। আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল প্রতিধ্বনির শব্দ।

আরও একবার হুঙ্কার ছাড়ল ক্লিফ। 'আবারও বলছি, জেলের সামনে থেকে সরে এসো! এরপর ঠিক ভিড়ের মাঝ বরাবর গুলি করব। যারা পেছনে রয়েছ, তাদের কিছু না হলেও সামনের সবাই হাওয়ায় মিশে যাবে!'

জটলা আর ফ্যারেলদের মাঝে এখন দশ ফুট ব্যবধান। সবচেয়ে কাছের লোকটার উদ্দেশে চেঁচিয়ে উঠল ক্লিফ। 'অ্যাই, তুমি!···হ্যাঁ, তোমাকে বলছি! এখন শটগানের একটা গোলা খেলে তোমাদের কি হবে জানো!'

জনতার সামনে আলোড়ন দেখা দিল, সরতে শুরু করল ওরা। পেছনের লোকেরা পুতুলের মত অনুসরণ করল তাদের।

মুহূর্তে ফাঁকা হয়ে গেল জেলের সামনের ফুটপাত। বিনা বাধায় জেলের সামনে এসে দাঁড়াল জ্যাকব ফ্যারেল আর ক্লিফ।

সজোরে দরজায় লাথি হাঁকাল ক্লিফ। হাট করে খুলে গেল কবাটটা। আঁতকে উঠল ও। ঠেলে আগে জ্যাকবকে ঢুকিয়ে চট করে নিজেও ঢুকে পড়ল।

দরজা বন্ধ করে বলল, 'বাতি জ্বালো, স্টোন।'

সাড়া নেই। পিস্তল হোলস্টারে রেখে দেশলাই বের করে দেয়ালে ঘষে জ্বালাল ক্লিফ। স্টোনকে দেখা গেল না কোথাও। ডেস্কের কাছে এসে হারিকেন জ্বালাল ও। এদিক ওদিক তাকিয়ে বলল, 'আসামীদের সঙ্গে সেলে আছে বোধ হয়।'

স্টোনকে ঠিক বিশ্বাস করে না ও। কিন্তু সে আসামীদের সঙ্গে থাকলে, বুঝতে হবে ওদের বাঁচানোই তার উদ্দেশ্য; জনতার হাতে ছেড়ে দিতে চাইলে এখানেই বসে থাকত।

এগিয়ে গিয়ে সেলব্লকের দরজা খুলল ক্লিফ। দেশলাই জ্বেলে জ্বলন্ত কাঠি উঁচু করে ধরল: দুপাশের দুটো সেলে রেগান আর হেলম্যান বসে, দুজনই আতঙ্কে শাদা হয়ে গেছে। কিন্তু স্টোন নেই।

অফিস রুমে ফিরে এল ক্লিফ। সেলব্লকের দরজা বন্ধ করল অস্বস্তি বোধ করছে ও। পরাজয় মেনে নেয়ার জন্যে তৈরি হয়েই ছিল জেস স্টোন। ক্লিফ আর জ্যাকবের আগমনে জনতার মনোযোগ অন্য দিকে সরার সুযোগে সটকে পড়েছে। কোথায় গেছে কে জানে!

'স্টোন ভেগেছে,' জ্যাকব ফ্যারেলের উদ্দেশে বলল ও।

'দরজা খোলা দেখেই বুঝে নিয়েছি।'

আরও দুটো হারিকেন জ্বালল ক্লিফ। র‍্যাক থেকে শটগান নামিয়ে গুলি ভরে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। বাইরে বেরিয়েই চট করে একপাশে সরে দাঁড়াল, যাতে ভেতরের আলোয় রাস্তা দেখা যায়।

'জেল ভাঙার কথা ভুলে যাও!' বজ্রকণ্ঠে হুঙ্কার ছাড়ল ও। 'কেউ জেলে ঢোকার চেষ্টা করলে, লাশ ফেলে দেব! রেগানের জন্যে প্রাণ দিতে রাজি থাকলে এসো, যে কোনও সময়, আমার আপত্তি নেই!'

আবার জেলের ভেতরে ঢুকল ক্লিফ, সশব্দে দরজা আটকে হুড়কো বসিয়ে দিল।

দরজার সঙ্গে শটগানটা ঠেস দিয়ে রাখল ও। বাইরে নিরাপদ দূরত্ব থেকে চেঁচামেচি করছে জনতা।

এগিয়ে এসে খাটে বসল ক্লিফ। মলিন হাসি ফুটল ঠোঁটে, জ্যাকব ফ্যারেলের দিকে তাকাল। মেজাজটা একদম তেতে গেছে। এখনও কঠিন একটা রাত পড়ে আছে।'

'আর বোধ হয় ঝামেলা হবে না। এবার সবাই ঘরে ফিরে যাবে।'

কাঁধ ঝাঁকাল ক্লিফ। 'গেলেই ভালো। এমনিই হয়রান হয়ে গেছি, তার ওপর রাত জাগতে হলে স্রেফ মারা পড়ব!'

ক্লিফ জানে, মাত্র একটা কারণে জনতা হতোদ্যম হয়েছে, জেক সরাসরি গুলি করবে শুনে অবিশ্বাস করে নি ওরা। সবাই জানে জেকের পক্ষে তা সম্ভব। জেলে ঢোকার চেষ্টা করলে মরতে হবে, এ কথাও বিশ্বাস করেছে জনতা।

চোখ বুজে ক্লান্তি দূর করার চেষ্টা করল ক্লিফ। ঘণ্টাখানেক ঘুমাতে পারলে হত। কিছুটা উপশম হত যন্ত্রণার, ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তাভাবনা করা যেত।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল জানে না ক্লিফ। হঠাৎ ধড়মড় করে উঠে বসল।

নাহ্, সব ঠিক আছে। বাতিগুলো জ্বলছে, দরজা আটকানো। ডেস্কে বসে রয়েছে জ্যাকব ফ্যারেল।

ক্লিফ জেগেছে দেখে উঠে দাঁড়াল প্রাক্তন শেরিফ। ককিয়ে উঠল চেয়ারটা। হঠাৎ বুঝতে পারল ক্লিফ, নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে বাইরে।

'চলে গেছে ওরা?' বাবাকে জিজ্ঞেস করল ও।

'হ্যাঁ। ঘণ্টাখানেক হলো আওয়াজ নেই।'

'ঘুমিয়ে পড়েছি কতক্ষণ?'

ঘড়ি দেখল জ্যাকব ফ্যারেল। 'এই ধরো, আড়াই ঘণ্টা?'

'স্টোনের কী খবর?'

'কোনও খবর নেই।'

'কফির গন্ধ পাচ্ছি যেন?'

'হ্যাঁ। বসো দিচ্ছি।'

ঘরের কোণে পেট মোটা চুলোর দিকে এগোল জ্যাকব। কেতলি থেকে কাপে কফি ঢালল। পকেট হাতড়ে কাগজ আর তামাক বের করে সিগারেট রোল করতে শুরু করল ক্লিফ। মারামারির সময় কাগজ কুঁকড়ে গেছে, সমান করে নিতে হচ্ছে আঙুল দিয়ে। দরদর করে ঘামছে ও।

কফির পেয়ালা ক্লিফের হাতে দিল জেক। চুমুক দিল ও। হঠাৎ ঘোড়ার খুরের শব্দ ভেসে এল বাইরে থেকে। জেলহাউসে সামনে থামল ঘোড়াটা।

জ্যাকবের দিকে এক নজর চেয়ে ঘাড় ফিরিয়ে দরজার দিকে তাকাল ক্লিফ। কে যেন ধাক্কা দিল কবাটে।

উঠে দাঁড়াল ক্লিফ, দরজায় ঠেস দিয়ে রাখা শটগানটা তুলে নিল। দরজা খুলল প্রাক্তন শেরিফ।

এক অচেনা লোক দাঁড়িয়ে বাইরে, বিশালদেহী, শ্মশ্রুমণ্ডিত চেহারা। অনুমতির তোয়াক্কা না করে ভেতরে ঢুকে পড়ল সে। চট করে তার পেছনে এসে দরজা আটকে দিল জ্যাকব ফ্যারেল।

'চুপচাপ দাঁড়াও,' বলল ক্লিফ 'বাবা, কোমর থেকে ওর পিস্তলটা খুলে নাও।'

আলগোছে আগন্তুকের পিস্তল বের করে নিল বুড়ো ফ্যারেল।

'কে তুমি?' জিজ্ঞেস করল ক্লিফ, 'কী চাও?'

'ম্যাট রেগান,' ভারি এবং কর্কশ কণ্ঠস্বর। 'তোমরা আমার ভাইকে আটকে রেখেছ। ওর সঙ্গে দেখা করতে চাই।' শার্টের পকেট থেকে একটা দোমড়ানো কাগজ বের করে ক্লিফকে দিল সে। ল্যুকের পাঠানো টেলিগ্রামটা।

মৃদু কাঁধ ঝাঁকাল ক্লিফ। 'অ' বলল ও।

ক্লিফকে জরিপ করল ম্যাট রেগান। 'তোমার এই দশা কে করল?'

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ক্লিফ, শীতল দৃষ্টি। 'তোমার ভাইয়ের অপকর্মে এ-শহরের লোকজন খেপে গেছে, ওকে কেড়ে নেয়ার চেষ্টা করেছে ওরা, আমি বাধা দিয়েছি।'

'বিচার হয়ে গেছে নাকি?'

'হয় নি, তবে হবে।'

'নাও- হতে পারে।'

সেল ব্লকের দরজা খুলে দিল ক্লিফ। 'যাও।' একটা হারিকেন রেগানকে দিল। তারপর আটকে দিল দরজাটা।

কাউচে এসে বসল ও রেগানের সেল থেকে গলার আওয়াজ ভেসে আসছে।

'আমার মতে,' বলল জ্যাকব ফ্যারেল, 'নিরাপত্তার খাতিরে একেও আটকে রাখা উচিত। শহরবাসীরা পরিচয় জানতে পারলে...'

জবাব দিল না ক্লিফ, অপেক্ষা করতে লাগল। মিনিট দশেক পর বেরিয়ে এল ম্যাট রেগান, ডেস্কের ওপর হারিকেন রেখে জ্যাকবের দিকে তাকাল।

'আমার পিস্তল?'

পিস্তলটা ছুঁড়ে দিল জ্যাকব, নিপুণ হাতে লুফে নিল ম্যাট। হোলস্টারে রেখে বলল, 'ল্যুক বলছে ও নির্দোষ।'

'এছাড়া আর কী বলবে?' ব্যঙ্গ ঝরল ক্লিফের কণ্ঠে।

'দোষ করলে আমার কাছে নিশ্চয়ই মিথ্যে বলত না?'

কর্কশ কণ্ঠে হেসে উঠল ক্লিফ। 'তা বটে!'

'ও-ই দোষী প্রমাণ করতে পারবে?'

'সেটা আদালতেই দেখা যাবে।'

দরজার দিকে পা বাড়াল ম্যাট রেগান, দোরগোড়ায় থেমে ঘাড় ফিরিয়ে ক্লিফের দিকে তাকাল। 'একটা কথা শোনো, ডেপুটি, ওকে ছেড়ে দাও, সকালের আগেই আমরা হাওয়া হয়ে যাব। আর না ছাড়লে...'

শীতল দৃষ্টিতে ম্যাটের দিকে তাকাল ক্লিফ, মৃদু কণ্ঠে বলল, 'আমার হবু স্ত্রীকে লাঞ্ছিত করেছে ল্যুক। এত সহজে ওকে ছেড়ে দেব ভেবেছ? আমাকে হুমকি দিতে এসো না, স্রেফ আটকে রেখে দেব, বুঝেছ?'

হুড়কো সরিয়ে দরজা খুলল ম্যাট রেগান, আবার থামল। 'আমাদের পরিবারটা বেশ বড় ডেপুটি,' বলল সে। 'আমি ছাড়াও ল্যুকের আরও চারটে ভাই আছে। ওরাও আসবে। শিগগিরই।'

'ভয় দেখাচ্ছ?' বলল ক্লিফ।

'ভয়েরই কথা, ডেপুটি, ভয় পাওয়া উচিত।' বেরিয়ে গেল রেগান।

দরজা আটকে হুড়কো বসাল ক্লিফ। ঘুরে বাবার মুখোমুখি হলো।

মেরুদণ্ডের কাছটায় শিরশির করছে।

এগার

ফিরে এসে ধপ করে বিছানায় বসে পড়ল ক্লিফ। সেল থেকে তীক্ষ্ণ স্বরে চিৎকার করছে ল্যুক রেগান। পাত্তা দিল না। ভুরুজোড়া কুঁচকে আছে ওর। সন্ধ্যায় খাওয়া মারগুলো হজম করার চেষ্টা করছে। জীবনে কখনও এত ক্লান্ত বোধ করে নি। সাধারণ ব্যাপারগুলোও এখন ঘোলাটে লাগছে, মনে হচ্ছে স্মৃতি হারিয়েছে। শহরবাসী আর রেগানের পাঁচ ভাইয়ের চাপের মুখে অবিচল থেকে ল্যুককে আটকে রেখে আদালতে হাজির করা ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারছে না।

ডেস্কে পা তুলে আয়েশ করে বসে চোখ বুজল জ্যাকব ফ্যারেল।

'আজই টেলিগ্রাম করলে এখানে আসতে জাজের কতক্ষণ লাগবে?' জিজ্ঞেস করল ক্লিফ।

'করেই দেখো।'

'ঠিক আছে যাচ্ছি। তুমি দরজা আটকে হুড়কো বসিয়ে দাও।' ঘাড় নেড়ে

সায় দিয়ে উঠে দাঁড়াল ক্লিফের বাবা!

মাথায় টুপি চাপিয়ে বাইরে এল ক্লিফ। দরজায় হুড়কো বসানোর শব্দ শুনল। পকেট হাতড়ে তামাক আর কাগজ বের করল। এক টুকরো কাগজ সমান করে সিগারেট বানিয়ে ঠোঁটে ঝোলাল ও, দেশলাই জ্বেলে ধরিয়ে টান দিল। দ্রুতপায়ে এগোল টেলিগ্রাফ অফিসের দিকে।

বাবার আজকের ভূমিকায় ও সন্তুষ্ট। আত্মবিনাশের পিচ্ছিল পথ থেকে তাকে সরিয়ে আনার জন্যে এরকম কিছুর প্রয়োজন ছিল, ভাবল ক্লিফ। হয়তো সাময়িক, তবু বাবার আত্মবিশ্বাসী চেহারা দেখে ভালো লাগছে।

টেলিগ্রাফ অফিসে এখনও আলো জ্বলছে। টেলিগ্রাফারের মাথার ওপর দেয়াল ঘড়ি সাড়ে এগারটা বাজার ঘোষণা দিচ্ছে। মাঝরাতের আগে জাজের কাছে টেলিগ্রাম করার বুদ্ধি মাথায় আসায় শোকর করল ক্লিফ।

কাউন্টারে দাঁড়াতেই টেলিগ্রাফার উইল অ্যাংগারম্যান মাথা তুলে তাকাল, সোনালি রিমের চশমা আর সবুজ আই-শেড পরেছে, হাতে কালো স্লিভ প্রোটেক্টর, ইলাস্টিকের সাহায্যে বাহুর সঙ্গে আটকানো। টেবিলের ওপর বোবা টেলিগ্রাফ যন্ত্রটা পড়ে আছে।

কাগজ আর পেন্সিল তুলে নিল ক্লিফ। জাজের নাম ঠিকানা লিখে তারপর আসল খবর বসাল: *'ধর্ষণের অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তি আটক। পরিস্থিতি বিস্ফোরোন্মুখ। তাড়াতাড়ি আসা দরকার। সম্ভব?'* বার্তার নীচে স্বাক্ষর করল।

অ্যাংগারম্যানকে চিরকুটটা দিল ও। 'এখুনি পাঠাও। জবাবের অপেক্ষা করছি আমি।'

জানালার সামনে দাঁড়িয়ে বাইরে তাকাল ক্লিফ। বার্তা পাঠাতে শুরু করেছে উইল, 'টেলিগ্রাফ কী' টেপার কটকট শব্দ হচ্ছে। হঠাৎ নীরব হলো যন্ত্রটা, ক্লিক করে অপর প্রান্তের প্রাপ্তি সংবাদ জানাল। জেলহাউসের দিকে চোখ রেখে আবার একটা সিগারেট তৈরি করল ক্লিফ। দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হবে। জাজ কেনেডি বার্তা পাবে, উত্তর তৈরি করার পর আবার টেলিগ্রাফের সাহায্যে পাঠানো হবে—সময় লাগা স্বাভাবিক, একঘণ্টার কম নয়।

ডাক্তার ঘুমিয়ে পড়ার আগে কাজটা শেষ করতে পারলে ভালো হত। নিঃশ্বাস নিতে গেলেই সুচের মতো বিঁধছে পাঁজরের ভাঙা হাড়, ব্যথায় জ্বর এসে যাচ্ছে। দ্রুত খারাপের দিকে যাচ্ছে ওর অবস্থা।

এখনই ডাক্তারের কাছে গেলে…জাজের জবাব আসার আগেই বোধ হয় ফিরে আসা যেত…

'আধ ঘণ্টা পর আসছি আমি,' অ্যাংগারম্যানকে বলল ও, 'জবাব আসতে দেরি হলে একটু খবর নিয়ো।'

'আচ্ছা।' আইশেড ঠেলে ওপরে তুলে বলল অ্যাংগারম্যান। 'কিছুক্ষণ আগে বেশ হৈ-চৈ হয়ে গেল, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'তাড়ালে কীভাবে?'

কাঁধ ঝাঁকাল ক্লিফ ফ্যারেল। 'আর কীভাবে, বললাম, জেলে ঢোকার চেষ্টা

করলে কপালে খারাবী আছে, চলে গেল!'

'কাজটা সত্যিই রেগানের?'

'তার হবার সম্ভাবনাই বেশি। আবার হেলম্যানও হতে পারে।'

টেলিগ্রাফ অফিস থেকে বেরিয়ে ডাক্তার বাড়ির দিকে এগোল ক্লিফ। বাট স্যালুন পেরোনোর সময় কে যেন অকথ্য ভাষায় গালাগালি করল ওকে। শুনেও না শোনার ভান করল ও। মোড়ে পৌঁছে সামনে তাকাল, ডাক্তারের ঘরে আলো জ্বলছে, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল ও। দরজায় এসে কড়া নাড়ল। একটু পর দরজা খুলল ডাক্তার বোনার, রাতের পোশাক পরনে, শোবার আয়োজন করছিল বোধ হয়।

'এসো, ক্লিফ,' বলল ডাক্তার। 'একটু বসো তৈরি হয়ে আসি।'

'আমিই আজ রোগী, ডাক্তার। পাঁজরের একটা হাড় বোধহয় ভেঙে গেছে, একটু যদি দেখে দিতে...'

ঝট করে তাকাল ডাক্তার। 'সে কী! ওরা তোমাকে মেরেছে! এসো, ভেতরে এসো! শার্টটা খোলো দেখি!'

শার্ট খুলে ফেলল ক্লিফ। ওর বুকে পিঠে লাল-নীল অসংখ্য ক্ষত, বীভৎস দেখাচ্ছে। আঙুলের ডগার চাপ দিয়ে পাঁজর পরীক্ষা করল ডাক্তার। 'একটা হাড় ভেঙেছে, সন্দেহ নেই,' বলল সে। 'করেছে কী, লাথি মেরেছে?'

'হ্যাঁ।'

'বাঁচলে কীভাবে?'

'পালিয়েছি কিনা? না, পালাই নি, জ্ঞান হারিয়েছিলাম।'

আপন মনে বিড়বিড় করতে করতে ওর কাঁধ, পিঠ ভাল করে পরীক্ষা করল ডাক্তার, তারপর বলল, 'তোমার কপাল ভালো, একটা হাড়ই ভেঙেছে, দাঁড়াও ব্যান্ডেজ করে দিচ্ছি।'

কেবিনেট খুলে 'গয' বের করল ডাক্তার। টাইট করে ক্লিফের বুকে ব্যান্ডেজ বাঁধতে শুরু করল। চওড়া ব্যান্ডেজের নীচে ঢাকা পড়ল বুক। ক্লিফ অনুভব করল, এখন আর আগের মতো কষ্ট হচ্ছে না, স্বাভাবিকভাবে নিশ্বাস নিতে পারছে।

এবার শার্টটা বাড়িয়ে দিল ডাক্তার। 'দৌড়াদৌড়ি না করে কদিন একটু বিশ্রাম নিয়ো...আর কাল একবার এসে দেখিয়ে যেয়ো।'

'আচ্ছা। অসংখ্য ধন্যবাদ, ডাক্তার।'

মাথা ঝাঁকাল ডাক্তার। '*অ্যাডিয়োস*, ক্লিফ।'

দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল ক্লিফ। 'সকালে সোনির সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম, পারি নি,' অসহায় কণ্ঠে বলল। 'কেমন আছে ও?'

'শারীরিকভাবে সুস্থ, কিন্তু মানসিক ধাক্কা সামলে উঠতে পারে নি। রেগানের বিচার না হলে হয়তো পারবেও না। সে-ক্ষেত্রেও অনেক সময় লাগবে। শহরবাসীরা যা করছে, চাইলেও এখন ব্যাপারটা ভুলতে পারবে না ও। সবচেয়ে বেশি বাড়াবাড়ি করছে ওর মা।'

'দেখা হলে ওকে...বলবে...নাহ্, থাক, কিছু বলতে হবে না!'

'বলব, যথাসাধ্য করছ তুমি।'

ক্লিফ মাথা দোলাল। 'আরও বলবে, কিছুই পাল্টায় নি।'

'আচ্ছা, ক্লিফ।'

বাইরে এসে দরজা আবজে দিল ফ্যারেল। বাট স্ট্রীট ধরে টেলিগ্রাম অফিসে পৌঁছুল।

'জবাব এসেছে?' অ্যাংগারম্যানকে জিজ্ঞেস করল ও।

'হ্যাঁ, এইমাত্র এল।' একটা চিরকুট এগিয়ে দিল অ্যাংগারম্যান।

জাজ লিখেছে: 'শিগগির আসছি। পরশু সকাল দশটায় বিচার হবে।' নীচে স্বাক্ষর করেছে কেনেডি।

বার্তাটা পকেটে রেখে দিল ক্লিফ। 'ধান্যবাদ, উইল।' টেলিগ্রাফ অফিস থেকে বেরিয়ে এল ও। অপেক্ষা করল অ্যাংগারম্যানের। আইশেড খুলে বাতি নেভাল উইল, বাইরে এসে সাবধানে তালা লাগাল দরজায়, টেনেটুনে ঠিকমতো লেগেছে কিনা দেখল।

ক্লিফের সঙ্গে আধ ব্লক এল সে। তারপর মোড় নিয়ে বাড়ির পথ ধরল। একাকী হয়ে পড়ল ক্লিফ।

জেলহাউসের সামনে থামল ও। বাইরে রাতের শীতল হাওয়া বেশ লাগছে। আবার গুমোট পরিবেশে ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে না। তামাক কাগজ বের করে সিগারেট রোল করে ঠোঁটে ঝুলিয়ে বাইরে দাঁড়িয়েই অলস ভঙ্গিতে টানতে লাগল।

ল্যুক রেগান কঠিন লোক, ভাবল ক্লিফ, তার ভাই আরও খারাপ। লোক চিনতে ওর ভুল হয় না। আরও চারজন নাকি আসছে।

কিন্তু মাত্র পাঁচজন কীভাবে শরহবাসীদের সিদ্ধান্ত পাল্টাতে সক্ষম হবে, ভেবে পেল না ক্লিফ। আর ও যতক্ষণ পাহারায় আছে, জেল দখল করার তো প্রশ্নই ওঠে না।

কিন্তু দৃঢ় আত্মবিশ্বাস সত্ত্বেও রেগানের ভাইদের কথা ভেবে অস্বস্তি বোধ করছে ক্লিফ।

পথঘাট এখন একেবারে নীরব। শহরবাসীদের অধিকাংশ ঘরে ফিরে গেছে। কেবল স্যালুন দুটো থেকে চাপা কোলাহলের শব্দ আসছে।

কঠিন রাস্তায় ঘোড়ার খুরের শব্দ উঠল। মুখ তুলে তাকাল ক্লিফ।

প্রথমে কিছুই চোখে পড়ল না। খুরের শব্দ ক্রমশ এগিয়ে আসছে, একাধিক ঘোড়া এদিকেই আসছে।

ঈষৎ কুঁচকে উঠল ক্লিফের ভুরু। বাফেলো স্যালুনের খোলা দরজা আর জানালা গলে বেরোনো আলোয় রাস্তা আলোকিত হয়েছে, সেই আলোয় তিনজন অশ্বারোহীকে দেখতে পেল ও। বাট স্যালুন পেছনে ফেলে এল ওরা।

আরেকটু কাছে আসতেই একজনকে চিনতে পারল ক্লিফ। ম্যাট রেগান, বাকি দুজন তার ভাই বলে ধরে দিল। ওদের আসার কথা বলেছিল ম্যাট।

অস্বস্তিকর অনুভূতিটা আবার ছেঁকে ধরল ওকে। খেপে উঠল ক্লিফ। রেগানের ভাইদের ভয়ের কী আছে? হতে পারে ওরা দুর্ধর্ষ, কঠিন, কিন্তু গ্রে

বাট-এর নাগরিকরা কম কীসে? তা ছাড়া পরশু সকাল দশটাতেই তো বিচার হয়ে যাচ্ছে।

জেলহাউসের সামনে ঘোড়া থামাল তিন অশ্বারোহী। অন্ধকারে ম্যাট রেগানের কর্কশ কণ্ঠস্বর শোনা গেল। 'ডেপুটি নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'এসো, আমার দুভাইয়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই। মার্ক আর জনি।'

স্যাডল থেকে নামতে গেল একজন। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ধমক দিল ক্লিফ, 'খবরদার, নামবে না!'

বিনাবাক্যব্যয়ে আগের ভঙ্গিতে বসে পড়ল লোকটা। আবার কথা বলল ম্যাট রেগান। 'রেগে আছ যেন, ডেপুটি?'

'হয়তো।'

'রাগারই কথা। ল্যুকের ফাঁসি ঠেকাতে এসেছি আমরা।'

'চেষ্টা করে দেখ পারো কি না।'

'স্রেফ চেষ্টা করে থেমে থাকব না।'

ক্লিফের দিকে কয়েক কদম এগিয়ে এল একটা ঘোড়া। মাথা নিচু করে ওর দিকে তাকাল ম্যাট রেগান। জেলখানার জানালা দিয়ে বাইরে আসা ফ্যাকাসে আলোয় ওর চেহারা দেখতে পাচ্ছে ক্লিফ।

'শেষ সুযোগ দিচ্ছি তোমাকে, ডেপুটি,' মৃদু কণ্ঠে বলল ম্যাট 'ল্যুকের সেল খুলে দাও, বের করে আনো ওকে। ওকে নিয়ে চলে যাব আমরা, আর কখনও এদিকে আসব না।'

হাত দুটো মুঠি পাকিয়ে ফেলল ক্লিফ। দৃঢ় হয়ে চেপে বসল চোয়াল। শহরবাসী, সোনির মা, ল্যুক আর ম্যাট অনেক অপমান করেছে ওকে। ক্রমশ সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।

'তুমি চলে যাও, রেগান,' বলল ও, 'সময় থাকতে পালাও। আর কখনও আমায় হুমকি দিতে এসো না।

'হুমকি দিলাম কোথায়? তোমাকে একটা সুযোগ দিতে চাইলাম।' কঠিন শোনাল ম্যাটের কণ্ঠস্বর। 'সুযোগটা না নিলে কী হবে, শোনো, বিচারে ল্যুকের বিরুদ্ধে রায় দেয়া হলে বা ওকে জনতার হাতে তুলে দিলে তোমার জীবন বিষিয়ে তুলব আমরা। পৃথিবীতে না এলেই ভালো ছিল—এই রকম মনে হবে তোমার। স্রেফ মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেব হতচ্ছাড়া শহরটাকে লণ্ডভণ্ড করে ছেড়ে দেব—'

নিজেকে আর সংযত রাখতে পারল না ক্লিফ। রক্ত চড়ে গেল মাথায়, বিদ্যুৎ বেগে সামনে বাড়ল ও, ম্যাটের ঘোড়ার একপাশে ধাক্কা দিয়েই হাত বাড়িয়ে ওকে ধরল, হ্যাঁচকা একটা টান দিয়ে ছেড়ে দিল। স্যাডল থেকে পিছলে ধপাস করে মাটিতে পড়ল ম্যাট। দ্রুত এগিয়ে গেল ক্লিফ। তাড়াহুড়ো করে পিস্তল বের করতে গিয়েছিল প্রতিপক্ষ, ঝেড়ে লাথি কষাল তার হাতে। শূন্যে ভাসতে ভাসতে দূরে গিয়ে পড়ল অস্ত্রটা।

হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করে নিমেষে কক করল ক্লিফ। দৃঢ় স্পষ্ট কণ্ঠে

নির্দেশ দিল। 'কেউ এক চুল নড়েছে কি, কুকুরের মতো গুলি করে মারব!'

ম্যাটের দুই সহোদর জমাট বরফে রূপান্তরিত হলো।

'এক এক করে সবাই পিস্তল ফেলো!' আবার বলল ক্লিফ। ফ্যারেল।

টুপ করে মাটিতে পড়ল একটা পিস্তল···তারপর আরেকটা··· আরেকটা।

'ঘোড়ায় চাপো, ম্যাট,' বলল ক্লিফ। 'রাতে যদি আবার রাস্তায় দেখি বেঁধে রেখে দেব!'

বিড়বিড় করে কী যেন বলল ম্যাট রেগান, বোঝা গেল না। আচমকা পিস্তলের মাযল ম্যাটের পেটে ঠেসে ধরল ক্লিফ। গুঙিয়ে উঠল লোকটা।

'কী বললে?'

'কিছু না।'

'যাও, ভাগো! সকালে এসে পিস্তল নিয়ে যেয়ো।'

স্যাডলে চাপল ম্যাট রেগান। কী যেন বলতে চাইল, কিন্তু ধমকে তাকে চুপ করিয়ে দিল ফ্যারেল। 'চোওপ! কোন কথা নয়! দূর হয়ে যাও!'

রওনা হলো ম্যাটের ঘোড়া। অন্য দুভাই অনুসরণ করল। অন্ধকারে মিলিয়ে গেল তিন ছায়ামূর্তি। আত্মতৃপ্তির হাসি হাসল ক্লিফ। কিছুটা হলেও শিক্ষা দেয়া গেছে বদমাশগুলোকে। এতে অবশ্য লাভ হবে না। কালই ফিরে আসবে ওরা। আরও নাকি দুটি ভাই আছে, তারাও অচিরেই আসবে। ভাইকে বাঁচানোর চেষ্টা করবে ওরা···কিন্তু কীভাবে?

বিনা বিচারে ল্যুককে শহরবাসীর হাতে তুলে দিতে চায় না ক্লিফ, তেমনি চায় না ভাইয়েরা ওকে ছিনিয়ে নিক। বিচারে ল্যুক দোষী সাব্যস্ত হলে ফাঁসিতে ঝুলতেই হবে তাকে। নিজ হাতে তার গলায় দড়ি পরাবে ও।

জেলে ঢোকার জন্যে ঘুরে দাঁড়াল ক্লিফ। চৌকাঠে দাঁড়িয়ে রয়েছে জ্যাকব ফ্যারেল। 'আমি যাচ্ছি,' বলল সে। 'আপাতত আমার এখানে প্রয়োজন নেই, তাছাড়া ভয়ের কারণ নেই দেখলে স্টোন ফিরে আসবে।'

মাথা দোলাল ক্লিফ। 'ঠিক আছে, বাবা, তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।'

মাথা দুলিয়ে ঘরের পথ ধরল বুড়ো ফ্যারেল।

মাটি থেকে পিস্তল তিনটে তুলে নিয়ে জেলে ফিরে এল ক্লিফ।

বার

পশ্চিমে গ্রীষ্মকালীন রাতগুলো স্বল্পায়ু, তাড়াতাড়ি দিনের আলো ফুটে ওঠে। রাতের কালো মখমল আকাশে হালকা আলোর ছোঁয়া লাগে প্রথমে, ধীরে ধীরে ধূসর থেকে ক্রমশ ফ্যাকাসে হয়। সূর্য ওঠে পুব দিগন্তে, তার ছোঁয়ায় গোলাপি আভা লাগে ভাসমান মেঘের গায়ে। তারপর আবার বদলে যায় রঙ, কমলা আর সোনালির খেলা চলে দূর আকাশে। সবার আগে প্রথম আলোর পরশ পায় গ্রে-বাট-এর সুউচ্চ চূড়া। এরপর ভোরের নরম আলোয় আড়মোড়া ভেঙে

জেগে ওঠে নীচের ঘুমন্ত বসতি।

সকালে সূর্যের আলো গ্রে বাট-এর সর্বোচ্চ বিন্দু ছুঁতেই দুই ভাইকে নিয়ে শহর থেকে বেরিয়ে এল ম্যাট রেগান। স্যাডল থেকে নামল ওরা, ক্যাম্প করল রাস্তার পাশে। অপেক্ষা করতে লাগল। সিগারেট আর হুইস্কি খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে রাস্তার দিকে তাকাচ্ছে পালা করে।

আত্মবিশ্বাসে ঘাটতি নেই ম্যাটের, তবু এই মুহূর্তে কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধ এবং বিরক্ত সে। বোতলে মুখ লাগিয়ে এক ঢোক হুইস্কি খেয়ে ওর দিকে বোতল বাড়িয়ে ধরল জনি। না দেখার ভান করল ম্যাট।

'কাজটা ল্যুকের, ম্যাট?' জিজ্ঞেস করল জনি।

'অবশ্যই। এটাই তো প্রথম নয়।'

এক শ্যাইয়্যান মেয়ের কথা আজও মনে আছে ম্যাটের, বেঁচে থাকার সৌভাগ্য বেচারির হয় নি; ল্যুককে বাধা দেয়ার চেষ্টা করেছিল, তাতেই খেপে ওঠে সে, মারা যায় হতভাগিনী।

আরও কয়েকজন মেয়ের দুর্ভাগ্যের কথা জানে ম্যাট, অজানা আরও ঘটনাও আছে নিশ্চয়ই! ল্যুক আপন ভাই না হলে…

কিন্তু সে ওরই সহোদর ভাই, যেভাবে হোক তাকে ফাঁসির দড়ি থেকে রক্ষা করতেই হবে।

হোক না ভাই, তবু অস্বীকার করার জো নেই, ল্যুক একটা পাগলা কুকুর। উঠে দাঁড়াল ম্যাট, বিরক্তির সঙ্গে একটা পাথরে লাথি হাঁকাল, বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল সামনের দিকে! দূরে ধুলোর মেঘ দেখা গেল না? নিশ্চিত হতে পারল না ও। আরও কিছু মুহূর্ত একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সেদিকে।

আচমকা পাঁই করে ঘুরল ম্যাট, ভারি চেহারায় একবার গ্রে বাট শহর আর একবার আকাশ ছোঁয়া বিশাল পাহাড়ের দিকে তাকাল। একটা বুদ্ধি বের করা দরকার। আবার শহরে ফেরার আগেই পরিকল্পনা খাড়া করতে হবে। দুর্ধর্ষ নির্মম কঠিন হলেও মাত্র পাঁচজনের একটা দলের পক্ষে গোটা শহরের মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। গ্রে বাট-এর মতো একটা জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরিতে তো প্রশ্নই ওঠে না।

কিন্তু শহরবাসীর সঙ্গে লড়তে এখানে আসে নি ওরা, এসেছে ল্যুককে জেল থেকে বের করে নিয়ে যেতে।

অথচ মাথায় কিছু খেলছে না। কী করা যায়? গ্রে বাট পাহাড়ের দিকে তাকাল সে আবার। এরকম বিশাল পাহাড়ের নীচে কেন শহর গড়ে তুলতে গেল এরা? শীতের শেষে বরফ গলার সময় নিশ্চয়ই পাথর-ধস নামে…সেটাই স্বাভাবিক…সোজা শহরের রাস্তায় গিয়ে পড়ার কথা ধসের…

চট করে বুদ্ধিটা পেয়ে গেল ম্যাট। ক্রূর হাসি ফুটে উঠল তার ঠোঁটে, দৃষ্টিতে হিংস্রতা। 'হতচ্ছাড়া পাহাড়টার চূড়ায় ওঠা যায় না?'

গ্রে বাট-এর দিকে তাকাল মার্ক আর জনি। তিন ভাইয়ের মধ্যে মার্ক সবার ছোট। 'ঘোড়ায় চেপে ওই ঢালটার শেষ মাথায় যেতে পারলে আর অসুবিধে হবে না। দেখে তো মনে হচ্ছে গা বেয়ে ওঠা সম্ভব। কেন?'

'এমনি।' চূড়ায় ওঠার দরকার কী?—ভাবছে ম্যাট—পাহাড়ের খানিকটা উঁচুতে উঠলেই তো চলে। ঘোড়ার পিঠে ঢাল বেয়ে ক্লিফের গোড়ায় যেতে পারলে শহরবাসীরা ওদের মতলব টের পাবার আগেই কাজ হাসিল করা যাবে।

পাহাড়ের দিকে পলকহীন চোখে চেয়ে রইল ম্যাট। আনুমানিক দুই তৃতীয়াংশ উচ্চতায় একটা তাক মতো দেখা যাচ্ছে, খাড়া পাহাড়ী দেয়ালের গোড়ায় খাঁজ-টাঁজ পেলে ওখানে ওঠা কঠিন হবে না।

ওই চাতালেই উঠতে হবে, স্থির করল ম্যাট। অন্ধকারে উঠলে শহরের লোকেরা দেখতে পাবে না, অবশ্য দিনেই বা কে খেয়াল করতে যাচ্ছে? কয়েক বাক্স ডিনামাইট নিয়ে দুজন ওই তাকে উঠে বসলে...

আপনমনে হাসল ম্যাট, ঘুরে আবার রাস্তার দিকে তাকাল। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এখন ধুলোর মেঘ, ঠিক সামনে দুজন অশ্বারোহীকেও দেখতে পেল সে।

এতদূর থেকে চেনার কথা নয়, কিন্তু ম্যাট জানে ওদের পরিচয়। ওরই দু'ভাই জেস আর লিন্স আসছে।

দশ মিনিট পেরিয়ে গেল।

'ঠিক আছে,' হঠাৎ বলে উঠল ম্যাট। 'ঘোড়ায় চাপ তোমরা!'

সবার আগে স্যাডলে উঠে বসল সে। হুইস্কিটুকু এক নিঃশ্বাসে শেষ করে বোতলটা ছুঁড়ে ফেলল জনি। পাথরে বাড়ি খেয়ে ভেঙে চুরচুর হয়ে গেল ওটা।

জেস আর লিন্স এসে যোগ দিল ওদের সঙ্গে। পাঁচ অশ্বারোহী একসঙ্গে ধীর গতিতে শহরের পথ ধরল। দীর্ঘদেহী, একহারা গড়নের জেস, খোঁচা খোঁচা দাড়িতে ভর্তি গাল চুলকে পথের পাশে একটা ছুটন্ত গিরগিটির গায়ে তামাকের পিক ফেলল, ভাইদের মধ্যে সে-ই সবার বড়। 'ল্যুক আবার কী করল?' জানতে চাইল নরম গলায়।

'এখানকার একটা মেয়েকে রেপ করেছে।'

সশব্দে অসন্তোষ প্রকাশ করল জেস, অবশ্য তাকে অবাক হতে দেখা গেল না। 'তা ওকে বের করবে কী করে?'

'এখন সোজা জেনারেল স্টোরে যাচ্ছি আমরা, ডিনামাইটের কয়েকটা বাক্স নিতে হবে। স্বভাবতই বিক্রি করতে চাইবে না ওরা, সুতরাং কেড়ে নেব। ডিনামাইটের বাক্সসহ গ্রে-বাট পাহাড়ে উঠে যাবে আমাদের দুজন, ঘোড়া নিয়ে নীচে অপেক্ষা করবে আরেকজন, দুজন থাকবে শহরে। তারপর শহরবাসীদের বলব আমাদের দাবী মেনে নিতে, নইলে পুরো পাহাড়টা ধসিয়ে দেব ওদের মাথার ওপর।'

'চমৎকার,' সায় দিল জেস। 'কসম খোদার, ম্যাট, তোমার বুদ্ধির তুলনা নেই!'

ডেলহ্যান্টি'স মারকেন্টাইলের সামনে ঘোড়া থামিয়ে স্যাডল থেকে নামল ম্যাট রেগান। 'জেস আর লিন্স থাকো এখানে। জনি, তুমি আর মার্ক এসো আমার সঙ্গে।'

সিঁড়ি বেয়ে সংকীর্ণ বারান্দায় উঠে এল ওরা, তারপর দোকানে ঢুকল।

দোকান খুলেছে বেশিক্ষণ হয় নি। খদ্দের দেখে বুড়ো দোকানি ডেলহ্যান্টি বিশাল বপু নিয়ে এগিয়ে এল।

'আমাদের কিছু ডিনামাইট চাই,' বলল ম্যাট। 'এই ধরো, পাঁচ বাক্স ফিউজ আর ক্যাপও দিয়ো।'

সন্দেহভরা চোখে ম্যাটের দিকে তাকাল ডেলহ্যান্টি। 'তোমরা এখানে নতুন?'

'হ্যাঁ।'

'ডিনামাইট দিয়ে কী করবে?'

হোলস্টার থেকে চট করে পিস্তল বের করল ম্যাট রেগান, পেছনে নিয়ে এল হ্যামার। 'ফিউজ আর ক্যাপসহ পাঁচ বাক্স ডিনামাইট চাই, কত দিতে হবে?'

'ডিনামইট কিনতে হলে শেরিফের অনুমতি লাগবে।'

'তা হলে জোর করেই নিতে হচ্ছে। রেখেছ কোথায়?'

জবাব দিল না ডেলহ্যান্টি, একগুঁয়ে ভাব ফুটে উঠল তার চেহারায়।

'গায়ে হাত তুলতে আমাকে বাধ্য করো না, মিস্টার,' নরম গলায় বলল ম্যাট রেগান।

ম্যাটের বিরক্ত চেহারার দিকে তাকাল ডেলহ্যান্টি, কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'বেশ, দোকানের পেছনে চলো।'

'মার্ক, তুমি এখানে থাক,' বলল ম্যাট।

'আচ্ছা।'

আবার ডেলহ্যান্টির দিকে তাকাল ম্যাট। 'চাবি নাও,...চলো।'

মালপত্রে ভর্তি একটা কামরায় ঢুকল ওরা, গোটা ছয়েক চটের খালি বস্তা তুলে নিল ম্যাট, ডেলহ্যান্টির পিছু পিছু আরেকটা ছোট কামরার সামনে এসে দাঁড়াল।

বস্তাগুলো জনির হাতে দিল ম্যাট, চকিতে একবার ওর দিকে তাকাল ডেলহ্যান্টি, তারপর তালা খুলে দিল দরজার।

'বাক্স বের করে আনো,' আদেশ করল ম্যাট।

নীরবে নির্দেশ পালন করল দোকানি।

'ফিউজ আর ক্যাপ কোথায়, দোকানে?' জানতে চাইল ম্যাট।

'হ্যাঁ।'

'আচ্ছা। বাক্সগুলো ভেঙে ফেলো দেখি?'

আবার ঘরে ঢুকল ডেলহ্যান্টি, কয়েক সেকেন্ড পর একটা 'পিঞ্চ বার' হাতে ফিরে এল। ওটার সাহায্যে একে একে খুলে ফেলল বাক্সগুলো। ম্যাটও হাত লাগাল। বাক্স খোলার পর ডিনামাইটগুলো সঙ্গে আনা চটের বস্তায় ভরে ফেলল। লাথি মেরে দূরে সরিয়ে দিল খালি বাক্স। দরজায় তালা মারল ডেলহ্যান্টি।

'তুমি দুটো বস্তা নাও, স্টোরকীপার,' বলল ম্যাট। 'জনি, তুমি দুটো নাও। বাকি দুটো আমি নিচ্ছি।'

ডেলহ্যান্টি আর জনি চারটে ডিনামাইটের বস্তা কাঁধে তুলে নিল। ডানহাতে পিস্তল উঁচিয়ে রেখে বাঁহাতে দুটো বস্তা নিল ম্যাট। আবার দোকানের মূল অংশে ফিরে এল ওরা। মার্ক অপেক্ষা করছিল, ম্যাট তাকে বলল, 'মার্ক, তুমি আর জনি এগুলো বাইরে নিয়ে যাও। আমি ফিউজ আর ক্যাপ নিয়ে একটু পর আসছি।'

বস্তাসহ বেরিয়ে গেল দুভাই। ডেলহ্যান্টির দিকে চোখ ফেরাল ম্যাট। 'এবার ফিউজ আর ক্যাপ, জলদি!'

জবাব না দিয়ে পথ দেখিয়ে ম্যাটকে দোকানের পেছন দিকে নিয়ে এল ডেলহ্যান্টি। দেয়ালের সঙ্গে লাগানো বুক সমান উঁচু একটা বাক্সের তালা খুলে ম্যাটকে বড় আকারের একটা ফিউজের কয়েল আর ক্যাপের খুদে বাক্স বের করে দিল। তালা লাগানোর জন্যে ঘুরে দাঁড়াল সে। এই সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিল ম্যাট, পিস্তলটা উল্টো করে ধরে সজোরে দোকানির মাথায় নামিয়ে আনল বাঁটটা।

জ্ঞান হারিয়ে নিঃশব্দে ম্যাটের পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ল ডেলহ্যান্টি। নিমেষে পিস্তল হোলস্টারে রেখে ঘুরে দাঁড়াল ম্যাট, দোকান ছেড়ে বেরিয়ে এল। 'চল, যাওয়া যাক,' ভাইদের বলল।

স্যাডলে চেপে বসল ম্যাট। বাট স্ট্রীট ধরে এগোল পাঁচ ঘোড়সওয়ার। রাস্তাটা যেখানে দুভাগ হয়েছে, ওখান থেকে আঁকাবাঁকা সংকীর্ণ একটা ট্রেইল পাহাড়ের খাড়া ঢালের দিকে গেছে। সরলরেখার ট্রেইল ধরে এগিয়ে চলল ওরা।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যে পাহাড়ী দেয়ালের পাদদেশে পৌঁছে গেল পাঁচজন। ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল।

'রাইফেলটা বের করো, লিন্স,' বলল ম্যাট। 'আমি যতক্ষণ না আসছি, শহরের দিকে কড়া নজর রাখবে।'

ফিউজের কয়েল একটা বস্তায় ঢোকাল ম্যাট, দড়ির গোছা খুলে নিল স্যাডল থেকে। তারপর একটা পাহাড়ী খাঁজ বেয়ে উঠতে শুরু করল।

কোথাও এক ফুট কোথাও তিনফুট প্রশস্ত খাঁজটা, জায়গায় জায়গায় মসৃণ পাথর মানুষের আনাগোনার প্রমাণ দিচ্ছে। শহরের ছোট ছেলেমেয়েরা সম্ভবত খেলতে আসে এখানে, ভাবল ম্যাট।

অল্প আয়াসে খাঁজ বেয়ে উঠে চলল সে, মিনিট দশেক বাদে সে-ই চাতালে পৌঁছুল। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিল, তারপর কাঁধ থেকে দড়ি নামিয়ে ওটার প্রান্ত ছেড়ে দিল নীচে, পঁয়ত্রিশ ফুট দীর্ঘ দড়ি সরসর করে নেমে গেল। ডিনামাইটের বস্তা বেঁধে দিতে পারবে ওরা সহজেই।

একটা বস্তা ওপরে তুলল ম্যাট, তারপর আরেকটা, সাত আট মিনিট লাগল সবগুলো বস্তা পাহাড়ী চাতালে তুলতে।

চিৎকার করে জনির উদ্দেশে ম্যাট বলল, 'তুমি আর মার্ক উঠে এসো, জনি! তোমরা এখানে থাকবে। পরে তোমাদের খাবার আর পানি দিয়ে যাব!'

জনি আর মার্ক চাতালে উঠে এল। যদ্দূর সম্ভব সতর্কতার সঙ্গে ডিনামাইট

বসানো শুরু করল ম্যাট। চটের বস্তার সাহায্যে প্রথমে খাঁজের ভেতর বিস্ফোরক বসানোর জায়গা তৈরি করল, সযত্নে তার ওপর সবগুলো ডিনামাইট রাখল। একটা ক্যাপ-এ ফিউজের প্রান্ত ঢুকিয়ে দাঁতে চেপে শক্ত করে আটকে দিল, নরম ডিনামাইটের একটা শলায় ঢোকাল ক্যাপটা। স্তূপীকৃত ডিনামাইটের সঙ্গে পাথরচাপা দিয়ে ফিউজযুক্ত ডিনামাইটটা রাখল। চাতালের ওপর তার ছড়িয়ে দশ মিনিট আন্দাজ সময় স্থির করল। ভেবেচিন্তে সময় নির্ধারণ করেছে সে। ফিউজে আগুন জ্বালানোর পর বিস্ফোরণের আগেই কেটে পড়তে পারবে মার্ক আর জনি, কিন্তু ওরা নামার পর আগুন নেভানোর সুযোগ পাবে না কেউ।

পিছিয়ে এসে ফিউজের তার যেখানে খাঁজ থেকে বেরিয়ে এসেছে, সেখানে তারের ওপর পাথর চাপা দিল ম্যাট—অপ্রত্যাশিতভাবে খুলে আসবে না ওটা। জনির দিকে তাকাল সে এবার। 'ম্যাচ আছে?' জিজ্ঞেস করল।

মাথা দোলাল জনি।

'পরপর তিনবার গুলি ছুঁড়ে একটু থেমে আবার দুবার গুলি করব আমি,' বলল ম্যাট, 'তাহলেই বুঝবে ফিউজে আগুন দিতে বলছি। আগুন জ্বেলেই নেমে যাবে তোরা। সোজা স্যান্তা রোসায় চলে যাবে, অপেক্ষা করবে আমাদের জন্যে।'

'ঘোড়া?'

'তিনটে ঘোড়া নিয়ে লিন্স থাকবে নীচে।'

'ওঁ, হ্যাঁ।'

খাঁজ বেয়ে নামতে শুরু করল রেগান। 'সঙ্কেত দেয়ার দরকার নাও হতে পারে। তবু বলা যায় না, হাতের কাছে দেশলাই তৈরি রেখো।'

'আচ্ছা।'

নীচে নেমে এল ম্যাট। 'লিন্স, তুমি ঘোড়া নিয়ে এখানে অপেক্ষা কর। যদি দেখ শহর থেকে কেউ পালাতে যাচ্ছে, তার পায়ের সামনে কয়েকটা গুলি ছুঁড়বি, সাবধান করার জন্যে, তাতে না থামলে দেবে খতম করে।'

মাথা দুলিয়ে সায় দিল লিন্স।

'খাবার আর মদের বোতলের ব্যবস্থা করছি আমি।'

'তোফা, ম্যাট।'

জেসের উদ্দেশে মাথা দোলাল ম্যাট। 'চলো, জেস। এবার আরেকবার দেখা করতে হয় ভদ্রলোকের সঙ্গে।'

ঘোড়ায় চাপল দুভাই। সর্পিল ট্রেইল ধরে নীচে নেমে এল, দুলকি চালে এগোল জেলহাউসের দিকে। শেরিফের অফিসের সামনে ঘোড়া থামাল ম্যাট, চিৎকার করে ডাকল, 'শেরিফ! ডেপুটি! কই, বাইরে এসো! কথা আছে!'

জেল থেকে বেরিয়ে সতর্ক ভঙ্গিতে রাস্তায় নেমে এল স্টোন আর ক্লিফ ফ্যারেল।

গ্রে বাট পাহাড়ের দিকে ইঙ্গিত করল ম্যাট। 'ওদিকে দেখো। পাঁচ বাক্স ডিনামাইট আগলে আমার দুভাই বসে আছে, নীচে অপেক্ষা করছে লিন্স।'

ছাইয়ের মতো ফ্যাকাসে হয়ে গেল স্টোনের চেহারা, প্রায় কেঁদে ফেলল সে। 'ইয়া খোদা! তোমরা কী…!'

পিশাচের মতো হেসে উঠল ম্যাট। 'এক সাথে পাঁচ বাক্স ডিনামাইট ফাটলে কী হবে জানো! পুরো পাহাড়টা সরসর করে নেমে আসবে। ঠিক বলেছি কিনা, শেরিফ? ঠিক শহরের ওপর পড়বে আস্ত পাহাড়!'

'তোমরা…'

'পারব না বলছ?' ম্যাটের চোখে ঠাণ্ডা দৃষ্টি। 'ভালো করেই জানো তুমি পারব।'

দাঁতে দাঁত চাপল ক্লিফ ফ্যারেল। 'চাও কী তোমরা?'

'বলে দিতে হবে? ল্যুকের মুক্তি। চাই চব্বিশ ঘণ্টা বিনা বাধায় এগোনোর সুযোগ।'

'আমরা কী করে তার নিশ্চয়তা দেব? শহরের লোকজন…'

আবার কর্কশ স্বরে হেসে উঠল ম্যাট রেগান। 'মাথার ওপর এতগুলো ডিনামাইট নিয়ে কেউ আমাদের ধাওয়া করতে যাবে বলে মনে হয় না।' হঠাৎ নতুন একটা ধারণা খেলে গেল তার মাথায়। 'ল্যুককে বরং আদালতেই সোপর্দ করো,' বলল সে, 'এই অবস্থায় বেকুসুর খালাস পেয়ে যাবে। তা জাজ আসছে কখন?'

'আজ রাতে কিংবা কাল ভোরে। কাল সকাল দশটায় কোর্ট কাজ শুরু করবে।'

'তাহলে আমাদের কথাটা সবাইকে জানিয়ে দিয়ো। শহরবাসী বাস্তব অবস্থা জানুক। কয়েকজনের নায়ক হবার খায়েশ বা বোকামির কারণে ডিনামাইট ফাটাতে হলে দুঃখের আর শেষ থাকবে না।'

ম্যাট রেগানের দিকে তাকাল ক্লিফ, নরম গলায় বলল, 'এভাবে পার পাবে না, রেগান। জানি না কীভাবে, কিন্তু তোমাকে আমি রুখবই!'

'চেষ্টা করতে থাকো, ডেপুটি, সেই সঙ্গে মাথার ওপর ওই পাহাড়টার কথাও মনে রেখো। চলি, আবার দেখা হবে।'

তের

চলে গেল ম্যাট আর জেস, ওদের গমনপথের দিকে চেয়ে রইল ক্লিফ ফ্যারেল। চোখ দুটো ছোট হয়ে গেছে, রাগে ফেটে পড়তে চাইছে ও, সেই সঙ্গে অসহায় বোধ করছে।

'গ্যাঁড়াকলেই পড়া গেছে,' বলল জেস স্টোন।

'এত সহজে হাল ছাড়ছি না,' বলল ক্লিফ। 'প্রয়োজনে ব্যাটাকে নিজহাতে খুন করব!'

'সে সুযোগ তুমি একবার পেয়েছিলে।'

'জানি,' চোখ রাঙিয়ে শেরিফের দিকে তাকাল ক্লিফ। দ্রুত চিন্তা চলছে মাথায়, কিন্তু সমস্যার সমাধান পাচ্ছে না। কী করার আছে? পাহাড়চূড়ায় একসঙ্গে পাঁচ বাক্স ডিনামাইট ফাটলে গ্রে বাট শহরের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবে, মাটির সঙ্গে মিশে যাবে বসতবাড়ি, প্রাণ হারাবে অসংখ্য মানুষ।

'খবরটা সবাইকে জানিয়ে আসি,' বলল স্টোন।

'দুড়দাড় করে পালাতে শুরু করবে লোকে।'

'যদি কাউকে শহরের বাইরে যাবার সুযোগ দেয়া হয়।' গ্রে বাট পাহাড়ের দিকে তাকাল জেস স্টোন। তারপর ঘুরে মন্থর পদক্ষেপে হাঁটতে শুরু করল। হোটেলের দিকে তাকাল ক্লিফ। বারান্দার খুঁটিতে এক টুকরো কাগজ সাঁটছে ম্যাট, রেগান সরতেই চারপাশে ভিড় জমে উঠল। কাগজটা পড়া শেষ হলে একসঙ্গে সন্ত্রস্ত চেহারায় পাহাড়ের দিকে তাকাল সবাই। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে পাহাড়ী চাতালে বসা ম্যাটের দুভাইকে।

শেরিফকে দেখে শোরগোল তুলে ছুটে এল ওরা। জনতাকে শান্ত করার ব্যর্থ চেষ্টা চালাল স্টোন। জেলহাউসে ফিরে এল ক্লিফ, সজোরে লাথি হাঁকিয়ে দরজা আটকাল।

খাঁচায় বন্দী বাঘের মতো দশ পনের মিনিট অবিরাম কামরার একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে পায়চারি করে বেড়াল। অসম্ভব একেকটা বুদ্ধি আসছে মাথায়, সঙ্গে সঙ্গে নাকচ করে দিচ্ছে, গোলক ধাঁধায় পড়ে খাবি খাচ্ছে ও, চোখে অন্ধকার দেখছে। ম্যাটের পরিকল্পনায় ফাঁক নেই, ঠেকাবে কীভাবে?

আচমকা দড়াম করে দরজা খুলে গেল, এলোমেলো পায়ে ভেতরে ঢুকল ডেলহ্যান্টি, মুখের একপাশে রক্তের দাগ, মাথার চুল শুকনো রক্তে জট পাকিয়ে গেছে। চেহারায় যন্ত্রণার ছাপ, দৃষ্টিতে ক্রোধ। 'ক্লিফ, ওরা···পাঁচ বাক্স ডিনামাইট কেড়ে নিয়ে গেছে···অজ্ঞান করে ফেলে গিয়েছিল আমায়···জ্ঞান ফিরতেই খবরটা জানাতে ছুটে এসেছি···'

'আগেই জানতে পেরেছি···'

'তাহলে শয়তানগুলোকে ধরছ না কেন? তুমি না অফিসার?'

'একটু এদিকে এসো, ডেলহ্যান্টি···' এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলল ক্লিফ, নেমে এল রাস্তায়। সন্দিগ্ধ চেহারায় অনুসরণ করল বুড়ো দোকানি। গ্রে বাট-এর দিকে ইঙ্গিত করল ডেপুটি। 'ওইযে, পাহাড়ে উঠে বসেছে ওদের দুজন। ডিনামাইটগুলো ওখানে। ঘোড়া নিয়ে একজন অপেক্ষা করছে নীচে।'

আতঙ্কে বিস্ফারিত হলো ডেলহ্যান্টির চোখজোড়া। 'কেন? কী চায় ওরা?'

মাথা নেড়ে জেলহাউসের দিকে ইশারা করল ফ্যারেল। 'ল্যুকের ভাই ওরা, ওকে ছাড়িয়ে নিতে এসেছে।'

'কী করবে বলে ভারছ?'

'জানি না। কিছু ঠিক করি নি।'

পাহাড়ের দিকে সম্মোহিতের মতো চেয়ে রয়েছে ডেলহ্যান্টি, চোখজোড়া কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে। 'পাঁচ বাক্স ডিনামাইট! ইয়া আল্লাহ্!'

'কী রকম ক্ষতি হতে পারে?'

'প্রায় পুরো পাহাড়টাই নেমে আসবে! মোট কথা কবর হয়ে যাবে আমাদের!'

'প্রথম আঘাতটা কোথায় লাগবে?'

'বাট স্ট্রীটের মাথায়।'

'আমিও তাই ভেবেছি।' ওখানেই সোনিয়াদের বাড়ি।

ঘাড় ফিরিয়ে ক্লিফের দিকে তাকাল ডেলহ্যান্টি, তারপর ঘোরলাগা লোকের মতো বিড়বিড় করতে করতে এলোমেলো পা ফেলে সামনে এগোল। 'পাগল! বদ্ধ উন্মাদ! আমি গেলাম···এখানে আর থাকা যাবে না!'

চোখ কুঁচকে ডেলহ্যান্টির গমনপথের দিকে চেয়ে রইল ক্লিফ। কয়েক হাজার টন পাথরচাঁইয়ের ধস সরাসরি সোনিয়াদের বাড়ির ওপর পড়বে ভাবতেই দুহাত মুষ্টিবদ্ধ হলো ওর। শিগগির ওদের সরিয়ে আনতে হবে, ও বাড়িতে থাকা নিরাপদ নয়।

অবশ্য, আপনমনে বলল ক্লিফ, এই মুহূর্তে বিপদের আশঙ্কা নেই, তাড়াহুড়ো করে ডিনামাইট ফাটাতে যাবে না ম্যাট। শহরবাসীরাও এমন কিছু করবে না যাতে অজুহাত পায়।

সুযোগ যখন পেয়েছিল তখনই ল্যুককে হত্যা করা উচিত ছিল, ভাবল ক্লিফ এখন পরিস্থিতি সম্পূর্ণ আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে। ল্যুককে আটক রাখতে গেলে শহর ধ্বংসের ঝুঁকি নিতে হবে।

এদিকে আবার উধাও হয়েছে স্টোন। উত্তেজিত ভীত জনতা পথে নেমে পড়েছে। ডেল পোমরয় হাইট আর হোটেল ক্লার্ক হিউগে স্মিদারসসহ দশ বারজনের একটা দল দৌড়ে এল ক্লিফের দিকে। ফুট দশেক দূরে থাকতেই রুদ্ধশ্বাসে চেঁচিয়ে উঠল পোমরয়। 'ওকে ছেড়ে দাও, ক্লিফ! নইলে সবাইকে মরতে হবে!'

'উঁহু,' মাথা নাড়ল ফ্যারেল। 'ওকে আমি ছাড়ব না। আদালতে দাঁড়াতেই হবে বদমাশটাকে।'

'কিন্তু ওরা···'

'কিচ্ছু করবে না। ল্যুক যতক্ষণ জেলে আছে, বিপদের আশঙ্কা নেই। ওরা স্রেফ ল্যুকের ফাঁসি ঠেকাতে চাইছে–আর কিছু না।'

'ওকে বরং ছেড়েই দাও! আমরা কি ছাই জানতাম যে···!'

ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে জনতার দিকে তাকাল ক্লিফ। 'কালই না ওকে ঝোলানোর জন্যে খেপে উঠলে তোমরা? ওকে ছিনিয়ে নিয়ে ফাঁসি দেয়ার জন্যে মেরে বেহুঁশ করে দিলে আমায়! আজ আবার উল্টে গেলে কেন? ল্যুক ফেরেশতা হয়ে গেল? না ভয়ে নীতি পাল্টালে?'

পোমরয়সহ কয়েকজনের চেহারা লাল হলো। মুখ তুলে ক্লিফের দিকে তাকাল পোমরয়। 'যা খুশি ভাবতে পারো, কিন্তু এক লোককে নিয়ে টানাহ্যাঁচড়া করতে গিয়ে পুরো শহরকে বিপদের মুখে ঠেলে দেয়ার কোনও মানে হয় না।'

সামনে রাস্তার দিকে তাকাল ক্লিফ। সোনিদের বাড়ির কাছাকাছিই পোমরয়ের বাড়ি, পাহাড় ধসের পথে পড়বে। 'রেগানের বিচার হবেই,' গোঁয়ারের মতো বলল ও। 'অপরাধী সে, শাস্তি তাকে পেতেই হবে।'

রক্ত সরে শাদা হয়ে গেল পোমরয়ের চেহারা। পালা করে একবার রাস্তা আর একবার ক্লিফের দিকে তাকাল। 'বউ বাচ্চা নিয়ে এখুনি চলে যাচ্ছি আমি এখান থেকে!' কাঁপা গলায় বলে উঠল সে।

ঘুরে দাঁড়াল পোমরয়, সঙ্গীদের ঠেলে এগোল, দৌড় দিল বাড়ির দিকে। ক্লিফের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ চেহারার দিকে তাকাল অন্যরা, তারপর পোমরয়ের মতো যার যার বাড়ির পথ ধরল। আরও অনেকে উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটোছুটি করছে রাস্তায়।

স্টোন কোথায় গেছে কে জানে! লোকটা থাকলে ভালো হত, ভাবল ফ্যারেল, বিপদ সম্পর্কে সোনিদের সতর্ক করা দরকার, কিন্তু আসামীদের একা ফেলে কোথাও যাবার সাহস হচ্ছে না।

হঠাৎ ঘোড়ার খুরের শব্দে চমকে তাকাল ক্লিফ। ধুলো উড়িয়ে দ্রুত ছুটে এল একটা বাকবোর্ড, ক্লিফকে পেরিয়ে গেল, অপ্রতিহত গতিতে ছুটল শহর সীমান্তের দিকে। গ্রে বাট-এর চূড়ার দিকে তাকাল ক্লিফ, রাইফেলের নলে রোদের প্রতিফলন দেখল, পরমুহূর্তে ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখা দিল ওখানে। চট করে বাকবোর্ডের দিকে চোখ ফেরাল ও। ঠিক তখনই মাটিতে লুটিয়ে পড়ল ঘোড়াটা। একদিকে কাত হয়ে গেল বাকবোর্ড, কাঁকড়ার মতো পিছলে এগিয়ে গেল বেশ খানিকটা। দুজন যাত্রী ছিটকে পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। মেয়েটা ছুটে এল নিঃসাড় লোকটার কাছে।

মুহূর্তের জন্যে ইতস্তত করল ফ্যারেল। ভালো একটা রাইফেল থাকলে…পাহাড়ের নীচের লোকটা মাত্র শতিনেক গজ দূরে…কিন্তু তাকে মেরে ওপরের দুজনকে ঘায়েল করার আগেই বদমাশগুলো তারে আগুন ধরিয়ে দেবে। তা ছাড়া এখান থেকে ওদের গুলি লাগানো যাবে, তার কোনও নিশ্চয়তা নেই।

ঘুরে উল্টানো বাকবোর্ডের দিকে দৌড়ে গেল ফ্যারেল। চরকির মতো এখনও ঘুরছে একটা চাকা। জবাই করা মুরগীর মতো দাপাদাপি করছে আহত ঘোড়াটা, উঠতে পারছে না।

মেয়েটিকে চিনতে পারল ক্লিফ, ডেলা ব্রনসন। অচেতন লোকটি তার স্বামী, এড ব্রনসন। ব্রনসনের পাশে হাঁটু গেড়ে বসেছে ডেলা, ধুলো রক্তের আস্তরণ ওর মুখে, এখানে ওখানে ছিঁড়ে গেছে পোশাক।

ডেলার মুখোমুখি হয়ে ব্রনসনের অন্যপাশে বসে পড়ল ক্লিফ। স্বাভাবিক শ্বাসপ্রশ্বাস চলছে এডের। তীক্ষ্ণ চোখে ওর মাথা পরীক্ষা করল ক্লিফ কানের কাছে একটু চামড়া কেটে গেছে, আর কিছু না।

'চিন্তার কিছু নেই, ম্যা'ম,' বলল ও, 'হঠাৎ চোট লাগায় জ্ঞান হারিয়েছে।

দাঁড়াও ওকে বাড়ি পৌঁছানোর ব্যবস্থা করছি, অপ্রয়োজনে আর বাইরে এসো না, ঠিক আছে?'

'ওদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিয়ে হাত গুটিয়ে বসে আছ কেন—?'

'লোকজন যতক্ষণ শহরে থাকছে, ওরা চুপচাপ থাকবে। ল্যুককে বের করে নিয়ে যেতে চাইছে তার ভাইয়েরা।'

'ছেড়ে দাও!'

'কাল রাতে এডসহ আরও কয়েকজন রেগানকে ছিনিয়ে নেয়ার জন্যে আমাকে প্রায় খুন করে ফেলছিল,' বলল ক্লিফ, 'আর তুমি বলছ তাকে ছেড়ে দিতে?'

দ্বিধার ছাপ পড়ল ডেলার চেহারায়। সোজা হয়ে দাঁড়াল ক্লিফ। ইতিমধ্যে ভিড় জমতে শুরু করেছে, ব্রনসনকে বাড়ি পৌঁছে দেয়ার জন্যে অনুরোধ করল জনতাকে। তারপর আহত ঘোড়ার সামনে এসে দাঁড়াল ও, কপাল লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল পিস্তল থেকে, স্থির হয়ে গেল অবোধ জানোয়ারটা।

তুফান বেগে ঘোড়া হাঁকিয়ে ছুটে এল এক লোক। চেঁচিয়ে তাকে থামতে অনুরোধ করল ফ্যারেল। কিন্তু কে শোনে কার কথা, ঝড়ের মতো ওকে পাশ কাটিয়ে গেল সে! পাহাড়চূড়ায় আবার রাইফেল গর্জাল প্রচণ্ড শব্দে। ধুলো ছিটকে উঠল ছুটন্ত ঘোড়ার পায়ের কাছে। সঙ্গে সঙ্গে লাগাম টেনে ঘোড়া থামাল সওয়ারী, সাঁই করে ঘুরল, আবার ক্লিফদের দিকে ফিরে এল, চলে গেল যে-পথে আসছিল সে-পথে। ক্লিফ শুনল লোকটা বিড়বিড় করছে, 'রাত হোক, অন্ধকারে লুকিয়ে ঠিক পালাব!'

অফিসে চলে এল ফ্যারেল। আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ছে পুরো জনপদে, দ্বিধায় ভুগছে সবাই। পালাতে গেলে গুলি খেতে হবে, বুঝিয়ে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা; আবার শহরে থাকাও নিরাপদ নয় মোটেই। ভয়ের কথা, নতি স্বীকার করবে না সাফ সাফ বলে দিয়েছে ক্লিফ।

জেলহাউসের পেছন থেকে বেরিয়ে এল জেস স্টোন। আতঙ্কে বিহ্বল জনতার দিকে একনজর তাকিয়ে ধূর্ত দৃষ্টি ফেরাল ক্লিফের দিকে।

'কোথায় ছিলে?' জিজ্ঞেস করল ফ্যারেল।

'বাসায়। ভেবেছিলাম ছেলেমেয়েসহ ওকে বাইরে পাঠিয়ে দেব, কিন্তু…'

'এখানে একটু থাকতে পারবে?'

মুহূর্তের জন্যে ভয়ের ছাপ পড়ল শেরিফের চোখে।

'না, পালাব না,' ওকে আশ্বস্ত করল ক্লিফ। 'একটু সোনিদের বাড়িতে যাব। ওদের সরিয়ে আনা জরুরি, ডিনামাইট ফাটলে সবার আগে ওরাই বিপদে পড়বে।'

'ঠিক আছে, যাও।' স্টোনের কণ্ঠে স্পষ্ট স্বস্তির ছাপ।

হাঁটতে হাঁটতে সোনিয়াদের বাড়ির দিকে এগোল ফ্যারেল। মাঝে মাঝে গ্রে বাট পাহাড়ের দিকে চাইছে। ইচ্ছে করছে ছ'সাতজন লোক নিয়ে গা ঢাকা

দিয়ে এগিয়ে যায়, শেষ করে দিয়ে আসে ওদের। কিন্তু ভীষণ ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যাবে কাজটা। চেষ্টা করলে শ'দু'য়েক গজ কাছাকাছি যাওয়া যাবে হয়তো, তারপরই ওদের চোখে ধরা পড়তে হবে। আত্মরক্ষার জন্যে স্রেফ চাতালের ওপর শুয়ে পড়বে ওরা, তারপর আগুন লগিয়ে দেবে ডিনামাইটের ফিউজে। সর্বনাশ হয়ে যাবে।

কিন্তু রাতে...ভাবল ক্লিফ...টেইল বেয়ে উঠে আচমকা হামলা চালিয়ে ঘোড়াঅলাকে বন্দী করে...হ্যাঁ, সম্ভব তারপর-চাতালে উঠে বাকি দুজনকেও পাকড়াও করা যাবে...কিন্তু ব্যর্থতার সমূহ আশঙ্কা...অন্য কোনও উপায় দেখতে হবে।

একটা চটের বস্তা আর দুটো ক্যান্টিন নিয়ে ম্যাট রেগান ট্রেইল ধরে এগিয়ে যাচ্ছে, দেখল ক্লিফ। চাতালের নীচে ঢালের মাথায় ঘোড়া থামিয়ে স্যাডল থেকে নামল ম্যাট। ওপর থেকে রশি নেমে এল, খানিক পরেই বস্তা আর ক্যান্টিনসহ উঠে গেল আবার।

আবার ঘোড়ায় উঠে বসল ম্যাট রেগান। ফিরতি পথ ধরল। সোনিদের বাড়ির ঠিক সামনে মুখোমুখি হলো ওরা।

'কী ঠিক করলে, ডেপুটি?' জিজ্ঞেস করল ম্যাট।

'কিছু না। আমি জানি, ল্যুক যতক্ষণ জেলে আছে, ডিনামাইট ফাটানোর ঝুঁকি তোমরা নেবে না। তাহলে তাকেও মরতে হবে।'

এতটুকু ম্লান হলো না ম্যাটের হাসি, তবে দুচোখের দৃষ্টিতে কাঠিন্য ফুটল। 'তোমার ঘাড়ের রগ কী করে সোজা করতে হবে আমি জানি।'

'তা হলে আর কী, চেষ্টা করো!'

জবাব দিল না ম্যাট, ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে একবার ওর দিকে তাকাল, তারপর আবার নিজের পথ ধরল।

সোনিয়াদের দরজায় টোকা দিল ক্লিফ। দরজা খুলল সোনির মা। ক্রুদ্ধ চেহারা। কিন্তু সে মুখ খোলার আগেই বাধা দিল ক্লিফ। 'চুপ থাকুন! আপনার বকবকানি শুনতে আসি নি। এসেছি জরুরি একটা কথা বলতে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বেরিয়ে পড়ুন এখান থেকে, আপনাদের মাথার ওপর পাঁচ বাক্স ডিনামইট আগলে দুই বদমাশ বসে আছে পাহাড়ে। ল্যুক রেগানকে না ছাড়লে পুরো গ্রে বাট ধসিয়ে দেয়ার হুমকি দিয়েছে ওরা।'

ফ্যাকাসে হয়ে গেল মিসেস ম্যাকনেয়ারের চেহারা, চট করে ঘুরে দাঁড়াল। 'জুলস! সোনি!' চিৎকার জুড়ে দিল সে, 'শিগগির এসো! তাড়াতাড়ি! শোনো ক্লিফ কী বলছে!'

সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামল সোনিয়া আর জুলস ম্যাকনেয়ার। একই কথার পুনরাবৃত্তি করল ক্লিফ। ব্যাকুল দৃষ্টিতে তাকাল সোনিয়ার দিকে। ওর দুচোখের তারায় এখন সেই শূন্যতা নেই। কিন্তু ক্লিফের দিকে সরাসরি তাকাল না সোনি।

'এক্ষুনি বেরিয়ে যাব আমরা,' বলল সোনির বাবা। 'আপাতত টেইলরদের ওখানেই উঠব।'

ঈষৎ মাথা দোলাল ফ্যারেল। 'যত চাপই আসুক, নিশ্চিত থাকুন, ল্যুক রেগানকে ছাড়ছি না,' বলল ও।

চোদ্দ

গেটের সামনে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল ক্লিফ, ভাবল এখুনি ছুটে আসবে সোনি, একা দুটি কথা বলবে ওর সঙ্গে। কিন্তু ওকে নিরাশ করে বাবা মায়ের সঙ্গে বেরিয়ে এল সোনিয়া। একসঙ্গে দক্ষিণে টেইলরদের বাড়ির পথ ধরল, সবার হাতে একটা করে ব্যাগ।

অনিচ্ছার সঙ্গে আবার অফিসের দিকে পা বাড়াল ক্লিফ, মাঝপথে একবার থেমে গ্রে-বাট পাহাড়ের দিকে তাকাল।

চাতালের দেয়ালে ঠেস দিয়ে অলস ভঙ্গিতে বসে আছে ল্যুকের দুভাই, অবিরাম সিগারেট ফুঁকছে। সকালের রোদ সরাসরি ওদের চোখে পড়ছে, তাই টুপি নামিয়ে চোখ আড়াল করে রেখেছে।

অপর ভাইটি নীচে রাইফেলে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখছে এদিকে।

শহরের পথঘাট বিস্ময়কররকম নির্জন। ব্রনসন নাজেহাল হওয়ায় পালানোর উৎসাহে ভাটা পড়েছে। জেলহাউসের কাছে এখনও একই ভঙ্গিতে পড়ে রয়েছে বাকবোর্ড আর নিহত ঘোড়াটা।

অফিসে পৌঁছুল ক্লিফ, ভবনের সামনে বেঞ্চে বসে পাইপ টানছে স্টোন। তার পাশে বসে পড়ল ও, পকেট থেকে কাগজ-তামাক বের করে সিগারেট বানিয়ে ধরাল। 'কাউকে দেখছি না, সবাই গেল কোথায়?' জিজ্ঞেস করল।

'হোটেল লবিতে, মিটিং করছে।'

'কী ব্যাপারে?'

'আমাদের রাজি করানোর উপায় বের করতে…'

'…যাতে ল্যুকদের ছেড়ে দিই?' বলল ক্লিফ, 'আমরা রাজি না হলে?'

'রাত নামলেই এখান থেকে পালানোর চেষ্টা করবে সবাই।'

'ম্যাট বাধা দেবে।'

'কীভাবে?'

'একটা বুদ্ধি ঠিক বের করবে শয়তানটা,' বলল ক্লিফ, একটু থামল ও। 'মিটিংয়ে আমাদের কারও থাকা উচিত ছিল না?'

'তা ঠিক, যেতে চাও?'

উঠে দাঁড়াল ক্লিফ। নানা জনের অনুযোগ অভিযোগের মুখোমুখি হতে হবে বলে যেতে ইচ্ছে করছে না, কিন্তু না গিয়ে উপায় নেই। হোটেলে পৌঁছে সোজা লবিতে ঢুকে পড়ল ও।

সত্তর-পঁচাত্তর জন লোক জমায়েত হয়েছে লবিতে, অধিকাংশই পুরুষ। মাথায় পট্টি বাঁধা ডেলহ্যান্টি, ডাক্তার বোনার, ডেল পোমরয়, লেক্স মেসি, ফ্র্যাংক হাইট, সস্ত্রীক আহত এড ব্রনসন–সবাই উপস্থিত। ক্লিফকে দেখেই চেঁচিয়ে উঠল পোমরয়। 'কথা না বাড়িয়ে এবার একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছুনো দরকার!' ক্লিফের দিকে ইঙ্গিত করল সে। 'ওই তো ডেপুটি এসে গেছে! কী করবে ঠিক করলে, ক্লিফ? রেগানকে ছেড়ে দিচ্ছ?'

মাথা নাড়ল ক্লিফ।

'ওকে জিজ্ঞেস করছ কেন?' গলা ছেড়ে চিৎকার করল একজন। 'স্টোন এখানকার শেরিফ, ফ্যারেল স্রেফ তার ডেপুটি। স্টোন যা বলবে তাই তাকে মানতে হবে!'

বক্তার দিকে ঘাড় ফেরাল ক্লিফ, জ্যাক কোল, কালরাতের সাত হামলাকারীর একজন।

'আজই কোনও একসময় জাজ কেনেডি আসছে,' গলা চড়িয়ে বলল ও। 'কাল সকাল দশটায় আদালত বসছে, ওখানেই সিদ্ধান্ত হবে।'

'তার আগেই স্টোন যদি ল্যুককে ছেড়ে দেয়?'

'ছাড়বে না।' দৃষ্টিতে কাঠিন্য ফুটে উঠল ফ্যারেলের। 'আমি যতক্ষণ বেঁচে আছি ওকে ছাড়ার সাধ্য নেই কারও।'

'সময়টা সংক্ষিপ্ত হতে পারে।'

ভিড় ঠেলে কোলের দিকে ছুটে গেল ক্লিফ, উল্টোহাতে বিদ্যুৎগতিতে থাবড়া লাগাল তার গালে। 'ভয় দেখাচ্ছ? ইচ্ছে করলে তোমাকেও আমি জেলে ভরে রাখতে পারি, জানো?'

ক্লিফের কাঁধে হাত রেখে ওকে শান্ত করার চেষ্টা করল পোমরয়। 'থামো, ক্লিফ। ঝগড়া করে কী লাভ?'

সরোষে ঘাড় ফিরিয়ে পোমরয়ের দিকে তাকাল ফ্যারেল। 'আচ্ছা?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল ও। 'রেগানকে জ্যান্ত ফিরিয়ে আনার পর সবাই মিলে আমাকে গালাগালি করলে, ওকে দুবার ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করলে, অথচ এখন বলছ ছেড়ে দিতে…ল্যুকের সঙ্গে তোমাদের তফাৎ কোথায়? কিন্তু মনে রেখো, কেউ চাক না চাক রেগানকে আমি আদালতে চালান দেবই। ল্যুক দোষী না নির্দোষ আদালতই স্থির করবে। কিন্তু তোমাদের হাতে যেমন তুলে দিই নি তেমনি বিনাবিচারে ছেড়ে দেয়ারও প্রশ্ন ওঠে না।'

'আমাদের তাহলে শহর ছেড়ে পালানো ছাড়া উপায় থাকছে না,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল কোল, 'আজই আমরা চলে যাব।' রেগানের বিচার করতে জুরী খুঁজে পাবে না তুমি।'

বিরক্তিভরে সমবেত জনতার দিকে তাকাল ক্লিফ। 'এমনিতেও আশা কম। এ শহরে কারও জুরী হবার মতো সাহস আছে বলে আমার মনে হয় না।' কথাটা শেষ করেই ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল ক্লিফ, বেরিয়ে এল বাইরে। বারান্দায় আড়ি পেতে ওদের কথা শুনছিল ম্যাট আর জেস রেগান। ফ্যারেলের দিকে তাকিয়ে বিজয়ীর হাসি হাসল ওরা। বারান্দার খুঁটিতে একটা নোটিস সেঁটে দিয়েছে, মাথা দুলিয়ে সেদিকে ইঙ্গিত করল ম্যাট। নোটিসটা পড়ল ক্লিফ।

নোটিস

রাতে অথবা দিনে শহর ছেড়ে পালানোর চেষ্টা করলেই
ডিনামাইট ফাটানোর নির্দেশ দেব।

ম্যাট রেগান।

'এখনও সময় আছে হার স্বীকার কর, ডেপুটি,' বলল ম্যাট। 'ছেড়ে দাও ওকে। আদতে ও হয়তো নির্দোষ, কাজটা হেলম্যানেরও হতে পারে।'

'হেলম্যান নয়, ল্যুকই পালিয়ে গিয়েছিল।'

'আর দোষী হলেই বা কি? মেয়েটাকে তো আর মেরে ফেলে নি?'

ক্লিফের অ্যাকশন পুরোপুরি পিলে চমকানো। চোখের পলকে ম্যাটের পেটে একটা ঘুসি বসিয়ে দিল ও। দুভাঁজ হয়ে গেল রেগান, সঙ্গে সঙ্গে ওর নাক বরাবর উঠে এল ক্লিফের হাঁটু। মুখ থুবড়ে পড়ল ম্যাট, গলগল করে রক্ত বেরিয়ে আসছে নাক থেকে।

ম্যাট ধরাশায়ী হওয়ার আগেই পিস্তল বের করে ফেলল ক্লিফ। অস্ত্র উঁচিয়ে হুঙ্কার ছাড়ল, 'সাবধান!' পিস্তলের বাঁট আঁকড়ে ধরে জমাট বেঁধে গেল জেস। ম্যাটকে পেটানোর সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেল, ভাবল ক্লিফ, টগবগে ক্রোধ প্রশমিত করার রাস্তা বন্ধ হলো। এখন আর পিস্তল খাপে ভরা যাবে না, প্রথম সুযোগে ওকে খুন করবে জেস। আর অস্ত্র হাতে ম্যাটের সঙ্গে মারপিট সম্ভব নয়।

কোনওমতে উঠে বসল ম্যাট, প্রবল বেগে মাথা নাড়ছে, অঝোর ধারায় রক্ত ঝরছে নাক থেকে। সভা ভেঙে হুড়মুড় করে বেরিয়ে এল সবাই, ভিড় জমাল চারপাশে। হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল ডেল পোমরয়। 'আরে, ওটা কী!' খুঁটির সঙ্গে সাঁটা নোটিসটা সবাইকে শুনিয়ে পড়ল সে।

ভিড় ঠেলে তার দিকে এগিয়ে গেল ম্যাট রেগান। 'ল্যুক জেলে না থাকলে এখুনি বোমা ফাটানোর নির্দেশ দিতাম আমি!' কর্কশ কণ্ঠে বলল সে। 'প্রাণ ভরে দেখতাম শহরটার মরণ!'

ঠেলাঠেলি করে ক্লিফের কাছে এল পোমরয়। 'কাজটা ভাল হয় নি,' বলল সে। 'এই পরিস্থিতিতে একটু সামলে চলতে হয়, ওরা খেপে গেলে কী অবস্থা হবে, বলো তো?'

জবাব না দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল ক্লিফ, দুপদাপ করে রাস্তায় নামল, পা বাড়াল অফিসের দিকে। পেছনে চিৎকার জুড়ে দিল জনতা। আশ্চর্য মানুষগুলো…প্রতি মুহূর্তে বদলে যাচ্ছে! এই এক কথা বলছে…পরমুহূর্তে সম্পূর্ণ ভিন্ন সুর বাজছে তাদের কণ্ঠে।

আচ্ছা কী করলে সবদিক রক্ষা হয়? হ্যাঁ, একটা কাজ করা যায়…

সম্ভাবনাটা খতিয়ে বিচার করল ফ্যারেল। সোনিকে নিয়ে শহর ছেড়ে ও নিজেই চলে যেতে পারে। তারপর শহরবাসীরাই সিদ্ধান্ত নেবে করণীয় সম্পর্কে…কিন্তু তার অর্থ তো হার মেনে নেয়া…মুক্তি দেয়া রেগানকে।

শেষ পর্যন্ত তো খালাস পাবে লোকটা; ম্যাটরা যতক্ষণ ডিনামাইটসহ পাহাড়ে থাকছে, জুরীদের সাহস হবে না ওর বিরুদ্ধে রায় দেয়ার…যদি জুরী খুঁজে পাওয়া যায়।

জেলহাউসের সামনের বেঞ্চে এখনও বসে আছে স্টোন। দরজা খোলা, ভেতর থেকে চিৎকার করে কী যেন চাইছে ল্যাক রেগান, কান ঝালাপালা হবার যোগাড়। একটানে দরজাটা আটকে দিল ক্লিফ, চাপা পড়ে গেল আসামীর চিৎকার।

গলা খাঁকারি দিল স্টোন। 'কাল রাতে আমায় জেলে না পেয়ে কি ভেবেছিলে, পালিয়েছি?'

'পালাও নি?'

'হয়তো।' অভিযোগ অস্বীকার করতে চাইছে যেন স্টোন। 'জনতা তোমাদের পরাস্ত করবে ধরে নিয়েছিলাম আমি।'

'সাহায্য করতে এলে না কেন?' কৈফিয়ত তলবের সুরে বলল ক্লিফ।

রেগে গেল স্টোন। 'তোমাকে তার কৈফিয়ত দিতে হবে! ভুলে যেয়ো না, তুমি আমার ডেপুটি, চাইলে যে কোনও সময় তোমাকে বরখাস্ত করতে পারি!'

'বেশ তো, করো!' শীতল কণ্ঠে বলল ক্লিফ।

'দেখো, আমায় খেপিয়ো না! তাহলে সত্যিই বরখাস্ত করতে বাধ্য হব। কালই আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি রেগানকে আটক রাখার জন্যে কাউকে হত্যা করা যাবে না। নিজের প্রাণ খোয়ানোর তো প্রশ্নই ওঠে না। আর এটাই যুক্তিসঙ্গত কথা।'

'রেগানকে দেখলেই বোঝা যায়, লোকটা জন্মপাপী, ওকে ছেড়ে দিলে মহা সর্বনাশ হয়ে যাবে।'

'ওকে ছেড়ে দিয়ে তারপর প্যাসি নিয়ে একসঙ্গে সবগুলোর পিছু নিলেই তো হয়…'

'তা হয়,' বলল ক্লিফ। 'কিন্তু প্যাসিকে ফাঁকি দেয়ার জন্যে ওরা ছয়জন ছদিকে চলে যাবে, বুঝলে! তখন? বুঝলাম দুএকজনকে ধরলে, তারপর? এই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটবে না?'

রাস্তার দিকে তাকাল ফ্যারেল। হোটেলের দিক থেকে একদল লোক আসছে। হঠাৎ আরেকটা জিনিস নজরে এল ওর, ঝট করে উঠে দাঁড়াল। হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে আসছে সোনিয়া।

দ্রুত এগোল ফ্যারেল। ওকে থামানোর চেষ্টা করল জনতা। সবার বাধা উপেক্ষা করে এগিয়ে চলল ও। 'স্টোনের কাছে যাও,' বলল, 'সে-ই তো শেরিফ।'

হাঁটার গতি বাড়াল ক্লিফ, প্রায় ছুটছে, আকুলতা ভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সোনিয়ার দিকে।

সোনিয়ার সামনে পৌঁছে থমকে দাঁড়াল ও। দুজন মুখোমুখি, নিশ্চুপ।

দুঃখ ভারাক্রান্ত সোনিয়ার চেহারা; নিশ্চয়ই প্রচুর কান্নাকাটি করেছে, ফুলে আছে চোখজোড়া। বিবর্ণ ঠোঁট দুটো মৃদু কাঁপছে।

সোনিয়ার কাঁধে হাত রাখল ক্লিফ। ঘুরে হাঁটতে শুরু কলল দুজন, একসঙ্গে সব কোলাহল পেছনে ফেলে শহরের বাইরে চলে এল।

'কেমন আছ, সোনি?' জিজ্ঞেস করল ক্লিফ।

হাসতে গিয়ে ব্যর্থ হলো মেয়েটা। আরও সামনে এগোল ওরা, একটা কটনউডের ছায়ায় পৌঁছুল। 'বসো, সোনি। তোমাকে দেখতে যাবার অনেক চেষ্টা করেছি আমি, কিন্তু তোমার মা...'

'আমি জানি, ক্লিফ।'

'হয়তো আমার ভুল হয়েছে, কিন্তু যা করেছি ভালো ভেবেই করেছি।'

'তাও জানি। সেকথা বলব বলেই তো এলাম। লোকটাকে মেরে ফেলার কথা আমি মন থেকে বলি নি।'

'সব এখনও আগের মতোই আছে, সোনি,' বলল ক্লিফ। 'একদম ভেবো না। ঝামেলাটা মিটে যাক, বিয়েটা সেরে চলে যাব আমরা এখান থেকে।'

'যদি না মেটে?'

'কেন, কালই রেগানের বিচার হচ্ছে।'

'কিন্তু সে তো খালাস পেয়ে যাবে। এই অবস্থায় কেউ ওর বিরুদ্ধে আঙুলটিও নাড়বে না।'

'সেক্ষেত্রে আমি নিজে...' থেমে গেল ক্লিফ। পরিস্থিতির জটিল রূপ উপলব্ধি করতে পারছে ও। ফিউজে আগুন জ্বালানোর আগে রেগান ভাইদের পরাস্ত করা অসম্ভব। মনকে চোখ ঠেরে লাভ কী?

সোনিয়ার দিকে তাকাল ও। মেয়েটার সেই চঞ্চল দৃষ্টির কথা মনে পড়ল। রেগান সোনির অসম্মান করেছে, তাকে কী করে ক্ষমা করবে ও? কাল আদালতে কী সিদ্ধান্ত হবে কে জানে। রেগানের নিরপেক্ষ বিচার করার মতো জুরী কি মিলবে? জুরীরা হয়তো বেকসুর খালাস দিয়ে দেবে ল্যাককে...

তাহলে...দাঁতে দাঁত চাপল ক্লিফ, একাই ছ'ভাইয়ের পিছু নেবে ও, খুন করে আসবে ল্যাককে। পারবে? ল্যাক রেগানকে হত্যা করার পর কোন্ দৃষ্টিতে

নিজের বিচার করবে ও? কাজটা বেআইনি হয়ে যাবে না? বিচারে খালাস পাওয়ার পর তাকে হত্যা করার যুক্তি কোথায়? আইনের সিদ্ধান্ত পছন্দ না হলেই আইন ভাঙবে, এতই ঠুনকো ওর নীতিবোধ?

'এবার যেতে হয়,' বলল সোনিয়া, 'মা চিন্তা করবে।'

'আচ্ছা,' হাত ধরে সোনিয়াকে দাঁড় করাল ক্লিফ। সহসা ওর বাহু আঁকড়ে ধরল মেয়েটা, কান্নায় ভেঙে পড়ল। নীরবে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করল ক্লিফ।

আবার শহরের দিকে পা বাড়াল ওরা। কিছুতেই পাহাড়ের দিকে না তাকিয়ে থাকতে পারছে না ক্লিফ।

'সত্যিই ওরা ডিনামাইট ফাটাবে?' জিজ্ঞেস করল সোনিয়া।

'আশঙ্কা আছে।'

'বিচারের জন্যে লোকটাকে সান্তা রোসায় নিয়ে গেলে কেমন হয়?'

মাথা দোলাল ফ্যারেল। কথাটা আগেই ভেবেছে। 'একা একা ওকে নিয়ে অতদূর যাওয়া যাবে না। কেউ যাতে আমাদের সঙ্গে না যায় ম্যাট তার ব্যবস্থা করবে।'

'ওরা আজীবন বসে থাকতে পারবে ওখানে?'

'তা পারবে না। আসলে কি জানো, ডিনামাইট ফাটানোর ওদের ইচ্ছে নেই। কেননা ওরা জানে, শহরের কিছু হলে ওদের মরতে হবে। তবু বলা যায় না, ল্যুকের জন্যে সে ঝুঁকি নিতেও পারে।'

শহরে ফিরে এল ওরা।

'আমি একাই যেতে পারব, ক্লিফ,' বলল সোনিয়া। 'মায়ের খিটখিটে স্বভাবের কথা তো জানোই।'

হাসল ক্লিফ, 'হ্যাঁ। আবার কবে দেখা হবে?'

'কাল আদালতে, আমাকে তো সাক্ষী দিতে যেতে হবে, তাই না?'

মাথা দোলাল ফ্যারেল। 'পারবে?'

'জানি না, চেষ্টা করব।'

সোনিয়ার হাতে মৃদু চাপ দিল ক্লিফ। টেইলরদের বাড়ির দিকে রওনা হলো মেয়েটা, ওর গমনপথের দিকে চেয়ে রইল ও। সোনি ঘরে ঢোকা পর্যন্ত অপেক্ষা করল, তারপর অফিসের পথ ধরল।

পনের

এখনও জেলের ভেতরেই অপেক্ষা করছে জনতা। জঙ্গী ভাব উধাও হয়েছে ওদের চেহারা থেকে, প্রাণ ভয়ে এতটুকু হয়ে গেছে, নিরাপত্তার আশ্বাস পেতে ছুটে এসেছে এখানে।

দরজা খোলাই ছিল, ভেতরে ঢুকল ক্লিফ ফ্যারেল। 'কী ব্যাপার?'

কী যেন বলছিল ডেল পোমরয়, সে-ই জবাব দিল। 'একটা সমাধানের পথ খুঁজছি আমরা।'

'সমাধান না ছাই,' বাঁকা সুরে বলল ক্লিফ, 'রেগানকে ছেড়ে দেয়ার ফিকির!'

তাতে দোষ কী? বাইবেল অশুদ্ধ হয়ে গেছে? বোমা ফাটলে কেউ যদি না-ও মরে, কত টাকার সম্পদ বিনষ্ট হবে, জানো?'

'বোমা ফাটবে না, বলেছি তো,' বলল ক্লিফ।

'এহ্, একেবারে সবজান্তা! তুমি বলার কে? যা বলার শেরিফ বলবে, তুমি তার ডেপুটি, কথা বলার অধিকার তোমার নেই।' বলতে বলতে ভিড় ঠেলে সামনে এগিয়ে এল রুফাস মুর, শহরের কামার।

দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহের অধিকারী রুফাস, পরনে ওভারঅল থাকায় আরও বিশাল লাগছে। ওভারঅলের খোলা বুকের ফাঁকে চেতানো বুকের লোমশ ছাতি উঁকি দিচ্ছে। স্টোনের দিকে ঘাড় ফেরাল সে। 'জেস চাইলে যে কোন সময় তোমার চাকরি খেতে পারে, তাই না?'

'পারি কিন্তু খাব না,' বলল স্টোন। 'নিজে রেগানকে ধরে এনেছে ক্লিফ, ওর কাজে অসন্তুষ্ট হওয়ার মতো কিছু ঘটে নি, কোন্ দোষে চাকরি খেতে যাব? আইনের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করছে ও–সেটাই ওর চাকরি। তাছাড়া একটা কথা তোমরা ভুলে যাচ্ছ কেন? সোনির সঙ্গে ওর বিয়ের কথা পাকাপাকি হয়ে আছে, দুর্ঘটনাটা ওর মনেও গভীর ক্ষত জন্ম দিয়েছে!'

'আচ্ছা!' ঠোঁট বাঁকাল রুফাস। 'ব্যাপারটা আদৌ দুর্ঘটনা কিনা কীভাবে বুঝব? সোনিই লোকটাকে উস্কানি দেয় নি, তার কী প্রমাণ আছে?'

প্রথমে কথাটার মানে বুঝতে পারল না ক্লিফ, মুহূর্তের জন্যে হতবাক হয়ে গেল, পাগলের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল মুরের ওপর। হিংস্র হয়ে গেল চেহারা, জ্বলে উঠল চোখজোড়া।

ক্লিফের ঘুসিতে নাক থেঁতলে গেল মুরের, হঠাৎ ধাক্কায় আছড়ে পড়ল জনতার ওপর। কয়েকজনকে নিয়ে ধরাশায়ী হলো সে। বাকি সবাই পড়িমরি করে ছুটে গেল দরজার দিকে।

'ক্লিফ!' চেঁচিয়ে উঠল জেস স্টোন।

শুনল না ক্লিফ। শরীরের সব শক্তি এক করে ঘুসি বসাল রুফাসের ভুঁড়িতে। কক করে উঠল কামার। সময় নষ্ট করল না ফ্যারেল, বিদ্যুৎ গতিতে ছুটে গেল বাঁ হাত, আরেকটা ঘুসি পড়ল রুফাসের মুখে, থেঁতলে গেল তার ঠোঁটজোড়া।

বিস্ময়ের ধাক্কা সামলে উঠল রুফাস মুর। ছোট ছোট দু-চোখে ক্রোধের আগুন জ্বলল। দুহাত ছড়িয়ে কুস্তিগীরের মতো সামনে ঝুঁকে পড়ল সে।

রুফাসের মতলব টের পেল ক্লিফ। ওকে জাপটে ধরতে চায় লোকটা, পিষে মারবে।

অফিস কামরা ফাঁকা হয়ে গেছে, স্টোন ছাড়া কেউ নেই। সামনে বাড়ল ক্লিফ, কাঁধের ধাক্কা দিল প্রতিপক্ষকে। কোনও প্রতিক্রিয়াই হলো না, যেন দেয়ালে বাড়ি খেয়েছে ও। কাঁধের হাড় ভেঙে গেছে বলে মনে হলো!

একই কায়দায় আবার রুফাসকে ধাক্কা দিল ক্লিফ। টলতে টলতে গানর‍্যাকের ওপর আছড়ে পড়ল লোকটা। সশব্দে মেঝেয় পড়ল সবগুলো আগ্নেয়াস্ত্র। উঠেই ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের মতো তেড়ে এল মুর। শেষ মুহূর্তে বাউলি কেটে সরে গেল ক্লিফ। সোজা ডেস্কের সঙ্গে টক্কর খেলো রুফাস, পিছলে পেছনে চলে গেল টেবিলটা। স্টোনসহ উঠে পড়ল স্যুইভেল চেয়ার। ঘুরে দাঁড়াল মুর; ঘোলাটে চোখে তাকাল ক্লিফের দিকে।

জীবনে আর কখনও এত খেপে নি ক্লিফ। গলা টিপে মেরে ফেলতে ইচ্ছে করছে রুফাসকে। সেরাতেও এমনি খুনের নেশা চেপেছিল। রেগানের মতোই আজ সোনিকে অসম্মান করেছে রুফাস। সোনির প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে ওর কথায়। এর চেয়ে মারাত্মক আর কী হতে পারে?

কিন্তু রুফাস নিশ্চয়ই মন থেকে বলে নি কথাটা! আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে লোকটা, ম্যাটরা সত্যি সত্যি ডিনামাইট ফাটালে ভয়াবহ পাথর-ধস নামবে, ঘর বাড়ি মিশে যাবে মাটির সঙ্গে।

ফের এগিয়ে গেল ক্লিফ, চোখ দুটো ছোট হয়ে গেছে, ফাঁক হয়ে থাকা ঠোঁটের ফাঁকে শাদা দুপাটি দাঁত দেখা যাচ্ছে। আচমকা হাঁটু আর কনুই দিয়ে একসঙ্গে রুফাসের গলায় আঘাত হানল ও। বাতাসের জন্যে আঁইটাঁই শুরু করে দিল লোকটা। কিন্তু এই অবস্থাতেই হঠাৎ ক্লিফকে জাপটে ধরল সে, সাঁড়াশির মতো চেপে বসল তার দুই হাত।

আবার নির্দয়ভাবে হাঁটু চালাল ফ্যারেল। সামান্য কমল কঠিন হাতের চাপ, মুরের হাঁটুর নীচের হাড়ে অবিরাম লাথি মেরে চলল ও।

ইস্পাতের মতো কঠিন দুটো হাত···ক্রমশ চেপে বসছে বুকের ওপর। রীতিমতো হাঁপাচ্ছে এখন ক্লিফ। ডাক্তার ব্যান্ডেজ করে দেয়ার পর ভাঙা পাঁজরের কথা ভুলে গিয়েছিল ও, এখন আবার সেই ভয়াবহ যন্ত্রণা শুরু হয়েছে, মাথা ঘুরছে।

ডেস্কের দিকে ঘুরল রুফাস মুর। ডেস্কের ধারাল প্রান্তে ক্লিফের পিঠ ঠেকিয়ে চাপ দিতে শুরু করল।

যন্ত্রণায় অচেতন হবার দশা হলো ক্লিফের, ধনুষ্টংকার রোগীর মতো বাঁকা হয়ে গেল শরীর। রুফাসের কবল থেকে রেহাই পাওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা চালাল। নিষ্ফল। হাত দুটো চাপা পড়ে গেছে বিশাল হাতের নীচে, দুটো পা মুক্ত থাকলেও লাথিতে জোর পাওয়া যাচ্ছে না। মুর ওর মেরুদণ্ড ভেঙে দিতে চায়, বুঝতে পারছে ক্লিফ, অথর্ব করে দিতে চায় ওকে।

হঠাৎ পিস্তলের বাঁট আঁকড়ে ধরল ক্লিফ, একটানে খাপমুক্ত করল। হ্যামার পেছনে এনে টিপ দিল ট্রিগারে।

একটু যেন কমল সাঁড়াশি চাপ! দুই পা একসঙ্গে ভাঁজ করল ক্লিফ, পরক্ষণে ঝাঁকি খেলো ওর শরীর, ছুটে গেল মুরের লৌহকঠিন বাঁধন, পিছলে ডেস্কের ওপর দিয়ে স্টোনের উল্টানো চেয়ারে গিয়ে পড়ল ও।

ওঠার চেষ্টা করে প্রথমে ব্যর্থ হলো ক্লিফ, অবশেষে চেয়ারে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল। মুরের উরুতে লেগেছে গুলি, ক্ষতস্থান থেকে রক্ত বেরোচ্ছে গলগল করে, ভিজে যাচ্ছে প্যান্ট। অবিশ্বাস-ভরা দৃষ্টিতে পায়ের দিকে চেয়ে রয়েছে রুফাস। ক্লিফের দিকে মুখ তুলে তাকাল সে। তারপরই মাটিতে পড়া অস্ত্রের দিকে ঝাঁপ দিল। একটা ডাবলব্যারেল্ড শটগান তুলে ঘুরে দাঁড়াল।

সাধারণত গুলিভরা অবস্থাতেই গানর‍্যাকে রাখা হয় অস্ত্রগুলো, তবে এটাতে গুলি নাও থাকতে পারে। কিন্তু ঝুঁকি নেয়ার উপায় নেই। স্যুইভেল চেয়ারে শরীরের ভর ছেড়ে দিয়ে পিস্তলের হ্যামার পিছিয়ে আনল ক্লিফ।

'অস্ত্র ফেলে দাও, মুর!' ফ্যাঁসফেঁসে কণ্ঠে বলল ও, 'নইলে গুলি করতে বাধ্য হব!'

ইতস্তত করল রুফাস মুর, একটু ওপরে উঠল শটগানটা, বেপরোয়া দৃষ্টি ফুটে উঠল চোখে। গুলি করতে যাচ্ছে লোকটা, ভাবল ক্লিফ।

অপ্রত্যাশিতভাবে সহসা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল স্টোন। নীরবতার দেয়ালে কুঠারাঘাত করল শেরিফের কণ্ঠস্বর। 'ওর কথা তুমি শুনেছ, মুর। শটগান ফেলে দাও! নইলে গুলি করব!'

রুফাস মুরের আত্মবিশ্বাসে চিড় ধরল, হাত থেকে খসে পড়ল শটগান।

'বেরিয়ে যাও!' বলল ক্লিফ, 'মেঝে নোংরা করে ফেলছ!'

ভেজা চুপচুপে প্যান্টের দিকে তাকাল মুর, তারপর পা টেনে টেনে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। দোরগোড়ায় থেমে ঘাড় ফিরিয়ে বিষ-মেশানো দৃষ্টিতে ক্লিফের দিকে তাকাল, কী যেন বলতে চাইল, কিন্তু কর্কশ কণ্ঠে বাধা দিল ক্লিফ। 'বাজে কথার খেসারত একবার দিয়েছ, ফের গোলমাল করতে যেয়ো না!'

বেরিয়ে গেল রুফাস মুর। পিস্তল হোলস্টারে রাখল ফ্যারেল। ক্লান্ত দেহে স্যুইভেল চেয়ারটা সোজা করে বসে পড়ল।

অস্ত্রগুলো আবার তুলে রাখল স্টোন।

ধীরে ধীরে শান্ত হলো ক্লিফের উত্তেজিত স্নায়ু। 'সাহায্যের জন্যে ধন্যবাদ,' জেসকে বলল ও।

'এবার কী করবে?' ঘুরে দাঁড়িয়ে জানতে চাইল স্টোন।

'আমাদের সামনে মাত্র দুটো পথ খোলা আছে,' বলল ক্লিফ, 'রেগানকে ছেড়ে দিতে হবে, নয়তো আটকে রেখে আদালতে হাজির করতে হবে।'

'এই পরিস্থিতিতে আদালতে নিয়ে কী লাভ?'

'পরিস্থিতি পাল্টাতেও পারে।'

'কীভাবে? কায়দা মতোই আমাদের পেয়েছে ব্যাটারা।'

'জানি না,' বিরক্তির সঙ্গে বলল ক্লিফ। 'শুধু জানি, এ অবস্থা চলতে পারে না। হাল ছেড়ে দেয়ার মতো এখনও কিছু ঘটে নি।'

'আচ্ছা, ল্যুককে না হয় আদালতে দাঁড় করালে, তারপর? সারা শহর চষে বেড়ালেও তো ওর বিরুদ্ধে রায় দেয়ার মতো বারজন লোক মিলবে না।'

'এখানে না মিললে স্যান্তা রোসায় যাব!'

ব্যঙ্গাত্মক হাসি হাসল স্টোন। 'কে যাবে? জলজ্যান্ত পাঁচ গুণ্ডার সামনে দিয়ে আমি অন্তত যাব না!'

'তাহলে আমি একাই যাব। ল্যুককে ওরা কেড়ে নেবার চেষ্টা করলে, স্রেফ ওর মাথায় একটা সীসে ভরে দেব।'

'খুন হয়ে যাবে।'

কাঁধ ঝাঁকাল ক্লিফ। 'পরোয়া করি না। এমনিতেও ওরা আমাকে খুন করার হুমকি দিয়েছে।'

'আগে জানলে ল্যুকের টেলিগ্রামটা পাঠাতে দিতাম না।'

'তার যে আবার পাঁচটি পেয়ারের ভাই থাকতে পারে কে জানত!'

'যা হোক, শহরবাসী লিঞ্চিংয়ের চিন্তাটা অন্তত বাদ দিয়েছে।'

'হ্যাঁ।' বড্ড ক্লান্ত বোধ করছে ক্লিফ। প্রচণ্ড চাপের মাঝে কাটাতে হচ্ছে প্রতিটি মুহূর্ত। তার ওপর জনতার রুদ্ররোষের মুখে পড়তে হয়েছে দু-দু'বার।

এভাবে আর কদিন চলবে? কী করলে অবসান ঘটবে এই বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতির? হঠাৎ সেরাতে সোনির দৌড়ে আসার দৃশ্যটা ফুটে উঠল ওর চোখের সামনে।

মুহূর্তে ফুঁসে উঠল ক্লিফ ফ্যারেল। রেগানকে উপযুক্ত শাস্তি পেতেই হবে…নতুন করে শপথ নিল ও।

ডিনামাইটের হুমকি না থাকলে…দূর করা যায় না?

ম্যাট আর জেসকে জিম্মি করার কথা ভাবল ক্লিফ, ওদের আটক করে দুভাইকে পাহাড় থেকে নেমে আসার নির্দেশ দেয়া যায়…

'ডেলহ্যান্টির দোকানে ডাকাতির অভিযোগে ম্যাট আর জেসকে গ্রেপ্তার করলে কেমন হয়? ওদের বন্দী করে দুভাইকে বলতে পারি ভাইদের বাঁচাতে চাইলে নেমে আসতে…'

শেরিফ মুখ খোলার আগেই জবাবটা জানা হয়ে গেল ওর। ম্যাট আর জেসকে গ্রেপ্তারে ঝুঁকি আছে। ডিনামাইট ফাটানোর জন্যে কীভাবে সঙ্কেত দেবে ম্যাট, জানা নেই। ধরা পড়ার আগেই নির্দেশ দিয়ে বসতে পারে সে। তাহলে ওর উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে। শহরবাসীর জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলার অধিকার ওর নেই। পাহাড় ধসে কমপক্ষে পঞ্চাশজন লোক প্রাণ হারাবে…

তাছাড়া ম্যাট আর জেসকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হলেও, পাহাড়ের ওই দুজন নির্দেশ অমান্য করলে ঠাণ্ডা মাথায় ওদের হত্যা করতে পারবে না ক্লিফরা। কথাটা বুঝতে কষ্ট হবে না কারও।

তাহলে ম্যাটের হুমকির বিরুদ্ধে পাল্টা পদক্ষেপ কী হতে পারে? কীভাবে ল্যুকের বিচারের ব্যবস্থা করবে ও?

পাহাড়চূড়ার দুভাইয়ের ওপর চব্বিশ ঘণ্টা নজর রাখার ব্যবস্থা করা যায়, ওরা নামার চেষ্টা করলে···

বিস্ফোরণের নাগালের বাইরে যেতে কমপক্ষে দশপনের মিনিট সময় লাগবে ওদের, এই সময়ের ভেতরই চেষ্টা করলে সরে পড়তে সক্ষম হবে শহরবাসীরা···

আবার মাথা নাড়ল ক্লিফ। শহরবাসীদের আগেই পালিয়ে যাবে রেগানরা, এখানকার কিছু লোক পিছিয়ে পড়তে বাধ্য···এবং ওরা···

আপনমনে বিড়বিড় করে গাল বকল ও। উভয়সঙ্কট বোধহয় একেই বলে! এই সঙ্কট থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় ল্যুককে ছেড়ে দেয়া। কিন্তু এত সহজে তাকে ছাড়ছে না, এর শেষ দেখে ছাড়বে ও!

ষোল

সন্ধ্যার আগেই নগ্ন আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল গ্রে বাট শহরে। বিরান হয়ে গেল পথ ঘাট। দু'একজন রাস্তায় নামছে নেহাত প্রয়োজনবশত, মাটির দিকে চেয়ে হাঁটছে, মাঝে মাঝে ভয়ার্ত দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে মূর্তিমান বিভীষিকা আকাশছোঁয়া পাহাড়টার দিকে।

সন্ধ্যা নামল। পাহাড়ের ওপর জ্বলে উঠল অগ্নিকুণ্ড, জানিয়ে দিল রেগানের ভাইয়েরা এখানেও আছে, বহাল রয়েছে তাদের হুমকি।

রাত আটটায় পৌঁছুল স্টেজ কোচ, হোটেলের সামনেই থামল। একমাত্র যাত্রীটি নেমে ক্লিফের মুখোমুখি হল।

নবাগতের সঙ্গে করমর্দন করল ক্লিফ ফ্যারেল। 'হ্যালো, জাজ! তুমি আসায় খুবই খুশি হলাম।'

দীর্ঘ একহারা গড়ন জাজ কেনেডির, সত্তরের কাছাকাছি বয়স, চিবুকে কাচা-পাকা দাঁড়ি আর ক্যাভালরি ধাঁচের গোঁফ চেহারায় আলাদা একটা বৈশিষ্ট্য এনে দিয়েছে। শাদা শার্ট, কালো কোট আর টাই পরেছে ভদ্রলোক, চমৎকার মানিয়েছে। ড্রাইভারের কাছ থেকে কার্পেট ব্যাগ নিয়ে হোটেলের দিকে পা বাড়াল সে।

হোটেলের জানালা গলে বেরোনো ম্লান আলোয় ক্লিফকে জরিপ করল

জাজ কেনেডি। 'মারাত্মক কোনও গোলমাল হয়ে গেছে নাকি?'

করুণ হাসি হাসল ফ্যারেল। 'তুলকালাম কাণ্ড বলতে পার, জাজ।'

'ওপরে এসো, সব খুলে বলো আমাকে।'

'অবশ্যই,' কেনেডির সঙ্গে হোটেল ডেস্কে এল ক্লিফ। রেজিস্টার খাতায় নাম লিখিয়ে চাবি গ্রহণ করল জাজ। তারপর দোতালার নির্দিষ্ট কামরায় উঠে এল দুজন। আলো জ্বেলে দরজা বন্ধ করল ক্লিফ।

'এবার বলো,' বলল জাজ।

'বলছি, তোমাকে টেলিগ্রাম করার কিছুক্ষণ আগে শহরবাসীরা আসামীকে ছিনিয়ে নিয়ে ফাঁসি দেয়ার চেষ্টা চালিয়েছিল।'

'কিন্তু এখন দেখছি চারদিক একেবারে শান্ত, তারপর কী ঘটল?'

'আমাদের প্রতিরোধের মুখে শহরবাসীরা পিছু হটতে বাধ্য হয়। হয়তো শেষ রক্ষা হত না, কিন্তু হঠাৎ আসামীর পাঁচ ভাই এসে হাজির হলো। ডেলহ্যান্টির দোকান থেকে পাঁচ বাক্স ডিনামাইট ছিনিয়ে নিয়েছে ওরা, তারপর গ্রে বাট-এর চাতালে উঠে বসেছে, হুমকি দিয়েছে ল্যুক রেগান, মানে আসামীকে না ছাড়লে পুরো পাহাড় ধসিয়ে দেবে। শহরের লোকজন ভয়ে সিঁটিয়ে গেছে। আসামীকে ছেড়ে দেয়ার জন্যে চাপ দিচ্ছে এখন।'

'কিন্তু তুমি ছাড়ো নি?'

'না।'

'কেন?'

'কেন ছাড়ব? ডিনামাইট ফাটানোর হুমকি কিছুতেই বাস্তবায়ন করতে চাইবে না ওরা। অবশ্য এটা ঠিক, ল্যুকের বিরুদ্ধে রায় দেবার মতো লোক এখন পাওয়া যাবে না এখানে।'

'মেয়েটা কে?'

'সোনিয়া।'

'সোনিয়া ম্যাকনেয়ার? হায় খোদা!' তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ক্লিফের দিকে তাকাল কেনেডি। 'তোমাদের দুজনের না বিয়ের কথা ছিল?'

'হ্যাঁ, এখনও আছে। ঝামেলাটা চুকে গেলেই...'

'ল্যুকের বিরুদ্ধে কী কী প্রমাণ আছে?'

'ঘটনার রাতে মাত্র দুজন আগন্তুক ছিল এখানে—সোনিও বলেছে অপরিচিত লোক আক্রমণ করেছে ওকে—এদের একজন পালানোর চেষ্টা চালায়, অপরজন লিভারি বার্ন-এ ছিল। পলাতক লোকটার পিছু নেই আমি, গ্রেফতার করার সময় সে বাধা দেয়।'

'মামলা চালানোর জন্যে খুবই দুর্বল প্রমাণ।'

'তা ঠিক, কিন্তু ল্যুকের চোখেমুখে আঁচড়ের দাগ ছিল, আমার ধারণা সোনি ওকে শনাক্ত করতে পারবে।'

'কীভাবে, তখন অন্ধকার ছিল না?'

'হ্যাঁ, স্যাটারলিদের পুরোনো বাড়িটায় ঘটেছে ব্যাপারটা।'

'তাহলে ও শনাক্ত করবে?'

'আমার মনে হয় পারবে।'

'আর কোনও প্রমাণ নেই?'

ক্লিফ উপলব্ধি করল, ল্যুকের বিরুদ্ধে ওর অভিযোগ কত দুর্বল ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে। 'না, আর কোন প্রমাণ নেই,' বলল ও।

'তাহলে লোকটাকে ছেড়ে দাও,' বলল কেনেডি, 'এ নিয়ে ওর বিরুদ্ধে কিছু করা যাবে না। কোনও জুরী...'

'আমাকে একটু সময় দাও, জাজ,' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল ক্লিফ। 'কাল সকাল দশটার আগেই প্রমাণ যোগাড় করছি...'

'যাই করো, বুঝেশুনে করো।'

'আচ্ছা।'

'তাহলে কাল সকালে দেখা হবে, কেমন?'

'ঠিক আছে, জাজ।'

হোটেল থেকে বেরিয়ে এল ক্লিফ ফ্যারেল। রেগানের বিরুদ্ধে প্রমাণ যোগাড়ের একটা পথই খোলা আছে: ওর স্বীকারোক্তি আদায়।

স্বাভাবিক অবস্থায় কোনওমতেই দোষ স্বীকার করত না রেগান, জানে ও, কিন্তু এটাকে স্বাভাবিক অবস্থা বলা যায় না। রেগান জানে, ডিনামাইটসহ পাহাড়ে অবস্থান নিয়েছে তার ভাইয়েরা; ওকে ছেড়ে দেবার জন্যে শেরিফ আর ডেপুটির ওপর চাপ সৃষ্টি করেছে শহরবাসী; প্রমাণ মিলুক না মিলুক বেকসুর খালাস পেতে যাচ্ছে সে। সুতরাং, এই সময় রেগানের আত্মবিশ্বাস হবে প্রবল, রূপ হবে উদ্ধত। কোনওভাবে যদি তাকে খেপিয়ে তোলা যায়...

রাস্তা ধরে হাঁটতে শুরু করল ক্লিফ। কাল আদালতে রেগান দোষী প্রমাণিত হলেও ডিনামাইটের ভয়ে তাকে খালাস দেবে জুরীরা, প্রয়োজনে জাজ কেনেডির আদেশও তারা অমান্য করবে।

এসব কথা আর ভাবতে চায় না ফ্যারেল। যেভাবে হোক ল্যুক রেগানের বিরুদ্ধে নিরেট প্রমাণ যোগাড় করতে হবে। স্টোনকে বলেছিল ও, পরিস্থিতি বদলাবে, বদলানো প্রয়োজন।

হাঁটার গতি বাড়াল ক্লিফ, বাঁক নিয়ে জ্যাকব ফ্যারেলের বাড়ির পথ ধরল। ওখানে পৌঁছে বাবাকে ওর উদ্দেশ্য জানাল। রেগানের স্বীকারোক্তি আদায় সম্ভব হলে তার জন্যে সাক্ষী লাগবে। বাবা রাজি হলে হেলম্যানসহ চারজন দাঁড়াবে সাক্ষীর সংখ্যা–যথেষ্ট।

রাজি হলো জ্যাকব ফ্যারেল। একসঙ্গে আবার পথে নামল বাপ-বেটা। হাঁপাতে হাঁপাতে ক্লিফের পাশাপাশি এগিয়ে চলল বুড়ো ফ্যারেল।

'রেগানরা পাহাড়ে উঠতেই সবার কথার ঢঙ পাল্টে গেছে, না?'

'হ্যাঁ।' ভুরু কুঁচকে ভাবছে ক্লিফ, অপরাধ স্বীকার করাতে কীভাবে

খেপানো যায় রেগানকে?

জেলহাউসে পৌঁছে ভেতরে ঢুকল ওরা।

'জাজ কেনেডি এসে গেছে,' স্টোনকে বলল ক্লিফ।

কাঁধ ঝাঁকাল স্টোন, ডেস্কের ওপর পা তুলে বসে রয়েছে সে।

'রেগানের সঙ্গে একটু কথা বলব,' বলল ক্লিফ।

'যাও!'

একটা হারিকেন তুলে নিয়ে সেলব্লকের দিকে এগিয়ে গেল ক্লিফ, দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে একটু ফাঁক করে রাখল দরজাটা।

বাংকের এক ধারে দুহাতে মাথা রেখে বসে আছে হেলম্যান। নিজের বাংকে শুয়েছিল রেগান, উঠল না, বিদ্রূপ মেশানো দৃষ্টিতে ক্লিফের দিকে তাকাল। 'আমি তো এখন মুক্ত মানুষ।'

'এখনও ছাড়া পাও নি।'

'সত্যি কথাটা মেনে নিচ্ছ না কেন? হেরে গেছ তুমি। আমার ভাইদের বোমা ফাটাতে নিশ্চয়ই বাধ্য করবে না?'

'তার আগে ওদের জেলে ভরব আমি।'

'কোন্ অপরাধে?'

'সশস্ত্র ডাকাতি, মানহানি, হত্যার অপচেষ্টা—আরও লাগবে?'

'কী আবোলতাবোল বকছ?'

'পয়সা দিয়ে ডিনামাইট কেনে নি তোমার গুণধর ভাইয়েরা, অস্ত্রের মুখে কেড়ে নিয়েছে, আহত করেছে দোকানিকে, সস্ত্রীক এড ব্রনসনকে খুন করতে চেয়েছে!'

বিরস হাসি হাসল ল্যুক। 'ম্যাট বড় ভয়ঙ্কর লোক, কী বলো?'

'সাহসী—এ কথা বলা যায়, তোমার মতো কাপুরুষ নয়। তোমাকে আটকে ভুল হলো কিনা তাই ভাবছি এখন। মনে হচ্ছে হেলম্যানই অপরাধী, তুমি নও।'

'হঠাৎ একথা মনে হওয়ার কারণ?'

'কারণ সে তোমার চেয়ে সাহসী। তুমি একটা ভীতুর ডিম, আপাদমস্তক কাপুরুষ, মেয়েমানুষের গায়ে হাত দেয়ার সাহস রাখো কিনা সন্দেহ।'

অদৃশ্য হলো রেগানের হাসি। 'আগে বেরোই, তারপর দেখো সাহস কাকে বলে!'

নিতান্ত অবহেলার সঙ্গে ঠোঁট বাঁকাল ক্লিফ।

হঠাৎ ক্রোধে জ্বলে উঠল রেগান, জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে ক্রূর হাসি হাসল। 'ভাবছি তোমাকে খুন না করে যাবার সময় তোমার হবু বউটাকে সঙ্গে নিয়ে যাব, বুঝলে, ডেপুটি?'

'তবে রে, হারামখোর···!' দুহাতে গরাদ ধরল ক্লিফ, রক্ত সরে শাদা হয়ে গেল আঙুলগুলো। পাকস্থলীর ভেতরটা গুলিয়ে উঠল, আর শুনতে পারছে না,

কিন্তু সরল না ও, চোখ রাঙিয়ে রেগানের দিকে তাকাল।

হাসল ল্যুক রেগান। 'হ্যাঁ, সেটাই ভালো হবে, সঙ্গে নিয়ে যাব ওকে…এরপর হয়তো স্বেচ্ছায়ই…' হঠাৎ থেমে গেল সে।

ক্লিফের অগ্নিদৃষ্টির সামনে ভড়কে গেল, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার ছাড়ল, 'তোমাকে ভয় পাই ভেবেছ? আমি কাপুরুষ, না? আরে, আমি যদি এইখানে দাঁড়িয়ে বলি, হ্যাঁ, তোমার হবু বউকে বেইজ্জত করেছি, কী করার আছে তোমার? আমাকে স্পর্শ করতে পারবে! তোমার সে সাহস নেই। আমার কিছু হলে এই শহর ধুলোয় মিশে যাবে না!'

গরাদের শিক ছাড়ল না ক্লিফ, এখন হাত মুক্ত করলেই পিস্তলের দিকে এগিয়ে যাবে, খুন হয়ে যাবে ল্যুক রেগান। পেছনের মৃদু নড়াচড়ার শব্দে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ও। জ্যাকব ফ্যারেল এসেছে। চট করে ওর হোলস্টার থেকে পিস্তলটা বের করে নিল জ্যাকব। 'এবার হাত আলগা করতে পারো,' বলল সে। 'নিজের মুখে স্বীকার গেছে রেগান, স্টোন আর আমি শুনেছি, ওই হেলম্যানও শুনেছে–তাই না?'

'হ্যাঁ,' বলল হেলম্যান।

চেঁচিয়ে উঠল ল্যুক। 'শুনেছে তো হয়েছে কী? কিস্যু করতে পারবে না! কালই ভাইদের সাথে এখান থেকে চলে যাচ্ছি!'

'কাল পরপারে যাচ্ছ তুমি, একা,' বলল ক্লিফ।

ল্যুক রেগান দোষ স্বীকার করেছে কেন, বুঝতে পারছে ও। বিদ্রূপ আর তাচ্ছিল্যে ওর ওপর খেপে গেছে লোকটা, চরমে পৌঁছেছে ক্লিফের প্রতি তার ঘৃণা, ওকে মানসিক আঘাত দিয়ে প্রতিশোধ নিতে চেয়েছে, ফলে মুখ ফস্কে সত্যি কথা বেরিয়ে এসেছে।

হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল ক্লিফ, ছুটে বেরিয়ে এল অন্ধকার রাস্তায়। রেগান দোষী, নিঃসন্দেহ ছিল ও, কিন্তু তার সদম্ভ স্বীকারোক্তি শোনা…

শহরের শেষ প্রান্তে আসার পর হুঁশ হলো ক্লিফের। দাঁড়িয়ে পড়ল, বুক ভরে ঠাণ্ডা বাতাস টেনে নিল। কাঁপা হাতে কাগজ তামাক বের করে সিগারেট বানিয়ে ধরাল, কয়েক টানেই শেষ হয়ে গেল ওটা। সিগারেটের অবশিষ্টাংশ মাটিতে ফেলে গোড়ালি দিয়ে পিষে নেভাল।

হঠাৎ একটা জিনিস উপলব্ধি করল ও, এরপর রেগানকে কোনওমতেই রেহাই দেয়া যাবে না। চাপের মুখে যদি ছাড়তে হয়ও, তাতেই শেষ হবে না ঘটনার, হতে পারে না…পিছু নিয়ে রেগানকে হত্যা করে আসবে…সেজন্যে যদি সারাজীবন লাগে, পরোয়া করে না।

আঘাতে আঘাতে ওকে জর্জড়িত করেছে রেগান, তবে সেই সঙ্গে নিজেরও সর্বনাশ ডেকে এনেছে।

সকাল। সূর্যের প্রথম আলো গ্রে-বাট-এর চূড়া স্পর্শ করল, হামাগুড়ি দিয়ে

নেমে এল নীচের ঘুমন্ত শহরের বুকে।

গ্রে বাট-এর চাতাল। একটা খুদে অগ্নিকুণ্ড থেকে ধোঁয়ার ক্ষীণ রেখা উঠে যাচ্ছে আকাশে। নাশতা তৈরি করছে ল্যুকের দুভাই। ঘুম থেকে জেগে উঠছে নীচের জনপদ, ভীত সন্ত্রস্ত লোকদের রাস্তায় দেখা যাচ্ছে, নগ্ন আতঙ্কভরা চোখে বারবার এদিকে তাকাচ্ছে তারা।'

শহরে নির্দিষ্ট আদালত ভবন নেই, তাই ডেলহ্যান্টির দোকানের দোতালার একটা কামরায় বিচারের কাজ হয়ে থাকে। মাসিক দশ ডলারে কামরাটা ডেলহ্যান্টির কাছ থেকে ভাড়া করেছে কাউন্টি কমিটি।

হোটেলে বসে এক কাপ কফি খেয়ে ডেলহ্যান্টির দোকানে এল ক্লিফ, বাইরের সিঁড়ি বেয়ে দোতালায় উঠে কোর্টরুমের তালা খুলল। গত এক বছরে এইখানে কারও বিচার হয় নি, পুরু ধুলোর আস্তরণ পড়েছে প্রতিটি কোণে।

ঘরটা ভালো করে ঝাঁট দিল ক্লিফ। তারপর একপাশে ঈষৎ উঁচু প্ল্যাটফর্মের সামনে ফোল্ডিং চেয়ার পাতল লাইন করে। একটু আগে ছ'টা বেজেছে, বিচারের এখনও চার ঘণ্টার মতো দেরি।

ঘর সাফ করে চেয়ার বসাতে ঘণ্টাখানেক লাগল। রাস্তার দিকে জানালাগুলো খুলে দিল ক্লিফ, আলোয় ভেসে গেল পুরো কামরা।

এবার কিছুটা অনিচ্ছার সঙ্গেই নীচে নেমে এল ও, হোটেল থেকে দুই ট্রে নাশতা নিয়ে জেলে ফিরল।

এখন আর কোনওরকম দ্বিধা নেই ওর, কী করতে হবে জানে। ঠিক দশটায় রেগানকে আদালতে হাজির করবে, অভিযোগ দাখিল করবে তার বিরুদ্ধে, যেমন আর দশজন কয়েদীর বেলায় করত। তারপর শহরের নাগরিকরা স্থির করবে রেগান সাজা পাবে না খালাস।

তবে তাকে যদি মুক্তি দেয়া হয়...বিবেকের কাছে আর আটকা পড়ে থাকবে না ক্লিফ। সোনিকে অপমান করার কথা স্বীকার গেছে ল্যুক, সে অপরাধী, মরতে তাকে হবেই...ফাঁসিতে কিংবা গুলি খেয়ে। না জেনে নিজের সর্বনাশ ডেকে এনেছে ল্যুক, পাঁচ কেন পঞ্চাশটা ভাই এলেও এখন তাকে বাঁচাতে পারবে না।

ঘুম থেকে উঠেছে জেস স্টোন। দেয়ালে টাঙানো ভাঙা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে গালে সাবান লাগাচ্ছে, শেভ করবে। ক্লিফ ঢুকতেই ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। 'এসেছ?' সযত্নে এক গালের দাড়ি কামাল সে, তারপর বলল, 'এবার হেলম্যানকে ছেড়ে দেয়া যায়, বেচারার যখন কোনও দোষ নেই।'

'বিচার শেষ হলেই ছেড়ে দেব, সে-ও তো সাক্ষীদের একজন, পালিয়ে গেলে অসুবিধে হবে।'

'তা ঠিক।' দাড়ি কামিয়ে তোয়ালে টেনে নিয়ে গাল মুছল স্টোন। সাবানগোলা পানি পেছনের উঠোনে ফেলে এল। ডেস্কে বসল নাশতা করতে।

খিদে নেই, তবু জোর করে খেলো ক্লিফ। সেলে গর্বের হাসি হাসছে ল্যুক,

মনে পড়লেই পেট উল্টে বমি আসতে চাইছে।

নাশতা শেষ করার একটু আগে দরজা খুলে ভেতরে এল ম্যাট আর জেস রেগান।

বিজয়ীর ছাপ ম্যাটের চেহারায়। 'ল্যুককে ছেড়ে দিচ্ছ, নাকি বিচার শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে আমাদের?'

'বিচার তো হোক, তারপর দেখা যাবে,' বলল স্টোন।

হাসল ম্যাট। 'সে-ই ভালো। বেকসুর খালাস পেলেই বরং সুবিধে।'

কিছু বলল না ক্লিফ। হাসি মুখে ওর দিকে তাকাল ম্যাট। 'তোমাকে বেশ ঠাণ্ডা মনে হচ্ছে, ডেপুটি? শেষমেশ হার মানলে?'

'না, এখনও নয়। যাও, ভাগো।'

'ল্যুককে দেখতে এসেছি; আমাদের সে অধিকার আছে;...'

উঠে দাঁড়াল ফ্যারেল, মেজাজ তেতে উঠছে। 'তোমাদের আমি যেতে বলেছি! ল্যুকের সঙ্গে দেখা হবে না। তোমাদের কোনও অধিকার আমি স্বীকার করি না, এখানে বেআইনি কাজ করেছ তোমরা।'

'আমাদের আবার গ্রেপ্তার করবে না তো, ডেপুটি?'

'চলে যাও, নইলে তোমাদের ডিনামাইট ফাটাতে হতে পারে, যেটা আমরা কেউই চাই না!'

ভুরু কোঁচকাল ম্যাট রেগান। 'চলো, জেস,' বলল সে, তারপর বেরিয়ে গেল জেল থেকে। নীরবে তাকে অনুসরণ করল জেস রেগান।

সতের

ন'টার আগেই আদালতে ভিড় জমে উঠতে শুরু করল। লোকজনে গিজগিজ করছে স্যালুন দুটো। রাস্তায় মানুষের ঢল। ডেলহ্যান্টির দোকানের সামনে জটলা করছে একদল লোক, মাঝে মাঝে পালা করে গ্রে বাট আর জেলের দিকে তাকাচ্ছে।

অফিসে অবিরাম পায়চারি করে বেড়াচ্ছে ক্লিফ। সবুট পা জোড়া ডেস্কে তুলে বসে আছে শেরিফ স্টোন, পাইপ ফুঁকছে। স্টোনের চেহারা দেখে বোঝার উপায় নেই সে কী ভাবছে। নির্লিপ্ত দেখাচ্ছে তাকে। এভাবেই এতদিন শেরিফের পদ অধিকার করে আছে সে—গুরুতর সঙ্কট মোকাবিলায় অক্ষম, কাউকে বুঝতে দেয় নি।

এই লোক শেষ পর্যন্ত উল্টে যাবেই, ভাবল ক্লিফ, কিন্তু কখন? হয়তো আজই, কোনও এক সঙ্কটজনক মুহূর্তে। একবার যখন পালিয়েছে, আবার না পালানোর কারণ নেই।

সাড়ে ন'টা।

একজোড়া হাতকড়া নিয়ে সেলব্লকে ঢুকল ক্লিফ। প্রথমে হেলম্যানের সেলে গেল, ওর বাড়ানো হাতে পরিয়ে দিল একটা। 'অফিস রুমে চলে যাও,' বলল তাকে।

সেল থেকে বেরিয়ে অফিসের দিকে গেল হেলম্যান। স্যুইভেল চেয়ার ককিয়ে ওঠার শব্দ পেল ক্লিফ, উঠে দাঁড়িয়েছে স্টোন।

রেগানের সেলের তালা খুলল ক্লিফ। 'এদিকে এসো।'

আদেশ পালন করল ল্যুক রেগান।

'ঘুরে দাঁড়াও, তারপর হাতদুটো পেছনে নিয়ে এসো।'

কিছু একটা বলতে চাইল রেগান, কিন্তু ক্লিফের মুখের দিকে তাকিয়ে দমে গেল। সুবোধ বালকের মতো ঘুরে দাঁড়াল, হাত-দুটো নিয়ে এল পেছনে। হাতকড়া পরিয়ে দিল ক্লিফ। দাঁতে দাঁত চেপে নিজেকে সামলে রেখেছে ও। 'এবার সামনে বাড়ো।'

ক্লিফের সঙ্গে অফিস কামরায় এল ল্যুক রেগান। শটগান আর কিছু গুলি ক্লিফকে দিল শেরিফ স্টোন। গুলি ভরে ওটা তৈরি করে নিল ক্লিফ, বাড়তি গুলিগুলো পকেটে রাখল।

হঠাৎ কি ভেবে গানর‍্যাকের দিকে এগিয়ে গেল ও, একটা রাইফেল নিয়ে গুলি ভরা আছে কিনা দেখল। ডেস্কে এসে ড্রয়ার থেকে গুলি বের করে পকেটে ঢোকাল, শটগানটা ফিরিয়ে দিল স্টোনকে।

'মার্কদের কায়দা করার কথা ভেবে থাকলে ভুলে যাও, তুমি—'

'চোপরাও!' ধমকে উঠল ফ্যারেল। রাইফেলের ব্যারেল দুলিয়ে দরজার দিকে ইঙ্গিত করল। বেরিয়ে এল ল্যুক, তাকে অনুসরণ করল হেলম্যান। ক্লিফও বেরোল। রেগান পালাবে সে আশঙ্কা নেই, তবু সতর্ক থাকা ভালো।

ডেলহ্যান্টির দোকানে পৌঁছুল ওরা।

'দোতালায়,' ল্যুককে নির্দেশ দিল ফ্যারেল।

লোকজন সরে গিয়ে পথ করে দিল। সিঁড়িতে যারা ছিল, দুড়দাড় করে সরে পড়ল, যেন রেগানের ছোঁয়া লাগলেই ফোস্কা পড়ে যাবে!

দর্শকরা আসন গ্রহণ করতে শুরু করেছে আদালত কামরায়। জাজ কেনেডি এখনও পৌঁছুও নি।

আসামীদের সামনের সারিতে নিয়ে গেল ক্লিফ, ওরা বসলে ঠিক পেছনে বসল ও। দরজায় গিয়ে দাঁড়াল স্টোন, জাজের অপেক্ষায় রইল।

কামরার ভেতর গুঞ্জন, চাপা কণ্ঠে কথা বলছে সবাই। গমগম করছে সারা ঘর।

ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে চলেছে আপন গতিতে।

হঠাৎ বুঝতে পারল ক্লিফ, হাত দুটো ঘামছে। প্যান্টের পায়ায় হাত মুছল। জড়োসড়ো হয়ে বসেছে হেলম্যান, সামনে তাকিয়ে আছে। শিরদাঁড়া

সোজা করে বসেছে ল্যুক, ম্যাট রেগানের, অপেক্ষা করছে।

ন'টা পঞ্চাশে হাজির হলো ম্যাট আর জেস, সরাসরি ল্যুকের কাছে এগিয়ে এল। মুহূর্তের জন্যে ক্লিফের দিকে তাকাল ম্যাট, তারপর ল্যুকের দিকে চোখ ফেরাল। 'ভেবো না, ল্যুক, সন্ধ্যার আগেই এখান থেকে চলে যাব আমরা।'

ম্যাটের পিছু নিয়ে স্টোনও এসেছে। 'সামনে চলে যাও,' মৃদু কণ্ঠে আদেশ করল সে।

ঘাড় ফিরিয়ে শেরিফের দিকে তাকাল ম্যাট। 'চলো, জেস,' ভাইয়ের উদ্দেশে বলল। সন্তুষ্ট চেহারায় সামনে বাড়ল দুভাই, শেষে দুটো চেয়ারে বসে পড়ল

এই সময় কামরায় পা রাখল জাজ কেনেডি।

'সবাই উঠে দাঁড়াও!' বলল স্টোন।

উঠে দাঁড়াল দর্শকরা। ডেস্কের দিকে এগিয়ে গেল কেনেডি, আসন গ্রহণ করল। সঙ্গে আনা কাঠের হাতুড়ির আঘাত করল ডেস্কে।

নীরবতা নামল কামরায়। স্টোনের দিকে ঘাড় ফেরাল কেনেডি। 'প্রথমে জুরী নির্বাচন পর্ব, পনেরজন লোকের নাম বলো।'

একে একে নাম ডাকতে শুরু করল স্টোন। মোট পনেরজন লোক উঠে বিচারকের আসনের বাঁ দিকে সাজানো দুসারি চেয়ারে গিয়ে বসল।

সবার চেহারা জরিপ করল ক্লিফ। ওদের চোখে মুখে অনীহার ছাপ সুস্পষ্ট।

ডেস্কে হাতুড়ি ঠুকল কেনেডি, ফিসফিস গুঞ্জন শুরু হয়েছিল, আবার নীরবতা নামল কামরায়।

'নাম বলো, শেরিফ,' বলল জাজ, সম্ভাব্য জুরীদলের দিকে তাকাল। 'নাম ডাকার পর দাঁড়িয়ে আমার প্রশ্নের জবাব দেবে।'

'পোমরয়,' ডাকল শেরিফ।

কাঁচুমাচু ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল পোমরয়, অস্বস্তির সঙ্গে, ল্যুক আর ম্যাটের দিকে তাকাল। ক্লিফকে এড়িয়ে গেল তার দৃষ্টি।

'তুমি কাউন্টির যোগ্য ভোটার?' জিজ্ঞেস করল কেনেডি।

'জি।'

'এই মামলার জুরী হতে তোমার আপত্তি আছে?'

মেঝের দিকে চোখ নামাল পোমরয়। 'আছে, জাজ।'

'কেন?'

'আমার রায় নিরপেক্ষ হবে না।'

দীর্ঘ সময় পোমরয়ের দিকে চেয়ে রইল জাজ। তার তীব্র দৃষ্টির সামনে মিইয়ে গেল পোমরয়। 'ঠিক আছে,' অবশেষে বলল কেনেডি, 'পরের জনকে ডাকো, শেরিফ।'

'ফ্র্যাঙ্ক হাইট।'

দাঁড়াল হাইট। ক্লিফ জানে সে কী বলবে। পোমরয় পথ দেখিয়ে দিয়েছে। এটা এখন দিবালোকের মতো স্পষ্ট, এখানে বসে যতই খোঁজাখুঁজি করুক, বারজন কেন, ছজন লোকও জুরী হতে রাজি হবে না।

আর এই পরিস্থিতিতে জুরী মিললেও নির্দ্বিধায় ল্যুকের পক্ষে রায় দেবে তারা। ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যাবে শয়তানটা।

হুবহু পোমরয়ের বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করল ফ্র্যাঙ্ক হাইট।

একের পর এক নাম ডেকে গেল স্টোন, একই জবাব পাওয়া গেল।

গম্ভীর হয়ে উঠল জাজ কেনেডির চেহারা। পনের জনই জুরী হতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। দর্শকদের দিকে তাকাল জাজ, অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে তারপর বলল, 'জীবনে বহু জায়গায় বিচার করতে গেছি, কিন্তু ভীতু লোকে ঠাসা এমন শহর আর চোখে পড়ে নি। গুরুতর একটা অপরাধ সংগঠিত হয়েছে এখানে, তোমরা ভালোবাস যাকে, সেই মেয়েটাকে লাঞ্ছিত করেছে এক নরপশু, অথচ তারই বিচারে জুরী হওয়ার মতো একটা লোক পাওয়া যাচ্ছে না, আশ্চর্য!'

নীরব দর্শকদের দিকে তাকিয়ে আছে জাজ কেনেডি, সরাসরি তাঁর দিকে তাকানোর সাহস করছে না কেউ।

'অপরাধের কাছে নতি স্বীকার করে নিয়েছ তোমরা,' আবার বলল জাজ, 'তোমরাও কি অপরাধী নও?' ভারি দীর্ঘশ্বাস ফেলল কেনেডি। 'এ-ই সব নয়। আসামীর পাঁচ ভাই শহরে আসার আগে তোমরা কয়েকবার জেল ভেঙে নিজ হাতে আইন তুলে নেয়ার চেষ্টা চালিয়েছ, অফিসারদের বাধা দিয়েছ দায়িত্ব পালনে। অপরাধীদের সহায়তা করার অপরাধে তোমাদের সবাইকে অভিযুক্ত করতে পারলে খুশি হতাম, দুর্ভাগ্যবশত তা সম্ভব নয়, একসঙ্গে এত লোকের বিচার করা যায় না। কিন্তু মনে রেখো, তোমরা মানুষ নামের অযোগ্য। আমি সতর্ক করে দিয়ে বলছি, কেউ যদি বিকৃত মনকে তৃপ্ত করতে অসহায় মেয়েটার প্রতি কোনও বাজে মন্তব্য করে মানহানিকর একটা শব্দ উচ্চারণ করে, তাকে যাতে জবাবদিহি করতে হয়, তার ব্যবস্থা আমি করব।'

ক্রুদ্ধ চেহারায় দর্শকদের দিকে তাকাল সে, তারপর আবার খেই ধরল, 'সেই সঙ্গে শেরিফ আর ডেপুটিকে আসামীকে স্যান্তা রোসায় নিয়ে যাবার নির্দেশ দিচ্ছি। কাল সকাল ঠিক দশটায় বিচার শুরু হবে। ওখানে আসামীর বিচার করার সাহস রাখে এমন বারজন লোক পাওয়া যাবে আশা করি। আদালত আপাতত মুলতবী ঘোষণা করা হলো।'

খট! খট!–হাতুড়ির বাড়ি পড়ল ডেস্কে।

উঠে দাঁড়াল জাজ কেনেডি।

স্টোনও উঠল। 'সবাই উঠে দাঁড়াও!' বলল সে।

একসঙ্গে উঠে দাঁড়াল কামরার প্রতিটি লোক। দরজার দিকে পা বাড়াল

জাজ, বেরিয়ে গেল।

ল্যুক রেগানের পিঠে রাইফেলের নল ঠেসে ধরল ক্লিফ ফ্যারেল। ম্যাটের দিকে তাকাল। 'তুমি শুনে রাখো, আমাকে বাধা দিতে এলেই ট্রিগার টিপে দেব। হয়তো খুন হয়ে যাব কিন্তু ল্যুকও রেহাই পাবে না। আমরা এখান থেকে না বেরোনো পর্যন্ত এক পাও নড়বে না।'

সমবেত দর্শকের দিকে তাকাল স্টোন। 'আসামীকে বাইরে না নেয়া পর্যন্ত যার যার জায়গায় বসে থাকো।'

রেগানের পিঠে রাইফেলের খোঁচা দিল ফ্যারেল। ককিয়ে উঠল ল্যুক, উঠে দরজার দিকে এগোল।

'আস্তে,' বলল ক্লিফ, 'এমন কিছু করো না যাতে মনে হয় পালানোর তাল করছ।'

ঘাড় ফিরিয়ে ক্লিফের দিকে তাকাল ল্যুক। খুব ধীরে, সতর্কতার সঙ্গে দরজার দিকে এগিয়ে চলল। ল্যান্ডিংয়ে পৌঁছে নামতে শুরু করল সিঁড়ি বেয়ে।

ল্যুকের পিঠে রাইফেলের মাযল ঠেকিয়ে এক কদম পেছনে রইল ক্লিফ।

রাস্তায় নামল দুজন। 'একটু দাঁড়াও,' বলল ক্লিফ।

থামল রেগান। চট করে একবার চারপাশে নজর বোলাল ক্লিফ। ল্যান্ডিংয়ে দাঁড়িয়ে আদালত কামরার দিকে শটগান বাগিয়ে ধরে রেখেছে স্টোন, পাশে হেলম্যান, আর কাউকে দেখা যাচ্ছে না। ল্যুকের দিকে চোখ ফেরাল ও। 'অবস্থাটা বুঝতে পারছ?'

আশপাশে তাকাল ল্যুক, হতাশার ছাপ পড়ল তার চেহারায়। নীরবে ক্লিফের সঙ্গে জেলহাউসে ফিরে এল সে।

হাতকড়া খুলে আবার ওকে সেলে ঢোকাল ক্লিফ। রেগানের চোখে নৈরাশ্যের ছায়া দেখল ও, কাঁদো কাঁদো চেহারা হয়েছে তার।

'আমার তামাক দেশলাই ফুরিয়ে গেছে,' বলল সে। 'ইশ, মনে হচ্ছে—'

'পরে,' বলল ক্লিফ। অফিসে ফিরে এল ও। একটু পরে হেলম্যানকে নিয়ে স্টোন পৌঁছুল। হেলম্যানের হাতকড়া খুলে দিল শেরিফ। 'চাইলে তুমি এখন যেতে পারো,' বলল, 'তবে আমরা যতক্ষণ স্যান্তা রোসায় না যাচ্ছি, আশপাশে থেকো।'

'আমি একা চলে গেলে হয় না?'

মাথা নাড়ল স্টোন।

'তা হলে জেলে থাকাই ভালো,' বলল হেলম্যান। 'আমার কাছে একটা ফুটো পয়সাও নেই।'

'তোমার ইচ্ছে।'

হেলম্যানকে সেলে রেখে এল স্টোন।

'কখন রওনা দেবে?' জিজ্ঞেস করল ক্লিফ, 'এখনই গেলে ভালো হত না? নইলে পৌঁছুতে পৌঁছুতে রাত হয়ে যাবে।'

‘পাগল নাকি?’ বলল স্টোন। ‘রেগানকে নিয়ে স্যান্তা রোসায় যাওয়া অসম্ভব।’

‘তবু চেষ্টা করা উচিত। আমি যাই ঘোড়ার ব্যবস্থা করি।’

জবাব দিল না স্টোন। বাইরে বেরিয়ে এল ফ্যারেল, এগোল লিভারি-বার্ন-এর দিকে।

আস্তাবলে পৌঁছে চড়া গলায় নিকোলাসকে ডাকল। একটা স্টল থেকে উঁকি দিল হোলস্টার।

‘চারটে ঘোড়া, নিকোলাস, তাড়াতাড়ি!’ বলল ক্লিফ।

‘ওকে স্যান্তা রোসায় নিয়ে যাচ্ছ?’

মাথা দোলাল ক্লিফ।

‘তোমরা দুজন?’

‘উপায় কী? শহরের লোকেরা জুরী হতেই রাজি হলো না, তারা কি আর সাহায্য করবে?’

‘কিন্তু দুজনে পারবে?’

প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল ফ্যারেল। ‘জলদি ঘোড়ার ব্যবস্থা করো,’ তাড়া দিল ও।

পরপর চারটে ঘোড়া বের করে ওগুলোর পিঠে জিন চাপাতে শুরু করল নিকোলাস। অপেক্ষা করল ক্লিফ। নিকোলাস সত্যি কথা বলেছে। মাত্র দুজনের পক্ষে রেগানকে স্যান্তা রোসায় নিয়ে যাওয়া এক কথায় অসম্ভব!

কিন্তু রেগানকে কোনওমতেই মুক্তি দেয়া যাবে না। এখন দুটো পথ আছে ল্যাকের সামনে: স্যান্তা রোসায় গিয়ে আদালতে দাঁড়াতে হবে; অথবা মরতে হবে ক্লিফের হাতে।

চারটে ঘোড়া তৈরি করে লাগামগুলো ফ্যারেলের হাতে তুলে দিল নিকোলাস। একটা ঘোড়ার পিঠে উঠে বসল ক্লিফ, অপর তিনটে ঘোড়াসহ এগোল রাস্তা ধরে।

হোটেলের সামনে কিছু লোক জটলা করছে। আবার বারান্দার খুঁটিতে নোটিস সেঁটেছে ম্যাট, পড়ছে সেটা। জেলহাউস পেছনে ফেলে হোটেলের দিকে এগিয়ে গেল ক্লিফ। ভিড় ঠেলে সামনে গিয়ে পড়ল নোটিসটা।

> **আমার ভাইয়েরা পাহাড়ের ওপর থাকবে, শেরিফ আর ডেপুটি ছাড়া অন্য কেউ ল্যাকের সঙ্গে গেলে ডিনামাইট ফাটিয়ে দেবে।**
>
> **ম্যাট রেগান।**

পাশে দাঁড়িয়েছিল ম্যাট, বিদ্রূপভরা দৃষ্টিতে ক্লিফের দিকে তাকাল। ক্লিফ তাকাল তার দিকে। ওদের পাঁচ-সাত মাইল এগিয়ে যাবার সুযোগ দেবে লোকটা, ভাবল, তারপর নেমে আসতে বলবে দুভাইকে, পাঁচজন একসঙ্গে

ছুটে যাবে ল্যককে উদ্ধার করতে। পাঁচজনের মোকাবেলা করা ওদের সাধ্যে কুলোবে না।

অন্যমনস্কভাবে কাঁধ ঝাঁকাল ক্লিফ, ঘুরে জেলহাউসের পথ ধরল। জেলের সামনে পৌঁছে লাফিয়ে নামল স্যাডল থেকে। ঘোড়াগুলোকে হিচরেইলে বেঁধে ভেতরে ঢুকল।

অফিস কামরায় পা রেখেই বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো থমকে দাঁড়াল। মুক্ত অবস্থায় কামরার মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে ল্যক রেগান! সেলের দিকে যাচ্ছে স্টোন।

ক্লিফকে দেখেই গানর‍্যাকের দিকে তেড়ে গেল ল্যক। এক টানে পিস্তল বের করে আনল ফ্যারেল, পিছিয়ে আনল হ্যামার, কঠিন কণ্ঠে নির্দেশ দিল, 'থামো!'

জমে গেল রেগান। 'স্টোন?' একই সুরে আবার বলল ক্লিফ। 'করেছ কী? জলদি ওর হাতে হাতকড়া পরাও!'

ঘুরে দাঁড়াল স্টোন। উদ্যত পিস্তল তার হাতে। 'ওকে যেতে দাও, ক্লিফ,' বলল সে।

'না!' অবিশ্বাসের সঙ্গে স্টোনের দিকে তাকাল ফ্যারেল। আশ্চর্য! এই খানিক আগে আদালতে এবং এর আগে মুরের সঙ্গে মারপিটের সময় পাশে এসে দাঁড়াল, অথচ এখন একেবারে উল্টো কথা বলছে!

'ওকে যেতে দাও,' ভারি গলায় বলল স্টোন। 'নইলে গুলি করব।'

'করো গুলি,' বলল ফ্যারেল। 'মরার আগে রেগানকে মেরে যাব আমি!'

'ক্লিফ...!' কাঁদো কাঁদো গলায় উচ্চারণ করল স্টোন, 'আর কোনও উপায় নেই, বুঝছ না কেন?'

'পিস্তল রেখে হাতকড়া এনে দাও,' বলল ক্লিফ।

ফিরে এল স্টোন, ক্লিফের পায়ের কাছে ছুঁড়ে দিল হাতকড়া। হাত বাড়িয়ে বুকে সাঁটা ব্যাজটা খুলে ফেলল একটানে, ছুঁড়ে দিল একদিকে। 'জাহান্নামে যাক, আমি আর নেই! এটার জন্যে প্রাণ খোয়ানোর ইচ্ছে নেই আমার!'

আবার ক্লিফের দিকে তাকাল সে, তারপর নীরবে বেরিয়ে গেল, হাঁটতে হাঁটতে দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেল একসময়।

আঠার

স্টোনের গমনপথের দিকে তাকিয়ে রইল ক্লিফ, অসন্তোষ চেপে রাখল অনেক কষ্টে। কয়েক মুহূর্ত পর ঘাড় ফিরিয়ে রেগানের দিকে তাকাল ও।

'আমি এখন একা, রেগান,' বলল, 'বুঝতে পারছ, মেজাজ খারাপ, উল্টাপাল্টা কিছু করলে একেবারে শেষ হয়ে যাবে! এবার ঘুরে দাঁড়াও!'

আদেশ পালন করল ল্যুক রেগান।

'হাত পেছনে আনো।'

এবারও আপত্তি করল না সে।

সামনে ঝুঁকে মেঝে থেকে হাতকড়া তুলে নিয়ে রেগানের হাতে পরিয়ে দিল ক্লিফ। তারপর বলল, 'যাও, সেলে ঢোকো।'

রেগান সেলে ঢুকলে দরজায় তালা লাগাল ও। ফিরে এল অফিস রুমে। জানালার সামনে দাঁড়িয়ে রাস্তার দিকে তাকাল। বিষণ্ন চেহারা। কী করবে, বুঝতে পারছে না। একা ওর পক্ষে রোগানকে নিয়ে স্যান্তা রোসায় যাওয়া সম্ভব নয়, আবার কারও সাহায্যও পাওয়া যাবে না। কী করা যায়?

চিন্তাভাবনা করার জন্যে সময় দরকার। কিন্তু ভাবলেই কি পরিস্থিতি পাল্টে যাবে? আবার কোনও উপায় না থেকে পারে? থাকতেই হবে!

ফিরে এসে শেরিফের চেয়ারে বসল ক্লিফ। কাঁপা হাতে সিগারেট বানিয়ে ধরাল। প্রথম থেকে পুরো ব্যাপারটা আবার পর্যালোচনা করে দেখল।

কেন যেন মনে হচ্ছে রেগানকে বাঁচিয়ে রেখে ভুল করেছে ও। এই লোকটাই যত নষ্টের মূল। কিন্তু মেরে ফেললে তার স্বীকারোক্তি পাওয়া যেত না, বিবেকের দংশনে জ্বলতে হত সারা জীবন...

কিন্তু রেগানের স্বীকারোক্তি পাওয়ার পরও নীতির প্রশ্নে অবিচল থাকতে গিয়ে প্রাণের ঝুঁকি নিয়েছে ও। স্টোনের মতো দায়িত্ব এড়ানোর কথা মুহূর্তের জন্যেও ঠাঁই পায় নি ওর মনে। ভেতরে ভেতরে ভীত হয়ে পড়েছে ও...জমাট বেঁধে গেছে পাকস্থলীর ভেতরটা। এত তাড়াতাড়ি মরতে চায় না ক্লিফ, ফাঁসির আসামীর মতো ভাবতে চায় না মৃত্যুর কথা।

কাঁধ ঝাঁকাল ফ্যারেল, প্রাণ বাঁচানোর কোনও পথ খোলা নেই। তবে প্রতি মুহূর্তে যদি সতর্ক থাকতে পারে, মরার আগে অন্তত রেগানকে মেরে যেতে পারবে ও।

ক্লান্ত দেহে উঠে দাঁড়াল ক্লিফ। ইতস্তত করে সময় নষ্ট করার মানে হয় না। একটা দায়িত্ব চেপেছে কাঁধে, পালন করতে হবে এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

বাবার কাছে সাহায্য চাওয়ার কথা ভাবল ও, পরক্ষণে নাকচ করে দিল চিন্তাটা। বাবাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়ার অধিকার ওর নেই, বহু আগেই চাকরি থেকে অবসর নিয়েছে মানুষটা; এবং এটা তার দায়িত্ব নয়।

দুপুর হয়ে এল প্রায়, এখুনি রওনা না হলে স্যান্তা রোসায় পৌঁছুতে সন্ধ্যা লেগে যাবে। কুঁচকে উঠল ক্লিফের চোখমুখ। দেরি হলেই বা কি? ওদের তো স্যান্তা রোসায় পৌঁছুতে দেয়া হবে না। তবু, যদিও ক্ষীণ, একটা সম্ভাবনা তো আছে!

সেলব্লকে এসে হেলম্যানের সেলের তালা খুলল ক্লিফ। 'আমি চাই না তোমার বিপদ হোক,' বলল ও, 'তাই ছেড়ে দিচ্ছি। স্যান্তা রোসায় গিয়ে

আমাদের জন্যে অপেক্ষা করো, ঠিক আছে?'

হেলম্যানের চেহারায় স্বস্তির ছাপ পড়ল, মাথা দুলিয়ে জবাব দিল সে। 'ঠিক আছে, মিস্টার ফ্যারেল।'

পকেট থেকে দশ ডলারের নোট বের করে হেলম্যানকে দিল ক্লিফ। 'হোটেলের ভাড়া আর খাওয়ার খরচ, খবরদার, হুইস্কি ছোঁবে না, বুঝেছ?'

'অবশ্যই, মিস্টার ফ্যারেল।'

'বাইরে চারটে ঘোড়া আছে,' বলল ক্লিফ। 'একটা নিয়ে যাও। রেগানরা পাহাড় থেকে নামলে তারপর রওনা দিয়ো, নইলে ব্যাটারা গুলি করে বসতে পারে।'

'আচ্ছা।'

জেল থেকে বেরিয়ে এসে কিছুক্ষণ ফুটপাথ-এ দাঁড়িয়ে থাকল হেলম্যান, হঠাৎ আলোয় চোখ কুঁচকে গেছে। আলো সয়ে আসলে হিচরেইল থেকে একটা ঘোড়া খুলে নিয়ে চেপে বসল স্যাডলে। এগোতে শুরু করল ঘোড়াটা।

মন্থর পায়ে আবার সেলব্লকে এল ক্লিফ। বেরিয়ে যাবার আগে সোনির সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু উপায় নেই। ল্যুক রেগানকে একা রেখে যাওয়ায় ঝুঁকি আছে। এমন কেউ নেই, যাকে রেখে যাওয়া যায়।

পেছনে দরজা খোলার শব্দে ঘুরে দাঁড়াল ক্লিফ। সোনিয়া, ভীত দৃষ্টিতে দেখছে ওকে।

সেলের দরজা সশব্দে আটকে দিয়ে সোনিয়ার দিকে এগিয়ে এল ক্লিফ। চারদিকে চোখ বোলাল সোনি। 'স্টোন কই?' জানতে চাইল।

'একটা কাজে বাইরে গেছে,' মিথ্যে বলল ক্লিফ, অনর্থক মেয়েটাকে ভাবনায় ফেলে কাজ নেই। স্টোন বিদায় নিয়েছে শুনলে ঘাবড়ে যাবে ও।

'রেগানকে স্যান্তা রোসায় নিচ্ছ?'

'হ্যাঁ।' সোনিয়ার কাঁধে হাত রাখল ক্লিফ। সোনিকে এমন কিছু বলা যাবে না যাতে পরিস্থিতির ভয়াবহতা প্রকাশ পায়।

'সকালে বাবা মায়ের সঙ্গে যাচ্ছি আমি,' বলল সোনিয়া, 'দশটা নাগাদ পৌঁছে যাব।'

সোনিয়ার দিকে তাকিয়ে মাথা দোলাল ক্লিফ। বেশ স্বাভাবিক হয়ে এসেছে ওর চেহারা। কথা বলার জন্যে মুখ খুলল, কিন্তু বাধা দিল সোনি।

'আর একটা কথা, ক্লিফ, আমার মতে এখন পর্যন্ত কোথাও ভুল করো নি তুমি।'

হাসল ক্লিফ। 'জানতাম, তুমি একথাই বলবে।'

'এবার যাই, কাল দেখা হবে।'

'আচ্ছা।'

চলে গেল সোনিয়া। জানালার সামনে দাঁড়াল ক্লিফ। হাঁটতে হাঁটতে দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেল মেয়েটা। হাঁটার ভঙ্গিতে আগের সেই চঞ্চলতা

খানিকটা ফিরে এসেছে, ভাবল ও।

স্বস্তির ছাপ পড়ল ক্লিফের চেহারায়। আবার সেলব্লকে ঢুকল ও, তালা খুলল রেগানের সেলের। 'বেরোও, এখুনি রওনা দেব আমরা। তোমাকে এই প্রথম ও শেষবারের মতো সাবধান করে দিচ্ছি, পালানোর চেষ্টা বা সন্দেহজনক আচরণ করলে সোজা খুন হয়ে যাবে। আমার স্যান্তা রোসায় পৌঁছুবার আশা কম, তবে তোমার অবস্থাও বিশেষ সুবিধের নয়। ম্যাটরা হামলা করলে তোমাকে মেরে মরব আমি।'

ক্লিফের সতর্কবাণীতে ম্লান হয়ে গেল ল্যুক রেগান, তাচ্ছিল্যের ছাপ উধাও হলো চেহারা থেকে। 'ম্যাটের সঙ্গে একটা আপোসরফায় পৌঁছুনোর চেষ্টা করো না?' অনুনয় করল সে। 'তুমি মারা যাও, আমরা কেউই চাই না।'

হাসল ক্লিফ।

মাথা নাড়ল রেগান, দু'চোখে তার স্পষ্ট ভয়।

অফিস কামরায় এনে রেগানকে দাঁড় করাল ক্লিফ। র‍্যাক থেকে স্টোনের ডাবল ব্যারেল্ড শটগানটা তুলে নিয়ে লোড করা কিনা দেখল। রিলোড করার সুযোগ ওকে দেয়া হবে না জেনেও ড্রয়ার থেকে গোটাকতক শেল নিয়ে পকেটে রাখল। 'দুটো ব্যারেলই লোড করা,' রেগানের উদ্দেশে বলল ও, 'ফস্কানোর তিলমাত্র সম্ভাবনা নেই, একটা গুলি খেলেই দু'টুকরো হয়ে যাবে, মনে রেখো!'

সম্মোহিতের মতো শটগানের দিকে চেয়ে রইল রেগান। জিভ বের করে শুকনো ঠোঁট ভেজাল সে, ঢোক গিলে বলল, 'তোমাকে মেরে আমাকে ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করবে ওরা, ডেপুটি!'

'জানি'। কিন্তু আমার হাতে না মরলেও শেষ পর্যন্ত ফাঁসিতে তো তোমাকে ঝুলতেই হবে, ভয় কী? দুটোই সমান।'

রেগানের ভীত চেহারা দেখে পুলক অনুভব করল ক্লিফ। 'চলো, ঘোড়ায় চাপো।'

এলোমেলো পায়ে জেল থেকে বেরিয়ে এল ল্যুক রেগান, একটা ঘোড়ার পাশে দাঁড়াল। সামনে এসে আবার ওকে হাতকড়া পরাল ক্লিফ। ল্যুক স্যাডলে চাপলে লাগাম তুলে দিল তার হাতে। তারপর নিজে একটা ঘোড়ায় চেপে বসল। রাস্তার দিকে তাকাল ও।

শহরবাসীরা রাস্তার দুপাশে সার বেঁধে অপেক্ষা করছে, সেনাবাহিনীর কুচকাওয়াজ দেখতে এসেছে যেন! থমথমে ভাব চারদিকে। জনতার দৃষ্টি ওদের দু'জনের ওপর নিবদ্ধ।

'সামনে বাড়ো,' বলল ক্লিফ ফ্যারেল।

ঘোড়ার পেটে গোড়ালির খোঁচা দিল রেগান।

ক্লিফের কনুইয়ের ভাঁজে ডাবল ব্যারেল শটগানটা দেখে মনে হবে নিতান্ত অবহেলার সঙ্গে ধরে রেখেছে; আদৌ তা নয়, রেগানের পিঠ বরাবর তাক করা

রয়েছে ওটা। ওকে ঠেকাতে সরাসরি মাথায় গুলি করতে হবে প্রতিপক্ষকে, সেটা সম্ভব নয়।

ঘাড় ফিরিয়ে গ্রে বাট-এর দিকে তাকাল রেগান। 'এখনও নামে নি ওরা,' বলল।

'আমরা বেরোলেই নেমে আসবে।'

'ওরা দুজনই আছে, লিন্সকে নীচে দেখছি না।'

ঝট করে তাকাল ক্লিফ ফ্যারেল। পাহাড়ের নীচে মাত্র দুটো ঘোড়া দেখা যাচ্ছে, লিন্স নেই। ম্যাট জেস আর লিন্সের খোঁজে রাস্তায় চোখ বোলাল ও, কেউ নেই। আবার সামনে তাকাল ক্লিফ, প্রতিটি ভবনের ছাদ লক্ষ্য করল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। নেই।

শহর ছাড়ার আগেই হামলা চালাবে না তো?—ভাবল ক্লিফ। তাহলে তো ল্যুক মারা গেলে প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে ডিনামাইট ফাটিয়ে দেবে শয়তানগুলো।

উৎকণ্ঠায় ভুগে লাভ নেই, আপনমনে বলল ক্লিফ, যা হবার হবে, উদ্বিগ্ন হলেই তো পরিস্থিতি বদলাবে না!

জেল ছেড়ে আধ ব্লক দূরে এসে পড়েছে ওরা। হঠাৎ ক্লিফের খেয়াল হলো, উত্তেজনায় দম আটকে রেখেছে, ফোঁস করে এক মুখ বাতাস ছাড়ল।

মন্থর গতিতে গড়িয়ে যাচ্ছে অপেক্ষার মুহূর্তগুলো।

আরও বাড়ল জেলের সঙ্গে দূরত্ব। একটা হ্যামারে চেপে বসেছে ক্লিফের আঙুল।

গুড়ুম!

আচমকা গুলির শব্দে কুঁকড়ে গেল ক্লিফ, নিমেষে পিছিয়ে আনল শটগানের হ্যামার।

রাশ টেনে ঘোড়া থামাল ল্যুক। ক্লিফও থামল, অবাক হয়ে আবিষ্কার করল ওর গায়ে লাগে নি গুলিটা। কে গুলি করল?

পাহাড়ের গায়ে বাড়ি খেয়ে কাঁপা প্রতিধ্বনি ফিরে এল। পাহাড় থেকে আসে নি গুলিটা, শহরের ভেতরেই রয়েছে অস্ত্রধারী!

কিন্তু অস্ত্রধারী রেগানদের কেউ নয়, তাহলে ও অক্ষত থাকত না।

কে?

ল্যুকের ওপর নজর রাখার জন্যে দুগজের মতো সামনে এগোল ক্লিফ। হঠাৎ গ্রে বাট-এর দিকে তাকাতেই দেখল লুটিয়ে পড়ছে ল্যুকের এক ভাই, মার্ক। প্রলম্বিত আর্তনাদ আঘাত করল কানের পর্দায়।

নড়তেও ভুলে গেল চমকিত ক্লিফ। অসহায় চেহারায় লক্ষ্য করল ডিনামাইটের সলতেয় আগুন ধরাতে সামনে ঝুঁকে পড়েছে জনি রেগান।

আবার গর্জাল অদৃশ্য রাইফেল, আবার; কয়েক মুহূর্ত পর প্রতিধ্বনি ভেসে এল।

স্প্রীংয়ের মতো সোজা হয়ে গেল জনি, বাঁকাচোরা ভঙ্গিতে পিছিয়ে গিয়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল পাথুরে দেয়ালে। আবারও গর্জাল রাইফেলটা। কেউ যেন পেরেক দিয়ে পাহাড়ের সঙ্গে গেঁথে দিল জনিকে। কয়েক মুহূর্তে লেগে রইল সে, তারপর হুড়মুড় করে আছড়ে পড়ল, একদিকে হেলে পড়ল মাথাটা, নড়ল না আর।

বিস্ময়ে 'থ' হয়ে গেছে ফ্যারেল। পাহাড়ের ওই হুমকিতে এত অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল, এখন আর তার অস্তিত্ব নেই বিশ্বাস করতে পারছে না।

হঠাৎ খেয়াল হলো জেল থেকে অনেক দূরে এসে পড়েছে ওরা, এবং ল্যুকের আরও তিনটি ভাই এখনও বেঁচে, কাছেপিঠেই আছে তারা!

যেদিকে এগোবে, বিপদ সমান। ল্যুকের দিকে একবার তাকিয়ে রাস্তার এমাথা ওমাথায় চোখ বোলাল ফ্যারেল। কানের কাছে কে যেন বলে উঠল, 'ছোট! জলদি!'

ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছে জনতা, এদিকে ওদিকে ছোটাছুটি করছে সবাই। ধরে নিয়েছে, ডিনামাইটের ফিউজে আগুন লেগেছে, বিস্ফোরণের আগেই পালাতে হবে।

গুলি খাওয়ার আগেই হয়তো ফিউজে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে জনি, হয়তো ধরায় নি, যাই হোক, শহরবাসীর সাহায্য পেতে কিছু সময় লাগবে···ঘণ্টাখানেক পালানো ছাড়া অন্য কিছু ভাববে না কেউ; পরে ডিনামাইট না ফাটলে যার যার ঘরে ফিরতেও দেখি করবে না।

জেলহাউসকে এখন হাজার মাইল দূরে বলে মনে হচ্ছে। শটগান উঁচিয়ে ধরল ক্লিফ ফ্যারেল। 'ফের জেলে চলো, রেগান,' বলল ও, 'প্রার্থনা করো, যেন পথে কোনও বাধা না আসে।'

উনিশ

দিশেহারা চেহারায় ঘাড় ফিরিয়ে ক্লিফের দিকে তাকাল ল্যুক। নিজের চোখে আপন দু'ভাইকে প্রাণ হারাতে দেখে বিমূঢ় হয়ে গেছে।

'কই, এগোও! জলদি!' ধমকে উঠল ক্লিফ।

হতচকিত রেগান খোঁচা দিল ঘোড়ার পেটে। মন্থর গতিতে জেলহাউসের দিকে এগোল দুই অশ্বারোহী।

একচুলও নড়ে নি ক্লিফের শটগান, যেমন ছিল, ল্যুকের পিঠ বরাবর তাক করা এখনও। এদিকে হুলস্থূল পড়ে গেছে রাস্তায়, দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটছে লোকজন, চিৎকার করছে পাল্লা দিয়ে।

কে গুলি ছুঁড়ল?–আবার ভাবল ক্লিফ–বাবা কী? তাই হবে। এরকম

ঝুঁকিপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়ার দুঃসাহস বাবা ছাড়া কারও হবে না, বেপরোয়া কাজ একমাত্র জ্যাকব ফ্যারেলের পক্ষেই সম্ভব।

জনি রেগান মারা গেছে কতক্ষণ? মনে হচ্ছে একটি ঘণ্টা কেটে গেছে, কিন্তু ক্লিফ জানে, আসলে এক মিনিটও পেরোয় নি।

আরও আধ ব্লক পথ বাকি, বারবার ডানে বামে তাকাচ্ছে রেগান, প্রতিটি দালানের ছাদ আর দোতালার জানালা জরিপ করছে ওর চোখ; ছাইয়ের মতো শাদা হয়ে গেছে চেহারা।

ক্লিফ পরিষ্কার বুঝতে পারছে, ল্যুকের অন্য তিনভাই এখন পথ রোধ করে দাঁড়ালে জেলহাউসে আর পৌঁছুতে হবে না, একা চারশত্রুর মোকাবিলা করা অসম্ভব।

বাবা সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে, সেই আশায় বসে থেকে লাভ নেই। সে কোথায় আছে কে জানে, পাহাড়চূড়ায় দুর্বৃত্তদের নাগালে পেতে নিশ্চয়ই অনেকটা এগিয়ে যেতে হয়েছে ওকে।

বাট স্যালুন অতিক্রম করল ল্যুক, পেছনে রইল ক্লিফ। হঠাৎ দরজা খোলার শব্দে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ও। রাস্তায় বেরিয়ে এল ম্যাট, পেছনে জেস আর লিন্স। থামল না ক্লিফ, তাহলে শটগানের আওতার বাইরে চলে যাবে ল্যুক। পেছন থেকে কর্কশ কণ্ঠে খেঁকিয়ে উঠল ম্যাট। 'আর এক পা-ও এগোবে না বলছি, ডেপুটি!'

'দাঁড়াও, ল্যুক,' বলল ক্লিফ।

দাঁড়িয়ে পড়ল ল্যুকের ঘোড়া। সামনে তাকিয়ে অনড় বসে রইল ক্লিফ, শটগানের ট্রিগারে চেপে বসল তর্জনী। বেকায়দায় পড়ে গেছে ও, এই মুহূর্তে ম্যাট ওর মাথা নিশানা করেছে কিনা কে জানে…!

'পিস্তল ফেলে দাও, ম্যাট,' কণ্ঠ স্বাভাবিক রেখে বলল ক্লিফ, 'জেস, লিন্স, তোমরাও। আমার শটগান ল্যুকের হৃৎপিণ্ডের দিকে চেয়ে আছে, আঙুল ট্রিগারের ওপর, মাথায় গুলি করলেও ল্যুককে বাঁচাতে পারবে না, ঝুঁকি নিতে চাও?'

'ঝুঁকি? জেলে গেলে এমনিতেও মরতে হবে ওকে!'

ঘাড় ফিরিয়ে তাকানোর ইচ্ছেটা অনেক কষ্টে দমন করল ক্লিফ।

আচমকা গুলির শব্দ ভেসে এল পেছন থেকে। সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়ার পেটে গুঁতো লাগাল ল্যুক, ঝটিতি সরে গেল এক পাশে।

শব্দ শুনেই কুঁকড়ে গিয়েছিল ক্লিফ, গুলি লাগে নি, এখনও অক্ষত আছে বুঝতে পেরে বিমূঢ় হয়ে গেল, কিন্তু দ্রুত সামলে নিয়ে গুলি করল ও।

স্প্লিনটার লাগল ল্যুক আর তার ঘোড়ার গায়ে, কেঁপে উঠল লোকটা, ঝুঁকে পড়ল সামনের দিকে। প্রাণপণে ছুটতে শুরু করল আহত ঘোড়াটা।

ফাঁকা গুলি করেছে ম্যাট, বুঝল ফ্যারেল। ঘটনার দ্রুত নিষ্পত্তি চাইছে প্রতিপক্ষ। চট করে ঘোড়ার আড়াল নিয়ে স্যাডল থেকে নেমে পড়ল ও।

পরক্ষণে, প্রায় একই সঙ্গে গর্জে উঠল দু'টো বন্দুক, ওর ঘোড়ার গায়ে লাগল একটা বুলেট। সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়া নিয়েই দৌড় দিল ক্লিফ। বেশি দূর এগোতে পারল না জানোয়ারটা, পা ভাঁজ হয়ে গেল ওটার, লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। পাঁই করে ঘুরল ফ্যারেল, শটগানের অন্য হ্যামার পেছনে নিয়ে এল।

আবার গুলির শব্দ হলো। লিন্স গুলি করেছে। তারপরই গুলি ছুঁড়ল ম্যাট আর জেস। হঠাৎ কুড়োলের কোপ পড়ল যেন ক্লিফের উরুতে, হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেল। ট্রিগার টিপল ও, প্রচণ্ড গর্জনে চাপা পড়ে গেল চারপাশের কোলাহল।

মাত্র বিশফুট দূরে স্যালুনের দরজার কাছে ছিল লিন্স, সোজা তার বুকে গিয়ে লাগল বাকশট, ঝাঁঝরা হয়ে গেল লোকটা; নিমেষে টকটকে লাল বর্ণ ধারণ করল পরনের শার্ট, বিকৃত হয়ে গেল চেহারা। গুলির ধাক্কায় এক কদম পিছিয়ে গেল লিন্স, আছড়ে পড়ল স্যালুনের জানালার ওপর, ঝনঝন শব্দে কাচ ভাঙল, মাটিতে লুটিয়ে পড়ল একটা নিষ্প্রাণ দেহ। গুলিশূন্য এখন ক্লিফের শটগান, শত্রুর মুখোমুখি অসহায়।

ওর শটগানে গুলি নেই প্রতিপক্ষ লক্ষ্য করেছে কিনা কে জানে! মনে মনে গুলি খাওয়ার জন্যে তৈরি হয়ে গেল ও। কিন্তু ওকে অবাক করে দিয়ে হঠাৎ দৌড়ুতে শুরু করল ম্যাট আর জেস।

স্যাৎ করে স্যালুনে ঢুকে পড়ল জেস। দরজা থেকে খানিকটা দূরে ছিল ম্যাট, রাস্তা ধরেই দৌড় দিল সে, স্যালুন আর একটা দালানের মাঝের এক চিলতে ফাঁকা জায়গায় ঢুকে পড়ল।

পরিষ্কার কিছু ভাবতে পারছে না ক্লিফ, সহজাত প্রবৃত্তির বশে কাজ করে যাচ্ছে। শটগানটা আবার লোড করে স্যালুনের দিকে দৌড়ে গেল ও। এক ধাক্কায় দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল, চৌকাঠে হোঁচট খেয়ে পড়তে গিয়েও সামলে নিল। উরুর ক্ষত থেকে রক্ত বেরিয়ে প্যান্ট ভিজে গেছে, টের পাচ্ছে, ভেজা প্যান্ট লেপ্টে গেছে চামড়ার সঙ্গে।

বারের কাছে পৌঁছে গেছে জেস, শটগান তাক করল ক্লিফ; কিন্তু গুলি করার আগেই ঝুপ করে বসে পড়ল লোকটা। স্যালুনের সবাই পাগলের মতো ছুটল দরজার দিকে। বারের শেষ প্রান্তের দিকে এগিয়ে গেল ক্লিফ। পা দুটো আর চলছে না। ও বারের কিনারে পৌঁছুতেই ঝট করে উঠে দাঁড়াল জেস, ট্রিগার টিপল পিস্তলের।

এবার আর ভুল হলো না ক্লিফের, ডান হ্যামার পিছিয়ে আনল, টিপ দিল ট্রিগারে। ফলাফল ভয়াবহ, বারের পেছনে লাগানো আয়না, তাকে সাজানো বোতল, উধাও হলো এক লহমায়, যেন ঝড় বয়ে গেছে। আক্ষরিক অর্থে দু'টুকরো হয়ে গেল জেস। ভয়ঙ্কর একটা গর্ত সৃষ্টি হয়েছে তার পেটে, রক্তে ভেসে যাচ্ছে মেঝে। নিঃসাড় জেসের দেহ, কাচের ভাঙা টুকরো ঝরে পড়ছে তার ওপর।

ঘুরে দাঁড়াল ক্লিফ, পা টেনে দরজার দিকে এগোল, বেরিয়ে এল রাস্তায়।

ক্রোধে জ্বলছে দু'চোখ। মাথার টুপিটা কখন পড়ে গেছে জানে না। ম্যাটের খোঁজে ডানে বামে তাকাল ও।

স্যালুনের পাশের গলিটার দিকে ইঙ্গিত করল এক লোক। চট করে সেদিকে ছুটে গেল ক্লিফ। আহত পায়ে আর কতক্ষণ সোজা থাকতে পারবে? মাথাটা এখনও ঠিকমতো কাজ করছে না। তবে এটুকু বুঝতে পারছে, অজ্ঞান হবার আগেই শেষ করতে হবে ম্যাটকে।

খাঁ খাঁ করছে গলিপথ। খুঁড়িয়ে এগিয়ে চলল ফ্যারেল, অন্য দিকে খোলা জায়গায় বেরিয়ে এল। আচমকা হোঁচট খেলো আবর্জনার স্তূপে, হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

একই সময়ে ডান দিক থেকে ভেসে এল বন্দুকের কানফাটা গর্জন। ক্লিফের পেছনে, স্যালুনের দেয়ালে খাবলা বসাল বুলেট। আবার গুলির শব্দ হলো। গড়ান দিয়ে সরে যেতে শুরু করল ক্লিফ। আর একটা গুলি অবশিষ্ট আছে, ভাবল। কোমরে ঝোলানো গুলি ভরা পিস্তলের কথা মনে পড়ল হঠাৎ, উত্তেজনায় ভুলে গিয়েছিল, হাত বাড়াল ও—নেই, স্যালুনের সামনে ঘোড়া থেকে নামার সময় পড়ে গেছে হয়তো।

গড়ান দেয়ার সময় ম্যাটকে দেখেছে ও, একটা ভাঙা দেয়ালের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে, মাথা আর বুকের ঊর্ধ্বাংশ নজরে আসছে কেবল। ক্লিফের দিকে তাকিয়ে রয়েছে, তার হাতের পিস্তল। শোয়া অবস্থাতেই শটগান তুলে ধরল ক্লিফ, ওর দৃষ্টি ম্যাটের পিস্তলের মাযল দেখছে, পেছনে ম্যাটের হিংস্র চেহারা।

এখুনি গুলি করবে ম্যাট...মনে মনে মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হলো ক্লিফ।

আচমকা কেঁপে উঠল ম্যাট, পাঁই করে ঘুরল এক পাক, নেমে গেল পিস্তলের নলটা, খেঁকিয়ে উঠল। পরক্ষণে কানের পর্দায় আঘাত করল অদৃশ্য সেই রাইফেলের প্রচণ্ড গর্জন।

ম্যাটকে দেখা যাচ্ছে না আর, শুধু দেয়ালটা দেখা যাচ্ছে। গুলির শব্দ অনুসরণ করে তাকাল ক্লিফ। কাছের একটা দালানের ছাদে রাইফেল হাতে দাঁড়িয়ে আছে জ্যাকব ফ্যারেল।

চট করে উঠে দাঁড়াল ও, দেয়ালের দিকে এগিয়ে গেল। উঁকি দিতেই ম্যাটের নিথর দেহ চোখে পড়ল।

শটগানের হ্যামার আগের জায়গায় ফিরিয়ে আনল ক্লিফ, তারপর ধীরে ধীরে বড় রাস্তার দিকে এগোল, একটা কাজ বাকি রয়ে গেছে...

বড় রাস্তায় পৌঁছে পিস্তলটা খুঁজে পেল, হোলস্টারে রাখল ওটা। খুঁড়িয়ে জেলহাউসের সামনে এল ও। একটা ঘোড়া এখনও আছে। রেইল থেকে লাগাম খুলে স্যাডলে চেপে বসল। এখন শুধু ল্যুক বেঁচে আছে, ওকেই দরকার।

কোথায় যেতে পারে সে? পাঁচ পাঁচটি ভাইয়ের মৃত্যুতে দিশেহারা ফেরারী

ল্যুক কোন্ দিকে যাবে? সোজা সেই মরুভূমিতে?—নাহ্। গ্রে বাট-এর দিকে দৃষ্টি গেল ফ্যারেলের। ঢাল বেয়ে উঠে যাচ্ছে ল্যুক। তার মানে ডিনামাইটের ফিউজে আগুন ধরাতে যাচ্ছে। ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ নেবে!

জ্যাকব ফ্যারেলের খোঁজে সেই দালানটা ছাদের দিকে তাকাল ক্লিফ। রেগানের দিকে নিবদ্ধ বাবার দৃষ্টি, কিন্তু তাকে রাইফেল তাক করতে দেখা গেল না। ল্যুককে ঠেকানো না গেলে বাবা গুলি করবে নিঃসন্দেহে, ডিনামাইটের সলতেয় আগুন দেবার আগেই। কিন্তু ল্যুককে যে ওর জ্যান্ত প্রয়োজন, গ্রে বাট-এ তার বিচার হবে, তারপর সে ফাঁসিতে ঝুলবে।

ঘোড়ার পেটে সজোরে খোঁচা দিল ক্লিফ! ঝড়ের গতি পেল ওটা। ঢালের শেষ মাথায় পৌঁছে গেছে ল্যুক রেগান, এই সময় পাহাড়ের ঘোড়ায় এসে থামল ও।

'ল্যুক!' চিৎকার করে ডাকল, 'রেগান! শোনো! আমার বাবার রাইফেল তোমার দিকে চেয়ে আছে, চাতালে ওঠার চেষ্টা করলে মারা পড়বে!'

ফিরেও তাকাল না ল্যুক। এদিকে ভার হয়ে আসছে ক্লিফের মাথা, দুর্বলতা গ্রাস করে নিচ্ছে ওকে প্রতি মুহূর্তে···সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে দ্রুত···কিছু একটা করা দরকার!

হঠাৎ মনে পড়ল কথাটা···সাধারণ ব্যাপারটা এতক্ষণ মনে ছিল না!

'ল্যুক!' আবার চিৎকার করল ক্লিফ। 'ফিউজে আগুন জ্বালাবে কীভাবে? দেশলাই কোথায়! একটু আগে কোর্ট থেকে জেলে ফিরে আমার কাছে তামাক ম্যাচ চেয়েছিলে, মনে নেই?'

কড়া লাগানো হাতে উদ্ভ্রান্তের মতো পকেট হাতড়াল ল্যুক। অবশেষে হতাশায় ঝুলে পড়ল ওর কাঁধ, ঘোড়া ঘুরিয়ে নেমে আসতে শুরু করল। অপেক্ষা করল ক্লিফ। ল্যুক কাছে এলে এক পাশে সরে ওকে পথ করে দিল। এক সঙ্গে জেলে ফিরল ওঁরা। স্যাডল থেকে নেমে ল্যুককে নিয়ে ভেতরে ঢুকল ক্লিফ। ওকে সেলে রেখে তালা দিল দরজায়।

অবশেষে সমাধান হলো সব সঙ্কটের, ভাবল ও। জেলে আটক রয়েছে ল্যুক রেগান, ওর ভাইয়েরা মারা যাওয়ায় অবসান হয়েছে অবরোধের, শহরের নিরাপত্তা ফিরে এসেছে। এবার নির্বিঘ্নে বিচার হবে আসামীর, আগেই স্বীকারোক্তি দিয়েছে সে, আদালতের রায় তার বিরুদ্ধে যাবে নিঃসন্দেহে।

অফিস কামরায় ফিরে শেরিফের স্যুইভেল চেয়ারে ধপ করে বসে পড়ল ক্লিফ। অবসাদে চোখ বুজল।

***

ওয়েস্টার্ন

দুটি বই একত্রে

আক্রান্ত শহর

শওকত হোসেন

ইয়েলো বাট-এর বিস্তৃত এলাকা কুক্ষিগত করতে চায় অ্যালটন বারউইক। তাই ক্যাপটেন পল কেড্রিককে ভাড়া করল সে। নৃশংস একদল গানম্যানের নেতৃত্ব দিতে হবে তাকে। উচ্ছেদ করতে হবে ইয়েলো বাট শহরে বসবাসকারী–বারউইকের ভাষায়–একদল দুর্বৃত্তকে। কিন্তু কাজে নেমেই কেড্রিক দেখল ভুল তথ্য জানানো হয়েছে ওকে। ইয়েলো বাটবাসীরা দুর্বৃত্ত নয়। কী করবে ও?

অবরোধ

ফাঁসির আসামী ল্যুক রেগানকে গ্রেপ্তার করল ডেপুটি শেরিফ ক্লিফ ফ্যারেল। শহরবাসী খেপে উঠল তাকে ছিনিয়ে নেয়ার জন্যে। এই সময় এসে হাজির হলো আসামীর পাঁচ দাঙ্গাবাজ ভাই। ল্যুকের মুক্তির দাবি করল তারা। কিন্তু ফ্যারেল দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ল্যুকের বিচারের ব্যবস্থা করবেই। পারবে ও?

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০

সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০

প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০